ইসলামের দৃষ্টিতে

দাড়ি ও তার পরিমাণ

সাঈদ আহমদ

ইসলামের দৃষ্টিতে দাড়ি ও তার পরিমাণ

সাঈদ আহমদ হাফিযাহুল্লাহ
উস্তাদ, দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম, হাটহাজারী।
খতীব, নাসিরাবাদ সরকারি কলোনি জামে মসজিদ।

মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ

মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯৩৫-২৮৯৮৩২, ০১৯৪৮-৯৯৭৯৮৫
Email: m.ettihad@gmail.com
www.facebook.com/Ettihadprokashon

বই	ইসলামের দৃষ্টিতে দাড়ি ও তার পরিমাণ
লেখক	সাঈদ আহমদ
প্রকাশক	মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক
পরিবেশক	প্রীতম প্রকাশ
অনলাইন পরিবেশক	রকামারি.কম, ওয়াফিলাইফ
প্রকাশকাল	ফেব্রুয়ারি ২০১২ ঈসায়ী
ষষ্ঠ মুদ্রণ	ফেব্রুয়ারি ২০২২ ঈসায়ী
স্বত্ব	সংরক্ষিত
মূল্য	৩৪০ (তিনশত চল্লিশ) টাকা মাত্র

ISBN: 978-984-95898-6-0

শ্রদ্ধেয় আব্বা-আম্মা, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও শত বিনিদ্র রজনীর দোআর বরকতে এবং আসাতিযায়ে কেরাম, যাদের নেক তাওয়াজ্জুহ ও তালীম-তরবিয়তে সত্যের পথে অবিচল থেকে আজ দু'চার কলম লিখার তাওফীক লাভ করেছি।

আল্লাহ পাক তাঁদের হায়াতে তায়্যিবা, সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু দান করুন! আমীন!!

✍... সাঈদ আহমদ

সূচীপত্র

চতুর্থ অধ্যায়
সহীহ হাদীসের আলোকে দাড়ির সঠিক পরিমাণ

পঞ্চম অধ্যায়
অগ্রহণযোগ্য দলীলের ভিত্তিতে দাড়ির পরিমাণ সম্পর্কে তিন দলের তিন রকম মন্তব্য

ষষ্ঠ অধ্যায়
আমাদের দাড়ি কাটা সাহাবাদের সাথে মিল থাকতে হবে কেন?

সপ্তম অধ্যায়

লম্বা দাড়ি ও একমুষ্টি দাড়ির ব্যাপারে চার মাযহাবের ইমামসহ অন্যদের মতামত ও কিছু প্রশ্ন-উত্তর

অষ্টম অধ্যায়

দাড়ির গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু আলোচনা ও জরুরী মাসআলা

বিশেষ অংশ

আহলে ইলমদের সাথে সম্পৃক্ত চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন-উত্তর

সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর বিশিষ্ট খলীফা, বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়্যার সম্মানিত চেয়ারম্যান, আল-জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর স্বনামধন্য পরিচালক, পীরে কামেল

আল্লামা শাহ আহমদ শফি সাহেব রহ-এর

দোআ ও অভিমত

আল্লাহ তাআলা সমগ্র জাহান সৃষ্টি করেছেন নিজ মহিমায়। পাহাড়, সাগর, নদী-নালা থেকে শুরু করে মানুষসহ সব কিছু সৃষ্টি করেছেন নিজ রুচিতে। সব বিষয়ের মত রুচিতেও তিনি একক। কোন্ বস্তু কখন কীভাবে সুন্দর দেখাবে, সে সম্পর্কে তিনিই সবচেয়ে বেশি জ্ঞাত। কারণ সকল রুচির উৎস তিনিই। মানুষ তাঁর সৃষ্টির সেরা। মানুষকে কেন্দ্র করেই সকল বস্তুর সৃষ্টি। তাই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সবচেয়ে সুন্দর আকৃতিতে। যে মানুষের সৌন্দর্য নিয়ে তিনি শপথ করেছেন। ছোট কালে স্নেহভাব বৃদ্ধি করেছেন রেশ-কেশহীন চেহারার মাধ্যমে, পরিণত বয়সে গাম্ভীর্য বৃদ্ধি করেছেন দাড়ির মাধ্যমে। তাই মানুষ শুরুলগ্ন থেকেই দাড়ি রেখে আসছে। নবী থেকে শুরু করে তৎকালীন কাফিররা পর্যন্ত দাড়ি রাখতে ভুল করেনি। আল্লাহ তাআলা হারুন (আ.)-এর দাড়ির কথা সুস্পষ্টভাবে কোরআনে কারীমে উল্লেখ করেছেন। নবী কারীম ﷺ-এর দাড়ির কথা অসংখ্য হাদীসে বর্ণিত আছে। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কখনও দাড়ি রাখবে কি রাখবে না জিজ্ঞাসা করেননি। দাড়ি রাখাটা যেন 'দাঁত রাখা' ও 'লজ্জাস্থান ঢাকা'র মত মজ্জাগত স্বভাব।

তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, একদিকে অমুসলিমদের অন্ধ অনুকরণে ফ্যাশনের গোলাম হয়ে মুসলমানরা আজ দাড়ি মুণ্ডন বা কর্তন করছে। অন্যদিকে কিছু নামধারী আলেম কখনো বলেন- ইসলামে দাড়ির গুরুত্ব নেই। কখনো বলেন- দাড়ি রাখা ওয়াজিব নয়, বরং সুন্নাত। আর দাড়ির পরিমাণ সম্পর্কে বলেন- হাদীসে কোন পরিমাণের কথা উল্লেখ নেই বা একমুষ্টি পরিমাণ দাড়ির কোন বাধ্যবাধকতা নেই। যে কারণে কেউ দাড়ি কেটে ছেটে রাখে, কেউ বা থুতনির নিচে হালকা করে রাখে ইত্যাদি।
যা হোক, কেউ বুঝে করছে, কেউ বা না বুঝে। কেউ আবার বুঝেও না বুঝার ভান করছে।

এমতাবস্থায় আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)-এর সঠিক উত্তরসূরীদের উচিত অবুঝদের বুঝানোর নিমিত্তে, হটকারীদের হটকারিতার জবাবে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে সঠিক পথের দিশা দিতে হাতে কলম তুলে নিয়েছে আমার স্নেহভাজন শাগরিদ মাওলানা সাঈদ আহমদ, (গবেষণায় নিয়োজিত উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ, দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী।) **"ইসলামের দৃষ্টিতে দাড়ি ও তার পরিমাণ"** নামক গ্রন্থটি সংকলন করেছে।

আলোচ্য গ্রন্থটিতে লেখক দাড়ি সংক্রান্ত বিষয়ে, বিশেষ করে দাড়ির পরিমাণ নিয়ে (যে ব্যাধিতে আজ আক্রান্ত অনেকে) সবিস্তারে আলোচনা করে এক বিশাল খেদমতের আঞ্জাম দিয়েছেন। গ্রন্থটি প্রকাশে যারা সহযোগিতা করেছেন- সংশ্লিষ্ট সবার জন্য আমি প্রাণভরে দোআ করছি এবং বইটির বহুল প্রচার কামনা করছি। আল্লাহপাক আমাদের সকলের নেক আমল ও খেদমত কবুল করুন। লিল্লাহিয়াত ও এখলাছ দান করুন! আমীন!!

আল্লামা শাহ আহমদ শফি
মহাপরিচালক, দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
০৯/০২/২০১২ ইং

বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসার স্বনামধন্য সিনিয়র মুহাদ্দিস, হাফেজ

শামশুল আলম সাহেব রহ.-এর

মূল্যবান বাণী

ইসলামী শরিয়তে এমন কিছু বিষয় ও হুকুম রয়েছে, যা পূর্বেকার শরিয়তেও ছিল, বর্তমানেও রয়েছে। যেগুলোর সম্পর্ক কোন প্রথা বা কালের সাথে নয়, নয় কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির সাথে। বরং তা মানুষের স্বভাব বা ফিতরত। তন্মধ্যে একটি হল দাড়ি। এ মর্মে সহীহ মুসলিম শরীফে এসেছে- عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ, منها: إِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ অর্থাৎ দাড়ি রাখা ও বৃদ্ধি করা সকল নবী-রাসূলের তরীকা ও সুন্নাত এবং মানুষের স্বভাব ও ফিতরত। তাছাড়া দাড়ি ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও মুসলমানদের যাহিরী আদর্শ, যদ্দারা পরিচয় লাভ করা যায় সে যে মুসলমান। কিন্তু মুসলমান আজ ধর্মের লাগাম ছেড়ে, ফ্যাশনের পাবন্দ হয়ে দাড়ি মুণ্ডন বা কর্তন করে নিজস্ব আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য বেমালুম ভুলতে বসছে।

جو تم پابند فیشن ہو تو ہم پابند مذہب ہیں ٭ جو تم آزاد فطری ہو تو ہم آزاد روحانی

তাই সমঝদার মুসলমানদের উচিত আপন বৈশিষ্ট্য ও তার উপকারিতা এবং তা পালন না করার অপকারিতা স্বীয় ভাইদের নিকট তুলে ধরা।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমার অত্যন্ত আস্থাভাজন ছাত্র ও শাগরিদ মাওলানা সাঈদ আহমদ (ছাত্র উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ, দারুল উলূম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।) **"ইসলামের দৃষ্টিতে দাড়ি ও তার পরিমাণ"** নামক গ্রন্থটি রচনা করেছে। আশা করি এর মাধ্যমে যারা ভুল পথে রয়েছে, তারা সঠিক পথের দিশা পাবে। আমি গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করছি। সাথে সাথে এই দোআও করছি যে, আল্লাহ পাক লেখক ও তার গ্রন্থটিকে কবুল করুন এবং নাজাতের উসীলা বানিয়ে দিন! আমীন!!

আল্লামা হাফেজ শামশুল আলম সাহেব
মুহাদ্দিস, দারুল উলূম হাটহাজারী
২৪/০৩/১৪৩৩ হি.

উপমহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলূম হাটহাজারী মাদরাসার স্বনামধন্য সিনিয়র মুহাদ্দিস, বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক আল্লামা

হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরী রহ.-এর

অভিমত
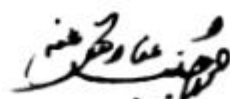
ইসলামের বহু নিদর্শন রয়েছে। সে সব নিদর্শনবলীর মধ্যে দাড়ি হচ্ছে অন্যতম। আল্লাহ তাআলা কালামে পাকে ইরশাদ করেন- وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে, নিশ্চয় সেটা অন্তরের তাকওয়া। দাড়ি সম্পর্কে সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- وفروا اللحى। অর্থাৎ তোমরা দাড়িকে বাড়াও। ইসলামের শুরুলগ্ন থেকে কোন প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ ছাড়া এজাতীয় হাদীসের উপর আমল চলে আসছে। সম্প্রতি একটি মহল উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই বলে লোকসমাজে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে যে, দাড়ি লম্বা করা ওয়াজিব নয়। এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত কথা।
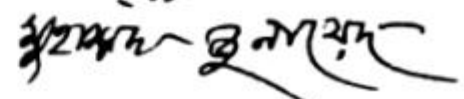
আমার একান্ত স্নেহাস্পদ শাগরিদ মাওলানা সাঈদ আহমদ (ছাত্র উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ, দারুল উলূম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।) এই বিষয়ের উপর **"ইসলামের দৃষ্টিতে দাড়ি ও তার পরিমাণ"** নামক বিস্তারিত গবেষণাধর্মী বই লিখেছেন জেনে অত্যন্ত প্রীত হলাম।

আশা করি বক্ষমাণ বইটি মুসলিম জাতির দাড়ি বিষয়ক সৃষ্ট ভ্রান্তি দূর করতে সক্ষম হবে।

দোআ করি আল্লাহ তাআলা বইটি কবুল করুন এবং লেখককে আরও দীনী খেদমত করার তাওফীক দান করুন! আমীন!!

ইতি

আল্লামা হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরী
মুহাদ্দিস, দারুল উলূম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
২০/৩/১৪৩৩ হি.

লিখা, লিখনের জন্য

যার নিখুঁত সৃষ্টি কুশলতায় সৃষ্ট এ বিশ্ব জাহান, যার অসীম কুদরতের অনুপম নিদর্শন এ চাঁদ-সূরুজ, সিতারা-আসমান, যার উন্নত কারিগরির বিশেষ নিশান অনুপম সৌন্দর্যের অধিকারী এ ইনসান- সেই মহান রাব্বুল আলামীনের জন্যই সমস্ত প্রশংসা।

যার শুভাগমনে এক নতুন সূর্য উদয় হলো, মানবতার মুক্তির জন্য উহুদ মাঠে যার দান্দান মোবারক শহীদ হলো, উম্মতের চিন্তায় শেষ রাতের সিজদায় যার আহাজারিতে আল্লাহর আরশ দোলে উঠতো- সেই নবীর প্রতি আমার বিরহী আত্মার দরুদ ও সালাম।

যাদের শহীদী খুনে সত্যের মশাল হলো চির অনির্বাণ, মুমূর্ষু মানবতা ফিরে পেলো নতুন প্রাণ- সেই সাহাবায়ে কেরামের মকবুল জামা'আতের প্রতি হোক আল্লাহর রিযা ও সন্তুষ্টি।

যেমনি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম মাখলুক এ ইনসান, তেমনি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম সুন্দরও এ ইনসান।

কেনই বা হবে না! স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা খোদা এক দু'বার নয়, বরং চার চারবার কসম খেয়ে যাদের রূপ ও সৌন্দর্যের তারীফ করেছেন।

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ο وَطُورِ سِينِينَ ο وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ο لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ο

অর্থ: কসম আঞ্জীর (ডুমুর) ও যায়তুনের, এবং সিনাই প্রান্তরস্থ তূর পর্বতের, এবং এই নিরাপদ (মক্কা) নগরীর। আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতর অবয়বে। অর্থাৎ তার মজ্জা ও স্বভাব অন্যান্য সৃষ্টি জীবের তুলনায় উত্তম, তার দৈহিক অবয়ব দুনিয়ার সব প্রাণী অপেক্ষা সুন্দরতম। অন্যত্র বলেন-

وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের ছুরত দিয়েছেন। আর তোমাদের ছুরতকে করেছেন সুন্দর।

সত্যিই মানুষের সৌন্দর্যের কোনো তুলনা হয় না। ৮০ হাজার বা ১৮ হাজার মাখলুক পাশাপাশি দাঁড় করান। একদিক থেকে বিচার করে যান। মানুষ অতুলনীয় সৌন্দর্যের একচেটিয়া মালিক। মানুষের আপাদমস্তক পুরোটাই বেমেছাল রুপলাবণ্যেভরা। তন্মধ্যে চেহারাটাই সমধিক রূপসী। তার কালো চোখের বাঁকা চাহনি, গোলাপী ঠোঁটের মিষ্টি হাসি, বীরত্বব্যঞ্জক অবলোকন,

তার স্ফীত বুক, উন্নত গ্রীবা, উচু শির, নারীদের চুল ও পুরুষদের দাড়ি, সব মিলে সৃষ্টির এক আকর্ষণীয় প্রকাশনী। মানুষের চেহারাটা কালো হোক না কেন, এমনি একটা লোভনীয় আকর্ষণীয় আভা তার চোখে মুখে ফুটে আছে, যার কোন তুলনাই চলে না। ভাবুক ভেবে কুল পায় না। আল্লাহ তাআলা যেন সমস্ত কলাকৌশল ঢেলে দিয়েছেন এখানেই। দেবেন না কেন! তারাই যে তামাম মাখলুকাতের মাখদুম। তারাই যে সৃষ্টির মাকছাদ।

হায়! যদি তারা নিজেকে নিয়ে ভাবতো। কিন্তু আফসোস! হাজার আফসোস!! আমার সবচেয়ে প্রিয়তম, সবচেয়ে নিকটতম, যার দ্বারাই আমার সৌন্দর্য, সেই চেহারাটা সরাসরি নিজ চোখে দেখি না। দেখি না বলে আমি নিজেই তার উপর অত্যাচারের অস্ত্র চালাই! নিজ হাতেই তাকে ধারালো ব্লেড দিয়ে স্টীম রোলারের মত পেষণ করি, সমান করে ফেলি?

যেখানে আল্লাহ তাআলা তার মনোপূত, সুপরিকল্পিত, সৌন্দর্যমণ্ডিত রূপেই আদমকে সৃষ্টি করেছেন, সেই পছন্দনীয় চেহারাটায় দুশমনি অস্ত্র পরিচালনা এটাও এক ধরনের কুফরী নয় কি?

আল্লাহ পছন্দ করলেন এক ধরনের, আমি পছন্দ করলাম অন্য ধরনের?

হায় আফসোস! কোথায় হবে আমার অবস্থান? ধিক্ আমার মনন ক্ষমতা! শত ধিক্ আমার বিগড়িত চেহারা!!

মানুষ চায় তার আঙ্গিনায় একটি স্থান হোক, যেখানে গড়ে উঠবে তার মনোপূত, সুপরিকল্পিত, সৌন্দর্যমণ্ডিত একটি বাগান। যা কখনো সারিবদ্ধ হয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানাবে। আবার কখনো এলোমেলো হয়ে তাকে কাছে নিয়ে আসবে। কখনো গোলাপি হাসি দেখিয়ে মনের মাঝে স্থান নেবে, কখনো অশ্রুসিক্ত হয়ে মাটির উপর পড়ে থাকবে। যৌবনের ঢেউয়ে আত্মপ্রকাশ করে গাঢ়ো লাল হয়ে, কালের আবর্তনে ফিরে যেতে হয় তাকে লাল কালো হয়ে। আর এ বৈচিত্র দেখে মানুষ আনন্দে হয় আত্মহারা। তার সাথে বলে বেড়ায় কতই যে সুন্দর এই ধরা।

অনুরূপ মানুষের চেহারা আল্লাহ পাকের বাগানের স্থান, যেখানে গড়ে তুলেন তিনি তাঁর পছন্দনীয়, সুপরিকল্পিত, রূপলাবণ্যমণ্ডিত বাগান। যা কখনো থাকে ফিটফাট হয়ে। কখনো থাকে এলোমেলো হয়ে। কখনো বয়ে যায় তার মাঝে হাসির বন্যা, কখনো দেখা যায় তাতে আল্লাহর ভয়ে কান্না। যৌবনকালে প্রকাশ হয় কুচকুচে কালো হয়ে, বার্ধক্যর জানান দেয় ধবধবে সাদা হয়ে।

আর এ চিত্র দেখে কতই যে খুশি হন খোদ সৃষ্টিকর্তা, তাই তো অনুভব করা দরকার নিজেকে নিয়ে চিন্তার প্রয়োজনীয়তা।

মুসলিম-অমুসলিম, আস্তিক-নাস্তিক, জগতবিখ্যাত সূক্ষ্ম চিন্তাবিদদের এক হাজার চেহারা পাশাপাশি স্থাপন করুন, যেমন- কার্লমাক্স, লেলিন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সেক্সপিয়ার, ডা. হানীম্যান কিংবা আরো সূক্ষ্ম চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের এক হাজার চেহারার ছবি আপনি পাশাপাশি স্থাপন করুন। দেখবেন সবার চেহারায় দাড়ি শোভা পাচ্ছে। জগতবাসীর সামনে তারা সবাই সম্মানিত ও জ্ঞানী বলে আখ্যায়িত। তার উপরের সারিতে এক লাখ বা দুই লাখ চব্বিশ হাজার সূক্ষ্মদর্শী প্রাজ্ঞ আম্বিয়ায়ে কেরামের চেহারায়ে আনওয়ারকে আপনার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে ভক্তিভরে অবলোকন করুন। তার সাথে সাথে কয়েক কোটি আউলিয়ায়ে কেরাম, মুহাদ্দিসীন, মুফাসসিরীন, মুবাল্লিগীন, মুজতাহিদীন, মুছান্নিফীনের মোবারক চেহারায়ে আনওয়ারের দিকে শ্রদ্ধাবনত অর্ন্তদৃষ্টিতে একটু অবলোকন করার চেষ্টা করুন। কী দেখতে পাচ্ছেন? সবার চেহারায়ে আনওয়ারে দাড়ির মাধ্যমে দেখা যায় সুন্নতী নূরের মূর্ত প্রকাশ। এবার আসুন আমাদের দিকে একটু দৃষ্টি ফেরাই। কী হলো আমাদের? আমরাও কি তাদের মতো হতে পারি না? এমন কেন হলো? কী কারণে এমন হলো?

সঙ্গ দোষ বড় দোষ। সঙ্গী নির্বাচন বড় কঠিন কাজ। ভাল সঙ্গ মানুষকে মঙ্গলের দিকে নিয়ে যায় এবং খারাপ সঙ্গ ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। কথায় বলে, সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। মুসলমান দীর্ঘদিন হিন্দুদাদাদের সংশ্রবে থাকার কারণে এবং ইংরেজ বেনিয়াদের সংস্পর্শে আসার ফলে প্রিয় নবীর শিক্ষা ও আদর্শ হতে বহুদূরে সরে পড়েছে। তাই মুসলমানগণ আপন বৈশিষ্ট্য ধরে রাখা তো দূরের কথা, বৈশিষ্ট্যগুলোর পরিচয় পর্যন্ত ভুলে বসেছে। দাড়ি রাখা যে সকল নবীর সুন্নাত, বিশেষ করে সর্বশ্রেষ্ট ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আদর্শ এবং ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, তাও আমরা ভুলে গেছি। অন্যদিকে বিধর্মীরা নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে আপন সংস্কৃতি তো অক্ষুণ্ন রেখেছে। সাথে সাথে তাদের কৃষ্টি-কালচার মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে। অথচ মুসলিম সম্প্রদায় ইসলাম নামের এক অমিয় শক্তির বন্ধনে গ্রথিত। কিন্তু এ বন্ধন শিথিল করতে বৈরী শক্তিগুলো নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের উল্লেখযোগ্য সফলতা হলো অনৈসলামিক কৃষ্টি-কালচার মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে তারা সক্ষম হয়েছে। যার প্রভাবে বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম জনগোষ্ঠী ইসলামী ঐতিহ্য-কৃষ্টি ও স্বতন্ত্রবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে পাশ্চাত্যের

ধাঁচে নিজেদেরকে সাজায় এবং নিজেদেরকে আধুনিক প্রমাণে অহর্নিশি সচেষ্ট। পশ্চিমাদের পেন্টি পরে আত্মবিকিয়ে দেয়ার মাধ্যমে মুসলমান আজ সম্মানের অধিকারী হতে চায়। অথচ ভারতের শিখদের দিকে তাকিয়ে দেখুন! যুবরাজ হরভজন যখন মাথায় কালো পাগড়ী পেঁচিয়ে ও দাড়ি নিয়ে ক্রিকেট মাঠে নামে, কখনো কোন দর্শক কি প্রশ্ন তুলেছে যে, হরভজনের এই দাড়ি ও মাথায় কালো কাপড় পেঁচানো বেশভুষণ একেবারে বেমানান! খ্যাতিমান সাংবাদিক কূটনীতিক খুববন্ত সিংকে কেউ কি তার কালো পাগড়ী, দাড়ি নিয়ে অবজ্ঞা করতে শুনা গেছে! ভারতের মত কট্টর হিন্দুবাদী রাজনীতিতে ও প্রধানমন্ত্রীর মতো অতিগুরুত্বপূর্ণ পদে মনমোহন সিং এর মত শিখকে দাড়ি, পাগড়ী নিয়ে তো বিশ্বের কোন প্রধানমন্ত্রী, বুদ্ধিজীবী প্রশ্ন তুলেনি! শুধু তাই নয়, নব্বইয়ের দশকে একজন কানাডিয়ান শিখ আদালতে মামলা করেছিল যে, সে কানাডিয়ান সেনাবাহিনীতে তার পাগড়ী খুলবে না। আর কেইসে সে জিতেছিল। বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের দিকে তাকিয়ে দেখুন! তারা তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক-পরিচ্ছদ ও ন্যাড়া মাথা নিয়ে চলতে কখনো লজ্জাবোধ করে না এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করে না। আর মুসলমনারা তাদের বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্য ছাড়তে বিন্দুমাত্রও চিন্তা করে না। ফিলিস্তিনী নেতা মাহমুদ আব্বাস, ইসরাইলি নেতা নেতানিয়াহুর মাঝে কি কোন ফরক মালুম হয়? হায় আফসোস! হায় মুসলমান!! তাই আজ পশ্চিমা প্রভাবে প্রভাবিত ও বিমোহিত বর্তমান বিশ্বের মুসলমানদের কাছে পশ্চিমা সংস্কৃতি ও পশ্চিমা নীতির অসারতা উন্মোচন করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

অমুসলিম ও নীতি বিবর্জিত পশ্চিমাদের কাছ থেকে মুসলমানদের চারিত্রিক সার্টিফিকেট নেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। মুসলমানদের মর্যাদা-সম্মান ও আভিজাত্যের চাবিকাঠি তার স্বতন্ত্র পরিচয়ে, তার নিজস্ব কৃষ্টি-কালচার, ইউনিফর্ম ও ঐতিহ্য ধারণের মধ্যে নিহিত।

তন্মধ্যে একটি হল দাড়ি। দাড়ি ইসলামের ইউনিফর্ম। প্রত্যেক মিল্লাতের জন্য ইউনিফর্ম থাকা অত্যাবশ্যক। যা ছাড়া কোন মিল্লাত স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না। হিন্দুরা মাথার টিকি ও পৈতাকে জরুরী মনে করে। শিখরা নিজ শরীরের প্রত্যেক চুলের হেফাজতকে শরীরের অঙ্গ হেফাজতের ন্যায় গুরুত্ব দেয়। পারস্যরা নিজেদের বিশেষ পদ্ধতির টুপিকে ধর্মের ইউনিফর্ম আখ্যা দেয়। ইংরেজরা কোর্ট এবং নেকটাইকে ধর্মীয় ইউনিফর্ম হিসাবে গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে, যে জাতি স্বীয় ইউনিফর্মকে হেফাজত করে নাই, তাদের নামগন্ধও বাকী নেই। মুসলমানদের অস্তিত্ব কিয়ামত পর্যন্ত আবশ্যকীয়। সুতরাং

মুসলামনদের জন্য সবচেয়ে বেশি অত্যাবশ্যক হলো আপন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা। আর তা কি ইউনিফর্ম ব্যতীত সম্ভব?

বিশ্বজুড়ে পাশ্চাত্য-সংস্কৃতির উত্তাল ঢেউয়ে যে সমস্ত রসম-রেওয়াজ ও অসভ্যতা জীবন-যাপন, সভ্যতা-ভদ্রতা ও আখলাক-চরিত্রে প্রসারিত হয়েছে এবং ধর্মীয় প্রতীক ও নিদর্শন থেকে বিমুখতার মত মহামারী বিস্তীর্ণ হয়েছে তন্মধ্যে দাড়ি মুণ্ডন বা কর্তন সম্ভবত সর্বাগ্রে ছড়িয়েপড়া ব্যাধি। তাই তো এখনকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান দাড়ি মুণ্ডন বা কর্তন করে। অথচ দাড়ি হচ্ছে ইসলাম ও মুসলমানের একমাত্র প্রত্যক্ষ ও সার্বক্ষণিক নিদর্শন, যদ্দারা পরিচয় লাভ করা যায়, সে যে মুসলমান।

তাছাড়া গুনাহর তো অনেক কিসিম রয়েছে। কিন্তু দাড়ি মুণ্ডন বা নাজায়েয তরীকায় কর্তন এমন এক শয়তানী কাজ ও শক্ত গুনাহ, যা এক দৃষ্টিকোণে অন্য গুনাহসমূহ থেকে মারাত্মক। শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) বলেন- কবীরা গুনাহ তো অনেক রয়েছে। যেমন- ব্যভিচার বা সমকামিতা, মদ্যপান ও সুদখোরী ইত্যাদি। কিন্তু এগুলোতো সাময়িক, সর্বদা নয়। কিন্তু দাড়ি মুণ্ডন বা নাজায়েয তরীকায় কর্তনের গুনাহটি এমন, যা প্রতিনিয়ত ও প্রতিমুহূর্তে তার সঙ্গী হয়ে থাকে। শয়নে-চেতনে, এমনকি সালাত ও সালামে, রমজান ও হজে, এককথায় প্রত্যেক ইবাদতের সময় এই গুনাহ তার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে।

তিনি আরো বলেন- মৃত্যুর ঘণ্টা কখন বাজবে কেউ জানে না। যারা রাসূল ﷺ এর সুন্নাতের বিরুদ্ধাচরণ করে দাড়ি মুণ্ডন বা কর্তন করে। আর এই অবস্থায় যদি মৃত্যু আসে, তাহলে কবরে সর্বপ্রথম দর্শন লাভ করবে রাসূল ﷺ এর নূরানী চেহারা। তখন কোন মুখে এই নূরানী চেহারার সম্মুখীন হবে।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও দাড়ির উপকারিতা স্বীকৃত। জনৈক অভিজ্ঞ ডাক্তার বলেন- দাড়ির উপর বারবার ক্ষুর চালালে চোখের শিরাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে চোখের জ্যোতি হ্রাস পেতে থাকে এবং যৌনশক্তি কমে যায়।

আমেরিকার খ্যাতনামা ডাক্তার চার্লস হোমর বলেন- দাড়ি ও গোঁফের কারণে ক্ষতিকর ধুলাবালি ও রোগ-জীবাণু নাক ও মুখের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। দস্তুরমত চালুনির কাজ দেয় এবং লম্বা দাড়ি গলাকে সর্দি, কাশি হতে বাঁচায়।

উন্নত যুগে দীন ইসলামের প্রচার প্রসার যেভাবে এগিয়ে নিয়েছেন ধারক বাহকরা, তেমনিভাবে বিন্দুমাত্রও পিছিয়ে নেই কোরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যাকারীরা। হোক তা কলমের ডগায় কিংবা সাহিত্যের পাতায়, সরাসরি বক্তৃতায় কিংবা মিডিয়ার পর্দায়।

এরই ধারাবাহিকতায় সাম্প্রতিক চ্যানেল ইসলামিক টিভিতে বেশ কিছু মাস পূর্বে দাড়ি সম্পর্কে জনৈক প্রশ্নকারীর উত্তরে শুনতে পেলাম, কোরআন-হাদীসের কোথাও নেই যে, দাড়ি লম্বা রাখতে হবে এবং একমুষ্টি পরিমাণ হতে হবে। এর দলীলে বলা হয়েছে- রাসূল ﷺ দাড়ি রাখার হুকুম করেছেন। আর তা যে কোন পরিমাণে হতে পারে। একমুষ্টি হতে হবে এমন কোন কথা নেই। আমার এ লেখার প্রধান ও মূল কারণ হচ্ছে, দাড়ির পরিমাণ সম্পর্কে উক্ত অপব্যাখ্যা। এ অপব্যাখ্যা শ্রবণের পর খেয়াল হল, আসলে এ সম্পর্কে জানা দরকার এবং তাদের বক্তব্য কোরআন হাদীসের সাথে কতটুকু বাস্তব ও সামঞ্জস্যপূর্ণ-তা দেখা প্রয়োজন। সে হিসেবে এ পথে পথ চলা। চলতে চলতে অনেকটা এগিয়ে গেলাম। ইত্যবসরে একটি বিষয়ে আঁচ করতে পারলাম। তা হল, দাড়ি সম্পর্কে উর্দু ও বাংলা ভাষায় বাজারজাতকৃত যত বই আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে, তাতে দাড়ি সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু দাড়ির পরিমাণ সম্পর্কে তেমন কোন আলোচনা নেই। যা কিছু করা হয়েছে তা অপ্রতুল্য এবং যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য ও তত্ত্বশূন্য। পাশাপাশি লক্ষ্য করলাম মানুষদের দাড়ির প্রতি। তো উপলব্ধি করলাম এরা তো অপব্যাখ্যার শিকার। কারো পুরো দাড়ি এক বা দুই ইঞ্চি পরিমাণ। কারো দাড়ি নিচের দিকে বড় উভয় পাশে ছোট। আবার কারো দাড়ি নিচের দিকে গোলাকার করা এক ইঞ্চি পরিমাণ বা নিচের দিকে লম্বা কিন্তু উভয় পাশে মুণ্ডানো। আরো কত ডিজাইনের দাড়ি যে লোকেরা রাখে তা কী বলে শেষ করা সম্ভব? আপনিও লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন, 'জওয়ান' থেকে নিয়ে 'শাইখে ফানী' পর্যন্ত কী হারে মানুষ এ অপব্যাখ্যার শিকার হয়ে কত ডিজাইনের দাড়ি রাখছে তার কোন ইয়াত্তা নেই। তাই এ দু'বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করে দাড়ির পরিমাণ নিয়ে লেখা শুরু করলাম। আল্লাহর রহমতে মোটামুটিভাবে শেষ করে ছাপানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। কিন্তু বাঁধ সাধলো দাড়ি সম্পর্কে হঠাৎ কিছু প্রশ্ন। প্রশ্নগুলো শুনে অনেকটা বিস্মিত ও চিন্তিত হলাম। তাই পিছু হটতে বাধ্য হলাম। কারণ, প্রশ্নগুলো আমার মধ্যে এমন প্রভাব বিস্তার করল যে, আসলেই দাড়ি রাখা ওয়াজিব? নয় মনে

হল। যা হোক, প্রশ্নগুলো নিরসন হল এবং দিল এতমিনান হল, যদিও অনেকদিন পেরিয়ে গেল। অতঃপর নতুনভাবে দাড়ি সম্পর্কে লিখলাম এবং প্রশ্নসমূহের মধ্যে থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু প্রশ্ন তার স্বস্থানে রাখলাম, আর চারটি প্রশ্ন সবাই বুঝবে না বিধায় বইয়ের শেষাংশে ভিন্ন শিরোনামে লিপিবদ্ধ করলাম।

যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি গুরুত্বপূর্ণ কথা যেন বাদ না যায়। এরপরও যেহেতু মানুষ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا যাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত এবং আমি একজন তালেব ইলম হিসেবে জ্ঞানের পরিধি আরো সীমিত। তাই বাদ যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।

এই বই লিখতে সবচেয়ে বেশি যার দিক-নির্দেশনা পেয়েছি এবং যিনি গুরুত্বপূর্ণ সময় 'নষ্ট' করে কিছু কিছু বিষয় শ্রবণ করেছেন, ভুল শোধরে দিয়ে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন, তিনি হলেন প্রাণপ্রিয় উস্তাদে মুহতারাম, হযরত মুফতী কেফায়েতুল্লাহ সাহেব (দা. বা.)। فجزاهم الله خير الجزاء। এবং কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি- যারা বইটি প্রকাশের জন্য আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা ও উৎসাহ দিয়েছেন ও বিশেষভাবে তাগিদ দিয়ে অনুপ্রাণিত করেছেন। সকলের কাছে আমি ঋণী। এর বিনিময় আল্লাহ পাক তাদের দান করুন।

লেখালেখির জগতে অধমের যোগ্যতা বাল্য শিক্ষার্থীর পর্যায়ে। তথাপি এ পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে, লেখালেখির ন্যায় কঠিন কাজে, তাও আবার বাংলা ভাষায় হাত দেওয়ার দুঃসাহসিকতা দেখানো হয়েছে। বইটি মুসলমানদের সামান্যও উপকারে এলে নিজের শ্রমকে সার্থক মনে করব। বইটিকে নির্ভুল করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। এরপরও মানুষ যেহেতু ভুলের উর্ধ্বে নয়, তাই সচেতন পাঠকমহলে কোন অসঙ্গতি ধরা পড়লে, তার গঠনমূলক সমালোচনা কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করা হবে, এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ।

হে আল্লাহ! এই গ্রন্থটিকে কবুল করুন এবং নাজাতের উসীলা বানিয়ে দিন! আমীন!!

দোআপ্রার্থী

সাঈদ আহমদ বিন কাউছার

ই-মেইল:

sayedahmad55@gmail.com

وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ

অর্থঃ আল্লাহ তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন। অতঃপর তোমাদের আকৃতিকে করেছেন সুন্দর। (সূরা আল-মুমিন, আয়াত ৬৪)

উক্ত আয়াতে যেন এ কথা বলা হচ্ছে, আমি তোমাদের আকৃতিকে সুন্দর করেছি। কাজেই এ সুন্দর আকৃতিকে তোমরা কুৎসিত ও বিশ্রী কর না।

(ফাতহুল বারী ১০/৩৩৯)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
انْهَكُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى (رواه البخاري : الرقم ٥٤٤٣)

অর্থঃ ইবনে ওমর (রা.) বলেন- রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, মোচ ভালভাবে খাটো কর। আর দাড়ি বৃদ্ধি কর। (বুখারী, হাদীস নং- ৫৪৪৩)

❑ এক ইংরেজ ইসলাম সম্পর্কে গবেষণার পর ইসলাম গ্রহণ করে। মুসলমান হওয়ার পর থেকেই দাড়ি কর্তন বন্ধ করে দেয়। তখন কিছু লোক তাঁকে বলল- "দাড়ি রাখার ব্যাপারে ইসলামে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। আপনি অযথা দাড়ি কাটা ছেড়ে দিয়েছেন।" নওমুসলিম ইংরেজ উত্তরে বলল- আবশ্যক ও অনাবশ্যক এর প্রকার আমি জানি না, তবে কেবল আমি এতটুকু জানি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাড়ি রাখা ও বৃদ্ধি করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি যখন তার আনুগত্যতা মেনে নিয়েছি, তখন তাঁর নির্দেশ পালন করা আমার উপরে আবশ্যক হয়ে পড়েছে। (দাড়ি আওর আম্বিয়া কী সুন্নতী ৮৮)

প্রথম অধ্যায়
কোরআনের আলোকে দাড়ি

১. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾

অর্থ: "নিশ্চয় আমি আদমসন্তানকে মর্যাদা দান করেছি।"[১]

উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহপাক বনী আদমকে সম্মান দান করেছেন। এখন জানার বিষয় হচ্ছে, আদম জাতির কাছে এমন কী রয়েছে, যদ্দারা মর্যাদার অধিকারী হলেন তারা?

মুফাস্সিরীনে কেরাম উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন বস্তুর কথা বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, পুরুষদের দাড়ি ও মহিলাদের চুল। যেমন- ইমাম হুসাইন বিন মাসউদ বগভী শাফিয়ী (রহ. মৃত্যু ৫১৬ হি.), ইমাম আবুল আব্বাস কুরতুবী মালিকী (রহ. মৃত্যু ৬৫৬ হি.) এবং আল্লামা মাহমুদ আলুসী বাগদাদী হানাফী (রহ. মৃত্যু ১২৭০ হি.)-সহ অনেক মুফাস্সির বলেছেন- আল্লাহ পাক পুরুষদের মর্যাদা দান করেছেন দাড়ি দ্বারা আর মহিলাদের চুল দ্বারা।[২]

উক্ত কথার বাস্তবতাও আমাদের সমাজে পরিলক্ষিত হয়। কেননা যে সমস্ত মহিলাদের ভাল ও লম্বা চুল হয়, সমাজে তাদের আলাদা কদর হয়। তার প্রমাণ, যে সমস্ত মহিলাদের চুল ছোট, তাদের মধ্য কেউ কেউ আলগা চুল লাগিয়ে ঐ কদর অর্জনের চেষ্টা করে থাকেন। যদিও তা বৈধ নয়-সে ভিন্ন কথা। কিন্তু চুল দ্বারা যে সম্মানী হওয়ার চেষ্টা করে থাকেন, সেটাই আসল কথা। আর দাড়িওয়ালা পুরুষদেরকে যে সমাজে কেমন মর্যাদা দেওয়া হয়, তা তো সবারই জানা কথা। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, আল্লাহ পাক যে পুরুষকে দাড়ি দ্বারা আর মহিলাকে চুল দ্বারা মর্যাদা দান করেছেন, তার

---

[১] সূরা ইস্‌রা ৭০

[২] দেখুন সূরা ইসরার ৭০ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে কুরতুবী, রুহুল মা'আনী, মা'আলিমুত তানযীল, আবু হাইয়ান নাহবীকৃত আল বাহরুল মুহীত, ইবনুল জাওযীকৃত যাদুল মুয়াস্‌সার ফি ইলমিত তাফসীর, কাযী শওকানীকৃত ফাতহুল কাদীর, আবুল হাসান আলী খাযেন (রহ. মৃত্যু ৭৪১ হি.) কৃত লুবাতুত তাভীল ফী মাআ'নীত তানযীল প্রকাশ তাফসীরে খাযেন এবং ইবনে আদেল হাম্বলী (রহ. মৃত্যু ৮৮০ হি.) কৃত তাফসীরে লুবাব।

বাস্তবতা আমাদের সমাজে বিদ্যমান। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, পশ্চিমা সংস্কৃতির আগ্রাসনে তাদের অন্ধ অনুকরণে মহিলারা যেভাবে তাদের সুন্দর ও সম্মানের বস্তুকে পার্লারে গিয়ে (খাটো করে বা বব কাটিং করে) বিসর্জন দিচ্ছে, তারই সমান তালে, বরং একধাপ এগিয়ে পুরুষরা তাদের সুন্দর ও মর্যাদার প্রতীককে কর্তন বা মুণ্ডন করে নির্বাসনে পাঠানোর চেষ্টা করছে। আরো আশ্চর্যের কথা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা আমাদের যে বস্তু দ্বারা মর্যাদা দিলেন, তা নিয়ে গর্ব করা তো দূরের কথা, বরং তা যেন এক বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে, সাথে নিয়ে চলা মানহানিকর মনে করছি, উন্নতির অগ্রযাত্রায় প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখছি। আরো কত কী!

অথচ বান্দার পক্ষ থেকে অতি নগণ্য বস্তু দ্বারাও যদি আমাদের সম্মানিত করা হয়, তা কেমন সযত্নে রাখি তার হেফাজত করাকে নিজ জানের সম মনে করি। আর তা এমন স্থানে রাখি, যেন সবার দৃষ্টিগোচর হয়। কারো দৃষ্টিগোচর হলে নিজেকে গর্বিত মনে করি। তার প্রতি সামান্য আচড়ও বিরাট ক্ষতি মনে হয়। আর নষ্ট বা ধ্বংস হলে তো জীবনটা মাটি মনে হয়। যদি বান্দাপ্রদত্ত সম্মানের বস্তুর প্রতি এমন আচরণ করা হয়, তো খোদাপ্রদত্ত মর্যাদার বস্তুর (চুল-দাড়ি) প্রতি এত বিরূপ আচরণ কেন? এমন আচরণে মনে হয়, বান্দার দেয়া সম্মানের বস্তু যথাযথ হয়েছে। আর আল্লাহপ্রদত্ত মর্যাদার বস্তু যথাযথ হয়নি। (নাউযুবিল্লাহ)

২. সূরা আনআমের ৯০ নং আয়াতের পূর্বে কয়েকটি আয়াতে হযরত নূহ (আ.), মূসা (আ.), ঈসা (আ.) ও ইব্রাহীম (আ.)-সহ অনেক নবীর নাম ও আলোচনার পর আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন-

﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ﴾

অর্থ: "তাঁরা এমন ছিল, যাদেরকে আল্লাহ পথ-প্রদর্শন করে ছিলেন। অতএব আপনিও তাঁদের পথ অনুসরণ করুন।" [৩]

উক্ত আয়াতে মহানবী ﷺ-কে নবী-রাসূলদের পথের পথিক হতে আল্লাহ পাক নির্দেশ দিয়েছেন। তবে এ নির্দেশ যে শুধু তাঁর জন্য নয় বরং সবার জন্য-এর উপর সবাই একমত। কাজেই এ নির্দেশ আমাদের জন্যও। সুতরাং আল্লাহ এই আয়াতে আমাদেরকেও নবী-রাসূলদের পথের পথিক হতে এবং তাঁদের তরীকা ও সুন্নাত অবলম্বন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর নবী-

---

[৩] সূরা আনআম ৯০

রাসূলদের সর্ব-সম্মত তরীকা ও সুন্নাতসমূহ থেকে একটি হচ্ছে দাড়ি বৃদ্ধি করা। যেমন-

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন- [8] عشر من الفطرة منها إعفاء اللحية

অর্থাৎ দশটি কাজ ফিতরতের অন্তর্ভুক্ত। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে দাড়ি বৃদ্ধি করা। উক্ত হাদীসে দাড়ি বৃদ্ধি করাকে ফিতরত বলা হয়েছে। এখন জানা দরকার ফিতরত শব্দের অর্থ কী? এ শব্দের অর্থ নিয়ে ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। তবে অধিকাংশ ওলামার মতে ফিতরতের অর্থ হচ্ছে সকল নবী-রাসূলের তরীকা ও সুন্নাত। যেমন- ইমাম নববী শাফিয়ী (রহ. মৃত্যু ৬৭৬ হি.) "আল-মিনহাজে" লিখেন-

فَقَالَ أَبُو سُلَيْمَان الْخَطَّابِيُّ :ذَهَبَ أَكْثَر الْعُلَمَاء إِلَى أَنَّهَا السُّنَّة ، وَكَذَا ذَكَرَهُ جَمَاعَة غَيْر الْخَطَّابِيّ قَالُوا: وَمَعْنَاهُ أَنَّهَا مِنْ سُنَن الْأَنْبِيَاء صَلَوَات اللَّه وَسَلَامه عَلَيْهِمْ ،وَقِيلَ : هِيَ الدِّين.[৫]

হাফেজ জালালুদ্দিন সুয়ূতি শাফিয়ী (রহ. ৮৪৯-৯১১ হি.) "তানভীরুল হাওয়ালিক" গ্রন্থে লিখেন- وأحسن ما قيل في تفسير الفطرة أنها السنة القديمة التي اختارها الأنبياء، واتفقت عليها الشرائع، فكأنها أمرٌ جبلي فطروا عليه.[৬]

নেহায়া গ্রন্থে রয়েছে :

الفطرة: أيْ مِنْ السُّنَّة ، يَعْنِي سُنَنَ الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِمْ السَّلَامُ الَّتِي أُمِرْنَا أَنْ نَقْتَدِي بِهِمْ .[৭]

সারাংশ হচ্ছে, অধিকাংশ ওলামার নিকট ফিতরতের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হচ্ছে, ঐ-পুরাতন তরীকা ও সুন্নাত, যে মতে সকল নবী-রাসূল আমল করেছেন, যা সকল শরীআতের সমর্থিত আহকাম এবং যে মতে আমলের নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমাদেরকে।

আল্লামা ইউছুফ লুধিয়ানভী (রহ.) ফিতরাতের অর্থ "সুস্থ প্রকৃতি" দ্বারা করে বলেন- যেহেতু আম্বিয়া কেরামের তরীকা-ই মানুষের সুস্থ ও সঠিক প্রকৃতির

---

[8] قال الشوكاني رواه أحمد و مسلم و النسائي و الترمذي – الحديث أخرجه أيضا أبو داؤد من حديث عمار و صححه ابن السكن قال الحافظ وهو معلول و رواه الحاكم و البيهقي من حديث ابن عباس موقوفا في تفسير قوله تعالى : وإذ ابتلى إبراهيم الخ. (نيل الاوطار ٢٨٧/١)

[৫] المنهاج شرح مسلم بن الحجاج ১২৮/১

[৬] تنوير الحوالك شرح مؤطا الامام مالك ৩৬৮/১

[৭] فتح الباری ৩৬৮/১০

মাপকাঠি, কাজেই ফিতরাতের অর্থ সকল নবী-রাসূলের তরীকা ও সুন্নাতও হতে পারে। তখন হাদীসের মর্ম হবে, দাড়ি বৃদ্ধি করা এক লাখ চব্বিশ হাজার (বা কম-বেশি) আম্বিয়া কেরামের সর্বসম্মত সুন্নাত। আর তাঁরা হলেন ঐ পবিত্র জামা'আত যাঁদের অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে উক্ত আয়াতে।[৮]
উক্ত হাদীস থেকে আমরা সংক্ষিপ্তাকারে বুঝতে পারলাম, দাড়ি বৃদ্ধি করা নবী-রাসূলগণের সুন্নাত।

এবার নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন নবীর দাড়ির বিবরণ দেয়া হল

পবিত্র কোরআনে শুধু একজন নবী হযরত হারুন (আ.)-এর দাড়ির বর্ণনা এসেছে। আর তা হচ্ছে لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي অর্থাৎ হারুন (আ.)-এর বড় ভাই মূসা (আ.) যখন রাগান্বিত হয়ে হারুন (আ.)-এর দাড়ি ধরলেন, তখন তিনি বললেন - হে আমার জননী তনয়! আমার চুল ও দাড়ি ধরবেন না।[৯]
এছাড়া কোরআনে কারীমে আর কোন নবীর দাড়ির বর্ণনা সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না।

হাফেজ ইমাদুদ্দীন ইবনে কাছীর শাফিয়ী (রহ. ৭০০-৭৭৪ হি.) সূরা আ'রাফের ১৫৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম বায়হাকীকৃত "দালায়িলুন নুবুওয়াহ" গ্রন্থ থেকে এক দীর্ঘ হাদীস নকল করেছেন, যাতে কয়েকজন নবীর দাড়ির বিবরণ রয়েছে।

فذكر ف صفة نوح علي نبينا وعليه الصلوة والسلام أنه كان حسن اللحية-

হযরত নূহ (আ.) অত্যন্ত সুন্দর দাড়িওয়ালা ছিলেন।

فذكر ف صفة إبراهيم علي نبينا وعليه الصلوة والسلام أنه كان أبيض اللحية-

হযরত ইবরাহীম (আ.) সাদা দাড়ি বিশিষ্ট ছিলেন।

كان إسحاق علي نبينا وعليه الصلوة والسلام خفيف العارضين-

হযরত ইসহাক (আ.)-এর দুই গন্ডদেশে হালকা দাড়ি ছিল।

كان يعقوب علي نبينا وعليه الصلوة والسلام يشبه أباه إسحاق-

হযরত ইয়াকুব (আ.)-তার পিতা ইসহাক (আ.) এর সাদৃশ্য ছিলেন।

كان عيسى علي نبينا وعليه الصلوة والسلام شديد سواد اللحية.

---

[৮] ইখতিলাফে উম্মত আওর ছিরাতে মুসতাকীম ১/১৮৯

[৯] সূরা তোয়াহা ৯৪

হযরত ঈসা (আ.)-এর দাড়ি কুচকুচে কালো ছিলো।[১০]

আলোচনার সারকথা হচ্ছে, দাড়ি রাখা সকল নবী-রাসূলের তরীকা ও সুন্নাত। আর উক্ত আয়াতে নবী-রাসূলগণের তরীকা ও সুন্নাতের অনুসরণের আদেশ দেওয়া হয়েছে।[১১]

দাড়ি রাখা ও বৃদ্ধি করা সমস্ত নবী-রাসূলের ঐকমত্য সুন্নাত

উক্ত আলোচনা দ্বারা একথাও পরিষ্কার হয়ে গেল যে, দাড়ি রাখা শুধু মুহাম্মদ আরবী ﷺ এর তরীকা ও সুন্নাত নয়। বরং সমস্ত আম্বিয়া কেরাম- এক লক্ষ বা দুই লক্ষ কিংবা তার চেয়ে কমবেশি সবারই ঐকমত্য তরীকা ও সুন্নাত। কাজেই দাড়ি না রাখার অর্থ শুধু মহানবী ﷺ এর বিরোধিতা করা নয়, বরং সকল নবী-রাসূলদের বিরোধিতা করা। (আল্লাহপাক সবাইকে হেফাজত করুন।)

---

[১০] হাদীসের সনদ: ইবনে কাছীর (রহ.) উক্ত হাদীস বর্ণনা করার পর লিখেছেন-

هكذا أورده الحافظ الكبير أبو بكرالبيهقي، رحمه الله، في كتاب "دلائل النبوة"، عن الحاكم إجازة، فذكره وإسناده لا بأس به (تفسير القرآن العظيم المعروف بتفسير ابن كثير– سورة الاعراف الآية ١٥٧). قال ابن كثير: هذا حديث جيد الاسناد ورجاله ثقات. (كنز العمال على سنن الأقوال والأفعال ১০/৬০ الرقم ৩৫৩৫৯)

অর্থাৎ হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য।

[১১] قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رح عند تفسير هذه الاية يعنى لا تأخذ بلحيتى الخ ما نصه: (تنبيه) هذه الآية الكريمة بضميمة آية « الأنعام » إليها تدل على لزوم إعفاء اللحية . فهي دليل قرآني على إعفاء اللحية وعدم حلقها . وآية الأنعام المذكورة هي قوله تعالى : { وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ } (الأنعام : ৮৪) الآية . ثم إنه تعالى قال بعد أن عد الأنبياء الكرام المذكورين { أولئك الذين هدى الله فَبِهُدَاهُمُ اقتده } (الأنعام : ৯০) فدل ذلك على أن هارون من الأنبياء الذين أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم ، وأمره صلى الله عليه وسلم بذلك أمر لنا . لأن أمر القدوة أمر لأتباعه! كما بينا إيضاحه بالأدلة القرآنية في هذا الكتاب المبارك في سورة « المائدة » وقد قدمنا هناك : أنه ثبت في صحيح البخاري : أن مجاهداً سأل ابن عباس : من أين أخذت السجدة في « ص » قال : أو ما تقرأ { وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ } (الأنعام : ৮৪) { أولئك الذين هدى الله فَبِهُدَاهُمُ اقتده } (الأنعام : ৯০) فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا علمت بذلك أن هارون من الأنبياء الذين أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم في سورة « الأنعام » ، وعلمت أن أمره أمر لنا . لأن لنا فيه الأسوة الحسنة ، وعلمت أن هارون كان موفراً شعر لحيته بدليل قوله لأخيه . { لاَ تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي } لأنه لو كان حالقاً لما أراد أخوه الأخذ بلحيته تبين لك من ذلك بإيضاح : أن إعفاء اللحية من السمت الذي أمرنا به في القرآن العظيم . و أنه كان سمت الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم الخ (اضواء البيان ৪/৫০৬) و هذا محل تأمل لأن ماذكره الشيخ لا يلزم منه حكم الوجوب فافهم حق التفهيم

৩. পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে-

﴿ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾

অর্থ: "যখন ইব্রাহীম (আ.)-কে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন। অতঃপর তিনি তা পূর্ণ করে দিলেন, তখন পালনকর্তা বললেন, আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করব।" [১২]

উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, কিছু বিষয়ে আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম (আ.) কে পরীক্ষা করেছেন। এখন জানা প্রয়োজন কী কী বিষয়ে পরীক্ষা নেয়া হয়েছে?

বিষয়গুলো কী কী এ সম্পর্কে আয়াতে শুধু "كلمات" (বাক্যসমূহ) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আর এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সাহাবী ও তাবিঈদের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে।

ইমাম সুয়ূতী শাফিয়ী (রহ. মৃত্যু ৯১১ হি.), আল্লামা আলুসী হানাফী (রহ. মৃত্যু ১২৭০ হি.) ও আবু হাইয়ান নাহবী (রহ. মৃত্যু ৭৪৫ হি.)সহ অনেক মুফাস্সির كلمات শব্দটির ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরে আ'জম সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর নিম্নোক্ত উক্তিটি নকল করেছেন-

أنها (الكلمات) العشرة التى من الفطرة قص الشارب و إعفاء اللحية

অর্থাৎ যে কয়েকটি বিষয়ে আল্লাহপাক ইব্রাহীম (আ.)-কে পরীক্ষা করেছেন। আর তা যথাযথভাবে পালন করে তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। তা হচ্ছে, ফিতরতের অন্তর্ভুক্ত দশটি কাজ। যার মধ্যে রয়েছে গোঁফ কর্তন করা এবং দাড়ি বৃদ্ধি করা।[১৩]

যে কতিপয় বিষয় পালন করে ইব্রাহীম (আ.)-এর মত জলীলুল কদর পয়গাম্বর তাঁর প্রতিপালকের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, এবং যার প্রতিদান হিসেবে মানবজাতির নেতা হওয়ার মত মর্যাদার অধিকারী হলেন, নিশ্চয় তা আল্লাহ তাআলার নিকট অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এবং তাঁর কাছে মর্যাদাবান হওয়ার সোপান। কাজেই আসুন! আমরাও এ সোপানে আরোহণ করি,

---

[১২] সূরা বাকারা ১২৪

[১৩] দেখুন সূরা বাকারার ১২৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়

الدر المنثور فى التفسير المأثور للسيوطي رحـ، روح المعانى فى السبع المثانى للآلوسى رحـ، البحر المحيط لأبى حيان رحـ و بحر العلوم للسمرقندى رحـ

আল্লাহর কাছে মর্যাদাবান হওয়ার চেষ্টা করি। (আল্লাহ পাক সবাইকে তাওফীক দান করুন!)

৪. আল্লাহপাক ইরশাদ করেন- ﴿ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ অর্থ: "কেউ আল্লাহর নামযুক্ত বস্তুসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে, তা তো তার হৃদয়ের আল্লাহভীতিপ্রসূত।" [১৪]

উক্ত আয়াতে একটি শব্দ রয়েছে (شعائر) শা'আইর, যা (شعيرة) শায়ীরাতুন এর বহুবচন। শায়ীরাতুন অর্থ হচ্ছে নিদর্শন, প্রতীক। একই অর্থে তার পাশাপাশি আরেকটি শব্দ হচ্ছে (شعار) শি'আর। উভয় শব্দের অর্থ এক নিদর্শন, প্রতীক ইত্যাদি। উক্ত আয়াতে এসেছে (شعائر الله) শা'আইরুল্লাহ। এভাবে কোরআনে কারীমে আরো তিন স্থানে এসেছে শা'আইরুল্লাহ। আর শা'আইরুল্লাহ কী? বা কাকে বলা হবে? তার সংজ্ঞা দিয়েছেন মুফাস্‌সিরীনে কেরাম। নিম্নে তা থেকে সামান্য কিছু তুলে ধরা হলো।

* আল্লামা আলুসী (রহ.) তাফসীরে রুহুল মা'আনীতে বলেন- و الشعائر جمع شعيرة ، أو شعارة وهي العلامة والمراد بهما أعلام المتعبدات أو العبادات الحجية ،

* ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহ. মৃত্যু ৬০৬ হি.) তাফসীরে কবীরে লিখেন- وأما شعائر الله فهي أعلام طاعته، وكل شيء جعل علماً من أعلام طاعة الله فهو من شعائر الله ، إلى قوله : الشعائر إما أن نحملها على العبادات أو على النسك أو نحملها على مواضع العبادات والنسك.

* মুফতী শফী সাহেব (রহ.) তাফসীরে মা'আরীফুল কোরআনে বলেছেন-

شعائر اللہ:۔شعائر جمع ہے شعیرۃ کی، جسکا معنی علامت کے ہیں۔ شعائر اللہ سے مراد وہ اعمال ہیں جن کو اللہ تعالی نے دین کی علامتیں قرار دیا ہے۔ [১৫]

সারাংশ হচ্ছে, শা'আইরুল্লাহ বা আল্লাহর নিদর্শন প্রত্যেক ঐ আমল, স্থান বা বস্তুকে বলা হবে, যা ইসলাম ও মুসলমানদের নিদর্শন ও প্রতীক হবে। এক কথায় যে জিনিস ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য নিদর্শন হবে, তাকেই শা'আইরুল্লাহ বলা হবে। যেমন- আযানের শব্দ শুনলে বা কোথাও মসজিদ

---

[১৪] সূরা হজ্ব ৩২

[১৫] দেখুন সূরা বাকারার ১৫৮ নং আয়াত إن الصفا والمروة من شعائر الله এর ব্যাখ্যায় উক্ত তাফসীরসমূহ।

দেখলে বুঝা যায় যে, এ স্থানে অবশ্যই মুসলমান রয়েছে। তেমনি কারো মাথায় টুপি দেখলে কিংবা মুখে দাড়ি দেখলে, কাউকে সালাত আদায় করতে দেখলে অথবা মিসওয়াক করতে দেখলে মানুষ নির্দ্বিধায় বলবে, এ লোক অবশ্যই মুসলমান। সুতরাং টুপি, দাড়ি, নামাজ, মিসওয়াক এবং এ ধরনের যাবতীয় জিনিস, যদ্দারা কোন ব্যক্তিকে মুসলমান বা কোন আমলকে ইসলামী আমল হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, তাকেই শা'আইরুল্লাহ বলা হবে।

* ইমাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ. মৃত্যু ১১৭৫ হি.) "হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা" গ্রন্থে লিখেন-

وَهذه شَعَائِرُ الْمِلَّة الْحَنَفِيَّة وَلَا بُدَّ لِكُلِّ أمَّةٍ مِنْ شَعَائِرَ يُعْرَفُوْنَ بِهَا وَ يُؤخَذُوْنَ عَلَيْهَا لِيَكُوْنَ طَاعَتُهَا وَعِصْيَانُهَا أمْراً مَحْسُوْساً وَإِنَّمَا يَنْبَغِيْ أنْ يُجْعَلَ مِن الشَّعَائِرِ مَا كَثُرَ وُجُوْدُهُ و تَكَرَّرَ وُقُوْعُهُ وَكَانَ ظَاهِراً وَ فِيْهِ فَوَائِدُ جُمَّةٌ يَقْبَلُهُ أذْهَانُ النَّاسِ أشَدَّ قُبُوْل.

অর্থাৎ দাড়ি ইত্যাদি মিল্লাতে হানাফী ও ইসলাম ধর্মের নিদর্শন। প্রত্যেকটি মিল্লাত ও ধর্মের জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট ইউনিফর্ম বা চিহ্ন থাকা আবশ্যক। আর এগুলো এমন সুস্পষ্টভাবে থাকতে হবে, যদ্দারা এ ধর্মাবলম্বীদেরকে সহজে চেনা যায় এবং এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শনকারীকে জবাবদিহি করতে হয়। যাতে এ ধর্মেও ফরমাবরদার ও নাফরমান দৃষ্টিগোচর হয়। আর এটিও সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত যে, চিহ্ন ও নিদর্শনগুলো যাতে এমন না হয়, যা একেবারে দুর্লভ। সাথে সাথে এগুলোতে মোটামুটিভাবে উপকারের দিকটিও থাকতে হবে। যার ফলে মানুষের মন-মগজ এগুলোকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করে নেয়।[১৬]

* শাইখুল ইসলাম মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) "দাড়ি কা ফালসাফা" নামক বইয়ে দাড়ি যে মুসলমানদের বিশেষ ইউনিফর্ম, শি'আর বা প্রতীক এ বিষয়ে চমৎকার ও সুন্দর আলোচনা করেছেন। আলোচনাটি হৃদয়ঙ্গম করার মত। আলোচনাটি দীর্ঘ বিধায় সামনে ভিন্ন শিরোনামে আলোচনা করা হবে। উক্ত বইয়ের এক স্থানে লিখেন- ১৯৪৭ সালের দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় (ভারতে) যুবকদের অনেকে আমাকে বলে যে, এক সময় দাড়ি না রাখলেও বর্তমানে রেখে দিয়েছি। কারণ, এই গণহত্যার যুগে জানি না কখন কীভাবে মরতে হয়। আর হিন্দুরা যদি চেহারা দেখে হিন্দু মনে করে এবং চিতায় পোড়ায়, তাহলে বাঁচার কোন উপায় থাকবে না।

---

১৬ حجة الله البالغة : خصال الفطرة وما يتصل بها ১৮৬/১

* চরমোনাইর পীর মরহুম ইসহাক সাহেব তার যুক্তিপূর্ণ ওয়াজ বা মাওলা পাকের অনুসন্ধান নামক বইয়ে লিখেছেন-
মনে রাখবেন! দাড়ি হল ইসলামের মস্তবড় একটি নিশানা। তিনি বলেন, একদিন আমি স্টীমারে করে রওয়ানা করলাম। যখন স্টীমার চাঁদপুরের ঘাটে ভিড়ল, তখন হঠাৎ একজন মুসলমানের মৃত্যু হয়ে গেল। ঐ মানুষটি হিন্দু না মুসলমান, তা কোন উপায়ে বুঝা গেল না। কারণ তার দাড়ি-মোচ কিছুই ছিল না। সাথে কোন সঙ্গীও ছিল না। অগত্যা তাকে উলঙ্গ করে দেখতে হল সে হিন্দু না মুসলমান। এভাবে আরো অনেকে দাড়ি সংক্রান্ত তাদের চাক্ষুস দেখা ঘটনা বিভিন্ন বইয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন।
আল্লাহপাক আমাদের এ সমস্ত ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার তাওফীক দান করুন! আমীন!!
উক্ত আলোচনার সারমর্ম হচ্ছে, দাড়ি রাখা ও বৃদ্ধি করা ইসলাম ও মুসলমানদের বিশেষ শি'আর বা নিদর্শন। আর আয়াতে কারীমায় বলা হয়েছে, শি'আর বা নিদর্শনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন আন্তরিক খোদাভীতির লক্ষণ। অর্থাৎ যার অন্তরে তাকওয়া ও খোদাভীতি থাকে, সে-ই আল্লাহ ও ইসলামের নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে পারে।
সুতরাং দাড়ি যেহেতু ইসলামের শি'আর বা নিদর্শন, সেহেতু তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন আন্তরিক খোদাভীতির লক্ষণ। আর দাড়ির প্রতি সম্মান প্রদর্শন হচ্ছে, দাড়ি না কামানো বরং দাড়ি রাখা ও বৃদ্ধি করা।

৫. "কোরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে - ﴿ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ﴾
অর্থ: এবং আমি তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেব।" [১৭]

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: শয়তান যখন দরবারে খোদাওন্দী থেকে বিতাড়িত হলো, তখন বলেছিল- আমি অবশ্যই আপনার বান্দাদেরকে আপনার সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেব। তাহলে উক্ত আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয়, আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট আকৃতির পরিবর্তন, শয়তানের নির্দেশনা পালন।
উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) তাফসীরে "বয়ানুল কোরআনে" লিখেন-

اور یہ اعمال فسقیہ سے ہے، جیسے ڈاڑھی منڈانا، بدن گدانا وغیرہ۔

[১৭] সূরা নিসা ১১৯

অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতির পরিবর্তন করা ফাসেকী কাজসমূহের অন্যতম। তার উদাহরণ হচ্ছে- দাড়ি মুণ্ডন করা, শরীরে অঙ্কন করা প্রভৃতি।[১৮]

ফখরুল মুফাস্‌সিরীন আল্লামা আব্দুল হক হক্কানী (রহ.) "তাফসীরে হক্কানীতে" বলেন- আয়াতটির ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সিরীনে কেরামের দু'টি মত রয়েছে। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় মতের আলোচনায় কিছু দূর এগিয়ে বলেন, দাড়ি মুণ্ডানোও এতে শামিল।[১৯]

এছাড়া পাকিস্তানের সাবেক মুফতীয়ে আজম, মুফতী শফী (রহ.) তাফসীরে মা'আরিফুল কোরআনে এবং আল্লামা শাব্বির আহমদ ওছমানী (রহ.) ফাওয়ায়েদে ওছমানীতে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

বরং আল্লামা মাহমুদ আলুসী (রহ.) "রুহুল মা'আনীতে" এবং শাইখ আলী ছাবুনী "আল মুকতাতাফ মিন উয়ূনীত তাফাসীর"-এ বলেছেন- একমুষ্টির বাইরে দাড়ি কর্তন করা আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতির পরিবর্তনের যে হুকুম রয়েছে, তাতে অন্তর্ভূক্ত নয়।[২০] মুফাস্‌সিরদ্বয়ের কথা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দাড়ি মুণ্ডন করা এবং মুঠোর ভিতরে দাড়ি কর্তন করা উভয়টাই আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতির পরিবর্তনের হুকুমের মধ্যে গণ্য। তাঁদের পূর্বের মনীষী হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.)ও বলেছেন, দাড়ি কর্তন করা আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতির পরিবর্তনের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।[২১]

কাজেই দাড়ি মুণ্ডন বা মুঠোর ভিতরে কর্তন আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতির পরিবর্তন, যা শয়তানের আদেশ পালন।

জনৈক ব্যক্তি হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী (রহ.)-এর নিকট প্রশ্ন করল যে, আমি কোরআন মাজীদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেছি, তাতে দাড়ি সম্পর্কে কোন হুকুম মিলেনি। তাহলে কি দাড়ি সম্পর্কে তাতে কোন হুকুম নেই? থানভী (রহ.) উক্ত প্রশ্নের উত্তরে লিখেছেন- فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ আয়াতটি (عِبَارَةُ النَّصْ দ্বারা) আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতির বিকৃতকরন শয়তানের নির্দেশ পালন ও তা অবৈধ হওয়ার উপর প্রতীয়মান করে। আর দাড়ি মুণ্ডন করলে যে আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতির বিকৃতকরন হয়, তা তো প্রত্যক্ষভাবে প্রমানিত। সুতরাং দাড়ি মুণ্ডন যে হারাম, তা কোরআন থেকে প্রমানিত। (ইমদাদুল ফাতাওয়া ৬/১৫৪)

---

[১৮] বয়ানুল কুরআন ১/১৫৭

[১৯] তাফসীরে হক্কানী ৩/২২৮

[২০] روح المعاني ৩/২০৬، المقتطف من عيون التفاسير ১/৫০৫

[২১] হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, খ.১, পৃ. ১৮৭

দ্বিতীয় অধ্যায়
সহীহ হাদীসের আলোকে দাড়ি

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘোষণা-দাড়ি রাখা ও বৃদ্ধি করা মুসলমানের ধর্ম

أخرج ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حدَّثَنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ ، عَنْ عَبْد المجيد بْن سُهَيْلٍ ، عَنْ عُبَيْد الله بْن عبد الله بن عُتْبَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ من الْمَجُوس إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : قد حَلَقَ لحْيَتَهُ , وأَطَالَ شَارِبَهُ . فَقَالَ لَهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم : مَا هَذَا؟ قَالَ : هَذَا فِي دِينِنَا ، قَالَ : فِي دِينِنَا أَنْ نَجُزَّ الشَّارِبَ ، وَأَنْ نُعْفِيَ اللِّحْيَةَ. (المصنف لابن أبي شيبة.ما يؤمر به الرجل من إعفاء اللحية والأخذ من الشارب. مع تحقيق عوامه.(৮/৩৭৯، الرقم: ২৬০১৩)

অর্থ: ওবাইদুল্লাহ ইবনে ওতবা (রহ.) বলেছেন- এক অগ্নিপূজক রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দরবারে হাযির হলো, যার দাড়ি ছিলো মুণ্ডানো এবং লম্বা ছিলো মোচ। তাকে দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন- এ কী অবস্থা? অর্থাৎ যা রাখার বস্তু (দাড়ি) তা মুণ্ডানো কেন? এবং যা ছোট রাখার বস্তু (মোচ) তা লম্বা কেন? প্রত্যুত্তরে সে বলল, এটা আমাদের ধর্ম। আর রাসূল ﷺ বললেন- আমাদের ধর্ম হচ্ছে গোঁফ কর্তন করা এবং দাড়ি বৃদ্ধি করা।[২২]

---

[২২] হাদীসটি মুছান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতে বর্ণিত। বাকী হাদীসটির সনদ কেমন? এ প্রসঙ্গে বহু তালাশের পরও কোন ইমামের মন্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে আরবের একজন আলেম আলী বিন আহমদ বিন হাসান দাড়ি নিয়ে একটি রেসালা লিখেছেন। যার নাম الجامع في أحكام اللحية। তাতে এ হাদীসটিকে مرسل صحيح الاسناد বলেছেন। তাছাড়া এ হাদীসের যে সমস্ত রাবী (বর্ণনাকারী) রয়েছেন, তাদের হালত দেখলেও বুঝা যায় হাদীসটি সহীহ। নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে রাবীদের হালত তুলে ধরা হলো।

الأول: جعفر بن عون قال فيه أحمد رجل صالح ليس به بأس وقال ابن معين ثقة وقال ابو حاتم صدوق قلت ذكره ابن حبان وابن شاهين في الثقات وقال ابن قانع في الوفيات كان ثقة (تهذيب التهذيب: ২/৫৮৬ سير أعلام النبلاء للذهبي: ৯ ৪৪০. تهذيب الكمال ৫/৯৩) الثاني: أبو العميس قال فيه احمد وابن حبان ثقة وقال أبو حاتم صالح الحديث وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن سعد كان ثقة (تهذيب التهذيب ৯/৯০،

উক্ত হাদীস থেকে প্রতিভাত হয়, দাড়ি কামানো ও মোচ লম্বা করা অমুসলিমদের ধর্ম। আর গোঁফ খাটো করা এবং দাড়ি রাখা ও বৃদ্ধি করা মুসলমানদের ধর্ম। সুতরাং আমরা যারা মুসলমান বলে দাবী করি, আমাদের জন্য উচিত স্বীয় ধর্ম অনুসারে চলা। গোঁফ খাটো করা ও দাড়ি বৃদ্ধি করা। অন্যথায় শতবার ভেবে দেখা দরকার, মৃত্যুর পর কবরে দাড়ি না রাখা লোক নবী করীম ﷺ কে যখন দর্শন করবে, তখন কী অবস্থা হবে? আল্লাহর পানাহ! রোজ হাশরে যাঁর শাফাআতের বুকভরা আশা রাখতে হয়, তিঁনি যদি কবরে প্রথম দৃষ্টিতে মুখ ফিরিয়ে নেন? এবং রোজ হাশরে যদি রাসূল ﷺ দাড়ি মুণ্ডানো অবস্থায় দেখে ما هذا؟ এ কী অবস্থা? বলে প্রশ্ন রাখেন। যেভাবে রেখেছিলেন দুনিয়াতে দাড়ি মুণ্ডনকারী মাজুসীর প্রতি, তখন কী উত্তর হবে? ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্মের প্রতি সম্বন্ধ করা যাবে কি?

দাড়ি মুণ্ডনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অসন্তুষ্টি এবং বিধর্মীদের রবের হুকুম পালন

عن يزيد بن أبي حبيب قال وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى بن هرمز ملك فارس وكتب معه........ فلما قرأه مزقه، ..... قال: ثم كتب كسرى إلى باذان؛ وهو على اليمن: أن ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين من عندك جلدين، فليأتياني به؛ فبعث باذان رجلين ... ودخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلقا لحاهما، وأعفيا شواربهما؛ فكره النظر إليهما، ثم أقبل عليهما فقال: ويلكما! من أمركما بهذا؟ قالا: أمرنا بهذا ربنا - يعنيان كسرى - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لكن ربي قد أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي.

(تاريخ الطبري لابن جرير ২৯৫/২، الكامل في التاريخ لابن الأثير ৩১৮/১، البداية والنهاية لابن كثير ৩০৯/8، وحياة الصحابة ليوسف الكاندهلوي ১১৫/১. قال الشيخ ناصر الدين الألباني هذا حديث حسن أخرجه ابن جرير عن يزيد بن أبي حبيب مرسلا. (دفاع عن الحديث النبوي ৫১/১)

= تهذيب الكمال للمزي ৩১১/১৯) الثالث: عبد المجيد بن سهيل وهو من جلة اهل المدينة ومفتيهم (مشاهير علماء الامصار ২০৬/১) قال فيه يحي بن معين ثقة وقال ابو حاتم صالح الحديث (الجرح والتعديل 2 68، وعبيد الله بن عتبة هو من فقهاء السبعة بالمدينة فلا مقال فيه.

অর্থ: তাবিয়ী হযরত ইয়াযীদ বিন আবী হাবীব (রহ.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম ﷺ হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুযাফাহ (রা.)-কে একটি চিঠি দিয়ে তৎকালীন ইরানের বাদশাহ খসরু পারভেজের নিকট পাঠালেন। ইরানের বাদশাহ পত্রটি পাঠ করার পর ক্রোধান্বিত হয়ে তা টুকরো টুকরো করলো। অতঃপর তার ইয়ামানের গভর্নর বাযানকে নির্দেশ দিল যে, তুমি ঐ হিজাযী ব্যক্তি অর্থাৎ রাসূল ﷺ এর কাছে দু'জন শক্তিশালী লোক পাঠাও, যেন তাঁকে গ্রেপ্তার করে আমার কাছে নিয়ে আসে। বাদশাহর হুকুম পালনার্থে গভর্নর বাযান মহানবী ﷺ এর কাছে দু'জন লোক পাঠাল, যাদের দাড়ি ছিল মুণ্ডানো এবং মোচ ছিলো লম্বা। আর এ দাড়িবিহীন ও বড় বড় মোচধারী ব্যক্তিদ্বয় রাসূল ﷺ এর দরবারে হাযির হলে রাসুল ﷺ তাদের প্রতি দৃষ্টিদানে নারাযী প্রকাশ করলেন। অতঃপর তাদের কাছে এসে বললেন, ধ্বংসে নিপতিত হও তোমরা! এ অবস্থা (দাড়ি মুণ্ডন ও মোচ লম্বা) করতে তোমাদের আদেশ দিয়েছে কে? তারা বললো, এটা আমাদের রব-ইরানের বাদশাহ কিসরার আদেশ। তখন হুজুর ﷺ বললেন, আমার রব তো আমাকে দাড়ি বাড়ানোর ও মোচ ছোট করার হুকুম দিয়েছেন।[২৩]

উক্ত হাদীসে দু'টি বিষয় উল্লেখ হয়েছে-

(এক) রাসুল ﷺ এর দরবারে দাড়িবিহীন দু'ব্যক্তি হাযির হলো। আর রাসূল ﷺ তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করাটাও পছন্দ করলেন না। শুধু তাই নয় শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন করেই বসলেন যে, এ অবস্থা করতে তোমাদের কে বলেছে?

সুপ্রিয় মুসলিম ভাইগণ! মহানবী ﷺ এর দরবারে দাড়ি মুণ্ডনকারী যে দু'ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছিল, তারা ছিলো অমুসলিম, বিধর্মী। আর আমরা হলাম মুসলমান, নবীর আশেকের দাবীদার। তাহলে একটু ভেবে দেখি, দাড়ি না রাখার দরুন যদি অমুসলিম ব্যক্তিদ্বয়ের প্রতি দয়ার নবীর ক্ষোভের মাত্রা এমন হয় যে, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত পর্যন্ত পছন্দ করলেন না, তো আমরা যারা মুসলমান ও নবীর আশেকের দাবীদার হয়েও দাড়ি রাখি না, তাদের প্রতি ক্ষোভের মাত্রা কেমন হবে? তাছাড়া যার প্রেমিক ও আশেকের দাবীদার হলাম, তাঁর অপছন্দনীয় কাজ চেহারার মত স্থানে শোভা পায় কীভাবে? আহ্ এ কেমন ইশ্‌ক!

---

[২৩] তারীখে তাবারী ২/২৯৫, তারীখে ইবনে আছীর ১/৩১৮, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৪/৩০৭ ও হায়াতুস সাহাবা ১/১১৫. শাইখ আলবানী বলেছেন- হাদিসটি হাসান তথা গ্রহণযোগ্য, দিফাউন আনিল হাদীস আন-নববী ১/৫১

(দুই) দাড়ি মুণ্ডন করা অগ্নিপূজকদের রবের হুকুম পালন করা। আর দাড়ি রাখা ও বৃদ্ধি করা হুজুর ﷺ এর রবের হুকুম তামীল করা। সুতরাং যে ব্যক্তি হুজুর ﷺ এর রবের হুকুমের বিরোধিতা করে মাজুসীদের রবের হুকুম মেনে নেয়, (অর্থাৎ দাড়ি মুণ্ডন করে) তার হাজার বার চিন্তা করে দেখা উচিত, কিয়ামত দিবসে কার সামনে দাঁড়াতে হবে তাকে? রাসূল ﷺ এর প্রভুর সামনে? নাকি মাজুসীদের রবের সামনে? এবং যার প্রভুর হুকুম তামীল করলাম না চেহারার মত স্থানে, তাকেই বা এ চেহারা দেখাব কীভাবে?

দাড়ি রাখা ও বৃদ্ধি করার প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশসূচক শব্দ দ্বারা হুকুম

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ (رواه البخاري : الرقم ٥٨٩٢)

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- মুশরিকদের বিরুদ্ধাচরণ করো। (আর তা এভাবে করবে যে,) দাড়িকে বাড়াও এবং গোঁফ কর্তন কর।[২৪]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْهَكُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى (رواه البخاري : الرقم ٥٨٩٣)

অর্থ: ইবনে ওমর (রা.) বলেন- রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, মোচ ভালভাবে খাটো কর, দাড়ি বৃদ্ধি কর।[২৫]

এভাবে সুরক্ষিত হাদীসের সুবিশাল ভাণ্ডারে দাড়ি বৃদ্ধি করা, লম্বা করা ও ছেড়ে দেওয়ার প্রতি নির্দেশমূলক বা হুকুমবাচক ক্রিয়া পদ দ্বারা আদেশকৃত অনেক সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত রয়েছে। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সমস্ত হাদীসে যে সকল শব্দ চয়ন করেছেন, তা পাঁচটিতে সীমিত। যেমন- ইমাম নববী (রহ. মৃত্যু ৬৭৬ হি. ১২৭৭ ঈ.) মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ "আল-মিনহাজে" লিখেন- فَحَصَلَ خَمْس رِوَايَات : أَعْفُوا وَأَوْفُوا وَأَرْخُوا وَأَرْجُوا وَوَفِّرُوا ، وَمَعْنَاهَا كُلّهَا تَرْكُهَا عَلَى حَالهَا.

---

[২৪] বুখারী ২/৮৭৫, আস-সুনানুল কুবরা ১/১৫০ ইমাম বায়হাকীকৃত, আল মু'জামুল কাবীর ৩১/২০ ইমাম তাবারানী

[২৫] বুখারী হাদীস নং ৫৪৪৩, মুসলিম ৩৮০, তিরমিযী ২৬৮৭, নাসায়ী ১৫, মুসনাদে আহমদ ৪৪২৫

দাড়ি সম্পর্কে সহীহ হাদীসসমূহে পাঁচটি আদেশসূচক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেগুলোর অর্থ হচ্ছে দাড়িকে লম্বা করা, স্বীয় অবস্থায় ছেড়ে দেয়া।[২৬]

দাড়ি রাখা ও বৃদ্ধি করা ওয়াজিব কেন?

প্রতিটি দেশ ও দেশের নাগরিক কীভাবে পরিচালিত হবে, তার জন্য রয়েছে সংবিধান, যে মতে চলা সবার জন্যই আবশ্যক। কুলি-মজুর থেকে নিয়ে প্রেসিডেন্ট-প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত প্রতিটি নাগরিকের জন্য। অন্যথায় হতে হয় আইন ও শাস্তির সম্মুখীন। তদ্রুপ মুসলমানগণ তাদের ব্যক্তিজীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত কীভাবে পরিচালনা করবে, তার জন্য রয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলপ্রদত্ত সংবিধান। কোরআন ও সুন্নাহ সেই সংবিধানের নাম। আর কোরআন-সুন্নাহ সংবিধান যে এমন, যা বুঝতে লাগে অনেক কায়দা-কানুন। যেমন- কোন্ ধরনের শব্দ থেকে কোন্ ধরনের হুকুম প্রমাণিত হবে। (অর্থাৎ কোন শব্দ থেকে মুস্তাহাব প্রমাণিত হবে এবং কোন শব্দ এস্তেমাল হলে ওয়াজিব প্রমাণিত হবে ইত্যাদি।) আর এ কায়দা-কানুনকে ঘিরে প্রণীত হয়েছে অসংখ্য গ্রন্থ। যা ধীরে ধীরে পরিচিতি লাভ করেছে গুরুত্বপূর্ণ একটি ফন বা শাস্ত্রে। আর সেই গুরুত্বপূর্ণ ফনের নাম "উছূলে ফিকাহ"।

এ উছূলে ফিকাহর গ্রন্থসমূহে নিম্নোক্ত কায়দাটি রয়েছে যে, কোরআন-হাদিসে যদি হুকুমবাচক ক্রিয়াপদ বা আদেশসূচক শব্দ (صيغة أمر আমরের ছীগাহ) দ্বারা কোন কিছুর আদেশ দেওয়া হয়, তাহলে তা পালন করা অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে ওয়াজিব তথা অত্যাবশ্যক। তবে হ্যাঁ, ওয়াজিব না হওয়ার উপর যদি কোন দলীল পাওয়া যায়, তখন ওয়াজিব না হয়ে অন্য কিছু হয়। সাম্প্রতিক কালের কেউ কেউ উক্ত কায়দাটিকে মানতে চান না এবং এটা অধিকাংশ আলেমের মত নয় বলে কায়দাটিকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন।[২৭]

তাই নিম্নে এ প্রসঙ্গে কিছু উদ্ধৃতি দেয়া হল-

* ইমাম আবু বকর মুহাম্মদ বিন আহমদ সারাখসী হানাফী (রহ. মৃত্যু ৪৯০ হি.) তাঁর "উছূলে" লিখেন- فَأَمَّا الْكَلَامُ فِي مُوْجَبِ الأَمْرِ، فَالْمَذْهَبُ عِنْدَ جُمْهُوْرِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ مُوْجَبَ مُطْلَقِهِ الإِلْزَامُ إِلاَّ بِدَلِيْلٍ.[২৮]

---

[২৬] আল-মিনহাজ শরহে মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ওরফে শরহে মুসলিম ১/১২৯

[২৭] قال القرضاوى فى الحلال والحرام فى الاسلام ٥٠ إن الأمر لا يدل على الوجوب جزما وإن علل بمخالفة الكفار

[২৮] أصول السرخسي ١/١٥ فصل في بيان موجب الأمر

* আল্লামা আলী বিন মুহাম্মদ বযদভী হানাফী (রহ. মৃত্যু ৪৮২ হি.) বলেন-

وَقَالَ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ : حُكْمُهُ الْوُجُوبُ .[২৯]

* আল্লামা শিহাবুদ্দীন কর্‌রাফী মালিকী (রহ.) মৃত্যু ৬৮৪ হি.) "তানকীহুল ফুছুল" গ্রন্থে লিখেন- وأما اللفظ الذي هو مدلول الأمر فهو موضوع عند مالك رحمه الله وعند أصحابه للوجوب.[৩০]

* ফিকহে মালিকীর উছূল সম্পর্কে লিখিত "আল-ওয়াজীযুল মুয়াস্‌সার" এ রয়েছে- فذهب كثير منهم إلى ما ذهب إليه مالك وأصحابه من أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب ابتداء ولا يحمل على غيره إلا بقرينة صارفة لأن الشارع حين أمر المكلف أراد منه الإطاعة وإطاعة الشارع واجبة.[৩১]

* ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী শাফিয়ী (রহ. মৃত্যু ৬০৬ হি.) "আল মাহছুলে" লিখেন- الحق عندنا أن لفظة إفعل حقيقة في الترجيح المانع من النقيض وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين .[৩২]

আল্লামা সাইফুদ্দীন আল-আমেদী শাফিয়ী (রহ. মৃত্যু ৬৩১ হি.) "আল-ইহকামে" লিখেন-

ومنهم من قال إنه حقيقة في الوجوب مجاز فيما عداه وهذا هو مذهب الشافعي رضي الله عنه والفقهاء وجماعة من المتكلمين كأبي الحسين البصري وهو قول الجباشي في أحد قوليه .[৩৩]

* কাযী তকী উদ্দীন ফাত্তুহী হাম্বলী (রহ. মৃত্যু ৯৭২ হি.) "শরহুল কাওকাবিল মুনীরে" লিখেন- (الْأَمْرُ) فِي حَالَةِ كَوْنِهِ (مُجَرَّدًا عَنْ قَرِينَةٍ) (حَقِيقَةٌ فِي الْوُجُوبِ) عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَرْبَابِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَة.[৩৪]

---

[২৯] أصول البزدوي ২১/১ باب موجب الأمر

[৩০] تنقيح الفصول في علم الأصول ১৪/১ الباب الرابع في الاوامر

[৩১] الوجيز الميسر في أصول الفقه المالكي ১৯/১

[৩২] المحصول للرازي ২/৬৬

[৩৩] الإحكام في اصول الأحكام ২/388، البحث الرابع في مقتضى صيغة الأمر

[৩৪] شرح الكوكب المنير ৩/৫৫، فصل الأمر حقيقة في الوجوب

* কাযী মুহাম্মদ শওকানী যাহিরী (রহ. মৃত্যু ১২৫৫ হি.) "ইরশাদুল ফুহুল" গ্রন্থে লিখেন- اختلف أهل العلم في صيغة افعل وما في معناه هل هي حقيقة في الوجوب أو فيه مع غيره أو في غيره فذهب الجمهور إلى أنها حقيقة في الوجوب فقط وصححه ابن الحاجب والبيضاوي . قال الرازي وهو الحق وذكر الجويني أنه مذهب الشافعي قيل وهو الذي أملاه الأشعري على أصحابه.[৩৫]

সারাংশ হচ্ছে, আমরের ছীগা বা আদেশসূচক শব্দেব প্রকৃত অর্থ হচ্ছে ওয়াজিব হওয়া। তাই এ ধরনের শব্দ দ্বারা যদি কোন কিছুর হুকুম করা হয়, তাহলে তা পালন করা ওয়াজিব তথা অপরিহার্য হয়। তবে হ্যাঁ, ওয়াজিব না হওয়ার উপর যদি কোন করীনা বা দলীল পাওয়া যায়, তখন ওয়াজিব না হয়ে মুস্তাহাব বা অন্য কিছু হয়। আর এটাই চার মাযহাব ও লা-মাযহাবীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম ও মুফতীর সুচিন্তিত অভিমত। সুতরাং এ কথা প্রমাণ হল যে, আদেশসূচক শব্দ দ্বারা কোন কিছুর হুকুম করা হলে, তা পালন করা অধিকাংশ আলেমের মতে ওয়াজিব। তবে ওয়াজিব না হয়ে মুস্তাহাব বা অন্য কিছু হওয়ার দলীল থাকলে, তখন তা-ই হবে।
এবার উক্ত কায়দার ভিত্তিতে মুসলমানের সংবিধানে দাড়ি সম্পর্কে যে নির্দেশনা এসেছে সে নির্দেশনা কোন্ পর্যায়ের, তা বুঝে নেয়ার চেষ্টা করি।

হাদীসের আলোকে দাড়ির হুকুম কী? তা যদি জানা ও বুঝার ইচ্ছে হয়, তাহলে শুনুন! উক্ত কায়দার আলোকে দাড়ির জন্য হাদীসসমূহে ব্যবহৃত শব্দগুলো থেকে দাড়ির হুকুম ওয়াজিব-ই প্রমাণিত হয়। কেননা কিছু পূর্বে উল্লেখ হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধু এক দু'টি শব্দকে নয় বরং পাঁচ পাঁচটি শব্দকে ব্যবহার করে দাড়ি রাখা ও বাড়ানোর নির্দেশ প্রদান করেছেন। আর কোথাও এমন কোন দলীল নেই, যার দরুন দাড়ি সংক্রান্ত উক্ত হাদীসসমূহ থেকে দাড়ির হুকুম ওয়াজিব না হয়ে মুস্তাহাব বা অন্য কিছু প্রমাণিত হবে। আর উক্ত কায়দার ভাষ্য যেহেতু এটাই, কাজেই দাড়ির হুকুম ওয়াজিব ছাড়া আর কিছু নয়। এ কারণেই আল্লামা মাহমুদ বিন খত্তাব সুবকী মালিকী (রহ. মৃত্যু ১৩৫২ হি.) আবু দাউদের ব্যাখ্যাগ্রন্থ "আল-মানহালে" দাড়ি সম্পর্কীয় উক্ত হাদীসসমূহ বর্ণনার পর লিখেছেন-

---

[৩৫] إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول ١٨٧/١' الفصل الثالث حقيقة صيغة افعل

أصل الأمر الوجوب ولا يصرف عنه إلا بدليل كما هو مقرر في علم الاصول.

অর্থাৎ আদেশসূচক শব্দ থেকে ওয়াজিব হুকুম-ই প্রমাণ হয়। আর কোন দলীল ছাড়া এ থেকে প্রত্যাবর্তন বৈধ নয়।[৩৬] সুতরাং প্রমাণ হলো যে, প্রত্যক পুরুষের জন্য দাড়ি রাখা ও বৃদ্ধি করা ওয়াজিব তথা অত্যাবশ্যক।

প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা! কোরআন ও সুন্নাহ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলপ্রদত্ত সংবিধান। আর সুন্নাহর আলোকে এ কথার হয়েছে প্রমাণ, দাড়ি রাখা ও বৃদ্ধি করা ওয়াজিব তথা জরুরী। একটু ভেবে দেখা দরকার! মানবরচিত সংবিধান মতে চলা যদি মানবের জন্য জরুরী হয়, যদিও এ সংবিধান ভুলের উর্ধ্বে নয় এবং সবার কল্যাণ তাতে নিশ্চিত নয়, তাহলে মহামানব রাসূল ﷺ প্রদত্ত সংবিধান, যাতে সঠিক হওয়ার শতভাগ নিশ্চয়তা রয়েছে এবং সবার জন্য কল্যাণকর হওয়ার বাস্তব দৃষ্টান্ত রয়েছে, এমন সংবিধান মতে চলা কি সাধারণের জন্য জরুরী নয়? এবং এর বিরোধিতা করা কি শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়? আল্লাহ পাক সব মুসলমানকে এমন শাস্তিযোগ্য অপরাধে লিপ্ত হওয়া থেকে হেফাজত করুন এবং কোরআন-সুন্নাহর সংবিধান মতে চলার তাওফীক দান করুন! আমীন!!

একটি সন্দেহের অপনোদন

কারো সন্দেহ হতে পারে যে, অনেক কিতাবে তো দাড়ি রাখাকে সুন্নাত বলা হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের মুখেও এমন শুনা যায়। তো ওয়াজিব হওয়ার দাবী কীভাবে সঠিক হতে পারে?

উক্ত সন্দেহের কয়েকটি জবাব হতে পারে-

প্রথমত: আরবী অভিধানে সুন্নাত শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে "শরীআত"। শাইখ আব্দুল হক দেহলভী (রহ. মৃত্যু ১০৫২ হি.) সুন্নাতের এক অর্থ বলেছেন দীনের রাস্তা। অর্থাৎ সমস্ত নবীর অনুসৃত সুন্নাত বা রাস্তা হচ্ছে দাড়ি রাখা। যা হোক, উভয় অর্থ ফরয, ওয়াজিব এবং সুন্নাত প্রত্যেকটার উপর সমানভাবে প্রযোজ্য হয়, যা কারো অজানা নয়। হতে পারে যেখানে দাড়িকে সুন্নাত বলা হয়েছে। এ সমস্ত অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে বলা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: অনেক সময় সুন্নাত এ কারণেও বলা হয় যে, এ হুকুমটা **কোরআনের আলোকে প্রমাণিত নয়, বরং হাদীসের** আলোকে প্রমাণিত।

---

৩৬ المنهل العذب المورود شرح أبي داود ১/১৮৬

যেমন- ঈদের নামাযকে সুন্নাত বলা হয়, অথচ তা ওয়াজিব। কারণ তা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কাজেই দাড়ি রাখার হুকুম ওয়াজিব হলেও যেহেতু তা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, সেহেতু তাকেও সুন্নাত বলা হয়।[৩৭]

এতো এক আশ্চার্য কথা যে, ঈদের নামাযকে তো ফরযের চেয়ে হাজারগুণ বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। বছরের কোনদিন ভুলেও যে পশ্চিম দিকে আছাড় খায় না, সেও কিন্তু ঈদের নামায ছাড়ে না। কিন্তু দাড়ির অবস্থা হল এমন, নফল সমপরিমাণও এর গুরুত্ব দেওয়া হয় না। অথচ উভয়টি যেভাবে সুন্নাত, তেমনিভাবে ওয়াজিবও।[৩৮]

হাদীসের আলোকে দাড়ি মুণ্ডন হারাম হওয়ার বিবরণ

উক্ত হাদীসসমূহের আলোকে শুধু দাড়ি রাখা ও বৃদ্ধি করা যে ওয়াজিব প্রমাণিত হয়, এমন নয়। বরং দাড়ি মুণ্ডন বা কর্তন করা যে হারাম, তাও প্রমাণিত হয়।[৩৯] কেননা উছূলে ফিকাহর কিতাবসমূহে একথা রয়েছে যে, اَلْأَمْرُ بشئ مُعَيَّنٍ فَوْرًا نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ الْمُفَوِّتِ অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে ওয়াজিব হুকুম হওয়ার পর তা পালন না করে যদি তার বিপরীত বিষয়ে লিপ্ত হয়, আর এতে হুকুমকৃত ওয়াজিব বিষয়টি লঙ্ঘিত ও অমান্য হয়, তখন একথার উপর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের দু'একজন ব্যতীত সকল ইমাম ও আলেম একমত যে, ঐ বিপরীত বিষয়ে লিপ্ত হওয়া হারাম। অর্থাৎ ওয়াজিব হুকুমটাই, তার অস্তিত্বকে খতম করে দেয় এমন বিপরীত বিষয়ে লিপ্ত হওয়াকে নিষেধ ও হারাম করে দেয়। কারণ বিপরীত বিষয়ে লিপ্ত হওয়ার দ্বারা হুকুমকৃত ওয়াজিব বিষয়টি লঙ্ঘন হবে। যেমন- রমজানে রোজা রাখার হুকুম হওয়া সত্ত্বেও কেউ তা পালন না করে তার বিপরীত বিষয় অর্থাৎ খানা-পিনা ইত্যাদি করে, তাহলে তা হারাম হবে। কেননা খানা-পিনা এমন বিপরীত বিষয়, যার দরুন হুকুমকৃত বিষয় অর্থাৎ রমজানের রোজার হুকুম

---

[৩৭] اشعة اللمعات جـ ١، صـ ٢٨٨، وفي الشامي وتَجِبُ صَلَاتُهُمَا (اي العيدين) في الأصح وسماها في الجامع الصغير سنة لأن وجوبهما ثبت بالسنة (بالحديث) مجلد ٢ صـ ١٧٥. দাড়ি আওর ইসলাম থেকে সংগৃহীত

[৩৮] দাড়ি কী কদর ও কীমত, আশেকে এলাহী বুলন্দশহরীকৃত পৃ. ২৬ দাড়ি আওর আম্বিয়া কী সুন্নতী পৃ. ২৩

[৩৯] দাড়ি কর্তন বলতে একমুষ্টির ভিতরে কর্তন বুঝানো হয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে।

লঙ্ঘিত ও অমান্য হয়। কাজেই রমজান মাসে দিন-দুপুরে পানাহার করা হারাম।[৪০]

এখন উক্ত মূলনীতির যৌক্তিকতা নিয়ে আলোচনা করা যাক। বিষয়টি অবশ্য কঠিন ও ফিক্‌রী।

উক্ত কায়দার যৌক্তিকতা হচ্ছে- কোন বিষয় ওয়াজিব হওয়ার অর্থ হল, তা অবশ্যই পালন করতে হবে এবং ওয়াজিব বিষয়টি লঙ্ঘিত হয় বা তার অস্তিত্বকে খতম করে দেয় এমন যে কোন কাজ করা হারাম হবে, জায়েয হবে না। তাহলে বুঝা গেল, ওয়াজিব বিষয় এবং তার অস্তিত্বকে খতম করে দেয় এমন কাজের মাঝে বৈপরীত্য থাকবে। যেমন- রমজানের রোজা আর দিন-দুপুরে খানার মাঝে এবং আগুন আর পানির মাঝে এমন বৈপরীত্য রয়েছে যে, একটির অস্তিত্ব অন্যটির বিলীন হওয়ার কারণ হয়। অর্থাৎ উভয়টি একত্র হতে পারে না।

বাকী কেউ যদি বলে ওয়াজিব বিষয়টি লঙ্ঘিত হয় এমন কাজ করা হারাম নয় বরং জায়েয, তাহলে বলব- এর দু'টি ছুরত হতে পারে। হয়তো হুকুমকৃত ওয়াজিব বিষয়টি ওয়াজিব থাকবে না। অথবা থাকবে। আর উভয় ছুরত-ই বাতিল (অগ্রহণযোগ্য) ও মহাল (অসম্ভব)। কারণ, প্রথম ছুরতে হুকুমকৃত বিষয়টি ওয়াজিব থাকে না। অথচ আমাদের আলোচনার বুনিয়াদ-ই হচ্ছে ওয়াজিব হওয়ার উপর। কাজেই এ ছুরত বাতিল। আর দ্বিতীয় ছুরত তথা ওয়াজিব থাকবে, তখন সমস্যা হল, দু'টি বিপরীতমুখী বিষয়ের মাঝে অর্থাৎ ওয়াজিব বিষয় এবং তার অস্তিত্বকে খতম করে দেয় এমন বিষয় বা কাজের মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই মেনে নিতে হবে। আরবীতে যাকে বলা হয় ارتفاع التضاد। আর এটা মেনে নেওয়া অসম্ভব। যেমন, কেউ বলল- আমি আজকে রোজা রেখেছি এবং দিন-দুপুরে খানাও খেয়েছি। কেননা ইতোপূর্বে প্রমাণ হয়েছে যে, আগুন আর পানির মাঝে এবং রোজা আর দিন-দুপুরে খানার মাঝে যেভাবে বৈপরীত্য রয়েছে, তেমনিভাবে ওয়াজিব বিষয় এবং তার অস্তিত্বকে খতম করে দেয়, এমন কাজের মাঝে বৈপরীত্য থাকবে। (আর এ

---

[৪০] বিস্তারিত জানতে দেখুন- ইমাম আবু বকর জাচ্ছাছ হানাফী (মৃত্যু ৩৭০ হি.) কৃত الفصول في الأصول ১/৩৮২, আল্লামা বাজী মালিকী (মৃত্যু ৪৭৪ হি.) কৃত إحكام الفصول في أحكام الأصول ১/২৩৪, ইমাম যরকশী শাফিয়ী (মৃত্যু ৭৯৪ হি.) কৃত البحر المحيط ৩/২৩৪, কাযী ফতুহী হাম্বলী (মৃত্যু ৯৭২ হি.) কৃত شرح الكوكب المنير ৩/৫২ এবং কাযী শওকানী (মৃত্যু ১২৫৫ হি.) কৃত إرشاد الفحول ১/২৬৩

বৈপরীত্যের কারণেই বলা হয়েছে ওয়াজিব বিষয়ের অস্তিত্বকে খতম করে দেয় এমন কাজ করা হারাম।) কাজেই ছুরতদ্বয় যখন বাতিল ও মহাল সাব্যস্ত হল এবং তৃতীয় কোন ছুরতও আর নেই, তো অবশ্যই এটা মানতে হবে এবং স্বীকার করতে হবে যে, "কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে যদি ওয়াজিব হুকুম করা হয়, তাহলে তার বিপরীত বিষয়, যা করলে ওয়াজিব বিষয়টি লঙ্ঘিত হবে বা তার অস্তিত্বকে খতম করে দিবে, তা নিষিদ্ধ ও হারাম হয়ে যায়।"[৪১]

পাঠক মহোদয়গণ! উক্ত আলোচনার পর এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যে সমস্ত হাদীসের আলোকে দাড়ি রাখা ও বৃদ্ধি করা ওয়াজিব প্রমাণিত হয়েছে, সে-ই একই হাদীসের আলোকে দাড়ি কর্তন ও মুণ্ডন করাও হারাম প্রমাণিত হয়েছে। কেননা হুকুমকৃত ওয়াজিব বিষয় হচ্ছে দাড়ি লম্বা করা। আর উক্ত হুকুম লঙ্ঘিত ও অমান্য হয় এমন বিপরীত বিষয় বা কাজ হচ্ছে দাড়ি কর্তন বা মুণ্ডন করা। যেভাবে রোজার হুকুম লঙ্ঘন হয় এমন বিপরীত কাজ হচ্ছে খানা-পিনা করা। সুতরাং যেমনিভাবে রমজানে দিন-দুপুরে পানাহার করা হারাম, সেভাবে পুরুষের জন্য দাড়ি কর্তন বা মুণ্ডন করাও হারাম।

অতএব এ কথা পরিষ্কার হল যে, দাড়ি সংক্রান্ত উক্ত হাদীসসমূহের আলোকে যেভাবে দাড়ি রাখা ও বৃদ্ধি করা ওয়াজিব প্রমাণিত হয়েছে, তেমনিভাবে দাড়ি কর্তন বা মুণ্ডন করাও হারাম প্রমাণিত হয়েছে।

বলাবাহুল্য, এতো হচ্ছে দাড়ি সংক্রান্ত সুস্পষ্ট হাদীসের আলোকে দাড়ি কর্তন বা মুণ্ডন হারাম হওয়ার বিবরণ। এছাড়া শরীয়তের আরো দলীল রয়েছে, যা থেকে দাড়ি কর্তন বা মুণ্ডন করা হারাম প্রমাণিত হয়। যেমন- আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতির পরিবর্তন, মহিলাদের সাদৃশ্য গ্রহণ ইত্যাদি। যার আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

একটি প্রশ্ন

"مجلة المجتمع الكويتية" নামক কুয়েত থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকার ৫১ নং সংখ্যায় জনৈক লেখক বলেছেন-

" والذي ورد في اللحية هو الأمر بإعفائها؛ مخالفة للمجوس ، وأنا أرى أن ذلك لا يفيد حرمة الحلق". ثم علل لذلك بثلاثة أمور : أحدها : إن الأمر بالشيء على

[৪১] فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ১/১৫০

المختار عند الحنفية لا يستلزم حرمة ضد المأمور به.

সারাংশ হচ্ছে, দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম নয়। কেননা হানাফী মাযহাবের পছন্দনীয় ও উত্তম মত হচ্ছে, কোন বিষয়ে যদি ওয়াজিব হুকুম করা হয়, তাহলে হুকুমকৃত বিষয়ের বিপরীত বিষয় হারাম হওয়াটা আবশ্যকীয় নয়।

উত্তর : উত্তর শুরু করার পূর্বে লেখকের উদ্দেশ্য কী তা স্পষ্ট হওয়া দরকার। তার উদ্দেশ্য হলো, হানাফী মাযহাবের কিছু ইমাম, উদাহরণত-
ইমাম সারাখসী, ইমাম ফখরুল ইসলাম বযদভী ও কাযী আবু যাইদ প্রমুখগণ হুকুমকৃত ওয়াজিব বিষয়ের বিপরীত বিষয়ে লিপ্ত হওয়া হারাম নয় বলেছেন। বরং মাকরুহ (তানযীহী) হওয়াকে হানাফী মাযহাবের পছন্দনীয় মত উল্লেখ করেছেন। আর এ দিকে লক্ষ্য করেই তিনি বলেছেন- যেহেতু হানাফী মাযহাবের পছন্দনীয় মত হচ্ছে, হুকুমকৃত ওয়াজিব বিষয়ের বিপরীত বিষয় হারাম নয় বরং মাকরুহ, সেহেতু দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম নয়।

এবার মূল উত্তর :

প্রথমত: হুকুমকৃত ওয়াজিব বিষয়ের বিপরীত বিষয় সম্পর্কে হানাফীদের উছূলে ফিকাহর কিতাবসমূহে যেমনিভাবে মাকরুহ হওয়াকে পছন্দনীয় মত বলা হয়েছে, তেমনিভাবে হারাম হওয়াকে হানাফী মাযহাবের সঠিক মত বলা হয়েছে। যেমন-

* ইমাম আবু বকর জাচ্ছাছ হানাফী (রহ. মৃত্যু ৩৭০ হি.) "আল-ফুছুলে" লিখেন- وَالصَّحِيحُ عِنْدَنَا : أَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ .[৪২]

* ইমাম আবু বকর কাসানী হানাফী (রহ. মৃত্যু ৫৮৭ হি.) "বাদাইয়ুছ ছানায়ে" গ্রন্থে বলেন-

قَدْ صَحَّ مِنْ مَذْهَبِ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ .[৪৩]

অর্থাৎ হুকুমকৃত বিষয়ের বিপরীত বিষয় হারাম হওয়াটা হানাফী মাযহাবের সঠিক মত।

দ্বিতীয়ত: হারাম আর মাকরুহ উভয়দিকে হানাফী ইমামগণের মত থাকলেও কিন্তু অধিকাংশ ইমামের মত হচ্ছে হারাম হওয়ার পক্ষে। যেমন-

---

[৪২] الفصول في الأصول ٢/[illegible]

[৪৩] بدائع الصنائع ১০২/৫

* প্রখ্যাত মুহাক্কিক আল্লামা ইবনুল হুমাম হানাফী (রহ. মৃত্যু ৮৬১ হি.) "আত-তাহরীরে" লিখেন-

وَالْمَنْسُوبُ إِلَى الْعَامَّة مِنْ الشَّافِعِيَّة وَالْحَنَفِيَّة وَالْمُحَدِّثِينَ أَنَّهُ نَهْيٌ عَنْهُ إِنْ كَانَ الضِّدُّ وَاحِدًا فَالْأَمْرُ بِالْإِيمَانِ نَهْيٌ عَنْ الْكُفْرِ.[৪৪]

* এভাবে আল্লামা আইনী হানাফী (রহ. মৃত্যু ৮৫৪হি.) বলেন-

وقال أبو بكر الجصاص ـــ وهو مذهب عامة العلماء الحنفية وأصحاب الشافعي وأهل الحديث ـــ أن الأمر بالشيء نهي عن ضده.[৪৫]

অর্থাৎ হারাম হওয়াটা অধিকাংশ হানাফীদের অভিমত।

তৃতীয়ত: যারা মাকরূহ বলেছেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ কখন মাকরূহ হবে- এর ব্যাখ্যা প্রদান করে এক ছুরতে হারাম হওয়ার কথাও বলেছেন। আর তা হচ্ছে, বিপরীত বিষয়ে লিপ্ত হওয়ার দ্বারা যদি হুকুমকৃত ওয়াজিব বিষয়টি লজ্মিত হয়, তখন আর মাকরূহ থাকবে না বরং হারাম হবে। যেমন-

* ইমাম বয্‌দভী (রহ. মৃত্যু ৪৮২ হি.) যিনি মাকরূহ হওয়াকে হানাফী মাযহাবের সর্বাধিক সহীহ মত বলেছেন। তিনি এর ব্যাখ্যা করে বলেন-

وَفَائِدَةُ هَذَا: أَنَّ التَّحْرِيمَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَقْصُودًا بِالْأَمْرِ لَمْ يُعْتَبَرْ إِلَّا مِنْ حَيْثُ يَفُوتُ الْأَمْرُ فَإِذَا لَمْ يَفُتْهُ كَانَ مَكْرُوهًا.[৪৬]

উক্ত কথাকে আরো স্পষ্ট করে ছদরুশ শরীআহ আল্লামা ওবাউদুল্লাহ বিন মাসউদ হানাফী (রহ. মৃত্যু ৭৪৭ হি.) "আত-তাওযীহ" গ্রন্থে বলেন-

وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ إِنْ فَوَّتَ الْمَقْصُودَ بِالْأَمْرِ يَحْرُمُ يَعْنِي إِذَا أُمِرَ بِالشَّيْءِ فَضِدُّ ذَلِكَ الشَّيْءِ إِنْ فَوَّتَ الْمَقْصُودَ بِالْأَمْرِ فَفِعْلُ الضِّدِّ يَكُونُ حَرَامًا وَإِنْ لَمْ يُفَوِّتْهُ يَكُونُ فِعْلُهُ مَكْرُوهًا.[৪৭]

অর্থাৎ কোন বিষয়ে যদি ওয়াজিব হুকুম হয়, আর তার বিপরীত বিষয়ে লিপ্ত হওয়ার দ্বারা যদি ওয়াজিব বিষয়টি লজ্মিত হয়, তখন ঐ বিপরীত বিষয়ে লিপ্ত হওয়া হারাম।

---

[৪৪] التحرير مع شرحه التقرير ২/৩৫৯

[৪৫] عمدة القاري ১/২৫৬ بدء الوحي

[৪৬] أصول البزدوي ১/188

[৪৭] التوضيح في حل غوامض التنقيح ১/৪২২

উত্তরের সারমর্ম হল, অধিকাংশ হানাফীদের অভিমত হচ্ছে, মাকরুহ নয় বরং হারাম হওয়ার পক্ষে। আবার মাকরুহ অভিমতওয়ালাদের মধ্যে ইমাম বযদভীর মত ব্যক্তিত্ব এবং আরো অনেকে বিপরীত বিষয়ের দ্বারা যদি ওয়াজিব বিষয়টি লঙ্ঘিত হয়, তখন হারাম হওয়ার পক্ষে।

তাহলে ওয়াজিব লঙ্ঘিত হওয়ার ছুরতে তেমন কারো দ্বিমত আছে বলে মনে হয় না। আর থাকলেও এর কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। কেননা এতে হুকুম ওয়াজিব হওয়ার কোন অর্থ থাকে না।[৪৮] কাজেই দাড়ি মুণ্ডন বা কর্তন করার দ্বারা যেহেতু হুকুমকৃত ওয়াজিব বিষয়টি অর্থাৎ দাড়ি লম্বা করার হুকুমটি লঙ্ঘিত হয়, সেহেতু "ওয়াজিব বিষয়ের বিপরীত বিষয়, হানাফীদের পছন্দনীয় মত অনুসারে হারাম নয়" এমন স্লোগান দিয়ে দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম নয় বলা কতটুকু যথার্থ? কারণ যিনিই শুধু পছন্দনীয় মত নয় বরং সর্বাধিক সহীহ মত বলেছেন, তিনিই তো আবার ওয়াজিব বিষয়টি লঙ্ঘিত হওয়ার ছুরতে হারামের কথা বলেছেন, যা পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। সুতরাং হানাফী মাযহাবের পছন্দনীয় মতের দোহাই দিয়ে দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম নয় বলার কোন সুযোগ নেই। সুযোগ নেই এমন অপপ্রয়াসের।

---

[৪৮] قال سعد الدين التفتازاني : في" التلويح " وهذا (اي فعل الضد المفوت وترك الواجب حرام) مما لا يتصور فيه نزاع (شرح التلويح علي التوضيح ২/৩৪৩ وانظر : لزاما التقرير والتحبير لابن امير حاج ২/৩৬০—৩৬৪)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্তরে আঘাত

হিন্দুস্থানে বে-দেল নামে এক ফার্সি কবি ছিল। তার কবিতা পাঠ করে জনৈক ইরানী তার ভক্ত হয়ে যায় এবং তার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে একদিন রওনা করে। মির্যার নিকট গিয়ে দেখে, তিনি দাড়ি মুণ্ডাচ্ছেন। তখন অত্যন্ত তাআজ্জবের সাথে ইরানী লোকটি বলে উঠে- آغا ریش می تراشی؟ জনাব, আপনি দাড়ি মুণ্ডাচ্ছেন? তদুত্তরে কবি বলল- بلے ریش می تراشم وے دل کے نمی خراشم আমি তো নিজ দাড়ি মুণ্ডাচ্ছি, কারো অন্তর তো মুণ্ডাচ্ছি না, অর্থাৎ কারো অন্তরে আঘাত দিচ্ছি না। তৎক্ষণাত ইরানী লোকটি বলে ওঠে- ارے دل رسول می خراشی আরে ভাই! আপনি তো রাসূল ﷺ এর অন্তর মুণ্ডাচ্ছেন, অর্থাৎ দাড়িতে ক্ষুর লাগিয়ে প্রিয় নবী ﷺ এর নির্দেশ অমান্য করে তাঁর অন্তরে কষ্ট ও ব্যথা দিচ্ছেন। এ কথা শুনা মাত্রই মির্যা সাহেবের ভাবান্তর ঘটে ও অন্তর দৃষ্টি খুলে যায়। তখন নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করেন-

جزاک اللہ کہ چشمم باز کردی * مرا با جان جاں ھمراز کردی

অর্থঃ আল্লাহ পাক তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুন এজন্য যে, তুমি আমার অন্তর চক্ষু খুলে দিয়েছ। (না হয় আমি ভুল বুঝাবুঝির কারণে বিভ্রান্তির সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম।) (হে বন্ধু!) আমাকে প্রেমাস্পদের সাথে তথা প্রিয় নবীজী ﷺ এর সাথে একাত্ম করে দিয়েছ। যেহেতু কবি মির্যার মধ্যে আল্লাহর রাসূল ﷺ এর মহব্বত ছিল যথেষ্ট, কিন্তু দাড়ির গুরুত্ব জানা ছিল না। তাই যখনই তার কানে দাড়ির গুরুত্ব সম্পর্কে আওয়াজ পৌঁছল, তখনই তাঁর অন্তর ব্যথিত হল ও আমলে পরিবর্তন ঘটল। আল্লাহ পাক এই ঘটনা থেকে প্রত্যেক মানুষকে শিক্ষা অর্জন করার তাওফীক দান করুন। আমীন!!

(মজলুম দাড়ির ফরিয়াদ পৃ. ৩৭)

তৃতীয় অধ্যায়
ফিকহে ইসলামীর আলোকে দাড়ি

ভোরের সূর্য সত্য, কোরআন-হাদীস তার চেয়েও অধিক সত্য। তবে আমি-আপনি তা থেকে যা বুঝছি, তা কিন্তু ভোরের সূর্য যেমনও সত্য নয়। তাই ক্ষেত্র বিশেষে কোরআন-হাদীসকে দলীল রূপে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকারী শাস্ত্র ফিকহে ইসলামীর আলোকে আমার-আপনার বুঝকে যাচাই করা জরুরী এবং শরীয়ত বিশেষজ্ঞ ও ইমামগণের বুঝের সাথে মিলানো উচিত। যেহেতু আমাদের বুঝের শুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতা তার উপর-ই নির্ভরশীল। কেননা পূর্ববর্তী ইমামগণের মত ও ব্যাখ্যার পরিপন্থী কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বুঝ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয়।

তাই দেখা যাক, ফিকহে ইসলামীর সম্মানিত ইমামগণ এ ব্যাপারে কী মতামত ব্যক্ত করেছেন।

কোরআন-হাদীসের পর ইসলামী শরীয়তের তৃতীয় মৌলিক দলীল হলো- কোনো বিষয়ে উম্মতের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া, যা ইজমা' নামে সবার কাছে পরিচিত। আর এ ইজমা'র আলোকেও দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম প্রমাণিত হয়।

দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম হওয়ার উপর উম্মতের ইজমা'

কোরআন-হাদীসের ইমামগণ দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম হওয়ার উপর শুধু ব্যক্তিগত মত ব্যক্ত করেই ক্ষান্ত হননি, বরং এর উপর ওলামা ও ইমামগণের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ারও দাবী করেছেন।

দাড়ি সংক্রান্ত হাদীসের আলোকে দাড়ি মুণ্ডানো হারাম হওয়ার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম একমত হওয়ার উপর (অধমের জানা মতে) সর্বপ্রথম দাবী করেছেন প্রখ্যাত মুহাক্কিক ও মশহুর ফকীহ আল্লামা ইবনুল হুমাম হানাফী (রহ. মৃত্যু ৮৬১ হি. মুতাবিক ১৪৫৭ ঈ.)। তিনি "ফাতহুল কাদীর" গ্রন্থে বলেন-

وَأَمَّا الْأَخْذُ مِنْهَا وَهِيَ دُونَ ذَلِكَ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ، وَمُخَنَّثَةُ الرِّجَالِ فَلَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ.

অর্থাৎ একমুষ্টির ভিতরে দাড়ি কর্তন করা কারো মতেই জায়েয নয়।[৪৯] ইবনুল হুমাম (রহ.) যেখানে মুঠোর ভিতরে দাড়ি কর্তন কারো মতেই বৈধ নয় বলেছেন, সেখানে দাড়ি মুণ্ডানো যে সবার মতেই হারাম হবে, তা তো দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। এ কারণেই হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ. মৃত্যু ১৩৬২ হি.) "بوادر النوادر" গ্রন্থে বলেন-

صاحب فتح القدیر کا قول فَلَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ ڈاڑھی منڈانے کی حرمت پر اجماع کی صریح دلیل ہے۔

ইবনুল হুমামের বাণী لم يبحه أحد তথা কারো মতেই বৈধ নয় দাড়ি মুণ্ডানো হারাম হওয়ার উপর সবাই যে একমত, তার সুস্পষ্ট দলীল।[৫০]

* ফিকহে মালিকীর প্রসিদ্ধ আলেম শাইখ আহমদ নাফরাবী মালিকী (রহ. মৃত্যু ১১২৬ হি.) ইমাম আবু যায়েদ (রহ.)-এর কিতাবের ব্যাখ্যাতে লিখেন-

فَمَا عَلَيْهِ الْجُنْدُ فِي زَمَانِنَا مِنْ أَمْرِ الْخَدَمِ بِحَلْقِ لِحَاهُمْ دُونَ شَوَارِبِهِمْ لَا شَكَّ فِي حُرْمَتِهِ عِنْدَ جَمِيعِ الْأَئِمَّةِ لِمُخَالَفَتِهِ لِسُنَّةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِمُوَافَقَتِهِ لِفِعْلِ الْأَعَاجِمِ وَالْمَجُوسِ ، وَالْعَوَائِدُ لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهَا إِلَّا عِنْدَ عَدَمِ نَصٍّ عَنْ الشَّارِعِ مُخَالِفٍ لَهَا ، وَإِلَّا كَانَتْ فَاسِدَةً يَحْرُمُ الْعَمَلُ بِهَا ، أَلَا تَرَى لَوْ اعْتَادَ النَّاسُ فِعْلَ الزِّنَا أَوْ شُرْبَ الْخَمْرِ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِجَوَازِ الْعَمَلِ بِهَا.

অর্থাৎ দাড়ি মুণ্ডন করা এবং গোঁফ রাখা আমাদের যুগের সৈনিকদের যেই রীতিনীতি, সকল আইয়িম্মায়ে দীনের দৃষ্টিতে তা নিঃসন্দেহে হারাম। কেননা এটি সুন্নাতে নববীর সম্পূর্ণ পরিপন্থী কর্ম এবং অনারব ও অগ্নিপূজকদের সাদৃশ্য অবলম্বন।[৫১]

* আল্লামা মাহমুদ বিন খত্তাব সুবকী মালিকী (রহ. মৃত্যু ১৩৫২ হি.) আবু দাউদের ব্যাখ্যাগ্রন্থ "আল-মানহাল" এ লিখেন-

أوفروا اللحي وأحفوا الشوارب إلي غير ذلك....وأصل الأمر الوجوب ولا يصرف عنه إلا بدليل كما هو مقرر في علم الأصول ، فلذلك كان حلق اللحية محرماً عند أئمة المسلمين المجتهدين أبي حنيفة ومالك والشافعي واحمد وغيرهم.

---

[৪৯] فتح القدير شرح الهداية ٢٩٥/٢ المكتبة الرشيدية کوئٹہ پاکستان

[৫০] بوادر النوادر ৪৪৩/২

[৫১] الفواكه الدواني للنفراوى المالكى ১৮৪/৮

অর্থাৎ মুসলমানদের ইমাম আবু হানীফা, মালিক, শাফিয়ী ও আহমদ প্রমুখের নিকট দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম।[৫২]

* পাকিস্তানের সাবেক মুফতী আজম হযরত শফী সাহেব (রহ. মৃত্যু ১৩৯৬ হি.) এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন- باجماع امت ڈاڑھی منڈانا حرام ہے.

দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম হওয়ার উপর উম্মতের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৫৩]

* সৌদি আরবের সাবেক মুফতী আজম আব্দুল আজীজ বিন বায (রহ. মৃত্যু ১৪২০ হি.) বলেন-

حكم اللحية في الجملة فيه خلاف بين أهل العلم هل يجب توفيرها أو يجوز قصها ، أما الحلق فلا أعلم أحدا من أهل العلم قال بجوازه.

অর্থাৎ কোন আলেম দাড়ি মুণ্ডন করা জায়েয বলেছেন বলে আমার জানা নেই। অর্থাৎ তাঁর জানা মতে কেউ জায়েয বলেননি।[৫৪]

উল্লেখ্য, এখানে ঐ সমস্ত উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হয়েছে, যা দাড়ি সংক্রান্ত হাদীসের আলোকে দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম হওয়ার উপর ইজমা' হিসেবে নকল হয়েছে। এ কারণেই শুরুতে বলা হয়েছে, "দাড়ি সংক্রান্ত হাদীসের............ সর্বপ্রথম দাবী.......। আর যদি দাড়ি সংক্রান্ত হাদীসের আলোকে না বলে যদি শরীয়তের দলীলের আলোকে বলা হয়, তাহলে সর্বপ্রথম দাবীকারীর স্থানে ইবনুল হুমাম নয়, বরং আল্লামা আলী বিন সাঈদ উন্দুলুসী ওরফে ইবনে হাযম যাহিরী (রহ. মৃত্যু ৪৫৬ হি., আর ইবনুল হুমাম মৃত্যু ৮৬১ হি.) এর নাম আসত। কেননা তিনি "মারাতিবুল ইজমা'" গ্রন্থে লিখেন- واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز.

অর্থাৎ তিনি বলেন- সবাই একথার উপর একমত যে, সমস্ত দাড়ি মুণ্ডানো মুছলা তথা 'আকৃতির বিকৃতকরণ', যা বৈধ নয়।[৫৫]

এভাবে ইবনে হাযম যাহিরী (রহ.)-এর মতই অভিমত ব্যক্ত করেছেন আল্লামা আবুল হাসান ইবনুল কত্তান মালিকী (রহ. মৃত্যু ৬২৮ হি.) "আল-ইকনা' ফী

---

[৫২] المنهل العذب المورد شرح سنن أبي داؤد ১/২৮৬

[৫৩] জাওয়াহিরুল ফিকাহ ২/৪২৩

[৫৪] مجموع فتاوي ابن باز ৩/৩৬০

[৫৫] مراتب الاجماع ১/১৫১

মাসায়িলিল ইজমা'"[৫৬] গ্রন্থে।[৫৭]

চার মাযহাবের ইমামগণের দৃষ্টিতে দাড়ি মুণ্ডন হারাম

* শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ. মৃত্যু ১৪০২ হি.) বলেন-

وقد اتفقت المذاهب الأربعة علي وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها.

চার মাযহাব এ ব্যাপারে একমত যে, দাড়ি রাখা ও বৃদ্ধি করা ওয়াজিব এবং মুণ্ডন করা হারাম।[৫৮]

* আরবের শাইখ আলী মাহফুজও "আল-ইবদা" গ্রন্থে শাইখুল হাদীস সাহেবের মতই মত ব্যক্ত করেছেন।[৫৯]

এ সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর নিম্নে চার মাযহাবের গ্রহণযোগ্য কিতাবসমূহ থেকে পৃথক পৃথকভাবে কিছু উদ্ধৃতি পেশ করা হল।

---

[৫৬] দেখুন উক্ত গ্রন্থের ২য় খন্ডের ৩৯৫৩ নং পৃষ্ঠায়

[৫৭] কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, ইবনে হাযম যাহিরী উক্ত গ্রন্থে যে সমস্ত বিষয়ে উম্মতের ইজমা' হওয়ার কথা বলেছেন, তাতে কিছু বিষয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন। কাজেই তার ইজমা'র দাবী প্রশ্নবিদ্ধ।

উত্তরে বলা হবে হ্যাঁ, একথা সঠিক যে, তাঁর কিছু বিষয়ে ইজমা'র দাবী প্রশ্নবিদ্ধ। তবে দাড়ি মুণ্ডানো হারাম হওয়ার উপর তিনি যে ইজমা'র দাবী করেছেন, তার উপর অধমের জানামতে কেউ প্রশ্ন তুলেননি। অধিকন্তু শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ. মৃত্যু ৭২৮ হি.) نقد مراتب الاجماع গ্রন্থে উক্ত ইজমাকে সঠিক সাব্যস্ত করেছেন। তেমনিভাবে আরব বিশ্বের একজন বড় মুহাক্কিক হানাফী মাযহাবের অনুসারী শাইখ মুহাম্মদ জাহেদ আল-কাউসারী (রহ. মৃত্যু ১৩৭১ হি.) نقد مراتب الاجماع ও مراتب الاجماع উপর তা'লীক করেছেন। তিনিও এতে উক্ত ইজমা'কে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাছাড়া চার মাযহাবের একাধিক গ্রন্থে দাড়ি মুণ্ডানোকে মুছলা বলা হয়েছে। সংক্ষিপ্তাকারে দু'একটি গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দিচ্ছি। হানাফী মাযহাবের "হিদায়া" গ্রন্থে রয়েছে- حلق الشعر في حق المرأة مثلة كحلق اللحية في حق الرجال.(الهداية باب الإحرام) এভাবে العناية و البحر الرائق ' الجوهرة النيرة সহ হানাফীদের বিভিন্ন কিতাবে দাড়ি মুণ্ডানোকে মুছলা ও হারাম বলা হয়েছে। আল্লামা বাজী মালিকী (রহ.) বলেন- إن استئصال اللحية فيه اي حلق اللحية مثلة (المنتقي شرح الموطأ ৪৪৭/২) শাফিয়ী মাযহাবের "তুহফাতুল মিনহাজ" এ রয়েছে- تمثيل اي تغيير للخلقة عن المثلة (تحفة المنهاج في شرح المحتاج ১৯৮/৩৯) আল্লামা ইবনে তাইমিয়া হাম্বলী (রহ.) বলেন- فاما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها وأشد لأنه من المثلة المنهي عنها (شرح العمدة ২৩৬/১)

সুতরাং ইবনে হাযমের দাড়ি বিষয়ে ইজমা'র দাবীর উপর কারো প্রশ্ন তোলা তো দূরের কথা, বরং তাঁর উক্ত দাবীর প্রতি চার মাযহাবসহ অন্যদের অকুণ্ঠ সমর্থন-ই পাওয়া যায়।

[৫৮] দাড়ি কা উজুব পৃষ্ঠা ২

[৫৯] الابداع في مضار الابتداع ص : ৪০৯

হানাফী মাযহাব

* কিছু পূর্বে উল্লেখ হয়েছে যে, মশহুর ফকীহ ইবনুল হুমাম (রহ. মৃত্যু ৮৬১ হি.) বলেছেন- "একমুষ্টির ভিতরে দাড়ি কর্তন করা কারো মতেই বৈধ নয়।" তাঁর উক্ত কথার ব্যাখ্যা করে শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ. মৃত্যু ১০৫২ হি.) "আশ'আতুল লুমআত" গ্রন্থে বলেন-

والظاهر من كلامهم حرمة حلق اللحية ونقصانها من القدر المسنون.

অর্থাৎ ইবনুল হুমামের বাক্য থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, মুঠোর ভেতরে দাড়ি কর্তন করা এবং দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম।[৬০]

* হানাফী মাযহাবের গ্রহণযোগ্য কিতাব "দুররুল মুখতার" নামক গ্রন্থে আল্লামা আলা উদ্দীন আল-হাছকফী (রহ. মৃত্যু ১০৮৮ হি.) লিখেন-

وكذا يحرم علي الرجل قطع لحيته.

পুরুষের জন্য দাড়ি কর্তন (মুঠোর ভিতরে) ও মুণ্ডন করা হারাম।[৬১]

* জলীলুল কদর মুহাদ্দিস ও মুফাস্সির কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী হানাফী (রহ. মৃত্যু ১২২৫ হি.) বলেন- تراشیدن ریش پیش از قبضہ حرام است.[৬২]

* ফাতাওয়া রহীমিয়্যা গ্রন্থে রয়েছে-

ڈاڑھی منڈانا یا اتنی کتروانا کہ ایک مٹھی سے کم رہ جائے حرام ہے[৬৩]

অর্থাৎ দাড়ি মুণ্ডন করা কিংবা একমুষ্টির কমে কর্তন করা হারাম।

মালিকী মাযহাব

* প্রখ্যাত মুফাস্সির ইমাম আবুল আব্বাস কুরতুবী মালিকী (রহ. মৃত্যু ৬৫৬ হি.) মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ "আল-মুফহিম" এ লিখেন-

لا يجوز حلقها أي اللحية ولا نتفها.

দাড়ি মুণ্ডানো ও উপড়ানো কোনটাই বৈধ নয়।[৬৪]

* আল্লামা আবুল হাসান আলী মালিকী (রহ. মৃত্যু ১১৮৯ হি.) বলেন-

---

[৬০] তিরমিযী খ. ২, পৃ. ১০৫ টী. ১

[৬১] در المختار ৯২৭/৬ مع شامي

[৬২] مالابد منه ص : ১৭৮

[৬৩] فتاوی رحیمیہ ج : ۱ ص : ৭৫

[৬৪] المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ১৩/৩، باب خصال الفطرة والتوقيت فيها.

حلق اللحية بدعة محرمة في حق الرجال.

পুরুষদের জন্য দাড়ি মুণ্ডন করা বিদআত ও হারাম।[৬৫]

* আল্লামা আবু আলী খরাশী মালিকী (রহ. মৃত্যু ১১৪০ হি.) বলেন-

يحرم حلق اللحية. দাড়ি মুণ্ডানো হারাম।[৬৬]

* আল্লামা মুহাম্মদ বিন আরাফা দুসূকী মালিকী (রহ. মৃত্যু ১২৩০ হি.) বলেন-.يحرم علي الرجل حلق اللحية পুরুষের জন্য দাড়ি মুণ্ডানো হারাম।[৬৭]

হাম্বলী মাযহাব

* শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া হাম্বলী (রহ. মৃত্যু ৭২৮ হি.) বলেন-.ويحرم حلق اللحية দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম। [৬৮]

* আল্লামা ইবনে মুফলিহ হাম্বলী (রহ. মৃত্যু ৭৬৩ হি.) "আল-ফুরু" গ্রন্থে লিখেন- .ويعفي لحيته وفي المذهب مالم يستهجن طولها ويحرم حلقها ذكره شيخنا দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম।[৬৯]

* শাইখ মুসা হাজ্জাবী হাম্বলী (রহ. মৃত্যু ৯৬৮ হি.) "আল-ইকনা'" গ্রন্থে লিখেন- [৭০].إعفاء اللحية ويحرم حلقها

* আল্লামা সাফারীনী হাম্বলী (রহ. মৃত্যু ১১৮৮ হি.) "গিযাউল আলবাব" গ্রন্থে বলেন-

وفي المستوعب والمعتمد في المذهب حرمة حلق اللحية ، قال في الإقناع ويحرم حلقها،
وكذا في شرح المنتهي وغيرهما قال في الفروع ويحرم حلقها ذكره شيخنا انتهي
وذكره في الانصاف ولم يحك فيه خلافا.

অর্থাৎ হাম্বলী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য মত হচ্ছে দাড়ি মুণ্ডানো হারাম।[৭১]

---

[৬৫] حاشية العدوي علي شرح كفاية الطالب الرباني ৮৪/৮' باب في بيان الفطرة

[৬৬] شرح مختصر خليل للخرشي ৪৬৫/৫ فصل صلاة الجنازة

[৬৭] حاشية الدسوقي علي الشرح الكبير ২৯০/১' باب فرائض الوضوء

[৬৮] الاختيارات الفقهية لتقي الدين الحراني ৩৮৮/১' باب السواك' الفتاوي الكبرى لابن تيمية ৪৪৫/৯ باب السواك

[৬৯] الفروع لابن مفلح ৯২/১

[৭০] الاقناع ص: ২০ بحوالة إخبار أولي النهي بوجوب إعفاء اللحي ص ৯

[৭১] غذاء الألباب في شرح منظومة الاداب ২০৫/২ باب حلق الشعر

শাফিয়ী মাযহাব

* শাফিয়ী মাযহাব প্রণেতা ইমাম শাফিয়ী (রহ. মৃত্যু ২০৪ হি. মুতাবিক ৮২০ ঈ.) তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ "আল-উম্ম" এ লিখেন-

ولو أفرغ رجل على رأس رجل أو لحيته حميما أو نتفهما ولم تنبتا كانت عليه حكومة يزاد فيها بقدر الشين ولو نبتا أرق مما كانا أو أقل أو نبتا وافرين كانت عليه حكومة ينقص منها إذا كانت أقل شيئا ويزاد فيها إذا كانت أكثر شيئا ولو حلقه حلاق فنبت شعره كما كان أو أجود لم يكن عليه شيء والحلاق ليس بجناية لان فيه نسكا في الرأس وليس فيه كثير ألم وهو وإن كان في اللحية لا يجوز فليس كثير ألم ولا ذهاب شعر لانه يستخلف ولو استخلف الشعر ناقصا أو لم يستخلف كانت فيه حكومة.[৭২]

ইমাম শাফিয়ী (রহ.) যেহেতু দাড়ি মুণ্ডানো জায়েয নেই কথাটি অন্য একটি মাসআলার প্রসঙ্গে বলেছেন। তাই আহলে ইলমদের উদ্দেশ্যে তৎসংশ্লিষ্ট পূর্ণ ইবারতটি এখানে তুলে দেয়া হয়েছে। যাতে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি না হয়। যা হোক, তিনি وان كان في اللحية لا يجوز বাক্যটিতে দাড়ি মুণ্ডানো যে তাঁর মতে বৈধ নয়-তা প্রকাশ করেছেন। এ কারণেই ইবনুর রিফআ শাফিয়ী (রহ. মৃত্যু ৭১০ হি.) "الكفاية في شرح التنبية" এ বলেন- ইমাম শাফিয়ী (রহ.) "আল-উম্ম"-এ দাড়ি মুণ্ডানোকে হারাম বলেছেন। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

* ইমাম আবু আব্দিল্লাহ হালীমী শাফিয়ী (রহ. মৃত্যু ৪০৩ হি.) বলেন-

لا يحل لأحد ان يحلق لحيته ولا حاجبيه الخ

অর্থাৎ কারো জন্যেই দাড়ি মুণ্ডানো জায়েয নেই।[৭৩]

* ইমাম আবু শামাহ মুকাদ্দিসী শাফিয়ী (রহ. মৃত্যু ৬৬৫ হি.) এমন একটি কথা বলেছেন, যা স্মরণীয় ও বরণীয়-

وقد حدث قوم يحلقون لحاهم وهو أشد مما نقل عن المجوس لأنهم كانوا يقصونها

অর্থাৎ তিনি দাড়ি মুণ্ডনকারীদের প্রতি তাআজ্জুব করে বলেন- এখন দেখি এমন কওমেরও আবির্ভাব হয়েছে, যারা দাড়ি মুণ্ডন করে। এদের উক্ত কাজ

---

৭২ كتاب الأم للامام الشافعي رحمه الله ৬/৮৮

৭৩ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن ১/৭১১

অগ্নিপূজকদের চেয়েও মারাত্মক। কেননা তারা তো দাড়ি কর্তন করতো, মুণ্ডাতো না।[৭৪]

* শাইখুল ইসলাম আল্লামা আহমদ বিন কাসিম উব্বাদী আযহারী শাফিয়ী (রহ. মৃত্যু ৯৬২ হি.) আল-মিনহাজের ব্যাখ্যাগ্রন্থ "তুহফাতুল মুহতাজ" এর টীকায় লিখেন-

فِي شَرْحِ الْعُبَابِ (فَائِدَةٌ) قَالَ الشَّيْخَانِ : يُكْرَهُ حَلْقُ اللِّحْيَةِ وَاعْتَرَضَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي حَاشِيَةِ الْكَافِيَةِ بِأَنَّ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى التَّحْرِيمِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَكَذَا الْحَلِيمِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَأُسْتَاذُهُ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ فِي مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ. الصَّوَابُ تَحْرِيمُ حَلْقِهَا جُمْلَةً لِغَيْرِ عِلَّةٍ بِهَا كَمَا يَفْعَلُهُ الْقَلَنْدَرِيَّةُ.

অর্থ : শরহুল উবাব গ্রন্থে রয়েছে, ইমাম রাফিয়ী (রহ. মৃত্যু ৬২৩ হি.) ও ইমাম নববী (রহ. মৃত্যু ৬৭৬ হি.) দাড়ি মুণ্ডন করাকে মাকরুহ বলেছেন। আর তাদের উক্ত মন্তব্যের উপর ইবনে রিফআ শাফিয়ী (রহ. মৃত্যু ৭১০ হি.) কাফিয়ার হাশিয়াতে এই বলে প্রশ্ন তুলেছেন যে, খোদ ইমাম শাফিয়ী (রহ.) "আল-উম্ম" গ্রন্থে দাড়ি মুণ্ডন করাকে হারাম বলেছেন। (সুতরাং মাকরুহ বলা ঠিক হবে না।) এভাবে ইমাম যরকশী শাফিয়ী (রহ. মৃত্যু ৭৯৪ হি.) ও ইমাম হালীমী "শু'আবুল ঈমান" গ্রন্থে এবং হালীমীর উস্তাদ কফ্‌ফাল শাশী (মৃত্যু ৩৬৫ হি.) "মাহাসিনুশ শরীয়া" গ্রন্থে দাড়ি মুণ্ডন হারাম বলেছেন। আর ইমাম আযরুয়ী শাফিয়ী (রহ. মৃত্যু ৭৮৩ হি.) বলেছেন- সঠিক কথা হচ্ছে, শরয়ী কোন কারণ ছাড়া সম্পূর্ণ দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম।[৭৫]

আহলে হাদীসের আলেমগণের নিকট দাড়ি মুণ্ডানো হারাম

শুধু চার মাযহাব নয়, বরং আহলে যাহির ও আহলে হাদীসের ওলামায়ে কেরামের কাছেও দাড়ি মুণ্ডানো যে হারাম, তা স্বীকৃত।

* কিছু পূর্বে উল্লেখ হয়েছে, আহলে যাহিরদের ইমাম আল্লামা ইবনে হাযম যাহিরী (রহ. মৃত্যু ৪৫৬ হি.) দাড়ি মুণ্ডানোকে মুছলা ও হারাম বলেছেন।

---

[৭৪] فتح البارى ১০/৩৯৬

[৭৫] تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٤١/٢٠٥' حواشي العبادي' فصل في العقيقة

* আল্লামা আহমদ বিন আব্দুর রহমান আল-বান্না "আল-ফাতহুর রাব্বানী" গ্রন্থে লিখেন- وأما إزالتها (اللحية) بالحلق فحرام -দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম।[৭৬]

* বড় মুহাদ্দিস শাইখ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহ. মৃত্যু ১৪২০ হি.) "আদাবুয যুফাফ" গ্রন্থে দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম হওয়ার উপর চারটি দলীল উপস্থাপনের পর লিখেন- ومما لا ريب فيه ــ عند من سلمت فطرته وحسنت طويته ــ أن كل دليل من هذه الادلة الاربعة كاف لاثبات وجوب اعفاء اللحية وحرمة حلقها.

অর্থাৎ তিনি বলেন- উক্ত চারটি দলীলের প্রতিটিই দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম হওয়ার জন্য যথেষ্ট।[৭৭]

* সৌদি আরবের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতী আব্দুল আজীজ বিন বায (রহ.) বলেন- وهذا اللفظ في الأحاديث المذكورة يقتضي وجوب إعفاء اللحية وإرخائها وتحريم حلقها وقصها.

অর্থাৎ দাড়ি সংক্রান্ত হাদীসসমূহের আলোকে দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম হওয়ার দাবী রাখে।[৭৮]

সুপ্রিয় ভাইগণ! এ পর্যন্ত আলোচনা ছিল দাড়ি সংক্রান্ত হাদীসসমূহের আলোকে দাড়ি রাখা ও বাড়ানো ওয়াজিব এবং মুণ্ডন করা হারাম প্রসঙ্গে। আর এর উপর উম্মতের ইজমা এবং এ সম্পর্কে চার মাযহাব ও আহলে হাদীসের ইমামগণের মতামত নিয়ে। এখন আলোচনা করা হবে দাড়ি সংক্রান্ত হাদীস ছাড়া শরীয়তের অন্যান্য দলীলের আলোকেও যে দাড়ি মুণ্ডানো হারাম প্রমাণিত হয়, তা নিয়ে। والله ولي التوفيق

দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম হওয়ার আরো কতিপয় কারণ

কোরআন-হাদীসের ইমামগণ দাড়ি রাখার গুরুত্ব বুঝানোর জন্য শুধু দাড়ি সংক্রান্ত হাদীসের আলোকে দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম বলে ক্ষান্ত হননি, বরং আরো দলীলসমূহ বের করে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, এ সমস্ত দলীলের আলোকেও দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম প্রমাণিত হয়। আর উক্ত দলীলসমূহের সংখ্যা কেউ চার, কেউ পাঁচ, কেউ বা আরো বেশী উল্লেখ

---

[৭৬] الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ৩১৪/১৯

[৭৭] آداب الزفاف في السنة المطهرة للألباني ১২৪/১

[৭৮] وجوب إعفاء اللحية ص: ১৮

করেছেন। তবে এখানে উল্লেখ করা হবে চারটি, যা দাড়ি সংক্রান্ত প্রায় আলোচনায় দৃষ্টিগোচর হয়।

প্রথম কারণ: ওলামায়ে কেরাম দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম হওয়ার একটি কারণ উল্লেখ করেছেন "মহিলাদের সাথে সাদৃশ্য স্থাপন"। আরবীতে যাকে বলা হয় التشبه بالنساء যেমন-

* শাফিয়ী মাযহাবের একজন বড় ইমাম আবু আব্দিল্লাহ হালীমী (রহ. মৃত্যু ৪০৩ হি.) বলেন- لا يحل لأحد ان يحلق لحيته ولا حاجبيه وإن كان له أن يحلق شاربه لأن لحلقه فائدة وهي أن لا يعلق به من دسم الطعام ورائحته ما يكره بخلاف حلق اللحية فإنه هجنة وشهرة وتشبه بالنساء فهو كجب الذكر.

অর্থাৎ দাড়ি মুণ্ডানোর দ্বারা মহিলাদের সাথে সাদৃশ্যস্থাপন হয়। আর তাই কারো জন্যই দাড়ি মুণ্ডন করা বৈধ নয়। [৭৯]

* প্রখ্যাত দার্শনিক ইমাম গায্যালী শাফিয়ী (রহ. মৃত্যু ৫০৫হি.) "ইহইয়ায়ু উলূমিদ্দীন" গ্রন্থে লিখেন- وبها اي اللحية يتميز الرجال من النساء

দাড়ি দ্বারা পুরুষ ও মহিলার মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। [৮০]

* আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম জাওযী হাম্বলী (রহ. মৃত্যু ৭৫১ হি.) "আত-তিবয়ান" গ্রন্থে বলেন-

وأما شعر اللحية ففيه منافع منها الزينة والوقار والهيبة ولهذا لا يري علي الصبيان والنساء من الهيبة والوقار ما يري علي ذوي اللحي ومنها التمييز بين الرجال والنساء.

দাড়িতে অসংখ্য ফায়দা রয়েছে। যেমন- দাড়ি পুরুষের জন্য সৌন্দর্য, গাম্ভীর্য ও শান-শওকতের বস্তু। তাই তো মহিলা ও ছোট বাচ্চাদের ঐ গাম্ভীর্য ও শান-শওকত দেখা যায় না, যা দাড়িধারীদের মাঝে দেখা যায়। আরেকটি ফায়দা হচ্ছে, দাড়ির মাধ্যমে পুরুষ ও মহিলার মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি হয়।[৮১]

* আল্লামা ইসমাঈল ইস্তাম্বুলী হানাফী (রহ. মৃত্যু ১১২৭ হি.) "রুহুল বয়ানে" বলেন- حلق اللحية تشبه بالنساء দাড়ি মুণ্ডন মহিলাদের সাথে সাদৃশ্যস্থাপন।[৮২]

---

৭৯ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن ١/٧١١

৮০ إحياء علوم الدين ج١، ص ١٤٩

৮১ التبيان في أقسام القرآن ١/١٩٦ فصل الآيات في شعر اللحية

৮২ تفسير روح البيان ١/١٩٩، واذ ابتلي إبراهيم الآية

* আল্লামা মুহাম্মদ আল-আমীন শানকীতী (রহ. মৃত্যু ১৩৯৩ হি.) "তাফসীরে আযওয়াউল বয়ান" এ লিখেন-

والعجب من الذين مضخت ضمائرهم واضمحل ذوقهم حتي صاروا يفرون من صفات الذكورية وشرف الرجولة إلي خنوثة الأنوثة ويمثلون بوجوههم بحلق أذقانهم ويتشبهون بالنساء حيث يحاولون القضاء علي أعظم الفوارق الحسية بين الذكر والأنثي هي اللحية.

তিনি বলেন- আমার আশ্চর্য লাগে ঐ সমস্ত পুরুষের উপর, যাদের দিল-মন ও সুস্থ প্রকৃতি নষ্ট হয়ে যাওয়ায়, পুরুষের আলামত ছেড়ে মহিলার আলামত গ্রহণ করছে এবং নারী-পুরুষের মাঝে সচেয়ে বড় দৃশ্যমান পার্থক্যকারী বস্তু দাড়িকে মুণ্ডিয়ে মহিলাদের সাদৃশ্য স্থাপন করছে। [৮৩]

* শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া হানাফী (রহ. মৃত্যু ১৪০২ হি.) বলেন-

ولا يرتاب مرتاب في أن التشبه الكامل بالنساء يحصل بحلق اللحية وهذا التشبه فوق التشبه باللباس وغيره لأن لحية الرجل هي الفارق الأول والمميز الأكبر بين الرجل والمرأة كما هو مشاهد ومعلوم للجميع لا ينكره إلا من أراد ان يخدع نفسه ويتبع هواه ويتخنث بعد ما أنعم الله عليه بصورة الرجل الحسنة المفطورة له.

কোন সংশয়কারী ব্যক্তি এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতে পারে না যে, দাড়ি মুণ্ডানোর দ্বারাই মহিলাদের সাথে পরিপূর্ণ সাদৃশ্যস্থাপন হয়। আর এটা লেবাস-পোশাকের মাধ্যমে তাদের সাদৃশ্যস্থাপনের চেয়ে মারাত্মক। কারণ দাড়িই হচ্ছে একমাত্র বস্তু, যা বালেগ পুরুষ-মহিলার মাঝে সর্বপ্রথম ও সর্বমহান পার্থক্যকারী, যেটা আমরা সবাই দেখি এবং জানি। হ্যাঁ আমাদের সাথে একমত নয় ঐ ব্যক্তি, যে স্বীয় নফসকে ধোকা দিয়ে খাহেশাতের ইত্তেবাকারী এবং আল্লাহপ্রদত্ত নিআমত পুরুষের নজরকাড়া ছুরত পাওয়ার পরও মহিলাদের সাদৃশ্য গ্রহণকারী। [৮৪]

* আরবের বড় মুহাদ্দিস শাইখ আলবানী (রহ. মৃত্যু ১৪২০ হি.) বলেন-

ولا يخفي أن في حلق الرجل لحيته — التي ميزه الله بها علي المرأة — أكبر تشبه بها.

---

৮৩ تفسير أضواء البيان ১৬২/8، لا تأخذ بلحيتي الآية

৮৪ وجوب إعفاء اللحية للكاندهلوي ২৬ — بحوالة حكم الدين في اللحية والتدخين

এ কথা সুস্পষ্ট যে, পুরুষের দাড়ি মুণ্ডানোর দ্বারাই মহিলার সাথে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যস্থাপন হয়। অথচ আল্লাহ তাআলা এ দাড়ির মাধ্যমে পুরুষকে মহিলা থেকে (প্রত্যেক্ষভাবে) পার্থক্য করেছেন।[৮৫]

সুপ্রিয় পাঠক! চারশ হিজরী থেকে নিয়ে চৌদ্দশ বিশ হিজরী পর্যন্ত বেশ কয়েকজন শরীয়ত বিজ্ঞ আলেম ও ইমামের মত উল্লেখ করা হয়েছে, যারা দাড়িকে পুরুষ-মহিলার মাঝে পার্থক্যকারী বস্তু হওয়ার বিষয়টি দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রকাশ করেছেন এবং দাড়ি মুণ্ডন করার দ্বারাই মহিলাদের সাথে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যস্থাপন হয় বলেছেন। এবার শুনুন! পেয়ারা হাবীব ﷺ মহিলাদের সাথে সাদৃশ্যস্থাপনকারীদের সম্পর্কে কী বলেছেন?

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـــ) قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ. (البخاري ৫৪৩৫)

অর্থ: ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- রাসূল ﷺ লানত করেছেন ঐ সমস্ত পুরুষের উপর, যারা মহিলাদের সাথে সাদৃশ্যস্থাপন করে।

এবার জেনে নিই উক্ত লানতকৃত কাজের হুকুম কী? এবং তা কোন ধরনের গুনাহ?

উক্ত হাদীসের প্রেক্ষিতে শাফিয়ী মাযহাবের একজন বড় ফকীহ আল্লামা ইবনে হাজার হাইতামী (রহ. মৃত্যু ৯৭৪ হি.) তাঁর স্বরচিত গ্রন্থ الزواجر عن اقتراف الكبائر এ বলেন- মহিলাদের সাথে সাদৃশ্যস্থাপন করা কবীরা গুনাহ ও হারাম। আর এটাই সহীহ ও সঠিক মত হিসেবে ইমাম নববী (রহ.) এর বরাতে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। তিনি উক্ত গ্রন্থে প্রায় পাঁচশত কবীরা গুনাহর তালিকা পেশ করেছেন। তন্মধ্যে সাদৃশ্যস্থাপন করাকে একশত সাত নম্বরে স্থান দিয়েছেন।[৮৬]

উক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, দাড়ি মুণ্ডানোর দ্বারা মহিলাদের সাথে সাদৃশ্যস্থাপন হয়। আর সাদৃশ্যস্থাপনকারী অভিশপ্ত হওয়ায় তা হারাম ও কবীরা গুনাহ। কাজেই দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম ও কবীরা গুনাহ।[৮৭]

---

[৮৫] آداب الزفاف للألباني ১/১৩৯

[৮৬] الزواجر عن اقتراف الكبائر ১/৪০৫

[৮৭] وقد يقول قائل: إن حلق اللحية لا تشبه فيه بالنساء؛ لأن المشابهة تقتضي وجود وجه يتفق فيه المتشابهان والمرأة لا لحية لها تحلقها حتي يقال إن الرجل اذا حلقها كان متشابها بها؛ ولا يطلق علي وجه المرأة أنه =

দ্বিতীয় কারণ: দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম হওয়ার আরেকটি কারণ হলো- আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতির পরিবর্তন সাধন। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন-

ولأمرنّهم فليُغيرُنّ خلق الله

অর্থ: শয়তান বলে আমি অবশ্যই আপনার বান্দাদেরকে হুকুম করব, তারা যেন আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতির পরিবর্তন করে।[৮৮]

আয়াতটির সুস্পষ্ট ভাষ্য হচ্ছে, আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতির বিকৃতি করা মানে শয়তানের নির্দেশ পালন করা।

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ. মৃত্যু ১৩৬২ হি.) "বয়ানুল কোরআনে" বলেন- আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতির পরিবর্তন করা ফাসেকী কাজসমূহের অন্যতম। তার উদাহরণ হচ্ছে, দাড়ি মুণ্ডন করা ও শরীরে অঙ্কন করা প্রভৃতি।

* এভাবে ফখরুল মুফাসসিরীন আল্লামা আব্দুল হক হক্কানী "তাফসীরে হক্কানীতে" আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওছমানী "ফাওয়ায়েদে ওছমানীতে" এবং মুফতী শফী সাহেব (রহ.) "মাআরিফুল কোরআনে" একই মত ব্যক্ত করেছেন।[৮৯]

* প্রখ্যাত মুফাস্‌সির আল্লামা মাহমুদ আলুসী বাগদাদী হানাফী (রহ. মৃত্যু ১২৭০ হি.) "তাফসীরে রুহুল মা'আনীতে" আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলেন-

وخُصَّ من تغير خلق الله تعالي قَصُّ ما زاد منها (اللحية) علي القَبضة.

একমুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কর্তন আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতির পরিবর্তন করণের অন্তর্ভুক্ত নয়।

= محلوق بخلاف وجه الرجل. وجوابه : أن كل ذي بصر وبصيرة يشبه بأن عارضيّ ـــ حالق لحيته ـــ كعارضي المرأة في كونهما لا شعر عليهما، والعبرة بالغاية الواقعة المشاهدة لا بالوسيلة الموصلة اليها، وهذه الغاية هي كون وجه الرجل كوجه المرأة، وأما الوسيلة الموصلة اليها فانها تحرم تبعا لا استقلالا، وإلا فأجيبونا : ما تقولون في المرأة لو اتخذت لحية مصنوعة من شعر وجعلتها في وجهها. أمتشبهة هي الرجال أم تقولون إنها ليست متشبهة لأن اللحية في وجه الرجل ليست مصنوعة فانتفي الشبه؟ هذا ما لا يقوله منصف والمقصود أن الشبه مبني علي وجود اللحية وعدم وجودها لا علي الوسيلة الموصلة إلي ذلك. (أدلة تحريم حلق اللحية ص: ৩৯)

[৮৮] সূরা নিসা ১১৯

[৮৯] দেখুন- উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লিখিত তাফসীরসমূহ

তাঁর ভাষ্য থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, মুঠোর ভিতরে দাড়ি কর্তন ও দাড়ি মুণ্ডন উভয়টি আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতির পরিবর্তনকরণের অন্তর্ভুক্ত।[৯০]

* শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ. মৃত্যু ১১৭৫ হি.) "হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ" গ্রন্থে লিখেন- وقصها (اللحية) سنة المجوس وفيه تغيير خلق الله تعالى. দাড়ি কর্তন করা মাজুসীদের (অগ্নিপূজক) তরীকা। আর এতে আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতির পরিবর্তন করা হয়।[৯১]

* শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ. মৃত্যু ১৪০২হি.) বলেন-

حلق اللحية نوع من تغيير خلق الله...وهو...من التغيير الذي يحبه الشيطان ويأمربه.

আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তনকরণের একটি প্রকার হচ্ছে দাড়ি মুণ্ডন করা। আর এ কাজের উপর শয়তান খুশি হয় এবং তা করার জন্য নির্দেশ দেয়।[৯২] সুতরাং আমাদের ভেবে দেখা উচিত শয়তানের আদেশ পালন করে তাকে খুশি করব, নাকি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে খুশি করব? আর তা কি দাড়ির হুকুম তামীল না করে দাড়ি মুণ্ডন করে সম্ভব?

প্রশ্ন : দাড়ি মুণ্ডন করলে যদি আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতির পরিবর্তন হয়, তাহলে খতনা করা, নখ কর্তন করা ও মাথা মুণ্ডন করা প্রভৃতি কাজ কি উক্ত পরিবর্তনের আওতাভুক্ত নয়?

উত্তর : (ক) تغيير خلق الله قسمان ، الأول فيما يأذن به الله ومثاله الختان وقص الأظفار وغيره، الثاني : فيما لم يأذن به الله ومنها اللحية هذا هو المراد ههنا كما أشار إليه الشيخ صالح بن عثيمين رحــ حيث قال عدم تغيير خلق الله فيما لم يأذن به الله.

আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতির পরিবর্তন দু'ধরনের বস্তুতে হয়ে থাকে। (১) যাতে আল্লাহ পাক করতে অনুমতি দিয়েছেন। খতনা ইত্যাদি এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। (২) যাতে আল্লাহ পাক ইজাযত দেননি। দাড়ি হচ্ছে এর অন্তর্ভুক্ত।[৯৩]

---

[৯০] কারো মনে প্রশ্ন হতে পারে, মাফহুমে মুখালিফ তো হুজ্জত নয়। অথচ এখানে তার ভিত্তিতে প্রমাণ গ্রহণ করা হয়েছে। উত্তর হচ্ছে, মাফহুমে মুখালিফ এর প্রকারভেদ রয়েছে, তার মধ্যে কিছু হুজ্জাত আর কিছু হুজ্জাত নয়। বিস্তারিত জানার জন্য দেখা যেতে পারে, আল্লামা তকী ওছমানী (দা. বা.) এর উছূলুল ইফতা গ্রন্থে المفهوم وأقسامه ।

[৯১] حجة الله البالغة ১/১৮৬ خصال الفطرة

[৯২] وجوب إعفاء اللحية للكاندهلوي ص 28 بحواله الجامع في أحكام اللحية

[৯৩] مجموع فتاوي ورسائل ابن عثيمين ১৬/২৮

(খ) হাকীমুল উম্মত থানভী (রহ.) "বয়ানুল কোরআনে" প্রশ্নটির উত্তর দিয়েছেন এভাবে- আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতির পরিবর্তন তিন প্রকার। প্রথম প্রকার, যা করলে ইফসাদ (ধ্বংস করা) হবে। তার উদাহরণ শরীরে অঙ্কন ও দাড়ি মুণ্ডন। দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে, যা করলে ইফসাদ তো হবেই না, বরং ইছলাহ হবে। তার উদাহরণ খতনা ইত্যাদি। তৃতীয় প্রকার হল, যা করলে ইফসাদও হবে না, ইছলাহও হবে না। যেমন- চতুষ্পদ জন্তুকে খাসি করা ও একমুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কর্তন করা। অত্র আয়াতে প্রথম প্রকার উদ্দেশ্য, যা বৈধ নয়। তৃতীয় প্রকারের হুকুম হচ্ছে তা করা জায়েয। আর দ্বিতীয় প্রকার শুধু যে করা জায়েয, তা নয় বরং তা করার জন্য শরীয়তে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এরপর থানভী (রহ.) বলেন- ইফসাদ কোথায় হবে ও হবে না, তার ভিত্তি শরীয়ত, উরফ তথা প্রথা নয়। কেননা- **প্রথমত** শারে'র তথা আইন প্রণেতার সমপরিমাণ তার দৃষ্টি নয়। **দ্বিতীয়ত** অনেক সময় উরফে উরফে তাআরুজ হয় বা বৈপরীত্য দেখা দেয়। [৯৪]

(গ) الخلق خلقان خلق تكويني كما هو ظاهر وخلق تشريعيّ وهو الخلق الذي أمر الله أن يكون الانسان عليه وههنا المراد الثاني كما أشار اليه التهانوي فلا إشكال — ففي الجواب الأول يعني للتهانوي الخلق بمعني التكوين وفي الثاني بمعني التشريع. [৯৫]

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের সৃষ্টি দু'প্রকার। এক প্রকার হল, সাধারণ সৃষ্টি অর্থাৎ যাকে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে, সাধারণ সৃষ্টির পর যেভাবে থাকতে আল্লাহ পাক নির্দেশ দিয়েছেন বা যেভাবে থাকাটা তাঁর পছন্দনীয়। যেমন- খতনাবিহীন সৃষ্টি সাধারণ সৃষ্টি। কিন্তু মাখতুন বা খতনাকৃত থাকাটা তাঁর পছন্দনীয়। তদ্রুপ নখ কাটা, গোঁফ কাটা ইত্যাদি। এ আয়াতে উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্বিতীয় প্রকার। অর্থাৎ যেভাবে থাকাটা আল্লাহর পছন্দনীয়, তাতে পরিবর্তন করাটা শয়তানের নির্দেশ পালনের নামান্তর। কাজেই নখ কাটা ইত্যাদি যেহেতু আল্লাহর পছন্দনীয় সৃষ্টির পরিবর্তন করা নয় বরং বাস্তবায়ন করা, সেহেতু তা এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

তৃতীয় কারণ: বিজ্ঞ ইমামগণ দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম হওয়ার আরেকটি কারণ উল্লেখ করেছেন এই যে- দাড়ি মুণ্ডানো মুছলাকরণ। 'মুছলা' শব্দের অর্থ

---

[৯৪] বয়ানুল কোরআন ১/১৫৮

[৯৫] বয়ানুল কোরআন ১/১৫৮

হচ্ছে, নাক-কান কাটা, বিকৃত করা। এখানে দ্বিতীয়টি উদ্দেশ্য। আর 'বিকৃত' এর অর্থ হচ্ছে অস্বাভাবিক রূপ, বিশ্রী চেহারা। তাহলে দাড়ি মুণ্ডন করা বা মুছলা করা মানে চেহারাকে বিকৃত ও বিশ্রী বানানো।

* খলীফায়ে আদেল, হযরত ওমর বিন আব্দুল আজীজ (রহ. মৃত্যু ১০১ হি.) বলেন- وروي ابن عساكر عن عمر بن عبد العزيز ، أن حلق اللحية مثلة ، وقال إن رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن المثلة.

দাড়ি মুণ্ডানো মুছলা। আর রাসূল ﷺ মুছলা করতে নিষেধ করেছেন।[৯৬]

* আল্লামা ইবনে হাযম যাহিরী (রহ. মৃত্যু ৪৫৬ হি.) ও আল্লামা ইবনুল কত্তান মালিকী (রহ. মৃত্যু ৬২৮ হি.)-এর কথা কিছু পূর্বে উল্লেখ হয়েছে যে, তারা বলেছেন- সবাই এ কথার উপর একমত সম্পূর্ণ দাড়ি মুণ্ডন করা মুছলা যা বৈধ নয়।[৯৭]

* শামসুল আইম্মা ইমাম সারাখসী হানাফী (রহ. মৃত্যু ৪৮৩ হি.) "আল মাবসূত" গ্রন্থে লিখেন-

ولأن الحلق في حقها (النساء) مثلة والمثلة حرام وشعر الرأس زينة لها كاللحية للرجل فكما لا يحلق الرجل لحيته عند الخروج من الأحرام لا تحلق هي رأسها.[৯৮]

* শাইখুল ইসলাম আল্লামা বুরহান উদ্দীন আলী মুরগীনানী (রহ. মৃত্যু ৫৯৩ হি.) "আল-হিদায়া" গ্রন্থে বলেন-

حلق الشعر في حق المرأة مثلة كحلق اللحية في حق الرجال.[৯৯]

সারাংশ হচ্ছে, পুরুষের জন্য দাড়ি মুণ্ডানো মুছলা। আর মুছলা হারাম।

* এভাবে البحر الرائق ، البدائع الصنائع ، الجوهرة النيّرة সহ হানাফী মাযহাবের অনেক কিতাবে দাড়ি মুণ্ডানোকে মুছলাকরণ ও হারাম বলা হয়েছে।

* মালিকী মাযহাবের "মাওয়াহিবুল জলীল" নামক গ্রন্থে রয়েছে-

حلق اللحية لا يجوز وهو مثلة وبدعة ويؤدّب من حلق لحيته.

অর্থাৎ দাড়ি মুণ্ডন করা বৈধ নয়। কেননা তা মুছলাকরণ ও বিদআত।[১০০]

---

৯৬ آداب الزفاف في السنة المطهرة للشيخ الالباني ১/২১১

৯৭ مراتب الاجماع ১/১৫১' الاقناع في مسائل الاجماع ২/৩৯৩৫

৯৮ المبسوط للسرخسي ৪/৪৯১ باب أراد التمتع ولم يسق هديا

৯৯ الهداية ج১ ص২৫৫ باب الاحرام كتاب الحج

১০০ مواهب الجليل شرح مختصر الشيخ خليل ২/১৮২ فصل في فرائض الوضوء

* ইমাম আবু বকর মুহাম্মদ বিন আলী (ওরফে কফ্‌ফাল শাশী কবীর) শাফিয়ী (রহ. মৃত্যু ৩৬৫ হি.) "মাহাসিনুশ শরীয়া" গ্রন্থে লিখেন-

ولا يجوز حلق اللحية لما فيه من التشويه ومعاني المثلة.

অর্থাৎ দাড়ি মুণ্ডানো জায়েয নয়। কেননা তা মুছলাকরণের শামিল। [১০১]

* শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া হাম্বলী (রহ. মৃত্যু ৭২৮হি.) "শরহুল উমদা" গ্রন্থে বলেন-

فأما حلقها (اللحية) فمثل حلق المرأة رأسها وأشد ، لأنه من المثلة المنهي عنها.

অর্থাৎ দাড়ি মুণ্ডন করা মুছলা, যা থেকে বারণ করা হয়েছে। [১০২]

সারাংশ- চার মাযহাবের ইমামসহ অন্যদের অভিমত হচ্ছে, দাড়ি মুণ্ডন করা মুছলা করণ। আর মুছলা করতে রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন।

যেমন- সহীহ হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ النُّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ.

(أخرجه البخاري وأحمد ، وابن أبي شيبة بدون ذكر النهبة ورواه الطبراني عن أبي ايوب ورجاله رجال الصحح مجمع الزوائد ৩/১০১)

অন্য হাদীসে এসেছে-

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَا مَاخَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً إِلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ وَنَهَانَا عَنْ الْمُثْلَةِ.

(أخرجه الامام أحمد في مسنده ، قال الألباني وهذا إسناد جيد (إرواء الغليل ৭/২৯২)

হাদীসদ্বয়ে রাসূল ﷺ মুছলা করা থেকে নিষেধ করেছেন।

তাহলে আলোচনার সারমর্ম দাঁড়াল, দাড়ি মুণ্ডন করা মানে মুছলা করা। আর মুছলা করা হারাম ও নিষেধ। কাজেই দাড়ি মুণ্ডানো হারাম ও নিষেধ।

চতুর্থ কারণ: ওলামায়ে কেরাম দাড়ি মুণ্ডন করা জায়েয না হওয়ার কারণসমূহ থেকে একটি কারণ এও বলেছেন- দাড়ি মুণ্ডন বা কর্তন (মুঠোর ভিতরে) করার দ্বারা বিধর্মী তথা কাফির-মুশরিক ও ইহুদী-খ্রিস্টানদের সাথে সাদৃশ্যস্থাপন হয়। শুরুতে কিছু হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে এবং সামনে বহু হাদীস আসবে, যা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, দাড়ি মুণ্ডন করা ও কর্তন করা কাফির-

---

[১০১] محاسن الشريعة ১/৫৫৪

[১০২] شرح العمدة ১/২৩৬

মুশরিক, অগ্নিপূজক ও ইহুদী-খ্রিস্টানদের কাজ এবং জাহিলিয়্যাতের রীতি-নীতি। কাজেই দাড়ি মুণ্ডন বা কর্তন করা, তাদের সাথে সাদৃশ্যস্থাপন করা। আর বিধর্মী ও বিজাতিদের সাথে সাদৃশ্য ও সাযুজ্যস্থাপন করতে কোরআনে কারীমে নিষেধ এসেছে এবং কঠিন ধমকি এসেছে হাদীস শরীফে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ.(البقرة ১০৪)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফেজ ইমাদুদ্দীন ইবনে কাছীর দামেশকী শাফিয়ী (রহ. মৃত্যু ৭৭৪ হি.) ও আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী হানাফী (রহ. মৃত্যু ৮৫৫ হি.) বলেন- نهي الله تعالي المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وأفعالهم.

আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে কাফেরদের সাথে কথা-বার্তায় ও কাজে-কর্মে সাদৃশ্যস্থাপন করতে নিষেধ করেছেন।[১০৩]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ (الحديد ১৬)

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে-

نهي الله المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب قبلهم من اليهود والنصاري.

আল্লাহ পাক মুমিনগণকে আহলে কিতাব তথা ইহুদী-খ্রিস্টানদের সাথে সাদৃশ্যস্থাপন করা থেকে বারণ করেছেন।[১০৪]

প্রিয় পাঠক! হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে, প্রথম আয়াতে কাফেরদের সাথে এবং দ্বিতীয় আয়াতে ইহুদী-খ্রিস্টানদের সাথে সাদৃশ্য ও সাযুজ্যস্থাপন করতে নিষেধ করা হয়েছে। আয়াতদ্বয় ছাড়া এ সম্পর্কে আরো বহু আয়াত রয়েছে, যা আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) "ইকতিযাউ ছিরাতিল মুস্তাকীম" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।

এবার লক্ষ্য করি পবিত্র হাদীসে এ সম্পর্কে কী এসেছে? মহানবী ﷺ ইরশাদ করেন, যা ইমাম বুখারী (রহ.) বর্ণনা করেছেন-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ ، مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ. (البخاري ৬৩৭৪)

---

[১০৩] تفسير ابن كثير، بقرة ১০৪ آية، عمدة القاري ৩৬৬/২৬

[১০৪] تفسير القرآن العظيم لابن كثير، حديد رقم الآية ১৬

অর্থ: আল্লাহ তাআলার নিকট তিন শ্রেণীর লোক সবচেয়ে বেশী ঘৃণিত। প্রথম শ্রেণী হচ্ছে, যারা হারাম শরীফের ভিতরে কুফরী কার্যকলাপ করে। দ্বিতীয় শ্রেণী, যারা ইসলামে থাকা অবস্থায় জাহিলিয়্যাতের রীতি-নীতি ও আদর্শ পালন করে। তৃতীয় শ্রেণী হচ্ছে, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো রক্ত প্রবাহিত করে।

এ হাদীসে জাহিলিয়্যাতের রীতি-নীতি ও চাল-চলন ইসলামে থাকাবস্থায় পালনকারী এবং ইসলামী তরীকা ও আদর্শকে বর্জন করে জাহিলিয়্যাতের নিয়ম-নীতির অনুসরণকারীকে আল্লাহ তাআলার কাছে অত্যন্ত ঘৃণিত বলা হয়েছে।

আর দাড়ি মুণ্ডন বা কর্তন করা কি ইসলামী আদর্শ? না কি জাহিলিয়্যাতের রীতি-নীতি, তা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

অন্য হাদীসে নবী কারীম ﷺ এ সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ নীতি ঘোষণা করে ইরশাদ করেন-

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

(رواه أبو داؤد الرقم: ৪০৩১ كتاب اللباس باب في لبس الشهرة ، قال العراقي سنده صحيح، وقال ابن تيمية وهذا إسناد جيد ، وقال ابن حجر سنده حسن (تخريج الإحياء للعراقي ৩৪৩/২' اقتضاء صراط المستقيم ২১৩/১' فتح الباري ২৯১/১০)

অর্থ: হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন- রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- কোন ব্যক্তি অন্য কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের সাথে সাযুজ্য ও সাদৃশ্যস্থাপন করলে, ওই ব্যক্তি সেই জাতি ও সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে।[১০৫]

---

[১০৫] হাদীসটির সনদ নিয়ে কেউ কেউ 'কথা' বলতে চান। তাই এ নিয়ে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া হল।

وأخرجه ايضا الإمام احمد (৯২/২) وابن أبي شيبة (৩১৩/৫) وعبد بن حميد في المنتخب رقم (৮৪৬) وابن الاعرابي في المعجم رقم (১১৩৭) والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقة (৩৬১/২ رقم ৯৬৫) والطبراني في مسند الشاميين رقم (২১৬) والبيهقي في شعب الايمان (১৫২/৩ رقم ২০২১) والطبراني في المعجم الأوسط (১৮/ ১৪০ رقم: ৮৫৬২) والطحاوي في مشكل الأثار (২৩৮/১ رقم ১৯৮) قال ابن تيمية وهذا اي رواية ابي داؤد اسناد جيد (اقتضاء صراط المستقيم لمخالفة اصحاب الجحيم ২১৩/১) وقال في الفتاوي (৩৩১/২৫) هذا حديث جيد' وقال العراقي أخرجه ابو داؤد من حديث ابن عمر بسند صحيح (تخريج احاديث الأحياء للعراقي ৩৪৩/২) قال ابن حجر أخرجه ابو داؤد بسند حسن (فتح الباري ২৯১/১০ باب القباء وفروج حرير وهو القباء) وذكره السيوطي في الجامع الصغير وأشار انه حسن (১২/৮৯ رقم: ৫১৪২) وقال الألباني في صحيح الجامع الصغير صحيح رقم (২৮৩১) وقال ابن حجر العسقلاني في تغليق التعليق علي صحيح البخاري(৪৪৫/৩) وله شاهد باسناد حسن =

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী হানাফী (রহ. মৃত্যু ১০১৪ হি.) "মিরকাতুল মাফাতীহ" গ্রন্থে লিখেন-

من تشبه بقوم أي من شبه نفسه بالكفار ، مثلا في اللباس وغيره أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار فهو منهم أي في الإثم والخير.[১০৬]

তার চেয়ে আরো সুন্দর ও সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে হাফেজ আবুল ফারাজ প্রকাশ ইবনে রজব হাম্বলী (রহ. মৃত্যু ৭৯৫ হি.) "আল-হিকামুল জাদীরা" নামক রেসালায় লিখেন-

هذا يدل علي أمرين ، (أحدهما) التشبه بأهل الشر ، مثل أهل الكفار والفسوق والعصيان وقد وبخ الله من تشبه بهم في شئ من قبائحهم ، فقال تعالي فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا وقد نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن التشبه بالمشركين وأهل الكتاب فنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها ، وعلل بأنه حينئذ يسجد لها الكفار فيصير السجود في ذلك الوقت تشبها في الصورة الظاهرة الخ.

(الثاني) التشبه بأهل الخير والتقوي والإيمان والطاعة فهذا حسن مندوب اليه ، ولهذا يشرع الإقتداء بالنبي صلي الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وحركاته و سكناته وآدابه وأخلاقه وذلك مقتضي المحبة الصحيحة فإن المرء مع من أحب ، ولا بد من مشاركته في أصل عمله وإن قصر المحب عن درجته ، قال الحسن لا تغتر بقولك المرء مع من أحب ، إن من أحب قوما اتبع آثارهم ، ولن تلحق الابرار حتي تتبع آثارهم وتأخذ بهديهم وتقتدي بسنتهم الخ

সারাংশ: এ হাদীসটি সর্বদিক দিয়ে একটি সাধারণ ও পূর্ণাঙ্গ আইনরূপে বিদ্যমান। কেননা হাদীসের ব্যাখ্যা থেকে প্রমাণিত হয়, যে জাতি বা

= لكنه مرسل رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عيسي بن يونس عن الأوزاعي عن سعيد بن جبلة عن طاوس عن النبي صلي الله عليه وسلم مثل حديث ابن عمر وفي فتح الباري ايضا مثل ذلك. (٩٨/٦ باب ما قيل في الرمح)

আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমদ তাঁর "তাহ্‌যীবুল আখলাক" পত্রিকায় হাদীসটি সম্পর্কে ছয়টি সন্দেহ উল্লেখ করেছেন। আর হাকীমুল ইসলাম কারী তৈয়্যব (রহ.) "আত-তাশাব্বুহ ফিল ইসলাম" গ্রন্থে প্রশ্নগুলোর জবাব দিয়েছেন। তাতে দেখার অনুরোধ রইল।

[১০৬] مرقات المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ٩٦/١٣ كتاب اللباس

সম্প্রদায়ের সাথেই সাদৃশ্য স্থাপন করা হোক না কেন, তা আল্লাহভীরু ও মুত্তাকী লোকদের সাথে করা হোক বা দুষ্টু ও খারাপ লোকদের সাথে করা হোক, ভাল কাজে বা মন্দ কাজে করা হোক কিংবা সামাজিক কাজে বা সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে করা হোক, শেষ পর্যন্ত অনুকরণকারী ও সাদৃশ্য স্থাপনকারী ব্যক্তি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হয়।[১০৭]

সুতরাং হাদীসের ব্যাখ্যা থেকে বুঝা যায়, উক্ত হাদীসটির দু'টি দিক রয়েছে। একটি হচ্ছে ভাল লোকদের সাদৃশ্য স্থাপন করা। অপরটি হলো খারাপ লোকদের সাদৃশ্যস্থাপন করা।

এ হাদীসের ভিত্তিতে খাত্তাব ইবনে মুআল্লাহ মাখযুমী স্বীয় পুত্রকে যে উপদেশ দান করেছেন, ইবনে হিব্বান (রহ.) তাঁর "রওযাতুল ওকালা" গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন এভাবে- تشبه بأهل العقل تكن منهم * وتصنع للشرف تُدركه

তুমি বুদ্ধিমানদের সাথে সাদৃশ্য রক্ষা কর, তাহলে তুমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যদি তুমি মহত্ত্ব ও মান-সম্মানের দিকে আকৃষ্ট হও, তাহলে তুমি তাও লাভ করতে পারবে।[১০৮]

জনৈক কবি কতই না সুন্দর বলেছেন-

فتشبهَوا إن لم تكونوا مثلهم * إن التشبه بالكرام فلاح

হে লোকগণ! তোমরা ভদ্র, সভ্য ও সম্মানিত লোকদের অনুকরণ কর এবং তাদের সাথে সাদৃশ্য স্থাপন কর, যদিও তোমরা তাদের মত না হও। কেননা সম্মানিত ও সুসভ্য লোকদের সাথে সাদৃশ্য রক্ষা করে চললেই সাফল্য লাভ করা যায়।

সত্যিই ভাল লোকদের সাথে সাদৃশ্য রক্ষা করে চললেই যে সাফল্য লাভ করা যায়, তার একটি বাস্তব ঘটনা শুনুন।

মোল্লা আলী কারী (রহ.) উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যার শেষাংশে এক আশ্চার্যজনক ও শিক্ষণীয় ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তা হচ্ছে, যখন আল্লাহ তাআলা ফিরআউন ও তার লশকরকে নিমজ্জিত করলেন, তখন ঐ সমস্ত লোক যারা হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে শুধু ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও পরিহাস করার জন্য তার মত ছুরত ও লিবাস গ্রহণ করেছিলো, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা হেফাজত

---

[১০৭] الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي صلي الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة ١/٢١ ـــ ٢٥ وهذه رسالة نفيسة في شرح هذا الحديث.

[১০৮] ইসলাম বনাম বিজাতীয় অনুকরণ পৃষ্ঠা নং ৭৪

করলেন। তো হযরত মূসা (আ.) বিনয়ের সাথে স্বীয় প্রভুকে বললেন- হে আমার প্রভু! এরা কীভাবে বেঁচে গেলো? এরা তো অন্যদের চেয়ে আমাকে বেশি কষ্ট দিত। আল্লাহ তাআলা বললেন- হে মূসা! তারা তো তোমার মত ছুরত ও লিবাস গ্রহণ করেছিল। আর নিয়ম হচ্ছে, ঐ ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হয় না, যে তাঁর হাবীবের ছুরত গ্রহণ করে। অতঃপর মোল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন- লক্ষ্য করো! যদি খারাপ নিয়তে ভালো লোকদের সাথে সাযুজ্য স্থাপন করা দুনিয়াতে মানুষের জন্য নাজাতের কারণ হতে পারে, তাহলে কতই না সৌভাগ্যবান ঐ নেক বান্দারা, যারা নেক নিয়তে আম্বিয়ায়ে কেরাম, হক্কানী ওলামা ও আল্লাহর ওলীদের সাথে সাদৃশ্য স্থাপন করে।[১০৯] আর এ কথা নতুনভাবে বলার প্রয়োজন নেই যে, দাড়ি রাখার দ্বারা নবী-রাসূলগণ, সাহাবায়ে কেরাম, আউলিয়ায়ে কেরাম ও আল্লাহর নেক বান্দাদের সাথে সাযুজ্য ও সাদৃশ্য স্থাপন হয়।

এ পর্যন্ত হাদীসটির একটি দিক, অর্থাৎ ভালো লোকদের সাথে সাদৃশ্য স্থাপনের বিষয়ে আলোচনা। পক্ষান্তরে হাদীসটির আরেকটি দিক খারাপ লোকদের ও অমুসলিম বিজাতীয়দের সাথে সাদৃশ্য স্থাপন করা। হাদীসটির এই দিকটি লক্ষ্য করে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) "ইকতিযাউ ছিরাতিল মুস্তাকীম" গ্রন্থে বলেন- إن نفس مخالفتهم أمر مقصود للشارع في الجملة.

(وفي موضع) أن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن ، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر ، وهذا أمر يستشهد به الحس والتجربة.

অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে কাফির মুশরিকদের বিরোধিতা শরীয়তের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের মধ্যে গণ্য। বাহ্যিক সাদৃশ্য মূলত অন্তরে প্রীতি-প্রণয়, ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের ভাব জাগিয়ে তোলে। ঠিক যেমন অন্তরের ভালবাসা বাহ্যিক সাদৃশ্য সৃষ্টি করে। মানুষের অনুভূতি ও বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে এর সত্যতা প্রমাণিত।[১১০] হাকীমুল ইসলাম কারী তৈয়্যব সাহেব (রহ.) "আত-তাশাব্বুহ ফিল ইসলাম" যার অনুবাদ "ইসলাম বনাম বিজাতীয় অনুকরণ" গ্রন্থে বলেন- উক্ত হাদীস দ্বারা একথাই সুস্পষ্ট হয় যে, বিজাতীয় অনুকরণ ও সাদৃশ্য স্থাপন, চিন্তাধারা, অনুভূতি ও সৃষ্টিগত দিক দিয়ে যেমন নিজ অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করার মাধ্যম, তেমনি শরীয়তের দিক থেকেও তা জীবনবিধানকে ধ্বংস করার একটি

---

[১০৯] মিরকাতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাতুল মাছাবীহ-১৩/৯৬

[১১০] اقتضاء صراط المستقيم لمخالفة اصحاب الجحيم ١/١٧٥، ٤٤٩.

কার্যকর পন্থা। তিনি আরো বলেন- প্রত্যেকটি জিনিস তা শরীয়ত বিষয়ে হোক বা অনুভূতি ও আদর্শগত বিষয়ে হোক, নিজের সত্তা ও অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত ও স্থিতিশীল রাখার জন্য 'অপরের অনুকরণ ও সাদৃশ্য বর্জন' নীতির মুখাপেক্ষী।

অন্যথায় সেই সত্তা অবশিষ্ট থাকে না, যা বর্তমানে বিদ্যমান; বরং সে যার সাথে সাদৃশ্য স্থাপন করেছে তার মধ্যে চেহারা-ছুরতে, আচার-আচরণে ও সামাজিক গণনায় অন্তর্ভুক্ত হয়। তাই মুসলিম আইনবিদগণ এ হাদীসের মূলতত্ত্বের আলোচনায় লিখেছেন, কোন জিন যদি সাপের আকৃতি ধারণ করে, তাহলে তাকে হত্যা করতে কোনরূপ দ্বিধা করা উচিত নয়। যেমন- তারা লিখেছেন- من قتل دون هدر অর্থাৎ যে ব্যক্তিকে তার মূল আকৃতি ব্যতীত অন্য আকৃতিতে হত্যা করা হয়, তার রক্ত অপচয় হয়েছে। (তার হত্যার কোন কিসাস নেই)। কেননা শরীয়ত সাপ ও বিচ্ছুকে পবিত্র হারাম শরীফেই নিরাপত্তা প্রদান করেনি। একটি জিন এমন একটি সৃষ্টির আকৃতি ধারণ করেছে, যার রক্ত প্রবাহিত করা বৈধ। তাই সে জিন তখন সে সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সুতরাং সাপ ও বিচ্ছুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধানই তার বেলায় প্রযোজ্য হবে।

এ হাদীসকে সামনে রেখে সাহাবা, তাবিঈন ও পূর্বসূরী বুযুর্গানে দীন সর্বপ্রকার সাদৃশ্যবলম্বনকে ঘৃণার চোখে দেখেছেন। তারা তাদের মাসলাকের অনুকূলে এ হাদীসকেই দলীলরূপে পেশ করতেন। সাহাবী হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা.)-কে কোন এক বিবাহের ওলীমা অনুষ্ঠানে দাওয়াত করা হয়। তিনি সেখানে গিয়ে দেখলেন যে, সে অনুষ্ঠানে কিছু অনৈসলামীক রীতিনীতির অনুসরণ করা হচ্ছে। তিনি না খেয়ে সেখান থেকে চলে এলেন। আর বললেন- من تشبه بقوم فهو منهم যে ব্যক্তি অন্য কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের অনুকরণ করে ও সাদৃশ্য স্থাপন করে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হয়।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, ঘাড়ের পশম মুণ্ডন করার বিধান কী? উত্তরে তিনি বললেন- এটা অগ্নিপূজারীদের কাজ। অতএব যে ব্যক্তি অন্য কোন জাতির অনুসরণ করে, সে তাদের-ই অন্তর্ভুক্ত।

এ হাদীসের ভিত্তিতে হযরত হাসান (রা.) বলেন- قلما تشبه بقوم إلا كان منهم কোন ব্যক্তি বিজাতির অনুকরণ ও তাদের সাথে সাদৃশ্য স্থাপন করার পর সে

ব্যক্তি ঐ জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়নি, এমন খুব কমই দেখা গেছে। [১১১]

প্রিয় পাঠকগণ! একটু লক্ষ্য করে দেখি, সাহাবী হযরত হুযায়ফা (রা.) যদি ওলীমাতে অনৈসলামীক কাজ দেখে উক্ত হাদীসের উপর আমল করতে গিয়ে খানা না খেয়ে চলে আসেন এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) যদি ঘাড়ের পশম মুণ্ডন করাকে মাজুসীদের তরীকা বলে উক্ত হাদীসের ভিত্তিতে তা থেকে বিরত থাকেন, তাহলে একই হাদীসের ভিত্তিতে আমরা কেন পারব না বিরত থাকতে দাড়ি মুণ্ডন ও কর্তন করার মত বিজাতিদের তরীকা থেকে? উক্ত হাদীস তাঁদের জন্য যেমন বর্ণিত হয়েছে, তেমনিভাবে আমাদের জন্যও তো হয়েছে। তাঁরা দেখিয়ে গেছেন কীভাবে আমল করতে হয় উক্ত হাদীস মতে। আমরা তো তাঁদেরই উত্তরসূরী। সুতরাং তাঁরা উক্ত হাদীস মতে আমল করে যে পথের পথিক হয়েছেন, যে জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, আমরাও যেন উক্ত হাদীস মতে আমল করে, সে পথের পথিক ও সে জাতির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করি। অন্যথায় হযরত হাসান (রা.) এর উক্তিটি ভালভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, "কোন ব্যক্তি বিজাতির অনুকরণ ও তাদের সাথে সাদৃশ্য স্থাপন করার পর পরিশেষে সে ব্যক্তি ঐ জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়নি, এমন খুব কমই দেখা গেছে।"

পরিশেষে বলব, শুধু বর্তমান সময়ে নয় বরং আরো অনেক আগে থেকেই দাড়ি রাখাটা ইসলাম ও মুসলমানদের বিশেষ নিদর্শন আর না রাখাটা অমুসলিমদের নিদর্শন হিসেবে দেখা হয় এবং মুসলিম অমুসলিমদের মাঝে পার্থক্য করার বিশেষ চিহ্ন মনে করা হয়। আমার এ দাবীর বহু দলীল রয়েছে। আমাদের বাংলাদেশেও এমন ঘটনা ঘটেছে যে, দাড়ি না থাকার কারণে তাকে মুসলমান হিসেবে সম্মান করা হলো না। পরে যখন প্রশ্ন করা হলো, তো উত্তর দেওয়া হলো, আপনি যে মুসলমান-তা বুঝব কীভাবে? অন্তত দাড়ি থাকলে তো বুঝতে পারতাম। শুধু তাই নয়, দাড়ি না থাকার দরুন মুসলমান কি না জানার জন্য মৃত্যুর পর উলঙ্গ পর্যন্ত করা হয়েছে এমন ঘটনাও ঘটেছে বাংলাদেশে, যা শুরুতে উল্লিখিত হয়েছে। এমন ঘটনা আরো আছে, কথা লম্বা হয়ে যাচ্ছে বিধায় তা উল্লেখ করছি না। আপনারাও একটু খেয়াল করলে ঘরে-বাহিরে এমন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে যাবেন। আর এ সত্য ও বাস্তবতাকে আরো অনেক আগে উপলব্ধি করে আল্লামা ফযলুল্লাহ তুরবিশতী হানাফী (রহ. মৃত্যু ৬৬১ হি.) বলেন-

---

[১১১] ইসলাম বনাম বিজাতীয় অনুকরণ পৃ. ৭৩-৭৪

وهو اليوم شعار كثير من المشركين كالإفرنج والهنود ومن لا خلاق له في الدين من الطائفة القلندرية. طهر الله حوزة الدين منهم.

অর্থাৎ দাড়ি মুণ্ডন ও কর্তন করা বর্তমানে (তাঁর যুগে) অনেক কাফের-মুশরিক ও বদদীনদের শি'আর বা নিদর্শন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরপর তিনি দোআ করেন, আল্লাহ পাক যেন ইসলাম ধর্মের চৌহদ্দিকে এ ধরনের লোক থেকে পবিত্র রাখেন। আমীন! [১১২]

লিবিয়ার একটি ঘটনা

লিবিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ড. দাড়ির বিরুদ্ধে বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেন যে, মুখে দাড়ি লটকানো জাহিলী যুগের একটি রীতি মাত্র, এটা ইসলামের প্রতীক নয়। তথায় অধ্যয়নরত বাংলাদেশী ছাত্র মাসিক আত-তাওহীদ এর সাবেক সম্পাদক মাওলানা আনোয়ার বলেন- এ অবস্থায় উক্তিটি শুনে আমি চুপ থাকতে পারলাম না, তৎক্ষণাত দাঁড়িয়ে বললাম- ওস্তাদজী! আল্লাহর কোন একজন নবী-রাসূল দাড়ি মুণ্ডিয়ে ছিলেন কি? বললেন, 'না'। কোন একজন সাহাবী মুণ্ডিয়ে ছিলেন কি? বললেন, 'না'। চার মাযহাবের কোন একজন ইমাম মুণ্ডিয়ে ছিলেন কি? বললেন, না। এরপরে আমি বললাম- দাড়ি রাখা যদি ধর্মীয় চিহ্ন না হয়ে জাহিলী যুগের চিহ্ন হতো, তাহলে পৃথিবীর শুরু হতে এ পর্যন্ত সমস্ত ধর্মীয় ব্যক্তিদের মুখে দাড়ি শোভা পাচ্ছিল কেন?

জাহিলী চিহ্নকে নিশ্চিহ্নকারী ব্যক্তিরা জাহিলী চিহ্নকে আকড়ে ধরে রাখবেন, এটা কিছুতেই হতে পারে না।

আমার এ অকাট্য যুক্তি শুনার পর তিনি নিরোত্তর; কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর মুখ খুললেন আর বললেন- বৎস! তোমার কথাই সঠিক। দাড়ি যেভাবে একজন পুরুষের পক্ষে পৌরুষের চিহ্ন, তদ্রূপ আল্লাহর মনোনীত সমস্ত ধর্মের-ই চিহ্ন। (মজলুম দাড়ির ফরিয়াদ পৃ.৭৪)

---

[১১২] (মিরকাতুল মাফাতীহ ২/৩০১) উল্লেখ্য, বিধর্মীদের সাথে সাদৃশ্যস্থাপনের হুকুম, স্থান কাল পাত্র ভেদে বা ক্ষেত্রে বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কখনো ওয়াজিব বা হারাম, কোথাও মুস্তাহাব কিংবা জায়েয হয়ে থাকে। আর দাড়ির ক্ষেত্রে হুকুম কী? তা এখনো অধমের কাছে পরিষ্কার হয়নি। তাই এখানে আমি কোন হুকুম লাগাইনি। তবে দাড়ি সম্পর্কীয় প্রায় রেসালা বা লিখায় বিধর্মীদের সাথে সাদৃশ্যস্থাপন হওয়ার কারণে দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম বলা হয়েছে। এ কারণেই এ আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে এখানে।

❑ হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন– মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (রহ.)–এর এক সঙ্গী তাকে বলল– দাড়ি তো পুরুষের স্বভাবজাত বস্তু নয়। কেননা বাচ্চা যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন দাড়ি থাকে না। সুতরাং দাড়ি কামিয়ে ফেলাই উচিত। ইসমাঈল শহীদ (রহ.) তদুত্তরে বললেন– "যদি স্বভাবজাত বস্তুর জন্য জন্মের সময় থাকা শর্ত হয়, তাহলে দাড়ির মত দাঁতগুলোও উপড়ে ফেলা উচিত। কেননা দাড়ির মত দাঁতও জন্মের সময় থাকে না।" এমন উত্তরটি শোনে মাওলানা আব্দুল হাই (রহ.) বলে উঠলেন– মাওলানা সাবাশ! দাঁত ভাঙ্গা জবাব হয়েছে।

(আগলাতুল আওয়াম ২৩০, দাড়ি আওর ইসলাম১১৭)

❑ এক ওলামা সম্মেলনে ফখরে বাঙ্গাল আল্লামা তাজুল ইসলাম (রহ.)–এর কাছে জনৈক দাড়িবিহীন মিসরী আলেম দরখাস্ত করলেন যে, তিনি নবীর সুন্নাত সম্পর্কে কিছু বলতে চান। দাড়ি নেই; অথচ নবীর সুন্নাত সম্পর্কে বক্তব্য দিতে ইচ্ছুক! ফখরে বাঙ্গাল (রহ.) তাকে বললেন– আপনি সুন্নাত সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে ইচ্ছুক। অথচ আপনার মধ্যেই সুন্নাত নেই। তখন সে আলেম বললেন– ইসলাম তো দাড়ির মধ্যে নিহিত নয়। তদুত্তরে ফখরে বাঙ্গাল (রহ.) বললেন– এ কথা ঠিক যে, দাড়ির মধ্যে ইসলাম নিহিত নয়, কিন্তু ইসলামের মধ্যে তো দাড়ি নিহিত। অতঃপর সে আলেম আর কোন যুক্তি পেশ করতে না পেরে লা–জবাব হয়ে যান।

(ফখরে বাঙ্গাল আল্লামা তাজুল ইসলাম (রহ.) পৃ. ৬০, মাসিক মুঈনুল ইসলাম)

❑ সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) মিসরী আলেমদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন– তোমরা দাড়ি মুণ্ডন করো কেন? প্রত্যুত্তরে বলা হল– ঈমান থাকে অন্তরে; বাহিরে তথা দাড়িতে নয়। তখন তিনি বললেন– হায়া থাকে অন্তরে কাপড়ে নয়। কাজেই, কাপড় খুলে ফেলুন!

চতুর্থ অধ্যায়
সহীহ হাদীসের আলোকে দাড়ির সঠিক পরিমাণ

দাড়ির সঠিক পরিমাণ নিয়ে আলোচনার পূর্বে আপনাদের সামনে তিন প্রকারের হাদীস পেশ করছি। যাতে হাদীসের আলোকে আলোচনাটি বোধগম্য হয়।

প্রথমত: নবী কারীম ﷺ-এর দাড়ি সম্পর্কীয় মৌখিক হাদীসসমূহ।

দ্বিতীয়ত: রাসূল এর দাড়ি মোবারকের পরিমাণ সংক্রান্ত আমলী হাদীসসমূহ। অর্থাৎ ঐ সমস্ত হাদীস, যা থেকে মহানবী ﷺ-এর দাড়ির পরিমাণ উপলব্ধি করা যায়। **তৃতীয়ত:** সাহাবায়ে কেরামের দাড়ির বর্ণনা।

দাড়ি সম্পর্কীয় (কওলী) মৌখিক হাদীসসমূহ

১.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ. (رواه البخاري : الرقم ٥٤٤٢)

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- মুশরিকদের বিরোধিতা কর। (আর তা এভাবে কর যে,) দাড়ি বাড়াও এবং মোচ কেটে ফেল।[১১৩]

২.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : انْهَكُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى. (رواه البخاري : الرقم ٥٤٤٣)

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন- রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন- গোঁফ খাটো কর এবং দাড়ি বৃদ্ধি কর।[১১৪]

৩.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَالِفُوا

---

[১১৩] বুখারী শরীফ, কিতাবুল লিবাস ২/৮৭৫, হাদীস নং-৫৪৪২

[১১৪] বুখারী শরীফ, কিতাবুল লিবাস ২/৮৭৫, হাদীস নং-৫৪৪৩

الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَوْفُوا اللِّحَى. (رواه مسلم : الرقم ٣٨٢)

অর্থ: হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেছেন- রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন- মুশরিকদের খিলাফ কর। গোঁফ খাটো কর এবং দাড়িকে পূর্ণ কর।[১১৫]

৪.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى، خَالِفُوا الْمَجُوسَ. (رواه مسلم : الرقم ٣٨٣)

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন- রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন- গোঁফ কর্তন কর এবং দাড়ি লটকাও। আর অগ্নিপূজকদের খিলাফ কর।[১১৬]

৫.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْجُوا (بالجيم) اللِّحَى.

(إكمال المعلم للقاضي عياض : ٣٥/٢، فتح الباري لإبن حجر : ٣٥٠/١٠)[١١٧]

অর্থ: নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- মোচ কেটে ফেল। আর দাড়ি পূর্ণরূপে বাকী থাকতে দাও।[১১৮]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাড়ি মোবারকের বর্ণনা

১.

قَالَتْ (عَائِشَةُ):كَانَتْ عَيْنُهُ لَا تَدْمَعُ عَلَى أَحَدٍ وَلَكِنَّهُ كَانَ إِذَا وَجِدَ فَإِنَّمَا هُوَ آخِذٌ بِلِحْيَتِهِ

(مسند احمد الرقم ٢٣٩٤٥، قال نور الدين الهيثمي : في الصحيح بعضه رواه أحمد وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث وبقية رجاله ثقات (مجمع الزوائد ٢٨/٣ باب غزوة الخندق وقريظة) وقال ابن حجر في " الفتح ": وسنده حسن. (سلسلة الأحاديث الصحيحة ج١/ص ٦٦).

---

[১১৫] শরহে মুসলিম ১/১২৯, হাদীস নং-৩৮২

[১১৬] শরহে মুসলিম ১/১২৯, হাদীস নং-৩৮৩

[১১৭] قال القرطبي في " المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم " (١٤١/٣) ووقع لإبن ماهان (أرجوا اللحى) بالجيم وكأنّ هذا تصحيف. اهـ. ولكن قال القاضي عياض: وذكر مسلم في حديث أبي هريرة أرخوا اللحى. كذا عند أكثر شيوخنا، ولإبن ماهان أرجوا بالجيم، قيل معناه أخروا وأصله أرجئوا فسقلت الهمزة بالحذف (إكمال المعلم بفوائد مسلم ٣٥/٢). وقال ابن حجر: وفي حديث أبي هريرة عند مسلم - أرجئوا - وضبطت بالجيم والهمزة أي أخروها، وبالخاء المعجمة بلا همز أي أطيلوها (فتح الباري ٣٥٠/١٠) وقال النووي : فحصل خمس روايات أعفوا وأوفوا وأرخوا وأرجوا ووفّروا (شرح مسلم ١٢٨/١) وكذا قال الشوكاني في النيل (٣٠٠/١)

[১১৮] ইকমালুল মুআল্লিম ২/৩৫, ফাতহুল বারী ১০/৩৫০

অর্থ: হযরত আয়েশা (রা.) বলেন- রাসূলুল্লাহ ﷺ কারো উপর অশ্রুসিক্ত হতেন না। তবে যখন বিষণ্ন ও পেরেশান হতেন, তখন স্বীয় দাড়ি মোবারক ধরতেন।[১১৯]

২.

أخبرنا أحمد بن الحسن حدثنا عبد الرحمن حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم : كَانَ إِذَا هَمَّهُ شَيْءٌ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ هَكَذَا وَقَبَضَ بنُ مُسْهِرْ عَلَى لِحْيَتِه.

(صحيح ابن حبان الرقم ٦٥٤٧ ج ١٤/ص ٣٥٠ ، وقال شعيب الأرناؤوط : حديث حسن صحيح. (صحيح ابن حبان بأحكام الأرناؤوط ١٤/١٣١).

অর্থ: নবীপত্নী হযরত আয়েশা (রা.) বলেন- নবী কারীম ﷺ কোন কারণে পেরেশান হলে, স্বীয় দাড়ি মোবারক এভাবে ধরতেন। উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী আলী বিন মুসহির হাদীসে যে "এভাবে ধরতেন" বলা হয়েছে এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বীয় দাড়িকে মুঠো করে ধরেছেন। অর্থাৎ পেরেশান অবস্থায় রাসূল ﷺ দাড়ি মোবারক মুঠো করে ধরতেন।[১২০]

৩. হাদীসের কিতাবসমূহে ঐতিহাসিক হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পর্কে যে দীর্ঘ হাদীস লিপিবদ্ধ আছে, তাতে নিম্নোক্ত বাক্যসমূহ রয়েছে-

قَالَ : وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلَّمَا تَكَلَّمَ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ فَكُلَّمَا أَهْوَى عُرْوَةُ بِيَدِهِ إِلَى لِحْيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ يَدَهُ بِنَعْلِ السَّيْفِ وَقَالَ لَهُ : أَخِّرْ يَدَكَ عَنْ لِحْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(البخاري الرقم ٢٥٢٩، أبو داؤد الرقم ٢٣٨٤).

সংক্ষিপ্তাকারে হাদীসের প্রেক্ষাপট ও অর্থ: রাসূল ﷺ স্বপ্নে তাওয়াফে বাইতুল্লাহ দেখার পর সাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে ষষ্ঠ হিজরী সনে ওমরার উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌছার পর বাধা প্রাপ্ত হলেন। অতঃপর মক্কার মুশরিকদের পক্ষ থেকে রাসূল ﷺ এর সাথে

---

[১১৯] মুসনাদে আহমদ হাদীস ২৩৯৪৫, মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ ৩/২৬৭, কানযুল ওম্মাল ১৩/৪০৯, আল্লামা হাইছামী ও ইবনে হাজার বলেছেন- হাদীসটি প্রমাণযোগ্য। (মাজমাউয যাওয়াইদ ৩/২৮, সিলসিলায়ে সহীহা ১/৬৬)

[১২০] সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস নং- ৬৫৪৭, শুয়াইব আরনাউত বলেছেন- হাদীসটি গ্রহণযোগ্য। (ইবনে হিব্বান বিআহকামিল আরনাউত ১৪/১৩১)

আলোচনার জন্য প্রথমে বুদাইল বিন ওরাকা, তারপর ওরওয়া ইবনে মাসউদ আসল। বর্ণনাকারী সাহাবী রাসূল ﷺ এর সাথে ওরওয়ার মুকালামা বা আলোচনার দৃশ্য ও অবস্থা তুলে ধরেন এভাবে- সে (ওরওয়া) কথা বলার সময় রাসূল ﷺ এর দাড়ি মোবারক ধরছিল। আর মুগীরা ইবনে শু'বা (রা.) তলোয়ার নিয়ে লৌহবর্ম পরিহিতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সামনে দাঁড়ানো ছিল। ওরওয়া যখনই নবী কারীম ﷺ এর দাড়ি মোবারকের প্রতি হাত বাড়াত, মুগীরা (রা.) তলোয়ারের হাতল দিয়ে তার হাতে মারত। আর বলত তোমার হাতকে রাসূল ﷺ এর দাড়ি মোবারক থেকে দূরে রাখ।[১২১]

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে বত্তালসহ অনেক ব্যাখ্যাকার বলেছেন- আরবদের আদত হল, বড়দের সাথে কথা বলার সময় তাদের দাড়ি ধরা। আর তাই ওরওয়াও রাসূল ﷺ এর দাড়ি মোবারক ধরছিল। কিন্তু ওরওয়া যখন এ মু'আমালা অনেকবার করল, তো মুগীরা (রা.) ভাবলেন, রাসূল ﷺ অন্যদের মত নয়। তিনি তো একজন নবী। তাঁর সাথে এমন আচরণ শোভা পায় না। কাজেই সে ওরওয়ার হাতকে রাসূল ﷺ এর দাড়ি মোবারক থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করছিল। তাহলে এ হাদীস থেকে জানা গেল, ওরওয়া রাসূল ﷺ এর দাড়ি মোবারক ধরেছিল।

প্রিয় পাঠক! প্রথম ও দ্বিতীয় হাদীস থেকে জানা গেল, রাসূল ﷺ দাড়ি মোবারক ধরতেন এবং দাড়িকে মুঠো করে ধরতেন। আর তৃতীয় হাদীস থেকে জানা গেল, তাঁর দাড়ি মোবারক অন্যরা ধরেছিলেন। কাজেই এ কথা প্রমাণ হল যে, রাসূল ﷺ এর দাড়ি মোবারক এই পরিমাণ লম্বা ছিল, স্বয়ং নিজে দাড়িকে মুঠো করে ধরতে পারতেন এবং অন্যরাও ধরতে পারত।

৪.

عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ وَصَفَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ... كَانَ عَظِيمَ اللِّحْيَةِ.

(مسند أحمد الرقم ٩٩٤، قال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح (المسند للإمام أحمد بتحقيق أحمد شاكر ١٣/٢) دلائل النبوة للبيهقي الرقم ١٤٣، قال الألباني: سنده حسن (صحيح وضعيف الجامع الصغير ١/٤٤٠) صحيح ابن حبان الرقم ٢١٧، وقال شعيب الأرناؤط : هذا حديث صحيح. (ابن حبان بأحكام الأرناؤط ١٤/٨٠).

---

[১২১] বুখারী, ১/৩৭৮ হাদীস নং ২৫২৯, আবু দাউদ ২৩৮৪

অর্থ: হযরত আলী (রা.) রাসূল ﷺ এর দৈহিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন- তাঁর দাড়ি মোবরক লম্বা ও বড় ছিল ।[১২২]

৫.

عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلْنَا خَبَّابًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ نَعَمْ ، قُلْنَا بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ؟ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِه. (البخاري الرقم ٧١٨ ، أبو داؤد ٦٧٨ ، الطحاوي الرقم ١١٤٢)

অর্থ: আবু মা'মার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমরা খাব্বাব (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম- রাসূলুল্লাহ ﷺ কি জোহর ও আছরের নামাজে কেরাত পড়তেন? তিনি বললেন- হ্যাঁ। আমি বললাম- আপনি কীভাবে বুঝতেন? তিনি বললেন- রাসূল ﷺ-এর দাড়ি মোবারক নড়া-চড়া ও দোলার দ্বারা ।[১২৩]

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দাড়ি মোবারক যথেষ্ট লম্বা ছিল । কেননা এক তো দাড়ি নড়া-চড়া করা, দ্বিতীয়ত নামাজের মধ্যে পিছন থেকে তা দৃষ্টিগোচর হওয়া দাড়ি যথেষ্ট লম্বা হওয়া ছাড়া অনেকটা অসম্ভব ।

৬.

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ.

(الترمذي الرقم ٢٩، الدارمي ١/١٤٤). قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح وأيضا قال في "العلل الكبير" (١/١١٤): قال محمد بن إسماعيل يعني البخاري : أصح شئ عندي في التخليل حديث عثمان، وهو حديث حسن. (نصب الراية ١/٤٩) وقال الحاكم في "المستدرك" (١/١٤٩): صحيح الإسناد. قال النووي: صحيح رواه الترمذي. (المجموع ١/٣٧٤).

* عَنْ أَنَسٍ يَعْنِي ابْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَقَالَ هٰكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ. (أبو داؤد الرقم ١٣٢، قال النووي : إسناده حسن، أو صحيح والله أعلم. (المجموع ١/٣٧٦) قال الألباني : صحيح. (إرواء الغليل ١/١٣٠).

---

[১২২] ইমাম বায়হাকীকৃত দালায়িলুন নুবুওয়াহ হাদীস নং ১৪৩, মুসনাদে আহমদ হাদীস নং ৯৯৪, সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস ২১৭ ও ইবনে আবী শায়বাহ ৬/৩৬৮, শাইখ আলবানী ও শুয়াইব আরনাউত হাদীসটি গ্রহণযোগ্য বলেছেন ।

[১২৩] বুখারী ৭১৮, আবু দাউদ ৬৭৮ ও তাহাবী ১১৪২

* وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم تَوَضَّأَ فَأَدْخَلَ أَصَابِعَهُ تَحْتَ لِحْيَته ، وَخَلَّلَ بِأَصَابِعه ، وَقَالَ : هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي.

(قال ابن القيم الجوزية: رواه الذهلي في كتاب "علل حديث الزهري" وقال: وهذا إسناد صحيح. (تهذيب سنن أبي داؤد ٧٦/١) وقال الحافظ: وصححه ابن القطان .. ورجاله ثقات إلا أنه معلول.. وصححه الحاكم قبل ابن القطان أيضا ولم تقدح هذه العلة عندهما فيه. (التلخيص الحبير ١٥٤/١)

* وَعَنْهُ أَيْضًا فَأَدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَ حَنَكه فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ.

(قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله وثقوا. (مجمع الزوائد ٥٤٠/١).

সারাংশ: রাসূলুল্লাহ ﷺ ওজুর সময় দাড়ি মোবারক এই নিয়মে খিলাল করতেন যে, এক অঞ্জলি পানি নিয়ে থুতনির নিচের দিকে নিক্ষেপ করতেন। অতঃপর দাড়ি ও থুতনির নিচের দিক থেকে হাতের আঙ্গুলসমূহ দাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর করাতেন।[১২৪]

এখান থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল ﷺ এর দাড়ি মোবারক অনেক লম্বা ছিল। আর তাই ওজুর সময় তিনি দাড়ি ও থুতনির নিচের দিক হতে খিলাল করতেন। নচেৎ দাড়ি ছোট হলে, নিচের দিক হতে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে খিলাল করা চিন্তারই বাইরে।

৭.

عَنْ يَزِيدَ الْفَارِسِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ زَمَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَكَانَ يَزِيدُ يَكْتُبُ الْمَصَاحِفَ قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّه كَانَ يَقُولُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِي فَمَنْ رَآنِي فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِي فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْعَتَ لَنَا هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي رَأَيْتَ؟ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ رَأَيْتُ رَجُلًا بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ جِسْمُهُ وَلَحْمُهُ أَسْمَرُ إِلَى الْبَيَاضِ حَسَنُ الْمَضْحَك أَكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ جَمِيلُ دَوَائِرِ الْوَجْه قَدْ مَلَأَتْ لِحْيَتُهُ مِنْ هَذه إِلَى هَذه حَتَّى كَادَتْ تَمْلَأُ نَحْرَهُ ، قَالَ عَوْفٌ لَا أَدْرِي مَا كَانَ مَعَ هَذَا مِنْ النَّعْت قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَوْ رَأَيْتَهُ فِي الْيَقَظَة مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَنْعَتَهُ فَوْقَ هَذَا.

(مسند أحمد الرقم ٣٤١٠، قال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله ثقات. (مجمع الزوائد ٤٨٥/٨)

وقال ابن حجر : أخرجه أحمد وسنده حسن (فتح الباري ٥٦٩/٦ باب صفة النبي ﷺ.)

---

[১২৪] তিরমিযী, আবু দাউদ প্রভৃতি, উল্লিখিত হাদীসসমূহ সহীহ ও গ্রহণযোগ্য।

অর্থ: ইয়াযীদ ফারেসী (রহ.) বলেন- আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর যামানায় স্বপ্নযোগে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ এর যিয়ারতে ধন্য হলাম এবং ইবনে আব্বাস (রা.) এর নিকট তা প্রকাশ করলাম। তখন ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন- রাসূলুল্লাহ ﷺ একথা বলতেন যে, শয়তান আমার ছুরত ধরতে পারে না। কাজেই স্বপ্নযোগে যে আমাকে দেখল, সে অবশ্যই আমাকে দেখল। অতঃপর ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন- স্বপ্নে তুমি যে জাতে মোবারকের যিয়ারত লাভ করেছ, তাঁর কিছু দৈহিক বৈশিষ্ট্য কি আমাকে শুনাতে পার? আমি বললাম, জি হ্যাঁ। আমি স্বপ্নে দেখলাম দু'ব্যক্তির মাঝে এক ব্যক্তিকে, যাঁর শরীরের রং অত্যন্ত সুন্দর। হাসি তাঁর বেশ চমৎকার। দু'চোখে সুরমা লাগানো। সুন্দর গোলগাল মুখাবয়বের অধিকারী তিনি। তাঁর দাড়ি এক পাশ হতে আরেক পাশ পর্যন্ত এই পরিমাণ লম্বা ও ভরপুর ছিল যে, তাঁর সীনা (বক্ষ) ঢেকে ফেলার নিকটবর্তী হয়েছিল। এতদশ্রবণে ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন- যদি তুমি রাসূল ﷺ কে বিনিদ্র অবস্থায় দেখতে, তাহলে এর চেয়ে বেশী কিছু বয়ান করতে পারতে না।[১২৫]

প্রিয় পাঠক! আপনিই বলুন, দাড়ি কী পরিমাণ লম্বা হলে বক্ষ মোবারক ঢেকে ফেলার উপক্রম হতে পারে?

৮.

قَالَ الترمذي : حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا (ترمذي ٢٦٨٦)

অর্থ: নবী কারীম ﷺ স্বীয় দাড়ি মোবারকের লম্বালম্বি ও আড়াআড়ি থেকে কিছু কিছু কাটতেন।[১২৬]

প্রশ্ন : উল্লিখিত হাদীস থেকে বুঝা যায়, তিনি দাড়ি লম্বা করতেন না বরং কাটতেন। অথচ ইতোপূর্বে বুখারী-মুসলিমের সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে দাড়ি লম্বা করো, আর (দাড়ি লম্বা করে) বিধর্মীদের খিলাফ করো। কাজেই হাদীসদ্বয়ে তা'আরুজ বা বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হলো।

উত্তর : এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ বৈধ নয়। কেননা-

এই হাদীস সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন-

---

[১২৫] মুসনাদে আহমদ হাদীস নং ৩৪১০, আল্লামা হাইছামী ও ইবনে হাজার বলেছেন- হাদীসটি গ্রহণযোগ্য। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ ৮/৪৮৫, ফাতহুল বারী ৬/৫৬৯)

[১২৬] তিরমিযী হাদীস নং-২৬৮৬

ونقل عن البخاري أنه قال في رواية عمر بن هارون: لا أعلم له حديثا منكرا إلا هذا اهـ.

অর্থাৎ তাঁর ভাষ্যমতে এই হাদীস মুনকার।[১২৭]

* ইমাম যাহাবী (রহ.) "মীযানুল ই'তিদাল" গ্রন্থে উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী ওমর বিন হারুন সম্পর্কে বলেন- ইয়াহয়া ইবনে মাঈন তাকে মিথ্যাবাদী ও খবীছ বলেছেন। আর ইবনে মাহদী, ইমাম আহমদ ও নাসায়ী (রহ.) তাকে মাতরুকুল হাদীস তথা তার হাদীস পরিত্যাজ্য বলেছেন। অতপর ইমাম যাহাবী তার থেকে বর্ণিত এ হাদীসটি উল্লেখ করেন।[১২৮]

* এভাবে আরব বিশ্বের নন্দিত মুহাক্কিক ও হানাফী মুহাদ্দিস শাইখ আওয়ামা (দা. বা.) ইমাম যাহাবীর "আল-কাশেফ" এর টীকায় লিখেন-

قال الذهبي ف "الكاشف" : واهٍ اتهمه بعضهم. قال الشيخ عوامة حفظه الله تعالي في حاشيته بعد التحقيق والتفتيش : والذي ينبغي أن يقال في حق الرجل يعني عمر بن هارون : إنه كان صاحب عقيدة سنية ، شديداً علي المرجئة ف بلده ، فمدحه من مدحه من أجل هذا ، أما من حيث الرواية والصدق فمتهم ، وقول الحاكم عنه (أصل في السنة) يريد : سنية العقيدة ، لا السنة بمعنى الحديث الشريف وروايته.

অর্থাৎ ওমর বিন হারুন সম্পর্কে তিনি অনেক বিচার-বিশ্লেষণের পর বলেন- সে আকীদার দিক থেকে সঠিক থাকলেও হাদীস বর্ণনা ও সততার ক্ষেত্রে একজন মুত্তাহাম রাবী বা অভিযুক্ত বর্ণনাকারী।[১২৯]

* হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) ওমর বিন হারুনকে মাতরুক ও হাফেজুল হাদীস উভয়টা বলেছেন। [১৩০] متروك (في العدالة) وكان حافظاً (في الضبط)

* কাজী শওকানী "নায়লুল আওতার" গ্রন্থে ইবনে হাজারের উক্ত মন্তব্য নকল করার পর লিখেন- فَعَلَى هَذَا أَنَّهَا لَا تَقُومُ بِالْحَدِيث حُجَّةٌ .

সুতরাং এ হাদীস দলীলের উপযুক্ত নয়।[১৩১]

* ইমাম নববী (রহ.) বলেন-

وأما الحديث عمرو بن شعيب عن الخ فرواه الترمذي باسناد ضعيف لا يحتج به.

---

[১২৭] ফাতহুল বারী ১০/৩৯৫

[১২৮] মীযানুল ই'তিদাল ২/১৫৮

[১২৯] الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة بتحقيق عوامة : ٢/٧٠ الرقم ٤١١٨

[১৩০] তাকরীবুত তাহযীব ১/৭২৭

[১৩১] নায়লুল আওতার ৫/২৫৭

অর্থাৎ এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রহ.) এতই দুর্বল সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যা দলীল হওয়ার উপযুক্ততা রাখে না।[১৩২]

* "তুহফাতুল আহওয়াযী" শরহে তিরমিযী গ্রন্থে (৭/১৮৮, ১৯০) উক্ত হাদীস সম্পর্কে ضعيف جداً، وفي موضع: ضعيف لا يصلح للاحتجاج به. তথা "অত্যন্ত দুর্বল সূত্রে প্রমাণিত ও দলীলের অনুপুযুক্ত" বলা হয়েছে।

সুতরাং পরিষ্কার হয়ে গেল, এ হাদীস থেকে প্রমাণ গ্রহণ বৈধ নয়।

উল্লেখ্য, এ হাদীস অগ্রহণযোগ্য প্রমাণিত হলেও যেহেতু কেউ কেউ এ হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তাই তাদের মতামত জানানোর জন্য এ হাদীস থেকে কী প্রতিভাত হয়, সামনে তা তুলে ধরা হবে।

প্রসঙ্গক্রমে বলছি, এই ফে'লী হাদীস যেভাবে গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনিভাবে দাড়ি কর্তনের হুকুম সম্পর্কে নিম্নোক্ত কওলী হাদীসও প্রমাণযোগ্য নয়।

أخرج البيهقي في "الشعب" (٦٠٢٠) من طريق أبي مالك النخعي، عن محمد بن المنكدر، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ، قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مُجَفَّلَ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ فَقَالَ: " عَلَى مَا شَوَّهَ أَحَدُكُمْ أَمْسِ؟ " قَالَ: وَأَشَارَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى لِحْيَتِهِ وَرَأْسِهِ يَقُولُ: " خُذْ مِنْ لِحْيَتِكَ وَرَأْسِكَ ". قَالَ الشَّيْخُ: أَبُو مَالِكٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحُسَيْنِ النَّخَعِيُّ غَيْرُ قَوِيٍّ.

অর্থ: হযরত জাবের (রা.) বলেন- রাসূল ﷺ এমন এক ব্যক্তিকে দেখলেন যার দাড়ি ও চুল অধিক ও বিক্ষিপ্ত ছিল। আর তাই ইরশাদ করলেন- গতকাল তোমাদের মধ্যে একজন স্বীয় চেহারাকে বিকৃতি করেছিল কেন? জাবের (রা.) বললেন- নবী করীম ﷺ ঐ ব্যক্তির দাড়ি ও চুলের দিকে ইশারা করে বলেছেন- তুমি স্বীয় দাড়ি ও চুল থেকে কিছু কর্তন করো।

* ইমাম বায়হাকী (রহ.) উক্ত হাদীস বর্ণনা করার পর বলেন- এ হাদীসের বর্ণনাকারী আবু মালিক নাখয়ী শক্তিশালী (قوي) নয়।[১৩৩]

* উক্ত বর্ণনাকারী সম্পর্কে ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন- মাতরূক তথা প্রত্যাখ্যাত।[১৩৪]

---

[১৩২] আল-মাজমু' শরহুল মুহায্যাব ১/২৯০, উল্লেখ্য, ইবনুল জাওযী হাদীসটিকে هذا حديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتهم به عمر بن هارون البلخي বলেছেন এবং শাইখ আলবানী বলেছেন- موضوع (العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزي ١٩٧/٢، ضعيف الترمذي للألباني ٢٦٢/٦) এ বইয়ের ২১৩- ২১৫ পৃষ্ঠায় হাদীসটি সম্পর্কে আরো কিছু তাহকীক রয়েছে।

[১৩৩] শু'আবুল ঈমান হাদীস নং ৬৪৪০

[১৩৪] তাকরীবুত তাহযীব ২/৪৬২

* শাইখ আলবানী (রহ.) "সিলসিলায়ে যয়ীফা" গ্রন্থে উক্ত হাদীসকে ضعيف جدا তথা অত্যন্ত দুর্বল বলেছেন।[১৩৫]

সাহাবায়ে কেরামের দাড়ির বর্ণনা

* হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) "আল-ইছাবাহ" গ্রন্থে বলেন-

كَانَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ....... عَظِيمَ اللِّحْيَةِ

অর্থ: হযরত ওছমান (রা.) বড় দাড়ি বিশিষ্ট ছিলেন। [১৩৬]

* عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بن شَدَّادِ بن الْهَادِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُثْمَانَ بن عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ.......طَوِيلِ اللِّحْيَةِ ، حَسَنِ الْوَجْهِ.

(المعجم الكبير للطبراني ১/১৭৫. قال الهيثمي : رواه الطبراني وإسناده حسن (مجمع الزوائد 108/8) شعب الإيمان للبيهقي ৫/১৫৯، وقال الألباني : رواه الطبراني بإسناد حسن والبيهقي (صحيح الترغيب والترهيب ২/২৩১) الإستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ১/৩২৩).

আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ বলেন- আমি হযরত ওছমান বিন আফ্ফান (রা.)-কে জুমার দিন মিম্বরের উপর দেখলাম, তাঁর দাড়ি ছিল লম্বা, চেহারা ছিল অত্যন্ত সুন্দর।[১৩৭]

* হাফেজ জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) "তারীখুল খুলাফা" গ্রন্থে লিখেন-

كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَظِيْمَ اللِّحْيَةِ جِدًّا.

হযরত আলী (রা.) অনেক বড় দাড়ি বিশিষ্ট ছিলেন।[১৩৮]

* عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ أَبْيَضَ اللِّحْيَةِ قَدْ مَلأَتْ مَا بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ. (المعجم الكبير للطبراني ১/৪৯، قال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 8/১১৭، المصنف لابن أبي شيبة ৮/২৫৬).

শা'বী বলেন- আমি হযরত আলী (রা.) কে মিম্বারের উপর সাদা দাড়িবিশিষ্ট দেখেছি, যা তাঁর উভয় কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান ঢেকে রেখেছিল।[১৩৯]

---

[১৩৫] سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ৫/৩৭৫

[১৩৬] الإصابة في تمييز الصحابة ২/৪৫৫

[১৩৭] (তাবারানী ১/১৭৫, শু'আবুল ঈমান ৫/১৫৯) আল্লামা হাইছামী ও শাইখ আলবানী উক্ত বর্ণনাকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন। (মাজমাউয যাওয়াইদ 8/১০৪, আত তারগীব ওয়াত তারহীব ২/২৩১)

[১৩৮] তারীখুল খুলাফা ১৯৮

[১৩৯] তাবারানী ১/৪৯, ইবনে আবী শায়বাহ ৮/২৫৬, হাইছামী (রহ.) বলেন- আছরটি সহীহ। (8/১১৭)

* عَنِ الْوَاقِدِيِّ ، قَالَ : يُقَالُ : كَانَ عَلِيُّ بن أَبِي طَالِبٍ آدَمَ رَبْعَةً مُسْمِنًا ، ضَخْمَ الْمَنْكِبَيْنِ ، طَوِيلَ اللِّحْيَةِ ، (قال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله إلي الواقدي ثقات مجمع الزوائد 8/١١٩، الطبقات الكبري لابن سعد ٣/١٩، تاريخ دمشق ١/٣٩).

অর্থ: হযরত আলী (রা.) মোটা ও লম্বা দাড়ি বিশিষ্ট ছিলেন।[১৪০]

* عُثْمَانُ بن عُبَيْدِ اللَّهِ بن رَافِعٍ ، أَنَّهُ رَأَى أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ ، وَجَابِرَ بن عَبْدِ اللَّهِ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بن عُمَرَ ، وَسَلَمَةَ بن الأَكْوَعِ ، وَأَبَا أُسَيْدٍ الْبَدْرِيَّ ، وَرَافِعَ بن خَدِيجٍ ، وَأَنَسَ بن مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَأْخُذُونَ مِنَ الشَّوَارِبِ كَأَخْذِ الْحَلْقِ ، وَيُعْفُونَ اللِّحَى ، وَيَنْتِفُونَ الآبَاطَ.

(المعجم الكبير للطبراني الرقم ٧٦٨، قال الهيثمي : رواه الطبراني وعثمان هذا لم أعرفه وبقية أحد الاسنادين رجاله رجال الصحيح (المجمع : ٥/٣٠٠) قلت : عثمان هو ابن عبيد الله بن رافع وقد ذكره ابن حبان في الثقات. (الثقات لابن حبان ٩/١٩٠).

অর্থ: ওছমান বিন ওবাইদুল্লাহ বলেন- আমি আবু সাঈদ খুদরী, জাবের বিন আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ বিন ওমর, সালামাহ ইবনুল আকওয়া, আবু উসাইদ বদরী, রাফে' বিন খদীজ ও আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-কে দেখেছি, তারা মোচকে মুণ্ডনের মত করে কাটতেন এবং দাড়িকে লম্বা করতেন।[১৪১]

* عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا نُعْفِي السِّبَالَ إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ.

(أبو داؤد ٢/٥٧٧، قال العسقلاني : أخرجه أبو داؤد بسند حسن. (فتح الباري ١٠/٣٩٥)

অর্থ: হযরত জাবের (রা.) বলেন- আমরা (সাহাবায়ে কেরাম) হজ-ওমরা ব্যতীত অন্য সময় দাড়ি লম্বা করতাম।[১৪২]

* عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، قَالَ : كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يُعْفُوا اللِّحْيَةَ إِلاَّ فِي حَجٍّ ، أَوْ عُمْرَةٍ ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَأْخُذُ مِنْ عَارِضِ لِحْيَته.

(المصنف لابن أبي شيبة ٨/٣٧٤ ، قال الألباني : إسناده صحيح (سلسلة الضعيفة ١٣/٤٤٢)

---

[১৪০] মাজমাউয যাওয়াইদ ৪/১১৭, তবাকাতে ইবনে সা'দ ৩/১৭, তারীখে দামেশ্‌ক ১/৩৯, হাদীসটি প্রমাণযোগ্য

[১৪১] তাবারানী ১/৪৪১, হাইছামী বলেন- হাদীসটি প্রমাণযোগ্য। (মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/৩০০)

[১৪২] আবু দাউদ ২/৫৭৭, ইবনে হাজার (রহ.) এর সনদ হাসান বলেছেন। (ফাতহুল বারী ১০/৩৯৫)

অর্থ: জলীলুল কদর তাবিঈ হযরত আতা বিন আবী রাবাহ (রহ.) বলেন- সাহাবায়ে কেরাম হজ-ওমরা ব্যতীত অন্য সময়ে দাড়ি লম্বা করাকে পছন্দ করতেন।[১৪৩]

* كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِه فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ. (بخاري২/৮৭৫)

অর্থ: বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) যখন হজ বা ওমরাহ করতেন, তখন স্বীয় দাড়ি মুঠোর মধ্যে নিয়ে মুঠোর অতিরিক্ত অংশ কেটে ফেলতেন।

* قَالَ الزيلعي فِي" نصب الراية " روى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي " كِتَابِ الْآثَارِ " أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ ، ثُمَّ يَقُصُّ مَا تَحْتَ الْقَبْضَةِ ، و قَالَ : طَرِيقٌ آخَرُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ فِي " كِتَابِ الصَّوْمِ " وطَرِيقٌ آخَرُ : رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي " مُصَنَّفِه " و ابْنُ سَعْدٍ فِي " الطَّبَقَاتِ " فِي تَرْجَمَةِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما.

(نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي ২/৪৫৮، قال خالد العواد: صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات.كتاب الآثار بتحقيق العواد ২\৭৬৭ الرقم ৮৬৭)

অর্থ: হাইছম বলেন- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) দাড়ি মুঠোর মধ্যে নিতেন। অতঃপর মুঠোর অতিরিক্ত অংশ কেটে ফেলতেন।[১৪৪]

* عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، قَالَ : كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا فَضَلَ عَنِ الْقُبْضَةِ. (المصنف لابن أبي شيبة ৮/৩৭৪ الرقم ২৫৯৯২' الوقوف والترجل للإمام الخلال (১৩০) قال الشيخ الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم (سلسلة الضعيفة ১৩/৪৪০) وذكره ابن حبان في "الثقات" متابعة لعمرو بن أيوب (الثقات لابن حبان ৯/২২৮)

অর্থ: আবু যুরআহ (রহ.) বলেন- হযরত আবু হুরায়রা (রা.) স্বীয় দাড়ি মুঠোর মধ্যে নিতেন। পরে মুঠোর বাহিরের অংশ কাটতেন।[১৪৫]

* روي عن عمر رضي الله عنه أنه رَأى رَجُلاً قَدْ تَرَكَ لِحْيَتَهُ حَتى كَبُرَتْ فَأخَذَ يَجُذُّ

---

[১৪৩] ইবনে আবী শায়বাহ ৮/৩৭৫, শাইখ আলবানী (রহ.) এর সনদ সহীহ বলেছেন। (সিলসিলায়ে যয়ীফা ১৩/৪৪২)

[১৪৪] ইমাম মুহাম্মদকৃত কিতাবুল আসার, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে আবী শায়বাহ ও তবাকাতে ইবনে সা'দ (নাছবুর রায়াহ ২/৪৫৮), হাদীসটি প্রমাণযোগ্য।

[১৪৫] মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ ৮/৩৭৪, শাইখ আলবানী (রহ.) বলেন- সনদটি মুসলিমের শর্তে সহীহ। (সিলসিলায়ে যয়ীফা ১৩/৪৪০)

بِهَا ثُمَّ قَالَ ائتوني بجلمتين ثم أمر رجلا فجز ما تحت يده.

(رواه الطبري في " تهذيب الآثار" وقد ذكره الحافظ ابن حجر في " الفتح " (১০/৩৯৫) — حيث قال ساق بسنده إلى عمر رضــ أنه فعل ذلك برجل — ولم يتكلم عليه فالأثر صحيح أو حسن كما حققه في مقدمته "هدي السارى" وقد ذكره أيضا العينى فى "العمدة" (১৫/৯১) والمباركفوري في "تحفة الأحوذي" (৯/১৯০)

অর্থ: বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রা.) জনৈক ব্যক্তিকে দেখলেন, যিনি নিজ দাড়িকে অনেক লম্বা করে রেখেছেন। অতঃপর হযরত ওমর (রা.)-এর নির্দেশে এক ব্যক্তি তার একমুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কেটে দিলো।[১৮৬]

* أخرج ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانُوا يُرَخِّصُونَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْقُبْضَةِ مِنَ اللِّحْيَةِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهَا.

(المصنف لإبن أبي شيبة ৮/৩৯৫، الرقم ২৫৯৯৫ وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ أشعث ، لكنه أثر حسن لما تقدم له من شواهد تقويه)[১৮৭]

---

[১৮৬] ফাতহুল বারী ১০/৩৯৫, ওমদাতুল কারী ১৫/৯১, ইবনে হাজার (রহ.) উক্ত আছরটি উল্লেখ করার পর যেহেতু কোন কালাম করেননি, তাই এটি প্রমাণযোগ্য। যেমনটি তিনি "হাদয়ুস সারী" ১/১২ গ্রন্থে বলেছেন। বিস্তারিত জানতে দেখুন- "কাওয়াইদ ফী উলূমিল হাদীস" ১/৮৯

[১৮৭] اعلم : أن راويا ضعيفا في هذا الأثر وهو أشعث بن سوار، ولكنه يصلح للإعتبار كما حكاه البرقاني عن الدار قطني، قال فيه : إبن سوّار يعتبر به اه، قال ابن الصلاح في "مقدمته" : وليس كل ضعيف يصلح للاعتبار ولهذا يقول الدار قطني وغيره في الضعفاء : فلان يعتبربه وفلان لا يعتبربه اه، قال ابن التركماني في "الجوهر النقي": وروي له مسلم في المتابعات وأخرج له ابن خزيمة في"صحيحه" والحاكم في "مستدركه" اه، قال الألباني في" الصحيحة": ففيه يعني ابن سوار ضعف، ولكن لا بأس به في المتابعات اه، قال ابن عدي في "الكامل" : وبالجملة يكتب حديثه اه، وفي"الجوهر النقي" : وأشعث وإن تكلموا فيه فقد وثقه العجلي ووثقه ابن معين في رواية اه، وقال الشيخ عوامة حفظه الله في "حاشية الكاشف " : فيكون ابن معين وثقه في روايتين عنه اه، وقال الألباني : أشعث بن سوار مختلف فيه ، وقد أخرج له مسلم متابعة ، ولا شك في صدقه وسوء حفظه، وبهذا نجمع بين قول الذهبي فيه في"الكاشف" : صدوق. وقول الحافظ في "التقريب" : ضعيف. لكن لعله يتقوي برواية شريك عن عمرو بن دينار عن عكرمة أخرجه ابن جرير في تفسيره الخ، قال الحافظ ابن حجر في "شرح النخبة" : ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر صار حديثه حسنا لا لذاته بل بالمجموع اه، قلت : فهذا الأثر حسن لشواهده المتقدمة الصحيحة. نظيره : أخرج الإمام الترمذي من طريق أشعث (بن سوار)، عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضــ قال: قَدِمَ عَلَيْنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا الخ. قال : وفي الباب عن ابن عباس رضــ قال أبو عيسي : حديث أبي جحيفة حديث حسن اه، قال الألباني في"تمام المنة" بعد ذكر هذا الحديث : في إسناده عند الترمذي (৬৫২) أشعث عن عون بن أبي جحيفة، وأشعث هذا هو ابن سوار الكوفي، قال الحافظ في "التقريب" : =

অর্থ: জলীলুল কদর তাবিঈ হযরত হাসান বছরী (রহ. মৃত্যু ১১০ হি.) বলেন- সাহাবায়ে কেরাম (রা.) একমুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কর্তনের অনুমতি দিতেন।[১৪৮]

উল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে চারটি বিষয় প্রতিভাত হয়

(ক) দাড়ি সম্পর্কে কওলী (মৌখিক) হাদীস থেকে বুঝা যায়, দাড়ি লম্বা রাখতে হবে, ধরা যাবে না, আপন অবস্থায় ছেড়ে দিতে হবে ইত্যাদি।

(খ) নবীজী ﷺ এর দাড়ি মোবারক যথেষ্ট পরিমাণ লম্বা ছিলো এবং আপন দাড়ি মোবারক থেকে কিছু কিছু কাটতেন।

(গ) সাহাবায়ে কেরাম (রা.) হজ-ওমরার সময় দাড়ি থেকে কাটতেন।

(ঘ) কোন সময়ের সাথে নির্দিষ্ট করা ব্যতীত উল্লেখ হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কেউ কেউ মুঠোর অতিরিক্ত দাড়ি কাটতেন ও অন্যকে কেটে দেওয়ার হুকুম দিয়েছেন এবং একমুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কর্তনের অনুমতি প্রদান করতেন।

বলাবাহুল্য, রাসূল ﷺ তাঁর বাণীতে দাড়ির কোন পরিমাণ নির্ধারণ করেননি এবং তাঁর আমল থেকেও নির্দিষ্টভাবে কোন পরিমাণ বুঝা যায় না। তাই উক্ত হাদীসসমূহ থেকে যে চারটি বিষয় প্রতিভাত হয়, তার ভিত্তিতে মুহাদ্দিস ও ফুকাহায়ে কেরাম চার ধরনের অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

দাড়ির পরিমাণ নির্ধারণে মুহাদ্দিস ও ফুকাহায়ে কেরামের মতামত

প্রথম অভিমত

উক্ত হাদীসসমূহ থেকে প্রথম যে বিষয়টি প্রতিভাত হয়, তার ভিত্তিতে মুহাদ্দিস ও ফুকাহায়ে কেরামের এক জামা'আতের সিদ্ধান্ত হলো- দাড়ির হুকুমকে তার স্বঅবস্থায় ও সাধারণভাবে ছেড়ে দিতে হবে। তার মধ্যে কোন ধরনের বিশেষত্ব সৃষ্টি করা যাবে না। অর্থাৎ দাড়ি যতই লম্বা হোক না কেন

= ضعيف ، ولعل تحسين الترمذي إياه إنما هو لشواهده كحديث معاذ الذي ذكره المؤلف قبله، وحديث عمران الذي بعده اه، قلت : فلا شك أن هذا الأثر حسن صالح للاحتجاج به (سلسلة الصحيحة ১/২৫০، ৯/২১، مقدمة ابن الصلاح ৬৬، الجوهر النقي لابن التركماني ৯/৯، ৯/৪৯৬، الكامل في ضعفاء الرجال ১/৩৭১، حاشية الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للشيخ عوامة ১/২৫৩ الرقم ৪৪০، تحقيق الرغبة في توضيح النخبة ১/১২৬، الجامع للترمذي الرقم ৬৪৯/৬৫২، تمام المنة في التعليق علي فقه السنة ১/৩৮৪).

[১৪৮] মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ ৮/৩৭৫, এ আছরটি কিছুটা দুর্বল সূত্রে প্রমাণিত হলেও যেহেতু সহীহ সূত্রে প্রমাণিত তার শাওয়াহেদ (অর্থগত সমর্থন) রয়েছে, কাজেই এটি হাসান, যা প্রমাণযোগ্য হাদীসের-ই একটি প্রকার।

কোনক্রমেই তা কর্তন করা যাবে না। তাদের দলীল হচ্ছে হাদীসের বাহ্যিক দিক, অর্থাৎ উক্ত কওলী হাদীসসমূহে নির্দেশ সূচক শব্দ দ্বারা দাড়ি লম্বা ও ছেড়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, কাটার কথা তো নেই। আর হাদীসের ব্যাপকতা রহিত করে, বিশেষত্ব করার জন্য কোন দলীল রাসূল ﷺ এর কওলী হাদীস থেকেও প্রমাণিত নয়, এবং নয় আমলী হাদীস থেকেও। কওলী ও আমলী হাদীস যা পাওয়া যায়, তা দলীলের উপযুক্ত নয় এবং সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর আমল দ্বারাও হাদীসকে বিশেষায়িত করার পক্ষে নন। কাজেই তাদের নিকট দাড়ি লম্বা ও পাশ থেকে সামান্যতম অংশ কাটাও মাকরুহ। যেমন- ইমাম তাবারী (রহ. মৃত্যু ৩১০ হিজরী মুতাবিক ৯২৩ ঈসায়ী) বলেছেন-

ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ فَكَرِهُوا تَنَاوُلَ شَيْءٍ مِنَ اللِّحْيَةِ مِنْ طُولِهَا وَمِنْ عَرْضِهَا

এক জামা'আত দাড়ির ব্যাপারে হাদীসের বাহ্যিক দিক গ্রহণ করেছেন এবং তাদের নিকট দাড়ির লম্বা ও পাশ থেকে কিছু অংশ কাটাও মাকরুহ।[১৪৯]

উক্ত জামা'আতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন, মুসলিম শরীফের অনন্য ব্যাখ্যাকার ইমাম নববী শাফিয়ী (রহ. মৃত্যু ৬৭৬ হি. মুতাবিক ১২৭৭ ঈ.)। তাই তিনি মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থে দু'স্থানে এ ব্যাপারে মত ব্যক্ত করেছেন। একস্থানে লিখেন- هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنَ الْحَدِيثِ الَّذِي تَقْتَضِيهِ أَلْفَاظُه ، وَهُوَ الَّذِي قَالَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ.

হাদীস থেকে বাহ্যিকভাবে এটাই (অর্থাৎ ছেড়ে দেওয়া ইত্যাদি) বুঝে আসে, এটাই তার শব্দসমূহের দাবি এবং এটাই আমাদের সাথী তথা শাফিয়ী মাযহাবের ও অন্যান্য ওলামার এক জামা'আতের মত।

কিছু দূর এগিয়ে বলেন-

وَالْمُخْتَارُ تَرْكُ اللِّحْيَةِ عَلَى حَالِهَا وَأَلَّا يَتَعَرَّضَ لَهَا بِتَقْصِيرِ شَيْءٍ أَصْلًا.

উত্তম হল দাড়িকে তার আপন হালতের উপর ছেড়ে দেওয়া এবং তাতে সামান্যও ছোট না করা।[১৫০]

এভাবে তিনি " আল-মাজমু' " গ্রন্থে লিখেন-

والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقا بل يتركها على حالها كيف كانت للحديث الصحيح وأعفوا اللحي.

---

[১৪৯] ফাতহুল বারী ১০/৩৯৫ উল্লেখ্য, এখানে মাকরুহ থেকে উদ্দেশ্য মাকরুহে তানযীহী।

[১৫০] শরহে মুসলিম ১/১২৯

অর্থ: সহীহ কথা হচ্ছে, দাড়ি থেকে যে কোনভাবেই কাটা মাকরুহ। বরং দাড়িকে তার স্বীয় হালতের উপর ছেড়ে দেবে।[১৫১]

* আল্লামা আব্দুর রহিম যাইনুদ্দীন, প্রকাশ হাফেজ ইরাকী (রহ. মৃত্যু ৮০৬ হি.) "তরহুত তাছরীব" এ লিখেন-

وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْجُمْهُورُ عَلى أَنَّ الْأَوْلَى تَرْكُ اللِّحْيَةِ عَلَى حَالِهَا وَأَنْ لَا يُقْطَعَ مِنْهَا شَيْءٌ.

অর্থাৎ কওলী হাদীস থেকে প্রমাণ গ্রহণ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম বলেছেন, দাড়িকে স্বীয় হালতে ছেড়ে দেওয়া এবং তা থেকে না কাটাই উত্তম। [১৫২]

* মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহ. মৃত্যু ১৩৫৩ হি.) দাড়ি সম্পর্কে বিশেষত্বকারীদের খণ্ডন করতে গিয়ে "তুহফাতুল আহওয়াযীতে" লিখেন-

فَأَسْلَمُ الْأَقْوَالِ هُوَ قَوْلُ مَنْ قَالَ بِظَاهِرِ أَحَادِيثِ الْإِعْفَاءِ وَكَرِهَ أَنْ يُؤْخَذَ شَيْءٌ مِنْ طُولِ اللِّحْيَةِ وَعَرْضِهَا. وَاللّٰهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

অর্থ: সবচেয়ে নিরাপদ মত হল তাদের, যারা দাড়ি লম্বা করার ক্ষেত্রে হাদীসসমূহের বাহ্যিক দিক গ্রহণ করেছেন এবং দাড়ির লম্বা ও পাশ থেকে সামান্য অংশও কাটাকে মাকরুহ বলেছেন। [১৫৩]

* আল্লামা শওকানীর মাসলাকও (মত) তাই, যা ইমাম নববীর মত। তিনিও হাদীসকে আম্ (ব্যাপক) রাখার পক্ষে। তিনি হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর আমলকে মাখছূছ বা বিশিষ্ট হিসেবে মানেন না এবং ইবনে শোয়াইবের হাদীসকে (আমলী হাদীসকে) দলীলের উপযুক্ত মনে করেন না।[১৫৪]

উল্লেখ্য, ফকীহ ইবনে হাজার হায়তামী শাফিয়ী (রহ. মৃত্যু ৯৭৪ হি.) বলেন-

ظَاهِرُ كَلَامِ أَئِمَّتِنَا كَرَاهَةُ الْأَخْذِ مِنْهَا مُطْلَقًا.

আমাদের ইমামদের বাক্য থেকে এ কথাই প্রকাশ পায় যে, দাড়ি থেকে সামান্য কিছু কাটাও মাকরুহ।[১৫৫]

আর শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) বলেন- দাড়িকে আপন হালতে ছেড়ে দেওয়া ও বিলকুল না কাটা, শাফিয়ী মাযহাবের পছন্দনীয় মত এবং হাম্বলী মাযহাবের দুই মতের একটি।[১৫৬]

---

[১৫১] আল-মাজমু' শরহুল মুহায্যাব ১/২৯০

[১৫২] তরহুত তাছরীব ফী শরহিত তাকরীব ২/৪৯

[১৫৩] তুহফাতুল আহওয়াযী ৭/১৯০

[১৫৪] নায়লুল আওতার ১/১৪২, ইখতিলাফে উম্মত আওর ছিরাতে মুস্তাকীম থেকে সংগৃহীত

[১৫৫] তুহফাতুল মুহতাজ ফী শরহিল মিনহাজ ৪১/২০২

[১৫৬] আওজাযুল মাসালিক ইলা মুআত্তা মালিক ১৭/১০

মোটকথা: তাদের দলীল হচ্ছে হাদীসের বাহ্যিক অর্থ। ফলে তারা দাড়িতে কোনভাবেই হাত লাগানোর পক্ষে নন।

দ্বিতীয় অভিমত

উক্ত হাদীসসমূহের দ্বিতীয় বিষয় (রাসূল ﷺ এর দাড়ি মোবারক যথেষ্ট পরিমাণ লম্বা ছিলো এবং নবীজী ﷺ স্বীয় দাড়ি মোবারক থেকে কিছু কিছু কাটতেন) নিয়ে কয়েকজন বড় ব্যক্তি মত ব্যক্ত করেছেন। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, দাড়ি লম্বা ও পাশ থেকে কিছু কিছু কাটবে। তবে শর্ত হলো বেশি ছোট যেন না হয়। তাঁরা আরো বলেন- দাড়ি কাটার যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তা থেকে উদ্দেশ্য হলো ঐ পরিমাণ দাড়ি কাটা নিষেধ, যে পরিমাণ আজমীরা (বিধর্মীরা) কাটে এবং তাকে হালকা ও ছোট করে ফেলে।

এই জামা'আতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন, হযরত আতা (রহ. মৃত্যু ১১৪ হি. মুতাবিক ৭৩২ ঈ.)। যেমন- আল্লামা আইনী (রহ.) ইমাম তাবারীর (রহ.) বরাতে হযরত আতার দিকে উক্ত কথার সম্বন্ধ করেছেন। কেউ কেউ তার সাথে হযরত হাসান বছরী (রহ. মৃত্যু ১১০ হি. মুতাবিক ৭২৮ ঈ.)-কে যোগ করেছেন। যেমন- ইবনে হাজার (রহ.) "ফাতহুল বারী" গ্রন্থে উভয়ের দিকে নিসবত করে ইমাম তাবারীর বরাতে লিখেন-

وَعَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ : أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ طُولِهَا وَعَرْضِهَا مَا لَمْ يُفْحِشْ ، وَعَنْ عَطَاءٍ نَحْوُهُ، قَالَ وَحَمَلَ هَؤُلَاءِ النَّهْيَ عَلَى مَنْعِ مَا كَانَتْ الْأَعَاجِمُ تَفْعَلُهُ مِنْ قَصِّهَا وَتَخْفِيفِهَا

অর্থ : হাসান বছরী (রহ.) এর মতামত হলো দাড়ি লম্বা ও পাশ থেকে বেশি ছোট না হওয়া পর্যন্ত কাটতে পারবে এবং হযরত আতা (রহ.)ও এমন মত ব্যক্ত করেছেন। এরপর বলেন- তারা দাড়ি কাটার নিষেধাজ্ঞাকে আজমীদের মত কাটার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন।[১৫৭]

উল্লেখ্য যে, ইমাম তাবারী (রহ.)ও হযরত আতার মতকে গ্রহণ করেছেন। তাদের দলীল হলো দু'টি: (১) নকলী দলীল: যা নবীজী ﷺ এর আমলী হাদীস। কেননা উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে, আমর ইবনে শোয়াইব বলেন- নবী করীম ﷺ আপন দাড়ি মোবারকের লম্বা ও পাশ থেকে কিছু কিছু কাটতেন। (তিরমিযী)

(২) আকলী (মস্তিষ্কপ্রসূত) দলীল: তারা বলেন- যদি কোন ব্যক্তি আপন দাড়িকে বৃদ্ধি হওয়ার জন্য ছেড়ে দেয় এবং তাতে কোনভাবেই হাত না

---

[১৫৭] ফাতহুল বারী ১০/৩৯৫

লাগায়, তাহলে তার দাড়ির লম্বা ও চওড়া এত বেশি পরিমাণ হবে যে, তাকে নিয়ে লোকজন পরিহাস করবে। তাই স্বীয় দাড়ি থেকে কিছু কিছু কাটা আবশ্যক। যেমন- ইমাম তাবারী (রহ.) হযরত আতার মতকে গ্রহণ করে প্রথমে উক্ত আকলী দলীল বর্ণনা করেছেন। এরপর আমর ইবনে শোয়াইবের উক্ত হাদীস থেকে প্রমাণ গ্রহণ করেছেন।[১৫৮]

মূলকথা: তাদের দলীল হলো- নবীজীর আমলী হাদীস, এবং তার সাথে একটি যুক্তি যোগ করে বলেন- দাড়ি থেকে কিছু কিছু কাটবে। যাতে তাকে নিয়ে কেউ পরিহাস করতে না পারে।

উল্লেখ্য যে, এ মতের প্রায় কাছাকাছি অভিমত ব্যক্ত করেছেন ইমাম মালিক (রহ. মৃত্যু ১৮০ হি.)। কেননা ইমাম মালিক (রহ.) বলেছেন-

لَا بَأْسَ أَنْ يُؤْخَذَ مَا تَطَايَرَ مِنْ اللِّحْيَةِ وَشَذَّ ، فقِيلَ لِمَالِكٍ فَإِذَا طَالَتْ جِدًّا قَالَ : أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهَا وَتُقَصَّ.

যে সমস্ত দাড়ি লম্বা ও বিক্ষিপ্ত হয়ে অন্য দাড়ি থেকে পৃথক হয়ে যায়, তা কাটলে কোন অসুবিধা নেই। আর কারো দাড়ি যদি বেশি লম্বা হয়ে যায়, তাহলে কিছু দাড়ি কেটে ফেলা ভাল।

তাঁর উক্ত অভিমত ইমাম ইবনে আব্দুল বার মালিকী (রহ. মৃত্যু ৪৬৩ হি.) "আত-তামহীদ" কিতাবে ও কাজী বাজী মালিকী (রহ. মৃত্যু ৪৭৪ হি.) "আল মুনতাকা" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[১৫৯]

* ইমাম কুরতুবী মালিকী (রহ. মৃত্যু ৬৫৬ হি.) "আল-মুফহিম" এ লিখেন-

فأما أخذ ما تطاير منها وما يُشوّهُ ويدعو إلى الشهرة طولاً وعرضًا فحسنٌ عند مالك وغيره من السلف ، وكان ابن عمر يأخذ من طولها ما زاد على القبضة .

বিক্ষিপ্ত ও অন্য দাড়ি থেকে লম্বা দাড়ি, চেহারাকে বিকৃতি করে দেয় এমন দাড়ি কর্তন করা এবং এ পরিমাণ অধিক দাড়ি, যার দরুন শুহরত (প্রসিদ্ধি) সৃষ্টি হয়, তা কর্তন করা ইমাম মালিক প্রমুখের নিকট উত্তম।[১৬০]

---

[১৫৮] وَاخْتَارَ قَوْلَ عَطَاءٍ وَقَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَوْ تَرَكَ لِحْيَتَهُ لَا يَتَعَرَّضُ لَهَا حَتَّى أَفْحَشَ طُولُهَا وَعَرْضُهَا ، لَعَرَّضَ نَفْسَهُ لِمَنْ يَسْخَرُ بِهِ. وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ (فتح الباري ১০/৩৫০)

[১৫৯] التمهيد لما في الموطا من المعاني والأسانيد ২৪/১৪৬، المنتقى شرح الموطا ৭/২৬৬، السنة في الشعر.

[১৬০] المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ১/১৩৯

* কাজী ইয়ায মালিকী (রহ. মৃত্যু ৫৪৪ হি.) "ইকমালুল মুআল্লিম" এ লিখেন-

وَأَمَّا الْأَخْذ مِنْ طُولهَا وَعَرْضهَا فَحَسَن، وَتُكْرَه الشُّهْرَة فِي تَعْظِيمهَا كَمَا تُكْرَه فِي قَصّهَا وَجَزّهَا. قَالَ : وَقَدْ اخْتَلَفَ السَّلَف هَلْ لِذَلِكَ حَدّ؟ فَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُحَدِّد شَيْئًا فِي ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَتْرُكهَا لِحَدّ الشُّهْرَة وَيَأْخُذ مِنْهَا ، وَكَرِهَ مَالِك طُولهَا جِدًّا.

দাড়ি যদি বেশি বড় হয়ে যায়, তাহলে লম্বা ও পাশ থেকে কিছু কেটে ফেলা উচিত। বরং যেভাবে ছোট করা নিন্দনীয়, তেমনিভাবে দাড়ি বড় হওয়ার সাথে শুহরত লাভ করাও নিন্দনীয়।

এরপর তিনি বলেন- পূর্ববর্তীগণের এ ব্যাপারে ইখতিলাফ ছিল যে, দাড়ি লম্বা করার কোন সীমা-রেখা আছে কি না? তাদের মধ্যে একদল বলেন- দাড়ি লম্বা করার কোন সীমা-রেখা নেই। তবে এ পরিমাণ লম্বা করবে না, যদ্দারা শুহরত লাভ হয়। বরং এত পরিমাণ লম্বা না করে কিছু কিছু কাটবে। ইমাম মালিক (রহ.) দাড়ি অত্যন্ত লম্বা হওয়াকে মাকরূহ মনে করতেন।[১৬১]

বলাবাহুল্য, কাজী ইয়ায মালিকী (রহ.)-এর কথা থেকে বুঝা যায়, ইমাম মালিক ও ইমাম তাবারীর (রহ.) অভিমত প্রায় কাছাকাছি নয়, বরং এক ও অভিন্ন। কেননা ইমাম মালিক (রহ.)-এর ভাষ্য হচ্ছে, طولها جدا আর ইমাম তাবারীর (রহ.) হচ্ছে, أفحش طولها উভয়ের অর্থ হল- দাড়ি বেশি ও অত্যন্ত লম্বা হওয়া, যা ইমামদ্বয় (রহ.) পছন্দ করেন না। তাই এ ক্ষেত্রে কর্তন করা উত্তম মনে করেন। তবে কাছাকাছি হোক বা অভিন্ন হোক, উভয়ের দলীল কিন্তু এক নয়। কেননা ইমাম তাবারী প্রমুখগণের দলীল হিসেবে আমর বিন শুআইবের হাদীস (ফে'লী হাদীস) উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ইমাম মালিক (রহ.)-এর অভিমতের দলীল হিসেবে শুধু ইমাম ইবনে আব্দুল বার (রহ.) "আল-ইসতিয্কার" কিতাবে সাহাবী হযরত ইবনে ওমর (রা.) ও তাবিঈগণের দাড়ি কাটার আমলের সাথে উক্ত ফে'লী হাদীসকে উল্লেখ করলেও তারই স্বরচিত একই বিষয়ে আরেকটি কিতাব "আত-তামহীদ" গ্রন্থে তা উল্লেখ করেননি, বরং তাতে শুধু সাহাবী ও তাবিঈগণের আমলকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। এভাবে ইমাম কুরতুবীও ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতের দলীল হিসেবে হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর আমলকেই পেশ

---

[১৬১] إكمال المعلم بفوائد مسلم ২/৩৬

করেছেন, যা কিছু পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। আর কাজী বাজী মালিকী (রহ.) ইবনে ওমর (রা.) ও আবু হুরায়রা (রা.) উভয়ের একমুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কর্তনের আমলকেই উল্লেখ করেছেন।

ইমাম ইবনে আব্দুল বার মালিকী (রহ.) ইবনে ওমর (রা.)-এর আমলের ব্যাখ্যায় বলেন- وفيه أنه جائز أن يأخذ الرجل من لحيته وذلك — إن شاء الله كما قال مالك — يؤخذ ما تطاير منها وطال وقبح.

অর্থাৎ ইবনে ওমর (রা.)-এর দাড়ি কর্তনের আমল থেকে প্রতীয়মান হয়, পুরুষের জন্য দাড়ি থেকে কিছু কিছু কাটা জায়েয। আর তা হচ্ছে, চেহারাকে বদ ছুরত করে দেয় এমন অধিক লম্বা ও বিক্ষিপ্ত দাড়িকে কর্তন করা। যেমনটি ইমাম মালিক (রহ.) বলেছেন।[১৬২]

সম্ভবত ইমাম মালিক (রহ.) উক্ত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে তাঁর উল্লিখিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং ইমাম কুরতুবী ও কাজী বাজী (রহ.) তার দলীল হিসেবে ইবনে ওমর ও আবু হুরাইরা (রা.)-এর আমলকে পেশ করেছেন। والله أعلم

উল্লেখ্য, শাইখুল হাদীস যাকারিয়া (রহ.) ইমাম মালিক (রহ.)-এর পছন্দনীয় মতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন-

يستحب أخذ ما فحش طولها جدا بدون التحديد بالقبضة ، هُوَ مختار الإمام مالك، ورجحه القاضي عياض.

একমুষ্টির সাথে সীমাবদ্ধ করা ছাড়া অর্থাৎ মুঠোর চেয়ে আরও লম্বা রেখে দাড়ির যেটুকু অংশ বৃদ্ধি হওয়ার ফলে অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে গেছে, তা কর্তন করা মুস্তাহাব। এটা ইমাম মালিক (রহ.)-এর পছন্দনীয় মত। আর এ মতকে প্রধান্য দিয়েছেন কাজী ইয়ায মালিকী (রহ.)।[১৬৩]

তৃতীয় অভিমত

উক্ত হাদীসসমূহের তৃতীয় বিষয় হচ্ছে, সাহাবায়ে কেরাম হজ-ওমরার সময় দাড়ি থেকে কাটতেন। এ বিষয়কে সামনে রেখে ফুকাহায়ে কেরামের একদল বলেন- হজ বা ওমরা ব্যতীত অন্য সময় দাড়ি কাটা অপছন্দনীয়। যেমন- বুখারী শরীফের অনন্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারীতে আছে-

قَالَ الطَّبَرِيُّ وَكَرِهَ آخَرُونَ التَّعَرُّضَ لَهَا إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، وَأَسْنَدَهُ عَنْ جَمَاعَةٍ.

---

১৬২ الإستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار 8/৩১৮

১৬৩ আওজাযুল মাসালিক ১৭/১০

এক জামা'আতের নিকট হজ বা ওমরার সময় ব্যতীত অন্য সময়ে দাড়ি কাটা মাকরূহ কাজ।[১৬৪] তাদের দলীল হলো -

(১) হযরত জাবের (রা.) বলেন- আমরা হজ বা ওমরার সময় ব্যতীত অন্য সময় দাড়ি লম্বা করতাম।[১৬৫]

(২) তাবিঈ আতা ইবনে আবী রাবাহ (রহ.) বলেন- সাহাবায়ে কেরাম হজ-ওমরা ব্যতীত অন্য সময় দাড়ি লম্বা করাকে পছন্দ করতেন।[১৬৬]

(৩) ইবনে ওমর (রা.) যখন হজ বা ওমরাহ করতেন, তখন একমুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কেটে ফেলতেন। [১৬৭]

এই জামা'আতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন, ইমাম শাফিয়ী (রহ. ১৫০-২০৪ হি.)। যেমন- ইবনে হাজার আসকালানী শাফিয়ী (রহ.) বলেন-

إن الشافعي رحـــ نص على استحبابه في النُسُك.

ইমাম শাফিয়ী (রহ.) বলেছেন- হজ বা ওমরার সময় দাড়ির কিছু অংশ কাটা মুস্তাহাব।[১৬৮]

খোলাসা: উক্ত তিন দলীলের ভিত্তিতে তাঁরা বলেন- হজ-ওমরার সময় ছাড়া অন্য সময় দাড়ি কাটা মাকরূহ।

চতুর্থ অভিমত

উক্ত হাদীসসমূহ থেকে যে চারটি বিষয় প্রতিভাত হয়, তন্মধ্যে তিন নম্বর হলো- সাহাবায়ে কেরাম হজ বা ওমরার সময় দাড়ি থেকে কাটতেন। আর চতুর্থ বিষয় হচ্ছে- কোন সময়ের সাথে নির্দিষ্ট করা ব্যতীত তাদের মধ্যে কেউ একমুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কাটতেন আর কেউ অন্যকে কেটে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং কেউ কাটতে চাইলে, তাঁরা অনুমতি প্রদান করতেন। এ দু'বিষয়কে সামনে রেখে মুহাদ্দিস ও ফুকাহায়ে কেরামের এক জামা'আত ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বলেন- যে কেউ যে কোন সময়ে একমুষ্টি পরিমাণ দাড়ি রেখে বাকি দাড়ি কর্তন করতে পারবে (হজ-ওমরার সময় হোক বা অন্য সময়)।

---

[১৬৪] ফাতহুল বারী ১০/৩৯৫
[১৬৫] আবু দাউদ ২/৫৭৭
[১৬৬] মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৮/৩৭৫ সনদ সহীহ
[১৬৭] বুখারী শরীফ ২/৮৭৫
[১৬৮] ফাতহুল বারী ১০/৩৯৫

এ জামা'আতের দলীল: তৃতীয় নম্বর জামা'আতের দলীলে যে তিনটি হাদীস উল্লেখ হয়েছে, তা তো আছেই। তার সাথে রয়েছে আরও তিনটি হাদীস-

(১) আবু যুরআহ্ (রহ.) বলেন- হযরত আবু হুরায়রা (রা.) স্বীয় দাড়ি মুঠো করে অতিরিক্ত দাড়ি ছেটে ফেলতেন।[১৬৯]

(২) বর্ণিত আছে- হযরত ওমর (রা.) এমন এক ব্যক্তিকে দেখলেন, যে স্বীয় দাড়ি অনেক লম্বা করে রেখেছে। পরে তাঁর নির্দেশে এক ব্যক্তি মুঠোর অতিরিক্ত দাড়ি কেটে দিয়েছেন।[১৭০]

(৩) হযরত হাসান বছরী (রহ.) থেকে বর্ণিত, সাহাবায়ে কেরাম একমুষ্টির অধিক দাড়ি কর্তনের অনুমতি প্রদান করতেন।[১৭১]

যেমন- হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) ইমাম তাবারী (রহ.)-এর হাওয়ালা দিয়ে উক্ত জামা'আতের মতামত ও দলীলসমূহ লিখেন-

قَالَ قَوْمٌ : إِذَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ يُؤْخَذُ الزَّائِدُ ، ثُمَّ سَاقَ بِسَنَدِهِ إِلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ ، وَإِلَى عُمَرَ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ ، وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ فَعَلَهُ . وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِسَنَدٍ حَسَنٍ قَالَ : كُنَّا نُعْفِي السِّبَالَ إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ.

এক জামা'আতের মত হল এই, দাড়ি যখন একমুষ্টি থেকে অধিক হবে তখন ঐ অধিক অংশকে কর্তন করা চাই। এই মতের স্বপক্ষে ইমাম তাবারী (রহ.) নিজ সনদে তিনটি হাদীস পেশ করেছেন (১) আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এমন করেছেন। (২) হযরত ওমর (রা.) এক ব্যক্তির সাথে এই মুআমালা করেছেন যে, তার একমুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কেটে দিয়েছেন। (৩) হযরত আবু হুরায়রা (রা.)ও এমন করেছেন। তাছাড়া ইমাম আবু দাউদ (রহ.) সনদে হাসানের (সহীহ হাদীসের একটি প্রকার) সাথে হযরত জাবের (রা.)-এর এই হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন- আমরা (সাহাবায়ে কেরাম) দাড়িকে লম্বা করতাম। তবে হজ ও ওমরার সময় তার কিছু অংশ কাটতাম।[১৭২]

এ জামা'আতের আরেকটি দলীল হচ্ছে, হাদীসশাস্ত্রের মূলনীতির ভিত্তিতে। তা হল, হাদীসের প্রকারসমূহের এক প্রকার হল "মারফুয়ে হুকমী"। আর মারফুয়ে হুকমী হল রাসূল ﷺ এর ঐ হাদীস বা শিক্ষা, যা বর্ণনার ক্ষেত্রে

---

[১৬৯] মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ ৮/৩৭৫, সনদ সহীহ

[১৭০] ওমদাতুল কারী খ. ১৫পৃ. ৯১, ফাতহুল বারী খ.১০ পৃ.৩৯৫

[১৭১] মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ ৮/৩৭৫, প্রমাণযোগ্য

[১৭২] ফাতহুল বারী ১০/৩৯৫, ওমদাতুল কারী ১৫/৯১

সাধারণ রীতি অনুসারে হাদীস হিসাবে বর্ণিত হয়নি, কিন্তু বাস্তবে তা নবীজীর হাদীস। উছূলে হাদীস ও উছূলে ফিকাহর সর্বজনস্বীকৃত মূলনীতি অনুযায়ী "মারফুয়ে হুকমী" মারফু হাদীসের-ই (নবীজীর শিক্ষা ও নির্দেশনার) একটি প্রকার। অর্থাৎ নবী শিক্ষার একটি অংশ হল, যা আমাদের কাছে সাহাবায়ে কেরামের শিক্ষা-নির্দেশনা বা আমলের মধ্যে দিয়ে সংরক্ষিত আছে। আর তা দুই ভাগে বিভক্ত।

(১) সাহাবায়ে কেরামের অনেক নির্দেশনা বা আমল এমন আছে, যার ভিত্তি শরীয়তসম্মত কিয়াস ও ইজতিহাদের উপর। এগুলো শরীয়তের দলীল হিসেবে স্বীকৃত।

(২) তাদের কিছু নির্দেশনা ও ফাতাওয়া বা আমল এমন আছে, যা তারা রাসূল ﷺ এর কোন কথা বা কাজ থেকে গ্রহণ করেছেন। কেননা তাতে ইজতিহাদ বা কিয়াসের কোন সুযোগ নেই। কিন্ত অন্যকে শেখানো বা নিজে আমল করার সময় এর উদ্ধৃতি দেওয়ার প্রয়োজন বোধ হয়নি। কেননা প্রেক্ষাপট থেকে একথা স্পষ্ট ছিলো যে, তারা নবীজীর শিক্ষা ও নির্দেশনার ভিত্তিতে এ বিষয়টি শিক্ষা দিচ্ছেন বা এমন আমল করছেন। তাহলে 'মারফুয়ে হুকমী' এর সারাংশ হলো, সাহাবাদের ঐ সমস্ত বর্ণনা বা আমল, যা নবীজীর শিক্ষা-নির্দেশনা থেকেই গৃহীত। এতে সাহাবার ইজতিহাদ বা কিয়াসের কোন সুযোগ নেই। তাই ইসলামী শরীআহর ইমামগণের সর্বসম্মত নীতি হল, সাহাবায়ে কেরামের যে ফতওয়া ও নির্দেশনা বা আমলের ব্যাপারে এটা সুনির্দিষ্ট হয় যে, এটা নবীজী ﷺ এর শিক্ষা-নির্দেশনা থেকে-ই গৃহীত, এতে সাহাবার ইজতিহাদ বা কিয়াসের কোন প্রভাব নেই, তা 'মারফুয়ে হাদীসের-ই অন্তর্ভুক্ত। কোন মাসআলায় এর মাধ্যমে প্রমাণ দেওয়া 'মারফুয়ে হাদীস' দ্বারাই প্রমাণ দেওয়ার শামিল। পরিভাষায় একে 'মারফুয়ে হুকমী' বলা হয়। নিঃসন্দেহে এর ভিত্তি কোন 'মারফুয়ে হাকীকী' বা স্পষ্ট মারফুর উপর। তবে এটা জরুরী নয় যে, হাদীসের কিতাবসমূহে সেই স্পষ্ট মারফু হাদীসটি সহীহ সনদে বিদ্যমান থাকবে। এই জায়গায় এসে স্বল্প বুঝের লোকেরা ভুলের স্বীকার হয় এবং নবীজীর এই শিক্ষাটিকেই অস্বীকার করে বসে। আর বলতে থাকে, এর কোন ভিত্তি পাওয়া গেল না। অথচ 'মারফুয়ে হুকমী'র সূত্রে প্রমাণিত হওয়াও দলীল হিসাবে যথেষ্ট।

আমরা ইতোপূর্বে দাড়ির পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের আমল উল্লেখ করেছি। এটি স্বতন্ত্র দলীল। কিন্তু 'মারফুয়ে হুকমী'র সংজ্ঞার দিকে যদি লক্ষ্য করা হয়, তাহলে দেখা যাবে এটি পরোক্ষভাবে মারফু হাদীস

(তথা নবীজীর শিক্ষা)। কেননা দাড়ি কী পরিমাণ লম্বা রাখতে হবে বা কি পরিমাণ লম্বা হলে রাসূলের যে নির্দেশ রয়েছে "দাড়ি লম্বা কর" ইত্যাদি হাদীসের মানশা ও দাবী পূর্ণ হবে, তা শুধু কিয়াস ও যুক্তি দ্বারা নির্ধারণ করা যায় না।

এ কারণেই যে সমস্ত কাজ শুধু কিয়াস ও যুক্তি দ্বারা নির্ধারণ করা যায় না শরীয়ত সেগুলো নির্ধারণ করে দিয়েছে। যেমন- প্রতি নামাযের রাকাত সংখ্যা ও যাকাত ফরয হওয়ার জন্য কোন্ সম্পদ কী পরিমাণ হতে হবে ইত্যাদি। কাজেই উল্লিখিত হুকুমদ্বয়ের মত দাড়ির পরিমাণও শুধু কিয়াস্ ও যুক্তির মাধ্যমে নির্ধারণ সম্ভব নয়। সুতরাং বলতেই হবে সাহাবায়ে কেরাম তা নবীজী থেকে-ই গ্রহণ করেছেন।

উছূলে হাদীস ও উছূলে ফিকাহর নীতি হলো- কোন একজন সাহাবীরও এমন কোন শিক্ষা-নির্দেশনা বা আমল, যা কিয়াস বা ইজতিহাদের ভিত্তিতে হতে পারে না, (যেহেতু সাহাবায়ে কেরাম দীনের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত শুধু আন্দাজের ভিত্তিতে দিতে পারেন না।) তা রাসূল ﷺ থেকে-ই গৃহীত মনে করা হবে এবং মারফুয়ে হুকমী হিসেবে সাব্যস্ত হবে। আমাদের আলোচ্য মাসআলাটির উপর তো একাধিক সাহাবার আমল বিদ্যমান আছে, তাহলে এ ধরনের বিষয়, যা ইজতিহাদের ভিত্তিতে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়, সাহাবায়ে কেরামের এই শিক্ষা বা আমল "মারফুয়ে হুকমী" ছাড়া আর কী হতে পারে?

এই জামা'আতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ হলেন, ইমাম আবু হানীফা (রহ. মৃত্যু ১৫০ হিজরী মুতাবিক ৭৬৭ ঈসায়ী) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ. মৃত্যু ১৮৯ হি. মুতাবিক ৮০৪ ঈ.) এবং এক সূত্র মতে ইমাম আবু ইউছুফ (রহ. মৃত্যু ১৮২ হি.)। আর হাম্বলী মাযহাবের বানী ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ. মৃত্যু ২৪১হি.)। যেমন-

* ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) "কিতাবুল আসার" গ্রন্থে লিখেন-

قَالَ مُحَمَّدٌ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ الْهَيْثَمِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ ، ثُمَّ يَقُصُّ مَا تَحْتَ الْقَبْضَةِ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تعالى.

অর্থ: ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বর্ণনা করেছেন ইমাম আবু হানীফা (রহ.) থেকে, তিনি হাইছম থেকে, তিনি ইবনে ওমর থেকে। হাইছম বলেন- হযরত ইবনে ওমর (রা.) দাড়িকে মুঠোর মধ্যে নিয়ে অতিরিক্ত অংশ কেটে ফেলতেন।

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন- আমরা এ মতকেই গ্রহণ করি এবং এটা আবু হানীফা (রহ.)-এর মত।[১৭৩]

* হিদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থ "আল-ইনায়াতে" ইমামদ্বয়ের সাথে ইমাম আবু ইউছুফকেও যোগ করে সবার একই মত বলা হয়েছে।[১৭৪]

* ইমাম আবু বকর আল-খল্লাল হাম্বলী (রহ. মৃত্যু ৩১১ হি.) "আল-উকূফ ওয়াত তারাজ্জুল" গ্রন্থে লিখেন-

৯৭ـــ أخبرني حرب قال : سئل أحمد عن الأخذ من اللحية؟ قال : كان ابن عمر (رضـــ) يأخذ منها مازاد على القبضة ،وكأنه ذهب إليه. قلت له : ما الإعفاء؟ قال : يروي عن النبي صلي الله عليه وسلم قال : كأن هذا عنده الإعفاء.

৯৮ـــ أخبرني محمد بن هارون أن إسحاق حدّثهم قال : سألتُ أحمد عن الرجـــل يأخذ من عارضيه؟ قال : يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة. قلتُ : فحديث النبي صلي الله عليه وسلم أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى؟ قال : يأخذ من طولها ومـــن تحت حلقه. ورأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها ومن تحت حلقه ، ثم ذكر بعد سطور أثر أبي هريرة رضـــ يعني عمل أخذ ما زاد على القبضة.

অর্থাৎ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ. মৃত্যু ২৪১ হি.)-এর সুচিন্তিত অভিমত হচ্ছে, যেহেতু ইবনে ওমর (রা.) দাড়ি সম্পর্কে রাসূল ﷺ থেকে দাড়ি লম্বা কর ও বৃদ্ধি কর ইত্যাদি হাদীস বর্ণনা করা সত্ত্বেও তিনি একমুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কাটতেন, তাই মুঠোর অতিরিক্ত দাড়ি কাটা যাবে এবং ইসহাক ইমাম আহমদ (রহ.)-কে দাড়ির লম্বা-লম্বি থেকে কাটতে দেখেছেন।[১৭৫]

জেনে রাখা ভাল, এই জামা'আত দু'টি বিষয়ে একমত: (১) একমুষ্টি পরিমাণ দাড়ি অবশ্যই রাখতে হবে। (২) মুঠোর অতিরিক্ত দাড়ি কাটতে পারবে। তবে একটু বিশ্লেষণ হলো যে, তাদের মধ্যে কারো মতে অতিরিক্ত অংশ কর্তন করা উত্তম; কারো মতে জায়েয। অর্থাৎ যারা বলেন- জায়েয, তাঁদের ব্যাখ্যা হলো- একমুষ্টির অতিরিক্ত অংশ কর্তন করতে চাইলে করতে পারবে, জায়েয আছে, তবে কর্তন না করা উত্তম। আর যারা বলেন- উত্তম, তাদের

---

[১৭৩] কিতাবুল আসার, ইমাম মুহাম্মদকৃত হাদীস নং-৯০০ পৃ. ২১২

[১৭৪] আল-ইনায়াহ শরহুল হিদায়া ৩/২০৮, কিতাবুছ ছওম

[১৭৫] الوقوف والترجل للخلال ১২৯ باب قوله صلي الله عليه وسلم أعفوا اللحى' وروى ابن هاني مثله في ـــ مسائله ـــ ২/১৫১/১৮৪৮)

ব্যাখ্যা হচ্ছে- কেউ কর্তন না করে রাখতে চাইলে কোন অসুবিধা নেই। তবে কর্তন করা উত্তম। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে এই মতই প্রণিধানযোগ্য। যেমন-

* মাওলানা খলীল আহমদ সাহারনপুরী (রহ. মৃত্যু ১৩৪৬ হি.) বলেন-

والحاصل أن عامة الكتب علي أن القدر المسنون في اللحية هو القبضة ، ولا بأس بتركها ما فوقها لكن الأخذ أولي ، وكذا أجابنى بعض علماء مكة حين سألته عن هذه المسئلة ، لكن شيخنا المحدث مولانا محمد إسحاق قال عندي أخذ اللحية ما فوق القبضة جائز لكن الأولى تركها ، ويوافقه بعض الروايات أيضا منها ما ذكره القاري.

অর্থ: হানাফীদের অধিকাংশ কিতাবে আছে, একমুষ্টি পরিমাণ দাড়ি হচ্ছে সুন্নাত। তার চেয়ে লম্বা রাখলে কোন সমস্যা নেই। তবে লম্বা না রেখে কর্তন করা উত্তম। তিনি আরো বলেন- আমি মক্কা শরীফের কিছু আলেমের কাছে উক্ত মাসআলা (লম্বা রাখা উত্তম না কর্তন উত্তম) সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম, তারাও উক্ত কথা বলেছেন। কিন্তু এর চেয়ে একটু ব্যতিক্রম মত ব্যক্ত করেছেন আমাদের শাইখ মুহাদ্দিস মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক (রহ.)। তাঁর অভিমত হচ্ছে, মুঠোর অতিরিক্ত দাড়ি কর্তন করা জায়েয। তবে না করা উত্তম। অবশ্যই তাঁর মতের স্বপক্ষে কিছু হাদীসও সমর্থন করে।[১৭৬]

* "আল-আরফুশ শাযী" গ্রন্থে যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ. মৃত্যু ১৩৫৩ হি.)-এর এ কথা নকল করা হয়েছে যে,

وأما تقصير اللحية بحيث تصير قصيرة من القبضة فغير جائز في المذاهب الأربعة ، وكك في "الدر المختار" في الصيام وترد شهادة مرتكب هذا الفعل ، ولتراجع كتب المالكية ، وأما الذي زائد مسترسل من القبضة، فقيل : الأولى الترك ؛ قيل : الأولى القصر . والمختار القصر، ولي في هذه الأولوية عبارة محمد في" كتَاب الْآثار ".

তিনি বলেন- দাড়ি এই পরিমাণ কর্তন করা যে, একমুষ্টির চেয়ে ছোট হয়ে যায়, তা চার মাযহাব মতে জায়েয নেই। "দুররুল মুখতার" নামক গ্রন্থের রোজা অধ্যায়ে এমন রয়েছে। তিনি আরো বলেন- মুঠোর ভিতরে দাড়ি কর্তনকারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। আর যদি দাড়ি একমুষ্টির চেয়ে বেশি হয়, তাহলে কারও মতে তা কর্তন না করা উত্তম; কারও মতে কর্তন করা উত্তম।

---

[১৭৬] তিরমিযী খ.২, পৃ.১০৫, টী. ১

এরপর কাশ্মীরী (রহ.) বলেন- কর্তন করাই হচ্ছে উত্তম। আর এটা উত্তম হওয়ার ক্ষেত্রে আমার দলীল হচ্ছে, "কিতাবুল আসার" গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর বর্ণনা।[১৭৭]

* এভাবে হাম্বলী মাযহাবেও দুই মত। কারো মতে মুঠোর অতিরিক্ত দাড়ি কাটা মাকরূহ; কারো মতে মাকরূহ নয়।[১৭৮] আর "মুসতাওইব" গ্রন্থে রয়েছে- কর্তন না করা উত্তম। তবে কারো মতে তা মাকরূহ।[১৭৯]

* ইমাম গয্যালী শাফিঈ (রহ. মৃত্যু ৫০৫ হি.) "ইহয়াউল উলূম" এ লিখেন-

وقد اختلفوا فيما طال منها ، فقيل إن قبض الرجل علي لحيته وأخذ ما فضل عـــن القبضة فلا بأس ، فقد فعله ابن عمر (رضـــ)، وجماعة من التـــابعين، واستحـــسنه الشعبي وابن سيرين.

অর্থাৎ মুঠোর অতিরিক্ত দাড়ি কর্তন করাকে শা'বী (রহ. মৃত্যু ১০৩ হি.) ও ইবনে সীরীন (রহ. মৃত্যু ১১০ হি.) উত্তম মনে করতেন।[১৮০]

সারাংশ: এ জামা'আত এ ব্যাপারে একমত যে, একমুষ্টি পরিমাণ লম্বা দাড়ি রাখতেই হবে এবং অতিরিক্ত দাড়ি যে কোন সময় কাটতে পারবে। তবে একমুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কারও মতে রাখা উত্তম, কর্তন জায়েয। কারও মতে কর্তন উত্তম, রাখা জায়েয।

কাজেই তাঁদের মতানৈক্য একমুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি নিয়ে, মুঠোর ভিতরের দাড়ি নিয়ে নয়। তাও আবার উত্তম অনুত্তম নিয়ে, জায়েয নাজায়েয নিয়ে নয়।

উল্লেখ্য, শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া হানাফী (রহ. মৃত্যু ১৪০২ হি.) "আওজাযুল মাসালিক" এ লিখেন-

يُسْتَحَبُّ أَخْذُ مَا زَادَ عَلَي الْقُبْضَة ، وَهُوَ مُخْتَار الْحَنَفِيَّة ، فَفِيْ "الدُّرِّ الْمُخْتَار" لَا بَأْسَ بِنَتْف الشَّيْب ، وَأَخْذ أَطْرَاف اللِّحْيَة ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا الْقَبْضَةُ ، قَالَ ابْن عَابدِينَ : هُوَ أَنْ يَقْبِضَ الرَّجُلُ لِحْيَتَهُ فَمَا زَادَ مِنْهَا عَلَى قَبْضَة قَطَعَهُ كَذَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ فِي كِتَاب الْآثَارِ عَنْ الْإِمَامِ ، قَالَ : وَبِه نَأْخُذُ اهــ.

---

[১৭৭] العرف الشذي شرح الترمذي جـــ ٣، صـــ ٣١٤

[১৭৮] الشرح الكبير لابن قدامة جـــ ١، صـــ ١٠٥

[১৭৯] الإنصاف ١٨٧/١، باب السواك

[১৮০] ইহয়াউ উলূমিদ্দীন ১/১৫১

অর্থ: একমুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কর্তন করা মুস্তাহাব। আর এটা হানাফী মাযহাবের পছন্দনীয় মত। অতঃপর তিনি এঁর দলীল স্বরূপ বলেন- "দুররুল মুখতার" নামক গ্রন্থে রয়েছে, একমুষ্টি পরিমাণ দাড়ি হচ্ছে সুন্নাত। ইবনে আবিদীন শামী (রহ. মৃত্যু ১২৫২ হি.) এর ব্যাখ্যা করে বলেন- দাড়িকে মুঠো করে ধরবে। অতঃপর যা মুঠোর চেয়ে বেশি হবে, তা কর্তন করবে। এমনই উল্লেখ করেছেন ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) "কিতাবুল আসার" গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) থেকে। আর বলেছেন- এটাই আমাদের মত।[১৮১]

চার জামা'আতের মূলকথা

প্রত্যেক জামা'আত দাড়ি যে রাখতে হবে এবং একমুষ্টি পরিমাণ লম্বা রাখতে হবে সে বিষয়ে একমত। এতে কেউ দ্বিমত পোষণ করেন না। হ্যাঁ তবে, ইখতিলাফের ক্ষেত্র হচ্ছে মুঠোর বাইরের দাড়ি নিয়ে। এ দাড়ি কী রাখা উত্তম, না কাটা উত্তম? প্রথম জামা'আত শুধু নবীজী ﷺ এর কওলী হাদীসের বাহ্যিক অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, দাড়িকে স্বীয় হালতে ছেড়ে দেয়া এবং বিলকুল না কাটা উত্তম। দ্বিতীয় জামা'আতের একদল কওলী হাদীসের সাথে নবীর আমলী হাদীসকে যোগ করেন। তাই তারা কিছু কিছু কেটে ফেলার পক্ষে। যাতে কেউ তাকে নিয়ে পরিহাস করতে না পারে। এ জামা'আতের আরেকদল কওলী হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের দাড়ি কর্তনের আমলকে সামনে রেখে বলেন- দাড়ি যে পরিমাণ লম্বা হওয়ার কারণে শুহরত সৃষ্টি হয়, চেহারা বদ ছুরত হয়ে যায় বা অত্যন্ত দীর্ঘ দাড়ি বিশিষ্ট দেখায়, সে পরিমাণ অংশ কেটে ফেলা ভাল। তৃতীয় জামা'আত কওলী হাদীসের সাথে সাহাবাদের আমল, যা হজ-ওমরার সাথে নির্দিষ্ট, তা যোগ করেন অর্থাৎ তৃতীয় বিষয়কে। ফলে তারা ঐ বিশেষ সময় ছাড়া অন্য সময়ে কাটার পক্ষে নন।

আর চতুর্থ জামা'আত কওলী হাদীসের সাথে সাহাবায়ে কেরামের আমল, যা বিশেষ সময়ের সাথে নির্দিষ্ট ছিলো, তাও এবং যা নির্দিষ্ট নয়, তাও অর্থাৎ উভয় প্রকার আমলকে যোগ করেন। ফলে তারা বলেন- যে কোন সময় একমুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কর্তন করা উত্তম।

সারকথা হচ্ছে, প্রথম জামা'আত কোন হালতে বা কোন সময়ে-ই কাটার পক্ষে নয়। দ্বিতীয় জামা'আত একটি বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি হওয়া থেকে বাঁচার

---

[১৮১] أوجز المسالك إلي موطا الإمام مالك ١٧ /১৫

জন্য যে পরিমাণ কাটা দরকার, সে পরিমাণ কাটার পক্ষে। তৃতীয় জামা'আত একটি বিশেষ সময় ছাড়া দাড়িতে হাত লাগানোর পক্ষে নয়। আর চতুর্থ জামা'আত সর্বদা, সর্বহালতে মুঠোর অতিরিক্ত দাড়ি কেটে ফেলার পক্ষে। বলাবাহুল্য, দ্বিতীয় জামা'আতের একদল ছাড়া অন্যরা নবীর আমলী হাদীসকে গ্রহণ করেননি। কেননা তা দলীলের উপযুক্ত নয়।

প্রত্যেকের দলীল-প্রমাণ নিয়ে পর্যালোচনা

প্রত্যেকের দলীল-প্রমাণ পর্যালোচনা করতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় দ্বিতীয় জামা'আতের প্রথম দলের কথা। কারণ তাদের ভিত্তি হলো অগ্রহণযোগ্য একটি হাদীসের উপর। হাদীসটি সম্পর্কে পূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে। কাজেই এখানে নতুনভাবে কিছু বলা হলো না। আর প্রথম জামা'আত অর্থাৎ যারা কওলী হাদীসের বাহ্যিক অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন- দাড়ি কোন ক্রমেই কাটা যাবে না বা কাটা মাকরুহ। আর এ থেকে উদ্দেশ্য যদি মাকরুহ তানযীহী হয়, (তানযীহী হওয়াটা তাঁদের ভাষ্য থেকে প্রতীয়মান হয়। কেননা ইমাম নববী (রহ.) এর ভাষ্য হচ্ছে والمختار ترك الخ। আর হাফেজ ইরাকী (রহ.) বলেছেন الأولى ترك الخ।) তাহলে এ অভিমত গ্রহণ করা যায়, যদি কিছু লোককে এ থেকে পৃথক রাখা হয়। কেননা মানুষের অবস্থা দু'ধরনের। কিছু মানুষ এমন আছেন, যারা দাড়ি কোন দিন কাটেননি। তারপরও তাদের দাড়ি স্বাভাবিক পর্যায়েই রয়ে গেছে, তেমন একটা বড় হয়নি। আবার কিছু মানুষ এমন আছেন যাদের দাড়ি অস্বাভাবিক লম্বা হয়ে যায়। তো এ অভিমত থেকে দ্বিতীয় প্রকার মানুষকে যদি পৃথক রাখা হয় তাহলে প্রথম প্রকারের মানুষের ক্ষেত্রে উক্ত অভিমত অনেকটা সুন্দর। এবার লক্ষ্য করি, তৃতীয় জামা'আতের প্রতি। তারা সাহাবায়ে কেরামের হজ-ওমরার সময় দাড়ি কাটার আমলকে সামনে রেখে বলেন- ঐ বিশেষ সময় ছাড়া অন্য সময় দাড়ি কাটা মাকরুহ। তাদের এ অভিমত দু'কারণে সঠিক মনে হয় না।

প্রথমত তারা যেহেতু সাহাবায়ে কেরামের আমলকে মানেন এবং এরই ভিত্তিতে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তো সাহাবায়ে কেরাম থেকে যেভাবে ঐ নির্দিষ্ট সময়ে দাড়ি কাটার প্রমাণ রয়েছে, তেমনিভাবে কোন সময়ের সাথে নির্দিষ্ট করা ব্যতীত দাড়ি কাটার আমল বা অন্যকে কেটে দেওয়ার নির্দেশনারও প্রমাণ রয়েছে, যা ইতোপূর্বে উল্লেখ হয়েছে। কাজেই বিশেষ সময়ের সাথে নির্দিষ্ট করার কোন অর্থ হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত দাড়ি কাটা জায়েয হওয়ার সাথে হজ-ওমরার সময়ের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। কেননা হাজীদেরকে তখন চুল হলক বা কছরের হুকুম করা হয়েছে। কাজেই তখন যেহেতু দাড়ি কাটা জায়েয, অন্য সময়েও জায়েয। যেমন- ইমাম ইবনে আব্দুল বার মালিকী (রহ. মৃত্যু ৪৬৩ হি.) "আল-ইসতিযকার" এ লিখেন-

وفي أخذ ابن عمررضـــ من آخر لحيته في الحج دليل على جواز الأخذ من اللحية في غير الحج ، لأنه لو كان غير جائز ما جاز في الحج لأنهم أمروا أن يحلقوا أو يقصروا إذا حلوا محل حجهم ما نهوا عنه في حجهم.

অর্থাৎ হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হজের সময় দাড়ি কর্তনের আমল, হজ ব্যতীত অন্য সময় দাড়ি কর্তন জায়েয হওয়ার দলীল। কেননা দাড়ি কর্তন যদি অবৈধ হয়, তাহলে হজের সময় তা বৈধ হবে না। কারণ যখন হালাল হবে, তখন হলক বা কছরের হুকুম করা হয়েছে।[১৮২]

সুতরাং দাড়ি কর্তনের সাথে হজ-ওমরার সময়ের সাথে যেহেতু কোন সম্পর্ক নেই, সেহেতু হজ-ওমরার সময় ছাড়া দাড়ি কাটা যাবে না বা কাটলে মাকরুহ হবে-এ কথা বলার কোন যৌক্তিকতা নেই।

চতুর্থ জামা'আত ছাড়া বাকী রইল দ্বিতীয় জামা'আতের দ্বিতীয় দল। যাদের অভিমত হচ্ছে, দাড়িকে মুঠোর মধ্যে সীমাবদ্ধ করবে না বরং তার চেয়ে আরো অধিক লম্বা রাখবে। তবে যখন বেশি লম্বা হয়ে যাবে, বিক্ষিপ্ত হবে, প্রসিদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা হবে এবং চেহারাকে বিশ্রী করে দিবে, তখন কাটবে। কেননা তারা ইবনে ওমর (রা.)-এর দাড়ি কর্তনের আমল থেকে এ প্রমাণ গ্রহণ করেন যে, উক্ত অবস্থাসমূহে দাড়ি কাটা উত্তম। এ অভিমত যদিও অগ্রহণযোগ্য নয়, তবে এ অভিমত তার দলীল ও দলীলের ব্যাখ্যার সাথে কতটুকু সামঞ্জস্য, তা ভাবার বিষয়। পরিশেষে বাকী রইল, চতুর্থ জামা'আত। এদের বক্তব্য হচ্ছে, দাড়ি সম্পর্কে যে সমস্ত কওলী হাদীস রয়েছে, তাতে দু'টি বিষয় লক্ষণীয়। (১) কওলী হাদীসে দাড়ির জন্য ব্যবহৃত শব্দগুলোর অর্থ থেকে বুঝা যায়, হাদীসের পরিষ্কার দাবী হলো- দাড়ি লম্বা করা, ছেড়ে দেয়া ইত্যাদি। (২) দাড়ি সংক্রান্ত হাদীসসমূহে একটি বাক্য রয়েছে- خالفوا المجوس ، خالفوا أهل الكتاب। যার অর্থ- অগ্নিপূজক, ইহুদী-খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধাচরণ কর। অর্থাৎ দাড়ি লম্বা করার মাধ্যমে তাদের খিলাফ

---

[১৮২] আল-ইসতিযকার ৪/৩১৭, বাবুত তাকছীর

করার আদেশ দেওয়া হয়েছে আমাদেরকে। কেননা মুহাদ্দিসীনে কেরাম হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন- لأنهم كانوا يقصرون لحاهم ومنهم من كان يحلقها অর্থাৎ দু'একজন ছাড়া প্রায় অগ্নিপূজক দাড়ি কামাতো না বরং কর্তন করতো, ছোট করতো।[১৮৩] আর আহলে কিতাব তথা ইহুদী-খ্রিস্টান সম্পর্কে ইমাম আহমদ (রহ.) তাঁর "মুসনাদ"-এ সনদে হাসানের সাথে (সহীহ হাদীসের একটি প্রকার) নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন-

عن أبي أمامة رضـــ قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَقُصُّونَ عَثَانِينَهُمْ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِّرُوا عَثَانِينَكُمْ وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ.

(مسند أحمد الرقم ٢٢٢٨٣، قال الحافظ روي أحمد بسند حسن (فتح الباري ١٠/٤٠٠)

অর্থাৎ ইহুদী-খ্রিস্টানরা দাড়ি কর্তন করতো। আর তাই রাসূল ﷺ নির্দেশ দিলেন- তোমরা দাড়িকে লম্বা করে তাদের বিরুদ্ধাচরণ করো (বিষয়দ্বয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে)। তাহলে বুঝা গেল হাদীসের বিষয়দ্বয়ের দাবী হচ্ছে দাড়িকে লম্বা করা। যাতে বিধর্মীদেরও খিলাফ হয় এবং হাদীসের দাবী অনুসারেও আমল হয়। অন্যদিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সাহাবায়ে কেরাম হজ ও ওমরার সময় দাড়ি থেকে কিছু কিছু কাটতেন এবং কেউ কেউ একমুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কেটে ফেলতেন। আর কিছু সাহাবা থেকে হজ-ওমরার সাথে নির্দিষ্ট করা ব্যতীত মুঠোর অতিরিক্ত দাড়ি কাটার নির্দেশনা ও আমলের প্রমাণ রয়েছে। তদুপরি যে সাহাবাদ্বয় (রা.) সর্বাধিক বর্ণনা করলেন দাড়ি লম্বা করো, ছেড়ে দাও ইত্যাদি, তাঁরাই কেটে ফেলতেন মুঠোর অতিরিক্ত দাড়ি। যেমন- সহীহ বুখারীসহ প্রায় হাদীসের কিতাবে দাড়ি সম্পর্কে সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)। আর তাঁর আমল সম্পর্কে সহীহ বুখারীতে এসেছে- তিনি হজ-ওমরার সময় মুঠো করে দাড়ি ধরে অতিরিক্ত অংশ কেটে ফেলতেন।[১৮৪]

এরপর সহীহ মুসলিমসহ অন্য হাদীসের কিতাবসমূহে দাড়ি সম্পর্কে অধিক হাদীস বর্ণনাকারী যে সাহাবীর নাম মিলে, তিনি হলেন হাদীস জগতের সম্রাট হযরত আবু হুরায়রা (রা.)। তাঁর আমল সম্পর্কে তাঁর বিশিষ্ট শাগরিদ আবু যুরআহ (রহ.) বলেন- তিনি স্বীয় দাড়ি মুঠো করে অতিরিক্ত অংশ কেটে ফেলতেন।[১৮৫]

---

[১৮৩] ওমদাতুল কারী ১৫/৯০, ফাতহুল বারী ১০/৩৯৪

[১৮৪] বুখারী ২/৮৭৫

[১৮৫] মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ ৮/৩৭৪, সনদ সহীহ

বলাবাহুল্য, প্রথম সাহাবীর আমল বিশেষ সময়ের সাথে নির্দিষ্ট, কিন্তু দ্বিতীয় সাহাবীর আমল কোন বিশেষ সময়ের সাথে নির্দিষ্ট হিসেবে উল্লেখ হয়নি। আর সাহাবীদ্বয় (রা.) হচ্ছে ফুকাহায়ে সাহাবার মধ্যে অন্যতম এবং তাদের উক্ত আমল এমন বিষয়ে প্রমাণিত, যাতে ইজতিহাদ বা কিয়াসের সুযোগ নেই। পরিভাষায় যাকে বলা হয় "মারফুয়ে হুকমী", যা সর্বজনস্বীকৃত শরীয়তের দলীল। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) নবী কারীম ﷺ এর মানশা ও উদ্দেশ্যবিরোধী কোন কাজ করতেন না এবং এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, কোন মানুষের কথার মর্ম সে-ই ভালভাবে বুঝতে পারে, যার সাথে তার গভীর সম্পর্ক ও অন্তরঙ্গতা থাকে। তাছাড়া আরেকটি দিক হচ্ছে, কিছু মানুষ এমন আছেন, যাদের দাড়ি অস্বাভাবিক লম্বা হয়ে যায়, যা রেখে দেয়াও তাদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়ে এবং খানা-পিনায় অজু-ইস্তিঞ্জায় সমস্যায় পড়তে হয়। পাশাপাশি তাদের দেখতেও কেমন দেখায়। অনেকের দৃষ্টিতে জঙ্গলী মনে হয়। তাই তাদের দাবী হচ্ছে, কিছুদিন পর পর যেন দাড়ি কর্তন করতে পারে।

প্রিয় পাঠক! এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায়, দাড়ি লম্বা করা ও ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে যেভাবে দাবীদার রয়েছে, তেমনিভাবে দাড়ি কাটার ব্যাপারে রয়েছে দাবীদার। আর তাই মুহাদ্দিস ও ফুকাহায়ে কেরামের এক জামা'আত অর্থাৎ হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ ও হাম্বলী মাযহাবের কিছু ইমাম প্রথম দাবীর প্রতি লক্ষ্য করে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন- একমুষ্টি পরিমাণ দাড়ি লম্বা রাখা ওয়াজিব। যাতে হাদীসের দাবী অনুযায়ীও আমল হয় এবং বিধর্মীদেরও বিরুদ্ধাচরণ হয় এবং মুঠোর ভিতরে দাড়ি কাটা হারাম। যেহেতু তা জায়েয হওয়ার উপর কোন দলীল নেই। আর দ্বিতীয় দাবীর প্রতি লক্ষ্য করে বলেছেন- মুঠোর অতিরিক্ত দাড়ি কাটতে পারবে, কাটা মুস্তাহাব। যেহেতু সাহাবায়ে কেরাম থেকে তা কাটার প্রমাণ রয়েছে। সাথে সাথে অস্বাভাবিক দাড়িধারী ব্যক্তিগণ নানাবিধ অসুবিধা থেকে বেঁচে থাকলো এবং সাহাবাদের আমলকেও মানা হলো। সর্বোপরি সাহাবাদের আমল ও হাদীসে রাসূলের মাঝে কোন বৈপরীত্য থাকে না, বরং উভয়ের মাঝে সুন্দরভাবে সামঞ্জস্যও হয় এবং সব হাদীস অনুযায়ী আমলও হয়।

চতুর্থ জামা'আতের মত প্রাধান্য পাওয়ার কারণসমূহ

১। যে সাহাবাদ্বয় (রা.) থেকে সবচেয়ে বেশি দাড়ি লম্বা করা, ছেড়ে দেওয়ার হাদীস বর্ণিত, তাঁদের থেকেই একমুষ্টি পরিমাণ দাড়ি রেখে বাকী দাড়ি কেটে ফেলার আমল প্রমাণিত। এছাড়াও তাঁরা ফুকাহায়ে সাহাবাদের মধ্যে অন্যতম।

২। এ জামা'আত সাহাবায়ে কেরামের যে আমলের ভিত্তিতে মত ব্যক্ত করেছেন, সেটি মারফুয়ে হুকমী, যা সর্বজনস্বীকৃত মূলনীতি অনুযায়ী মারফু হাদীসের-ই একটি প্রকার।

৩। এ মত অনুযায়ী আমল করলে হাদীসগুলোর মধ্যে কোন বৈপরীত্য থাকে না, বরং সুন্দরভাবে সামঞ্জস্য হয় ও সব হাদীস অনুযায়ী আমল হয় এবং কোন প্রকার মানুষের সমস্যায় পড়তে হয় না।

৪। একমুষ্টি দাড়ির উপর সমস্ত সাহাবা একমত। কিন্তু একমুষ্টির অধিক দাড়ির ক্ষেত্রে ইখতিলাফ। কারণ কেউ রেখেছেন, কেউ কেটেছেন। যেভাবে ঈদের নামাজে সমস্ত সাহাবা ছয় তাকবীরের উপর একমত। কিন্তু বার তাকবীরের ক্ষেত্রে ইখতিলাফ। কারণ কেউ করেছেন, কেউ ছেড়েছেন।

৫। এ মতের স্বপক্ষে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এর মত সাহাবীর আমল, যিনি কঠিন ইত্তেবা'কারী এবং নবীজী ﷺ এর প্রতিটি কথা ও কর্মের হুবহু আমলকারী। যেমন তাঁর সম্পর্কে এ কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি যখন হজে যেতেন, তো নবী করীম ﷺ হজের সফরে যেখানে নেমেছিলেন, তিনিও সেখানে নামতেন। যে গাছের নিচে আরাম করেছিলেন, তিনিও সে গাছের নিচে আরাম করতেন। যে জায়গায় প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন, প্রয়োজন না হলেও তিনি সেখানে নামতেন এবং যেভাবে নবীজী ﷺ বসেছিলেন তিনি তা নকল করতেন।

মাসআলা: কেউ যদি শুরু হতে কোন কারণবশত একমুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কাটেন না; ফলে যথেষ্ট দীর্ঘ দেখায়, তবে তার না কাটাই উত্তম। (আলমগীরী) অনেক বুযুর্গ ব্যক্তির দাড়ি এজন্যই সুদীর্ঘ।[১৮৬]

মাসআলা: একমুষ্টির হিসাব থুতনীর পর হতে শুরু হবে।[১৮৬]

---

[১৮৬] জাওয়াহিরুল ফিকাহ ৭/১৬৪-১৬৫, মুফতী শফী (রহ.) রচিত, দারুল উলূম করাচী প্রকাশিত

পঞ্চম অধ্যায়
অগ্রহণযোগ্য দলীলের ভিত্তিতে দাড়ির পরিমাণ সম্পর্কে তিন দলের তিন রকম মন্তব্য

এতক্ষণ পর্যন্ত ছিলো হাদীস ও দলীলের আলোকে দাড়ি লম্বা করার পরিমাণ ও কাটার সীমা নিয়ে শরীয়ত বিশেষজ্ঞদের মতামত ও তা নিয়ে কিছু আলোচনা-পর্যালোচনা। কিন্তু এর বাইরে দাড়ির পরিমাণ সম্পর্কে নতুন নতুন ধারণা নিয়ে আমাদের দেশসহ বিভিন্ন দেশে আবির্ভূত হয়েছে আরো তিনটি দল। তন্মধ্যে একদলের বক্তব্য হচ্ছে, দাড়ি থেকে সামান্য অংশও কাটা হারাম। যদিও তা মুঠোর অতিরিক্ত দাড়ি থেকে হয়। অন্য একদল বললেন- একমুষ্টির অধিক দাড়ি রাখা হারাম। আর তাই অধিক দাড়ি কেটে ফেলা ওয়াজিব ও জরুরী। আরেক দলের কথা হচ্ছে, একমুষ্টি পরিমাণ দাড়ি রাখা ওয়াজিব নয়, বরং যার যে পরিমাণ ইচ্ছা বা যেটুকু রাখলে দাড়ি আছে বলে বুঝা যায়, সে পরিমাণ রাখা জরুরী। প্রথম দুই দলের বক্তব্য ও দলীল নিয়ে তেমন কোন আলোচনা করা হবে না বরং তাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা তুলে ধরে তৃতীয় দল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। যেহেতু এ দলের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে এবং প্রথম দুই দলের তুলনায় এ দলের তেমন কোন দলীল নেই।

প্রথম দল সম্পর্কে কথা হচ্ছে, তারা মুঠোর ভিতরে দাড়ি কাটাকে যেভাবে হারাম মনে করেন, সেভাবে মুঠোর বাইরের দাড়ি কাটাকে হারাম মনে করেন। এ দলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন সৌদিয়ার সাবেক গ্র্যান্ড মুফতী শাইখ আব্দুল্লাহ বিন বায এবং আরব ও আমাদের দেশের কিছু আহলে হাদীস ভাই। যেমন- শাইখ ইবনে বায (রহ.) বলেন-

قال الشيخ ابن باز رداً علي من أجاز الأخذ من اللحية : هذه الإجازة فيها نظر ، والصواب وجوب إعفاء اللحية وإرخائها ، وتحريم أخذ شئ منها ولو زاد علي القبضة ، سواء كان ذلك في حج أو عمرة أو غير ذلك لأن الأحاديث الصحيحة المرفوعة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم دالة علي ذلك ولا حجة فيما روي عن

عمر وابنه وأبي هريرة رضـــ لأن السنة مقدمة علي الجميع ، ولا قول لأحد خلاف السنة والله ولي التوفيق.

অর্থ: দাড়ি কাটার ইজাযত দেয়া সঠিক নয়। সহীহ কথা হচ্ছে, দাড়ি বৃদ্ধি করা ও লটকানো ওয়াজিব এবং তা থেকে সামান্যও কাটা হারাম। যদিও তা মুঠোর অতিরিক্ত দাড়ি থেকে হয়। চাই তা হজ-ওমরার সময় হোক বা অন্য কোন সময়। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কওলী হাদীস থেকে এমনই প্রতীয়মান হয়। আর সাহাবী ওমর, ইবনে ওমর এবং আবু হুরায়রা (রা.) থেকে দাড়ি কাটার যে আমল প্রমাণিত হয়েছে, তা কারো জন্য দলীল হতে পারে না। কারণ সুন্নাহর স্থান সবার উপরে। আর তাই সুন্নাহর খিলাফ কারো কথা গ্রহণযোগ্য নয়।[১৮৭]

শাইখ বিন বায যে কথা বলেছেন- "সুন্নাহর স্থান সকলের উপর, সুন্নাহর খিলাফ কারো কথা গ্রহণযোগ্য নয়।" এটা শুধু তাঁর কথা নয়, বরং চার মাযহাবের ইমামসহ সবার-ই কথা। তবে কথা হচ্ছে, সুন্নাহর খিলাফ হওয়ার কয় অর্থ, কখন সুন্নাহর খিলাফ হয়, কখন হয় না বা কোনটি গ্রহণযোগ্য ও কোনটি অগ্রহণযোগ্য এবং তা বুঝার পদ্ধতি কী? দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন। তবে এ আলোচনার অবতারণা এখানে করা হবে না। এখানে শুধু বিন বাযের উক্ত কথার খন্ডনার্থে এবং 'আহলে হাদীসদের' উদ্দেশ্যে তাদের-ই ইমাম, আরবের নন্দিত মুহাদ্দিস শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ. মৃত্যু ১৪২০ হি.) "সিলসিলায়ে যয়ীফা" গ্রন্থে যা বলেছেন, তা উল্লেখ করছি।

وإن لم يسلم بذلك الفاضل المعلق على رسالة : "وجوب إعفاء اللحية" للشيخ الكاندهلوي ؛ فإنه قد خالف السلف ، ومنهم إمام السنة أحمد بن حنبل ؛ فقد روى الخلال في "كتاب الترجل" : قال : أخبرني حرب، قال : سئل أحمد عن الأخذ من اللحية ؟ قال : كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد على القبضة . وكأنه ذهب إليه . قلت له : ما (الإعفاء) ؟.....

قلت: وإذا عرفت ما تقدم من هذه الآثار المخالفة لحديث الترجمة ؛ فالعجب كل العجب من الشيخ التويجري وأمثاله من المتشددين بغير حق ، كيف يتجرأون على مخالفة هذه الآثار السلفية ؟! فيذهبون إلى عدم جواز تهذيب اللحية مطلقاً ؛ ولو عند

---

[১৮৭] ذكرهذا الكلام في تعليقه علي كتاب وجوب إعفاء اللحية للكاندهلوي ص ٢٨ نقلا عن الجامع في أحكام اللحية ١٥٢

التحلل من الإحرام ، ولا حجة لهم تذكر سوى الوقوف عند عموم حديث : " ... وأعفوا اللحى" ، كأنهم عرفوا شيئاً فات أولئك السلف معرفته، وبخاصة أن فيهم عبدالله ابن عمر الراوي لهذا الحديث ؛ كما تقدم ، وهم يعلمون أن الراوي أدرى بمرويه من غيره ، وليس هذا من باب العبرة بروايته لا برأيه ؛ كما توهم البعض ، فإن هذا فيما إذا كان رأيه مصادماً لروايته ، وليس الأمر كذلك هنا كما لا يخفى على أهل العلم والنهى ؛ فإن هؤلاء يعلمون أن العمل بالعمومات التي لم يجر العمل بها على عمومها هو أصل كل بدعة في الدين ، وليس هنا تفصيل القول في ذلك ، فحسبنا أن نذكر بقول العلماء وفي مثل هذا المجال ؛ "لو كان خيراً ؛ لسبقونا إليه " .

أضف إلى ما تقدم أن من أولئك السلف الأول الذين خالفهم أولئك المتشددون ابن عباس ترجمان القرآن الذي يحتجون بتفسيره ؛ إذا وافق هواهم ، بل وجعلوه في حكم المرفوع ؛ ولو لم يصح السند به إليه ، كما فعلوا بما روي عنه في تفسير قوله تعالى : {يدنين عليهن من جلابيبهن} قال : "يبدين عيناً واحدة" ثم تراهم هنا لا يعبأون بتفسيره لآية (التفث) هذه ، مع ثبوته عنه وعن جمع من تلامذته، وقول ابن الجوزي في "زاد المسير" (٥/٤٢٦-٤٢٧): بأنه أصح الأقوال في تفسير الآية.والله المستعان .

দাড়ি কর্তন সম্পর্কীয় আসারসমূহ উল্লেখ করার পর আহলে হাদীসদের উদ্দেশ্যে বলেন-

وفي هذه الآثار الصحيحة ما يدل على أن قص اللحية ، أوالأخذ منها كان أمرا معروفا عند السلف ، خلافا لظن بعض إخواننا من أهل الحديث الذين يتشددون في الأخذ منها، متمسكين بعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " وأعفوا اللحى "، غير منتبهين لما فهموه من العموم أنه غير مراد لعدم جريان عمل السلف عليه وفيهم من روى العموم المذكور ، وهم عبد الله بن عمر ، وحديثه في" الصحيحين " ، وأبو هريرة ، وحديثه في مسلم.

ومما لا شك أن راوي الحديث أعرف بالمراد منه من الذين لم يسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم ، وأحرص على اتباعه منهم..........ومن المعلوم أن الراوي أدرى

بمرويه من غيره ، ولا سيما إذا كان حريصا على السنة كابن عمر ، وهو يرى نبيه صلى الله عليه وسلم – الآمر بالإعفاء – ليلا و نهارا . فتأمل ....

قلت : لقد توسعت قليلا بذكر هذه النصوص عن بعض السلف والأئمة ؛ لعزتها، ولظن الكثير من الناس أنها مخالفة لعموم : " وأعفوا اللحى " ، ولم يتنبهوا لقاعدة أن الفرد من أفراد العموم إذا لم يجر العمل به ، دليل على أنه غير مراد منه ، وما أكثر البدع التي يسميها الإمام الشاطبي بـــ (البدع الإضافية) إلا من هذا القبيل، ومع ذلك فهي عند أهل العلم مردودة ، لأنها لم تكن من عمل السلف ، وهم أتقى وأعلم من الخلف ، فيرجى الانتباه لهذا فإن الأمر دقيق ومهم.

وفي موضع آخر: قال عبد الرحمن العاصمي الحنبلي: الحجة في روايته لا في رأيه ؛ ولا شك أن قول الرسول وفعله أحق وأولى بالاتباع من قول غيره أو فعله ؛ كائناً ما كان" ! فأقول : نعم ؛ لكن نصب المخالفة بين النبي صلي الله عليه وسلم وابن عمر خطأ ؛ لأنه ليس هناك حديث من فعله أنه كان صلي الله عليه وسلم لا يأخذ من لحيته . وقوله : "وفروا اللحى" ؛ يمكن أن لا يكون على إطلاقه ، فلا يكون فعل ابن عمر مخالفاً له ، فيعود الخلاف بين العلماء إلى فهم النص . وابن عمر – باعتباره راوياً له – يمكن أن يقال : الراوي أدرى بمرويه من غيره ، لا سيما وقد وافقه على الأخذ منها بعض السلف كما تقدم، دون مخالف له منهم فيما علمنا . والله أعلم .

সারাংশ হচ্ছে, এ দলের দলীল উমূমে হাদীস বা হাদীসের ব্যাপকতা ছাড়া আর কিছু নয়। আর তিনি উক্ত দলীলকে দুইভাবে খণ্ডন করেছেন। প্রথমত যে উমূমের সাথে আমল জারী হয়নি, তা বিদআতের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়ত এটা সলফের মুখালিফ, বিশেষ করে ইবনে ওমর ও আবু হুরায়রা (রা.)-এর; যাঁরা উমূমে হাদীসের বর্ণনাকারী এবং স্বীয় রেওয়ায়াত সম্পর্কে অন্যদের চেয়ে সর্বাধিক অবগত এবং যিনি হুকুমদানকারী, রাত-দিন তাঁর দর্শনলাভকারী। সাথে সাথে নবী ﷺ এর দৃঢ় অনুসরণকারী। তিনি আরো বলেন- ইবনে ওমরের আমল ও রাসূল ﷺ এর বাণীর মাঝে মুখালাফাত বা বিরোধিতা সৃষ্টি করা ভুল। কেননা এমন কোন ফে'লী হাদীস নেই, যা থেকে প্রতীয়মান হয়, রাসূল ﷺ স্বীয় দাড়ি মোবারক থেকে কাটতেন না। তাছাড়া দাড়ি সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ ব্যাপক অর্থে এস্তেমাল না হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কাজেই ইবনে ওমরের আমল তাঁর মুখালিফ হবে না। এছাড়া তিনি ইমামুস সুন্নাহ আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর কথা ও আমলকে পেশ করেছেন এবং বলেছেন এ দলের কথা থেকে মনে হয়, তাঁরা এমন একটি বিষয়ে অবহিত হয়েছেন, যা সলফরা জানতে বা বুঝতে সক্ষম হননি। বিশেষত যাদের মধ্যে হাদীসের বর্ণনাকারী ইবনে ওমর (রা.) রয়েছে।[১৮৮]

* আহলে হাদীসদের অন্যতম অনুসরণীয় ইমাম শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ. মৃত্যু ৭২৮ হি.) বলেন-

وأما إعفاء اللحية فإنه يترك ولو أخذ مازاد علي القبضة لم يكره نص عليه كما تقدم عن إبن عمر رضـ

অর্থ: দাড়িকে ছেড়ে দেওয়া চাই। তবে মুঠোর অতিরিক্ত দাড়ি কর্তন করলে মাকরুহ হবে না। কারণ ইবনে ওমর (রা.) থেকে এর প্রমাণ রয়েছে।[১৮৯]

এভাবে সাহাবাযুগ থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত বড় বড় ইমাম ও ওলামায়ে কেরামের মুঠোর অতিরিক্ত দাড়ি কাটার পক্ষে মত রয়েছে। যদিও তাঁদের মধ্যে উত্তম অনুত্তম নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। কিন্তু কেউ হারাম বলেননি। যার বিস্তারিত আলোচনা কিছু পূর্বে হয়েছে।

তাছাড়া আমাদের আরো দলীল হচ্ছে, দাড়ি কর্তন জায়েয হওয়ার উপর সাহাবায়ে কেরামের "ইজমা'য়ে সুকূতী" প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তাঁদের একমুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কর্তনের আমল "মারফুয়ে হুকমীর" অন্তর্ভুক্ত, যা আহলে ইলমদের অজানা নয়। এছাড়া যাদের দাড়ি অস্বাভাবিক লম্বা হয়ে যায়, যা রেখে দেয়াও তাদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়ে। তাদের দেখতেও কেমন দেখায়! ঠাট্টা-পরিহাসের পাত্রে পরিণত হয়। কারো কারো দৃষ্টিতে জঙ্গলী মনে হয়। এদের ব্যাপারে আপনাদের কী সিদ্ধান্ত? তারা কি এভাবেই রেখে দেবে? এভাবে রাখা তো তাদের পক্ষে কষ্টকর হবে। দিন যাবে, বাড়তেই থাকবে। তাদের অবস্থা কেমন হয়ে দাঁড়াবে? অবশেষে নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। যেমন- খানা-পিনা, অজু-ইস্তিঞ্জা ইত্যাদি। আর এমন সিদ্ধান্ত আল্লাহ পাকের কালাম لا يكلف الله نفسا إلا وسعها (আল্লাহ তা'আলা কারও উপর তার সাধ্যাতীত কষ্ট চাপিয়ে দেন না।)-এর সাথে সাংঘর্ষিক নয় কি?[১৯০]

---

[১৮৮] সিলসিলাতুল আহাদীসিয যয়ীফা ওয়াল মওযুআহ ১৩/৪৩৯-৪৪২, ৫/৩৭৮-৩৮০, ১১/৭৮৫

[১৮৯] শরহুল ওমদাহ ১/২৩৬

[১৯০] সূরা বাকারা-২৮৬

সর্বশেষ প্রশ্ন হচ্ছে, যে সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম দাড়ি কেটেছেন এবং শরীয়ত বিশেষজ্ঞ ও ইমামগণ যারা দাড়ি কেটেছেন বা কাটার পক্ষে মত দিয়েছেন তাঁরা কি হারাম কাজ করেছেন?

দ্বিতীয় দলের আলোচনা: তাদের কথা হল- মুঠোর অতিরিক্ত দাড়ি কেটে ফেলা ওয়াজিব তথা জরুরী। কাজেই কেউ যদি না কাটে, তাহলে সে গুনাহগার হবে। এ দলের মধ্যে রয়েছে হানাফী মাযহাবের দু'একজন ব্যক্তি। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- "হিদায়া" গ্রন্থের সর্বপ্রথম ব্যাখ্যাকার হুসাইন বিন আলী হুসামুদ্দীন আস-সাগনাকী (রহ. মৃত্যু ৭১০ হি.)। তিনি "আন-নেহায়াহ শরহুল হিদায়াহ" গ্রন্থে বলেছেন- وما وراء ذلك يجب قطعه অর্থাৎ মুঠোর অতিরিক্ত দাড়ি কেটে ফেলা ওয়াজিব। তবে হ্যাঁ, যদি ওয়াজিব শব্দটাকে (وجوب) তিনি আসল অর্থে ব্যবহার না করে ছাবেত (ثبوت) হওয়ার অর্থে ব্যবহার করে থাকেন, তাহলে তিনি এ দলের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

আল্লামা হাছকাফী (রহ.) বলেন- وَصَرَّحَ فِي النِّهَايَةِ بِوُجُوبِ قَطْعِ مَا زَادَ عَلَى الْقُبْضَةِ بِالضَّمِّ ، وَمُقْتَضَاهُ الْإِثْمُ بِتَرْكِهِ؛ إِلَّا أَنْ يُحْمَلَ الْوُجُوبُ عَلَى الثُّبُوتِ.

অর্থাৎ "নেহায়া" গ্রন্থে মুঠোর অধিক দাড়ি কর্তন করাকে ওয়াজিব বলা হয়েছে। যার দাবী হচ্ছে, না কাটলে গুনাহগার হতে হবে। তবে "ওয়াজিব" শব্দটি "ছাবেত" বা প্রমাণিত হওয়ার অর্থে ব্যবহার হলে কাটা ওয়াজিব হবে না।[১৯১]

এ দলের মধ্যে আরেকজন হলেন শাইখ আলবানী (রহ. মৃত্যু ১৪২০ হি.) তিনি মুঠোর অধিক দাড়ি না কাটাকে ইমাম শাতেবীর ভাষায় البدع الإضافية বলে এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[১৯২]

এ দল সম্পর্কে লম্বা আলোচনায় না গিয়ে আল্লামা ইউসুফ লুধিয়ানভী (রহ. মৃত্যু ১৪২১ হি.) যে কথা বলেছেন, তা উল্লেখ করাটাই যথেষ্ট মনে হচ্ছে। তিনি "ইখতিলাফে উম্মত" গ্রন্থে লিখেন-

میرے مطالعہ سے جو کتابیں ابتک گذری ہیں ان میں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مشت کے قائلین دو گروہ میں تقسیم ہوگئے ہیں۔ ان میں چھوٹا گروہ اس بات کا قائل ہے کہ ایک مشت سے زائد مقدار کو

---

[১৯১] দুররুল মুখতার ৩/৩৯৭ শামীসহ

[১৯২] সিলসিলায়ে যয়ীফা ৫/৩৮০, ১৩/৪৪১

کٹوادینا ضروری اور واجب ہے ... اس گروہ کے قول کی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں اسلئے اس پر گفتگو بیکار ہے۔

অর্থাৎ তাঁর গবেষণা অনুযায়ী মুঠোর অতিরিক্ত দাড়ি কর্তনের স্বপক্ষের লোক দু'ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে ছোট দলের বক্তব্য হচ্ছে, একমুষ্টির বেশি দাড়ি কেটে ফেলা জরুরী ও ওয়াজিব। অতঃপর তিনি বলেন- এ দলের বক্তব্যের স্বপক্ষে শরয়ী কোন দলীল নেই। কাজেই এ নিয়ে আলোচনা করা অর্থহীন।[১৯৩]

উল্লেখ্য, এ মতকে কেউ কেউ হানাফী মাযহাবের মত বলে অপপ্রচার করেন এবং হানাফীদের উপর যা বলার বলেন। এটা কিন্তু ঠিক নয়। কেননা এটা হানাফী মাযহাবের মতও নয় এবং এর উপর ফতওয়াও নয়।

নিম্নে এ সম্পর্কে কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরা হলো। যাতে হানাফী মাযহাবের মত ও পথ সবাই জানতে পারে।

* হানাফী মাযহাবের অন্যতম ইমাম, শাগিরদে আবু হানীফা, ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান আশ-শায়বানী (রহ. মৃত্যু ১৮৯ হি.) "আল-মুআত্তা" গ্রন্থে ইমাম মালিক (রহ. মৃত্যু ১৭৯ হি.) থেকে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন-

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا حَلَقَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَمِنْ شَارِبِهِ.

অতঃপর লিখেন-

قَالَ مُحَمَّدٌ : لَيْسَ هَذَا بِوَاجِبٍ، مَنْ شَاءَ فَعَلَهُ. وَمَنْ شاء لم يفعله. [١٩٤]

ইমাম মুহাম্মদের উক্ত কথার ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী হানাফী (রহ. মৃত্যু ১০১৪ হি.) মুআত্তা মুহাম্মদের ব্যাখ্যাগ্রন্থ "ফাতহুল মুগাত্তা"তে লিখেন-

قال محمد : ليس هذا بواجب أي من واجبات الحج والعمرة؛
بل الأولي مستحبة، والثانية سنة. [١٩٥]

আল্লামা আব্দুল হাই লখনভী হানাফী (রহ. মৃত্যু ১৩০৪ হি.) এর ব্যাখ্যায় "আত-তা'লীকুল মুমাজ্জাদ" এ লিখেন-

قوله: ليس هذا بواجب ، أي ليس أخذ اللحية والشارب واجباً بل مسنون

---

[১৯৩] ইখতিলাফে উম্মত আওর ছিরাতে মুসতাকীম ১/২১২

[১৯৪] আল-মুআত্তা লিল ইমাম মুহাম্মদ ২২০ হাদীস ৪৬২

[১৯৫] فتح المغطي شرح المؤطا لملا علي القاري (مخطوط) فضل الحلق وما يجزي من التقصير.

أو مستحب، أو يقال: ليس هذا من واجبات الحج ومناسكه كحلق الرأس وتقصيره، وإنما فعله ابن عمر اتفاقاً.[١٩٦]

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) ও দুই হানাফী ব্যাখ্যাকারের সুস্পষ্ট ভাষ্য হচ্ছে, দাড়ি কর্তন করা ওয়াজিব নয় বরং সুন্নাত বা মুস্তাহাব। প্রসঙ্গক্রমে বলছি, মোল্লা আলী কারী (রহ.) "মিরকাতের" একস্থানে যদিও বলেছেন- وقوله يجب بمعني ينبغي أوالمراد به أنه سنة مؤكدة قريبة إلي الوجوب وإلاّ فلا يصح علي إطلاقه.

অর্থাৎ মুঠোর দাড়ি কর্তন সুন্নাতে মুআক্কাদা, ওয়াজিবের নিকটবর্তী। কিন্তু এটা তাঁর মত নয় বা আগে থাকলেও পরে তিনি শুধু মুস্তাহাবের পক্ষেই মত দিয়েছেন। তার দলীল হলো: উক্ত কথা যে মিরকাত নামক গ্রন্থে লিখেছেন, তা লিখা পরিপূর্ণ হয়েছে ১০০৮ হিজরী সনে। আর মুআত্তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ "ফাতহুল মুগাত্তা"তে যে بل الأولي مستحبة দাড়ি কর্তন মুস্তাহাব বলেছেন, তা লিখা শেষ হয়েছে ১০১৩ হিজরীতে, যা মিরকাতের পাঁচ বছর পরে।[১৯৭] সুতরাং পরের মতই গ্রহণযোগ্য হবে। এর পরের বছর অর্থাৎ ১০১৪ তাঁর ইনতিকাল হয়েছে। তাছাড়া তিনি "মুসনাদে আবী হানীফার" ব্যাখ্যাগ্রন্থেও মুস্তাহাব বলেছেন।[১৯৮]

* ইবনে নুজাইম মিসরী (রহ. মৃত্যু ৯৭০ হি.) রচিত "আল-বাহরুর রায়েক" এর টীকা "মিনহাতুল খালিক" এ ইবনে আবেদীন শামী (রহ.) লিখেন-

قَوْلُهُ : وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ تَرْكُهَا إلَخْ قَالَ : فِي غَايَةِ الْبَيَانِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إعْفَاءِ اللُّحَى مَا هُوَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ تَرْكُهَا حَتَّى تَطُولَ فَذَاكَ إعْفَاؤُهَا مِنْ غَيْرِ قَصٍّ ، وَلَا قَصْرٍ ، وَقَالَ أَصْحَابُنَا : الْإِعْفَاءُ تَرْكُهَا حَتَّى تَكِثَّ وَتَكْثُرَ وَالْقَصُّ سُنَّةٌ فِيهَا ، وَهُوَ أَنْ يَقْبِضَ الرَّجُلُ لِحْيَتَهُ فَمَا زَادَ مِنْهَا عَلَى قَبْضَةٍ قَطَعَهَا كَذَلِكَ ذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي كِتَابِ الْآثَارِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ : وَبِه نَأْخُذُ وَذَكَرَ هُنَالِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

অর্থাৎ হানাফীদের অভিমত হল- মুঠোর অতিরিক্ত দাড়ি কর্তন করা সুন্নাত।[১৯৯]

---

[১৯৬] التعليق الممجَّد على موطأ الإمام محمد ٣٥٤/٢ .

[১৯৭] شرح شرح نخبة الفكر لملا علي القاري ٦٣ – ٦٤ مع تقديم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة.

[১৯৮] شرح مسند أبي حنيفة لملا علي القاري ٤٢٣ ، المستحب في اللحية. دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان.

[১৯৯] منحة الخالق علي البحر الرائق ١٩/٣ مع البحر، باب الجنايات في الحج.

* এভাবে খাতিমাতুল মুহাক্কিকীন ইবনে আবেদীন শামী (রহ. মৃত্যু ১২৫২ হি.) "ফাতাওয়া শামী" গ্রন্থে মুঠোর অতিরিক্ত দাড়ি কর্তন করা ওয়াজিব হওয়াকে রদ্ করে সুন্নাত হওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন।[২০০]

এখন আলোচনা করা যাক তৃতীয় দল সম্পর্কে। দাড়ির পরিমাণ সম্পর্কে তাদের বিভিন্ন ধরণের বক্তব্য পাওয়া যায়।

১। দাড়ি সম্পর্কে রাসূল ﷺ শুধু এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, দাড়ি রাখ। বা রাসূল ﷺ দাড়ি রাখতে বলেছেন। অতএব যার যে পরিমাণ ইচ্ছা, রাখবে।

২। দাড়ি সম্পর্কে রাসূল ﷺ কোন পরিমাণ নির্ধারণ করেননি।

৩। দাড়ি এ পরিমাণ রাখলেই যথেষ্ট, যতটুকু রাখলে দাড়ি আছে বলে বুঝা যায়। অতএব কেটে ছেটে ছোট করে রাখলে কোন অসুবিধা নেই।

৪। কখনো বলেন- লম্বা দাড়ি বা একমুষ্টি পরিমাণ দাড়ি সুন্নাত কিংবা উত্তম। আর ছোট দাড়ি বা একমুষ্টির কম দাড়ি খেলাফে আউলা বা অনুত্তম।

৫। রাসূল ﷺ যে দাড়ি লম্বা করার কথা বলেছেন, তা হলো বিধর্মীদের বিরুদ্ধাচরণের জন্য। কারণ তারা দাড়ি কাটতো। আর এখন তো তারা মুণ্ডিয়ে ফেলে।

৬। লম্বা দাড়ি সম্পর্কে তাদেরকে এমনও বলতে শুনা যায়- এক ইঞ্চির তুলনায় দুই ইঞ্চি তো লম্বা। এভাবে দুইয়ের তুলনায় তো তিন ইঞ্চি লম্বা। কাজেই দুই বা তিন ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা রাখলে যথেষ্ট হবে। কেননা তা এক ইঞ্চির তুলনায় লম্বা।

৭। দাড়ির সীমা ও পরিমাণ নির্ধারণ ওলামাদের আবিষ্কৃত বিষয়।

উক্ত বক্তব্যসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দাড়ি রাখার ব্যাপারে তারা একমত। কিন্তু দাড়ি লম্বা রাখা এবং তার কোন পরিমাণ নির্ধারণ করা এ দু'বিষয়ে তাদের দ্বিমত।

সুপ্রিয় পাঠকগণ! আসুন তাদের দ্বিমত কোরআন-হাদীসের আলোকে যাচাই করি। বাস্তব ও মিল খুঁজে পাওয়া যায় কি না দেখি। সুতরাং আমাদের সামনে দুটি প্রশ্ন (১) কোরআন-হাদীসের আলোকে দাড়ি লম্বা রাখা জরুরী কি না? (২) লম্বা রাখা জরুরী হলে তার নির্দিষ্ট কোন সীমা-রেখা আছে কি না? উক্ত প্রশ্নদ্বয়ের নিরসনে পাঁচটি বিষয়ে আলোচনা তুলে ধরা হবে। আশা করি এর মাধ্যমে কোরআন-হাদীসের আলোকে উক্ত প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর পরিষ্কার হয়ে

---

[২০০] রদ্দুল মুহতার বা ফাতাওয়া শামী ৩/৩৯৭ কিতাবুছ ছওম

উঠবে ইনশাআল্লাহ। সাথে সাথে তাদের বক্তব্যসমূহের অবস্থা এবং তা কোরআন-হাদীসের সাথে কতটুকু মিল ও সামঞ্জস্যপূর্ণ স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

এক

কোরআনে দাড়ির আলোচনা: ইসলামী শরীয়ত তথা দীন-ইসলামের যে কোন বিধি-বিধানের মূল উৎস হল পবিত্র কোরআন। অতএব কোরআনে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে দাড়ি সম্পর্কে এরকম পাওয়া যায়, বনী ইসরাঈলের গো-বৎস পূজাকে কেন্দ্র করে যখন হযরত মূসা (আ.) রাগান্বিত হয়ে আপন ভাই হযরত হারুন (আ.) এর দাড়ি ও মাথার চুল ধরলেন, তখন হারুন (আ.) বললেন, হে আমার জননী তনয়! তুমি আমার দাড়ি ও চুল ধরো না।[২০১]
লক্ষ্য করার বিষয়, যদি হারুন (আ.) এর দাড়ি ছোট বা খশখশী হত, তাহলে মূসা (আ.) ধরতে পারতেন না। যখন ধরেছেন এবং ধরে নিজের দিকে টেনেছেনও, (যেভাবে সূরা আ'রাফের ১৫০ নং আয়াতে উল্লেখ হয়েছে) তো প্রমাণ হলো হারুন (আ.) এর দাড়ি মোবারক যথেষ্ট পরিমাণ লম্বা ছিলো।
এখানে এই প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না যে, অন্য নবীর ধর্ম ও আমাদের ধর্ম হুবহু ও এক নয়। কেননা দাড়ি লম্বা করা, ছেড়ে দেওয়া সকল নবীর সুন্নাত। যেমন- রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন- দশটি কাজ ফিতরতের অন্তর্ভুক্ত। তন্মধ্যে একটি হল দাড়ি বৃদ্ধি করা।[২০২]
এখানে ফিতরতের অন্তর্ভুক্ত বলে সমস্ত নবী ও রাসূলের নিয়ম-নীতি ও সুন্নাতকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং স্পষ্ট হয়ে গেল, দাড়ি লম্বা করা এক লাখ বা দুই লাখ চব্বিশ হাজার (বা কমবেশ) নবী ও রাসূলের ঐকমত্য সুন্নাত।

দুই

হাদীসের গ্রন্থসমূহে দাড়ির জন্য ব্যবহৃত শব্দগুলোর অর্থ কী?
বিশুদ্ধ হাদীসের গ্রন্থসমূহে দাড়ির জন্য ব্যবহৃত পাঁচটি শব্দ যাওয়া যায়।
১. أعفوا اللحى দাড়ি বৃদ্ধি কর। (বুখারী) ২. وفروا اللحى দাড়ি বাড়াও। (বুখারী) ৩. أوفوا اللحى দাড়িসমূহ পূর্ণ কর এবং কম করো না। (মুসলিম) ৪. أرخوا اللحى দাড়িকে লটকাও। (মুসলিম) ৫. أرجوا اللحى দাড়ি ছেড়ে দাও এবং সম্পূর্ণ বাকী থাকতে দাও। (ইকমালুল মুআল্লিম)[২০৩]

---

[২০১] সূরা তোয়াহা ৯৪
[২০২] মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী
[২০৩] তাবারানীর বর্ণনায় এসেছে دعوا اللحى দাড়ি ছেড়ে দাও (দাড়ি আওর আম্বিয়া কী সুন্নাতী পৃ.২০) তবে আমি এ হাদীসটি তবারানীতে খুঁজে পাইনি। এভাবে ইবনে আব্দুল বার মালিকী (রহ.) বলেছেন-

উক্ত শব্দসমূহের অর্থ ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে নিম্নে কিছু উদ্ধৃতি দেয়া হলো।

(في جمهرة اللغة ২\৩৬) وعفا شعَرُه، إذا كثر؛ (وفي القاموس المحيط ৩\৪৫২) عَفَى شَعْرُ البَعيرِ : كَثُرَ وطالَ فَغَطَّى دُبُرَهُ أعْفَى اللِّحْيَة : وفَّرَها . (وفي تاج العروس১\৮৫৩৩) العفاء (الشعر الطويل الوافي) وقد عفا إذا طال وكثر . . . أعفى (اللحية وفرها) حتى كثرت وطالت ومنه الحديث أمر أن تعفى اللحى. (وفي مختار الصحاح১\২১০) عَفَا الشَّعْرُ والنَّبْت وغَيْرُهما كثُر وبابه سَمَا ومنه قوله تعالى: (حَتَّى عَفَوْا) أي كَثُرُوا. وعَفّاه غيرُه بالتّخفيف وأعْفَاه إذا كثّره. وفي الحديث (أمَرَ أن تُعْفَى اللِّحَى). (وفي الفائق في غريب الحديث و الأثر ১\৪৩৯) العافي : الطويل الشَّعْر مِنْ عفا وَبَرُ البعير إذا طال ووفر . ومنه : وأنْ تعفى اللّحى . (وفي المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ৬\২৫০) وَقَالَ السَّرَقُسْطِيّ عَفَوْتُ الشَّعْرَ أَعْفُوهُ عَفْوًا وَعَفَيْتُهُ أعْفِيه عَفْيًا تَرَكْتُهُ حَتَّى يَكْثُرَ وَيَطُولَ وَمِنْهُ { اَعْفُوا اللِّحَى } يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ ثُلَاثِيًّا وَرُبَاعِيًّا. (وفي المعجم الوسيط২\৬১২) أعفى الشعر ونحوه أبقاه وفي الحديث وأعفوا اللحى (وفي غريب الحديث لابن قتيبة১\৬১৩) والعافي: الطويل الشعر يقال: عفا وبرالبعير، إذا طال، وعفت الأرض إذا غطاها النبات،ومنه الحديث أمر " أن تعفى اللحى ".(وفي لسان العرب৫\৩৮০) عَفا النَّبتُ والشَّعَرُ وغيرُه يَعْفُو فهو عاف كثُرَ وطالَ وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمَرَ بإعْفاء اللِّحَى هو أن يُوفَّرشَعَرُها ويُكَثَّر ولا يُقَصّ كالشَّوارِبِ من عَفا الشيءُ إذا كَثُرَ وزاد. . .والعافي الطويلُ الشَّعَر ويقال للشَّعَرإذا طال ووَف. قال ابن الاثير في النهاية وفيه أنه أمَرَ بإعْفاء اللِّحَى هو أن يُوفَّر شَعَرُها ولا يُقَصّ كالشَّوارب من عفا الشيءُ إذا كثُر وزاد . يقال : أعْفَيْتُه وعَفَّيْتُه (النهاية في غريب الأثر৩ \ ৫২৪)

قال ابن حجر: (قوله باب اعفاء اللحى) كذا استعمله من الرباعي وهو بمعنى الترك ثم قال عفوا كثروا وكثرت أموالهم وأراد تفسير قوله تعالى في الأعراف حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فقد تقدم هناك بيان من فسر قوله عفوا يكثروا فأما أن يكون أشار بذلك إلى أصل المادة أو إلى أن لفظ الحديث وهو اعفوا اللحى جاء بالمعنيين فعلى الأول يكون بهمزة قطع وعلى الثاني بهمزة وصل وقد حكى ذلك جماعة من الشراح منهم ابن التين قال وبهمزة قطع أكثر وقال ابن دقيق العيد: تفسير الإعفاء بالتكثير من إقامة السبب مقام المسبب، لأن حقيقة الإعفاء الترك، وترك التعرض للحية يستلزم تكثيرها. وأغرب ابن السيد فقال: حمل بعضهم

حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال . . . واتركوا اللحى (আল-ইসতিযকার ৮/৪২৮) তবে হাদীসটির পূর্ণ সনদ সম্পর্কে অবগত হতে পারিনি।

قوله: "أعفوا اللحى" على الأخذ منها بإصلاح ما شذ منها طولا وعرضا، واستشهد بقول زهير "على آثار من ذهب العفاء". وذهب الأكثر إلى أنه بمعنى وفروا أو كثروا، وهو الصواب. قال ابن دقيق العيد : لا أعلم أحدا فهم من الأمر في قوله: "أعفوا اللحى" تجويز معالجتها بما يغزرها كما يفعله بعض الناس، قال: وكأن الصارف عن ذلك قرينة السياق في قوله في بقية الخبر "وأحفوا الشوارب" انتهى. ويمكن أن يؤخذ من بقية طرق ألفاظ الحديث الدالة على مجرد الترك، والله أعلم. (فتح الباري ١٥\٣٥١) وفي (مرقاة المفاتيح ١٣\١٦١) (أوفروا أي أكثروا اللحى والمعنى اتركوا اللحى كثيرا بحالها ولا تتعرضوا لها واتركوها لتكثر.(وفي شرح النووي على مسلم) وَأَمَّا (إِعْفَاء اللِّحْيَة) فَمَعْنَاهُ تَوْفِيرهَا وَهُوَ مَعْنَى (أَوْفُوا اللِّحَى) فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى ، وَأَمَّا (أَوْفُوا) فَهُوَ بِمَعْنَى أَعْفُوا ، أَيْ اُتْرُكُوهَا وَافِيَة كَامِلَة لَا تَقُصُّوهَا.(وَأَرْخُوا)فَهُوَ أَيْضًا بِقَطْعِ الْهَمْزَة وَبِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة ، وَمَعْنَاهُ اُتْرُكُوهَا وَلَا تَتَعَرَّضُوا لَهَا بِتَغْيِيرٍ.(أَرْجُوا) بِالْجِيمِ قِيلَ : هُوَ بِمَعْنَى الْأَوَّل وَأَصْله (أَرْجِئُوا) بِالْهَمْزَةِ ، فَحُذِفَتْ الْهَمْزَة تَخْفِيفًا ، وَمَعْنَاهُ : أَخِّرُوهَا وَاتْرُكُوهَا ، وَجَاءَ فِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ (وَفِّرُوا اللِّحَى) فَحَصَلَ خَمْس رِوَايَات : أَعْفُوا وَأَوْفُوا وَأَرْخُوا وَأَرْجُوا وَوَفِّرُوا ، وَمَعْنَاهَا كُلّهَا : تَرْكُهَا عَلَى حَالهَا . هَذَا هُوَ الظَّاهِر مِنْ الْحَدِيث الَّذِي تَقْتَضِيه أَلْفَاظه . وقال المناوي (في فيض القدير) (وأعفوا) بفتح الهمزة (اللحى) بالضم والكسر أي اتركوها بحالها لتكثر وتغزر لأن في ذلك جمالا للوجه وزينة للرجل ومخالفة لزي المجوس والإعفاء التكثير١\٢٥٦ (وأعفوا اللحى) أي اتركوها فلا تأخذوا منها شيئا ٣\٨٣ (وأرخوا اللحى) بخاء معجمة على المشهور وقيل بالجيم وهو ما وقفت عليه في خط المؤلف من مسودة هذا الكتاب من الترك والتأخير وأصله الهمز فحذف تخفيفا ومنه قوله تعالى : (ترجي من تشاء منهن) وقوله (أرجه وأخاه) وكان من زي آل كسرى كما قاله الروياني وغيره قص اللحى وتوفير الشوارب ٣\٤٥٦ (وأوفروا اللحى) بالضم والكسر اتركوها لتكثر وتغزر ولا تتعرضوا لها ٣\٥٩٣ (وفروا اللحى) أي لا تأخذوا منها شيئا (٦\٤٩٥).

আরবী ভাষা সম্পর্কে যারা অভিজ্ঞ তারা ভালভাবে বুঝতে পেরেছেন যে, রাসূল ﷺ এই শব্দ পাঁচটির কোনটিতে শুধু দাড়ি রাখার হুকুম করেননি, বরং দাড়িকে বৃদ্ধি করা, লম্বা করা, লটকানো এবং ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেছেন।

একটি ঘটনা উল্লেখ করছি, যেন উক্ত কথাটি আরও ভালভাবে বুঝে আসে। জামায়াতে ইসলামীর অন্যতম সাবেক প্রতিষ্ঠাতা ও রুকন, বরং নায়েবে আমীর, যার মুনাজাতের মাধ্যমে জামায়াতের প্রতিষ্ঠা অধিবেশন সমাপ্ত

হয়েছিলো এবং যিনি আমীর পদের জন্য মাওলানা মওদূদী সাহেবের নাম পেশ করেছেন সেই আল্লামা মনজুর নোমানী সাহেব (রহ.) রচিত "মাওলানা মওদূদী কে সাথ্ মে-রী রেফাকত কী সার গুযাশত আওর আব মে-রা মাওকাফ", যার অনুবাদ "মাওলানা মওদূদীর সাথে আমার সাহচর্যের ইতিবৃত্ত ও অন্যান্য প্রসঙ্গ" গ্রন্থটির একস্থানে লিখেন- আমি একবার লাহোর সফর করি এবং জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে মাওলানা মওদূদীর সাথে আলোচনা করি। আলোচনার বিভিন্ন কথা তুলে ধরে এক পর্যায়ে মনজুর নোমানী সাহেব বলেন- যদি আপনি কোন জামা'আত বা দল প্রতিষ্ঠা করেন, তবে তার নেতা কিংবা আমীর আপনিই হবেন। এ জন্য আমি প্রয়োজন মনে করি যে, আমি নিজের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে আপনার সম্পর্কে স্বয়ং আপনার সাথে পরিষ্কার কথা বলা। অতঃপর আমি তাকে বেশকিছু প্রশ্ন করি, তন্মধ্যে যেগুলো স্মরণ আছে, সেগুলো হল- আপনি পরিষ্কারভাবে বলুন! শরীয়তের আহকাম বা বিধি-বিধান সম্পর্কে বর্তমানে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপদ্ধতি কী? তিনি বললেন- যতদূর সম্ভব আমি শরীয়তের আহকামের পাবন্দী করে থাকি এবং করতে চাই। অতঃপর আমি তাকে বললাম- আপনি বিশেষ কোনো ইমামের মায্হাবের অনুসরণকে (তাকলীদে শখছী) প্রয়োজন মনে করেন না। এ বিষয়ে তো আমার জানা আছে। কিন্তু আমার মতে এ ফিতনার যুগে যে বিষয়ে চার ইমাম ঐক্যমত পোষণ করেন, সে বিষয়ের বিরোধিতা করা যাতে না হয়; সম্ভবত এটাকে আপনিও জরুরী মনে করেন। তিনি বললেন- হ্যাঁ, আমি এটাকে জরুরী মনে করি এবং এ সীমা অতিক্রম করাকে জায়েয মনে করি না। (তখন পর্যন্ত তার দাড়ি অত্যন্ত ছোট ছিলো এবং মাথায় ইংরেজী ফ্যাশনের চুল ছিলো।) আমি বন্ধুত্বপূর্ণ সরলতায় তার দাড়ির প্রতি ইঙ্গিত করে আরজ করি, এ ধরনের দাড়ি রাখা কি আপনার মতে জায়েয আছে? তিনি বললেন- হ্যাঁ। আমি হারাম কিংবা নাজায়েয মনে করিনা, তবে অনুত্তম (খেলাফে আওলা) মনে করি। আমার মতামত হলো এই, "যাতে দূর থেকে দৃষ্টিগোচর হয়, সে পরিমাণ দাড়ি রাখা জরুরী এবং একমুষ্টি পরিমাণ দাড়ি রাখা সুন্নাত।" আমি আরজ করলাম- ফিকাহর কিতাবসমূহে তো একমুষ্টি পরিমাণ দাড়িকে ওয়াজিব লেখা হয়েছে এবং যে ব্যক্তি এর কম রাখে আর দাড়ি কাটে, তার এ কাজকে নাজায়েয বলা হয়েছে। তদুপরি স্পষ্টত উল্লেখ রয়েছে যে, এ মাসআলাটি সর্বসম্মত। আমি সে সময় "ফাতহুল কাদীর" ও "দুররুল মুখতার" প্রভৃতির সে বাক্যাংশ তাকে পাঠ করে শুনালাম, যা সে সময়ও মুখস্থ ছিলো।

কোন কোন পশ্চিমারা (মরক্কো ও তিউনিসিয়া প্রভৃতি দেশের লোক) ও মহিলারূপী পুরুষরা যে, একমুষ্টি পরিমাণের চেয়ে কম দাড়ি রাখে এবং কাটে এটা কারো মতে জায়েয নাই। তিনি বললেন- হাম্বলী মাযহাবের মুগনী নামক ফিকাহর কিতাবে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, এর চেয়েও কম রাখা জায়েয আছে। আমি আরজ করলাম মুগনী কিতাবটি আমি দেখিনি। তাই সে সম্পর্কে কিছু বলতে পারব না। (উল্লেখ্য, লেখক মুগনী কিতাবে তালাশ করে দেখেছি। কিন্তু উক্ত কথাটির সন্ধান পাইনি।) কিন্তু একটি মূলনীতি উল্লেখ করছি, যদি সকল ফকীহ্ ও মুজতাহিদ কোন একটি কাজকে নাজায়েয বলেন এবং কোন কিতাবে জায়েয বলেও কোন কথা থাকে আবার সেটি করার মধ্যে শরীয়তের কোন রকম উপকারও না থাকে, তবে এটা স্পষ্ট যে, তাকওয়া ও সতর্কতার দাবী হলো সে কাজ হতে বিরত থাকা। এতদ্ব্যতীত ছিহাহ সিত্তার (হাদীসের প্রামাণ্য ছয় কিতাব) যেসব হাদীসে নির্দেশসূচক বাক্য দ্বারা দাড়ি রাখার হুকুম দেওয়া হয়েছে, সেখানে দু'টি শব্দ পাওয়া যায়। শব্দদ্বয়ের আরবী ভাষার দিক দিয়ে ধাতুগতভাবে অর্থ দাঁড়ায়, লম্বা করা ও বৃদ্ধি করা। ফকীহগণ সম্ভবত সাহাবায়ে কেরামের আমল বা কার্য-পদ্ধতি হতে বুঝে নিয়েছেন যে, যদি একমুষ্টি পরিমাণ দাড়ি রাখা হয়, তবে শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাযথভাবে পূর্ণ হবে। সুতরাং ফিকাহ্র স্পষ্ট বর্ণনাকে কিছুক্ষণের জন্য বাদ দিলেও যদি একটু গভীরভাবে আপনি চিন্তা করেন, তবে এতটুকু তো আপনাকেও মানতে হবে যে, শুধু এ পরিমাণ দাড়ি রাখলে- যা আপনার কথা মতে "শুধু দূর থেকে দৃষ্টিগোচর হয়" উক্ত শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাযথভাবে পূর্ণ হবে না। বরং শব্দদ্বয়ের পরিষ্কার দাবী ও যথাযথ অর্থ হলো- দাড়ি কিছু পরিমাণ লম্বা, বর্ধিত ও লটকানো হওয়া। অথচ বর্তমানে আপনার দাড়ি অত্যন্ত ছোট। সুতরাং আমাদের মতে হাদীসের দৃষ্টিতেও এ ধরনের দাড়ি রাখা জায়েয হওয়ার কোন অবকাশ নেই। আমার স্মরণ আছে, আমার কথা শুনে তিনি বেশ কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করার পর বলেছিলেন- আমি এভাবে এই দিকটা কোন সময় চিন্তা করিনি। এখন ধারণা হলো যে, আপনার কথাই যথার্থ এবং আমার সংশোধন করে নেয়া দরকার।

ঘটনার শেষাংশ থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, শুধু হাদীসের অর্থের প্রতি লক্ষ্য করলেও ছোট করে দাড়ি রাখার কোন অবকাশ নেই।

তিন

কিছু হাদীসে দাড়ি লম্বা করা, বৃদ্ধি করা ও লটকানো ইত্যাদি রূপে হুকুমের পাশাপাশি বিধর্মীদের তথা অগ্নিপূজক, মুশরিক ও ইহুদী-খ্রিস্টানদের

বিরুদ্ধাচরণ করতে বলা হয়েছে কেন?

অথচ তখন সমস্ত সাহাবা (রা.) দাড়ি রাখতেন। পুরো জাযীরাতুল আরবের অধিবাসীগণ দাড়ি রাখতেন। আরবের প্রতিবেশী দেশসমূহেও দাড়ি মুণ্ডানোর প্রথা ছিলো না। দাড়ি রাখাকে সবাই পুরুষ ও মহিলার মাঝে পার্থক্যকারী বিশেষ চিহ্ন মনে করতো। পৌরুষত্ব ও সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে ভাবতো। স্বাভাবিকভাবে কারো চেহারায় দাড়ি না গজালে বা স্বেচ্ছায় মুণ্ডালে দোষণীয় মনে করতো। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, এমন একটি পরিবেশে আল্লাহর রাসূল ﷺ দাড়ি বৃদ্ধি করার হুকুম দিলেন কেন? সাথে সাথে বিধর্মীদের খিলাফ করারও নির্দেশ দিলেন কেন?

প্রথমত: এ প্রশ্নের উত্তর আমরা হাদীস থেকে জেনে নিই

عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : إن فطرة الإسلام الغسل يوم الجمعة ، والاستنان ، وأخذ الشارب ، وإعفاء اللحى ، فإن المجوس تعفي شواربها وتحفي لحاها فخالفوهم خذوا شواربكم واعفوا لحاكم. (ابن حبان ١٢٣٨ صحيح)

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, ইসলামী কৃষ্টি-কালচার হল গোঁফ খাটো করা এবং দাড়ি বৃদ্ধি করা। আর তা এ কারণে যে, অগ্নিপূজকরা স্বীয় গোঁফ বৃদ্ধি করে ও দাড়ি কর্তন করে। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধাচরণ কর। গোঁফকে খাটো কর ও দাড়িকে বৃদ্ধি কর।

অন্য হাদীসে আছে-

عن أبي أمامة رضـــ قَالَ : فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّه إنَّ أَهْلَ الْكتَاب يَقُصُّونَ عَثَانيَنَهُمْ وَيُوَفِّرُونَ سبَالَهُمْ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قُصُّوا سبَالَكُمْ وَوَفِّرُوا عَثَانيَنَكُمْ وَخَالفُوا أَهْلَ الْكتَاب. (مسند احمد إسناده حسن فتح الباري)

অর্থ: হযরত আবু উমামা (রা.) বলেন- আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিঃসন্দেহে আহলে কিতাবগণ (ইহুদী-খ্রিস্টান) স্বীয় দাড়ি কেটে ফেলে এবং গোঁফ বৃদ্ধি করে। তখন নবী করীম ﷺ ইরশাদ করলেন- তোমরা মোচ কেটে ফেলো এবং দাড়ি বৃদ্ধি কর। এর দ্বারা আহলে কিতাবদের খিলাফ কর।

দ্বিতীয়ত: ইতিহাস থেকে আলোচনা করলে আমরা তার উত্তর পেতে পারি- যা আল্লামা ইউসুফ লুধিয়ানভী (রহ.) "ইখতিলাফে উম্মত আওর ছিরাতে মুসতাকীম" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন– আরবেবর প্রতিবেশী দেশসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম পারস্যের অগ্নিপূজকরা এ পৌরুষত্ব সৌন্দর্যের

প্রতীকের উপর আঘাত হানলো। তবে দাড়ি মুণ্ডানো তখনও পর্যন্ত দোষণীয় মনে করতো। তাই অগ্নিপূজকরা নিজেদের মধ্যে দাড়ি মুণ্ডানোর সাহস পেলো না। বরং প্রাথমিকভাবে তারা নিজেদের দাড়ি ছোট করা শুরু করলো। পরে ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে কিছু লোক নিজেদের দাড়ি মুণ্ডানো শুরু করলো। (এটাও সম্ভব যে, অগ্নিপূজকদেরকে দেখে জাযীরাতুল আরবের কিছু মুশরিকীনও দাড়ি ছোট করতে বা মুণ্ডাতে আরম্ভ করলো।) যদিও মুসলমানগণ তখন দাড়ি রাখতেন, কিন্তু তাদের কাছে দাড়ির শরীয়তসম্মত স্থান পরিষ্কার ছিলো না। আশঙ্কা ছিল যে, অদূর ভবিষ্যতে হয়তো তাদের মধ্যে কিছু লোক অগ্নিপূজকদের কৃষ্টি-কালচার গ্রহণ করে বসবে। তাই রাসূল ﷺ আপন হুকুম দ্বারা তার শরয়ী অবস্থান পরিষ্কার করে দিলেন এবং মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, এ ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধাচরণ করা তোমাদের জন্য অত্যাবশ্যক।

তিনি আরো বলেন- একথা সমস্ত মুহাদ্দিস লিখেন যে, ঐ সময় অগ্নিপূজকরা ব্যাপকভাবে দাড়ি মুণ্ডাতো না, বরং ছোট করতো।[২০৪]

* ইমাম আবু শামাহ মুকাদ্দিসী শাফিয়ী (রহ. মৃত্যু ৬৬৫ হি.) বলেন-

وقد حدث قوم يحلقون لحاهم وهو أشد مما نقل عن المجوس لأنهم كانوا يقصونها.

অর্থাৎ তার যামানায় যখন লোকজন দাড়ি মুণ্ডানো শুরু করলো, তখন বড় আক্ষেপের সাথে তিনি বললেন- এখন কিছু লোক এমন দেখা যাচ্ছে, যারা নিজেদের দাড়ি মুণ্ডাচ্ছে। এদের উক্ত কাজ অগ্নিপূজকদের চেয়েও মারাত্মক। কেননা তারা তো দাড়ি কর্তন করতো, মুণ্ডাতো না।[২০৫]

* মুসলিম শরীফের অনন্য ব্যাখ্যাকার ইমাম নববী শাফিয়ী (রহ.) ও কাযী শওকানী যাহিরী (রহ.) লিখেন-

وَكَانَ مِنْ عَادَةِ الْفُرْسِ قَصُّ اللِّحْيَةِ فَنَهَى الشَّارِعُ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَ بِإِعْفَائِهَا.

অগ্নিপূজকদের অভ্যাস ছিলো দাড়ি কাটা। তাই শরীয়ত তা থেকে নিষেধ করেছে এবং দাড়ি বৃদ্ধি করার হুকুম দিয়েছে।[২০৬]

* বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা আইনী হানাফী (রহ.) লিখেন-

لأنهم كانوا يقصّرون لحاهم ومنهم من كان يحلقها.

---

[২০৪] ইখতিলাফে উম্মত আওর ছিরাতে মুসতাকীম ১/২০৪

[২০৫] ফাতহুল বারী ১০/৩৯৬

[২০৬] শরহে মুসলিম ১/১২৮, নাইলুল আওতার ১/১০৭

কেননা তারা স্বীয় দাড়িকে ছোট করতো এবং তাদের মধ্যে স্বল্প সংখ্যক লোক মুণ্ডিয়ে ফেলতো।[২০৭]

উক্ত আলোচনা থেকে এ কথা বেরিয়ে আসে যে, তখন ব্যাপকভাবে দাড়ি মুণ্ডানোর প্রথা ছিলো না। বরং দাড়ি ছোট করার প্রথা ছিলো।

অগ্নিপূজক ও অন্য লোকেরা যখন আপন দাড়িসমূহ ছোট করতো, তখন মুসলমানদের বলা হলো- তাদের বিরোধিতা করো দাড়ি লম্বা রাখার মাধ্যমে। যাতে তাদের ঐ কুঅভ্যাস তোমাদের কাছে না আসে। কাজেই বিরোধ তখনই হবে, যখন দাড়ি না কেটে লম্বা করে রাখা হবে। সুতরাং বুঝা গেলো, দাড়ির ব্যাপারে নবী করীম ﷺ এর মানশা ও ইচ্ছা হলো দাড়ি লম্বা হওয়া।

চার

দাড়ি সংক্রান্ত হাদীসসমূহে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাড়ি মুণ্ডনকারী ও দাড়ি কর্তনকারী উভয়ের বিরুদ্ধাচরণ করে দাড়ি বৃদ্ধি করা, বেশি করা ও লম্বা করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন-

عن ابن عمر ، قال : ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم المجوس ، فقال : إنهم يوفون سبالهم ، ويحلقون لحاهم ، فخالفوهم. (ابن حبان ৫৫৬৮ ' شعب الإيمان ৬১৯৫ إسناده حسن) ودخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلقا لحاهما، فكره النظر إليهما، فقال : ويلكما! من أمركما بهذا؟ قالا : أمرنا بهذا ربنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لكن ربي قد أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي.

(تاريخ الطبرى إسناده حسن مرسل فقه السيرة للغزالى ৩৫৯/১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ. (رواه مسلم : الرقم ৩৮৩) إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَقُصُّونَ عَثَانِينَهُمْ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِّرُوا عَثَانِينَكُمْ وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ. (مسند احمد)

লক্ষণীয় বিষয় হলো, রাসূল ﷺ মুণ্ডনকারী ও কর্তনকারী উভয়ের বিরোধিতার ক্ষেত্রে দাড়ি লম্বা করার কথা বলেছেন কেন? অথচ মুণ্ডনকারীর বিরোধিতা তো শুধু দাড়ি রাখাতেই পাওয়া যায়। লম্বা না করলেও চলে। এরপরও তাদের ক্ষেত্রে লম্বা করার কথা কেন বলেছেন? এর উত্তর একটাই, ইসলামী শরীয়তে 'শুধু দাড়ি রাখার' কোন স্থান নেই। বরং দাড়ি রাখা ও লম্বা

---

[২০৭] ওমদাতুল কারী ১৫/৯১

রাখা উভয়টা উদ্দেশ্য এবং উভয়টা সকল নবী রাসূলের সুন্নাতও বটে। যেমন- عشر من الفطرة منها إعفاء اللحية. । আর তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয়ের বিরোধিতার ক্ষেত্রে একই রকম নির্দেশ দিয়েছেন।

তার একটি দৃষ্টান্ত দেখুন। ঈদের দিন আপনি নিকটাত্মীয়ের দু'জন ছোট ছেলেকে নিয়ে কোথাও যাবেন। এখন দেখলেন, একজন পুরাতন কাপড় পরিহিতাবস্থায় আছে। আরেকজন আছে বস্ত্রহীন অবস্থায়। আর এ অবস্থা দেখে আপনি উভয়কে বললেন- যাও মাকে বলো তোমাদেরকে নতুন কাপড় পরিধান করিয়ে দিতে। প্রশ্ন হলো, দু'জনের অবস্থা ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও একই কথা অর্থাৎ নতুন কাপড়ের কথা বললেন কেন? নিশ্চই বলবেন- ঈদের দিনের দাবী হচ্ছে, কাপড় পরিধান করা এবং কাপড়টি নতুন হওয়া। তদ্রুপ দাড়ির ক্ষেত্রেও শরীয়তের দাবী হলো, দাড়ি রাখা এবং দাড়ি লম্বা রাখা। আর এ দাবীর প্রতি লক্ষ্য করেই নবী কারীম ﷺ দাড়ি কর্তনকারী ও মুণ্ডনকারী উভয়ের বিরোধিতার ক্ষেত্রে ইরশাদ করেছেন দাড়ি বৃদ্ধি কর, লম্বা কর। যেমন আপনি বলেছিলেন ভিন্নাবস্থা দুই ছেলের ক্ষেত্রে। কাজেই প্রমাণ হলো, ইসলামী শরীয়তে দাড়ি রাখা ও লম্বা রাখা উভয়টা উদ্দেশ্য।

পাঁচ

পঞ্চম নম্বরে নতুন কোন বিষয় নিয়ে আলোকপাত নয়, বরং পূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে এমন বিষয় স্মরণ করিয়ে দেয়া। আর তা হচ্ছে, রাসূল ﷺ এর দাড়ি মোবারক ও সাহাবায়ে কেরামের দাড়ির বর্ণনা। রাসূল ﷺ এর দাড়ি মোবারকের সারকথা হলো, তাঁর দাড়ি মোবারক এই পরিমাণ লম্বা ছিলো যে, তিনি যখন বিষণ্ন হতেন, স্বীয় দাড়ি মুঠো করে ধরতেন। অন্যত্র এসেছে তাঁর বক্ষ মোবারক ঢেকে ফেলার নিকটবর্তী হয়েছিল। আর কিছু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তাঁর দাড়ি এই পরিমাণ ঘন ও লম্বা ছিলো যে, তিনি দাড়ির নিচের দিক থেকে হাতের আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে দাড়ি খিলাল করতেন। আর সাহাবায়ে কেরামের দাড়ির খোলাসা হচ্ছে, খলীফায়ে ছালেছ হযরত ওছমান (রা.)-এর দাড়ি লম্বা ও পাতলা ছিলো। হুজুরের জামাতা হযরত আলী (রা.)-এর দাড়ি এই পরিমাণ ভরপুর ছিলো যে, উভয় কাঁধের মধ্যেবর্তী স্থান ভরাট দেখাতো। এভাবে হযরত আনাস, সালামা ইবনুল আকওয়া ও আবু সাঈদ খুদরী (রা.)-সহ অনেক সাহাবীর দাড়ির বর্ণনা এসেছে যে, তাঁরা দাড়িকে লম্বা করতেন। তবে কিছু হাদীস এমন রয়েছে, যা

থেকে প্রতীয়মান হয়, অনেক সাহাবা দাড়ি থেকে কাটতেন। আর তা দু'ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

(১) সাহাবায়ে কেরাম হজ-ওমরার সময় দাড়ি থেকে কাটতেন। অন্য সময় লম্বা করতেন বা লম্বা করাকে পছন্দ করতেন। যেমন- সাহাবী হযরত জাবের (রা.)-এর বর্ণনা এবং তাবিঈ আতা ইবনে আবী রাবাহ (রহ.)-এর বর্ণনা। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, এতে হজ-ওমরার সময়ের কথা উল্লেখ থাকলেও কিন্তু কী পরিমাণ কাটতেন বা কী পরিমাণ রেখে কাটতেন, তার কোন দিক-নির্দেশনা উল্লেখ নেই।

(২) দাড়ি সম্পর্কে সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী ইবনে ওমর (রা.) হজ-ওমরার সময় দাড়িকে মুঠো করে ধরে বাকী দাড়ি কেটে ফেলতেন। দ্বিতীয় সর্বাধিক বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রা.) দাড়িকে মুঠো করে ধরতেন, বাকী দাড়ি কাটতেন। হযরত ওমর (রা.)-এর নির্দেশে এক ব্যক্তির মুঠোর অতিরিক্ত দাড়ি কেটে দেওয়া হয়েছিলো এবং হাসান বছরী (রহ.) বলেন- সাহাবায়ে কেরাম একমুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কর্তনের অনুমতি দিতেন। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, প্রথম হাদীসে দাড়ি কাটার সময় সম্পর্কে হজ-ওমরার সময়ের কথা উল্লেখ থাকলেও বাকী তিন হাদীসে কোন সময়ের কথা উল্লেখ নেই এবং চার হাদীসে-ই কী পরিমাণ দাড়ি রেখে কেটেছেন ও কী পরিমাণ দাড়ি রেখে বাকী দাড়ি কাটার অনুমতি সাহাবায়ে কেরাম দিতেন, তার সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। আর তা হচ্ছে, একমুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি।

উল্লেখ্য, একথার কোনো প্রমাণ নেই যে, কোন একজন সাহাবীও কোন এক সময়েও একমুষ্টির কমে দাড়ি কেটেছেন বা কাটার অনুমতি দিয়েছেন। হ্যাঁ, কিছু সাহাবা (রা.) থেকে মুঠোর অতিরিক্ত দাড়ি কর্তন করার বা অন্যকে কর্তনের অনুমতি প্রদান করার প্রমাণ মিলে, আর কোন একজন সাহাবীও এ কাজের উপর কোন ধরনের প্রশ্ন করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না।

এ কারণেই ইমাম ও ফকীহগণ এটাকে জায়েয, বরং অনেকে সুন্নাত ও মুস্ত াহাব বলেছেন। সুতরাং কিছু সাহাবায়ে কেরাম (রা.) থেকে একমুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কেটে ফেলার প্রমাণ পাওয়া যাওয়া, আর কোন একজন সাহাবীও এ ব্যাপারে কোনো ধরনের প্রশ্ন না করা, একমুষ্টি পরিমাণ দাড়ি রেখে অতিরিক্ত দাড়ি কেটে ফেলা জায়েয বা সুন্নাত ও মুস্তাহাব হওয়ার দলীল। আর হাদীসে দাড়ি লম্বা করা ও ছেড়ে দেয়ার হুকুম হওয়া এবং একজন সাহাবী থেকেও একমুষ্টির কমে দাড়ি কাটার প্রমাণ না থাকা, একমুষ্টি

দাড়ি ওয়াজিব (এর চেয়ে ছোট করা হারাম) হওয়ার দলীল। এটাকে বলা হয় তা'আমুলে সাহাবা বা সাহাবায়ে কেরামের আমল। শরীয়তের দলীল হিসাবে তা'আমুলে সাহাবা কোরআন-হাদীসের পর তৃতীয় স্থান রাখে। তাই তো সমস্ত হাদীসের কিতাবে হাদীসে রাসূলের বর্ণনার পর সাহাবাগণের (রা.) কথা ও কর্মের আলোচনা স্থান পেয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ইমাম বুখারী (রহ.) বুখারী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এর আমলকে দাড়ির ব্যাপারে মানদণ্ড বা মাপকাঠিরূপে উপস্থাপন করেছেন। কাজেই তা'আমুলে সাহাবা দ্বারা প্রমাণ হলো, মুঠোর অতিরিক্ত দাড়ি কাটা সুন্নাত-মুস্ত াহাব বা জায়েয।

সারাংশ: উল্লিখিত পাঁচ বিষয়ের আলোচনার সারর্মম হচ্ছে, কোরআন–হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, দাড়ি লম্বা রাখতে হবে এবং ছেড়ে দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বাণীতে দাড়ি লম্বা রাখার ব্যাপারে আদেশসূচক শব্দ প্রয়োগ করেছেন, যদ্দারা ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। কিন্তু কতটুকু লম্বা করতে হবে ও ছেড়ে দিতে হবে, তার কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ সুস্পষ্টভাবে কোরআন–হাদীস থেকে বুঝা যায় না। তবে কিছু সাহাবায়ে কেরামের আমল ও নির্দেশনা থেকে প্রমাণ হয়, তাঁরা একমুষ্টি পরিমাণ লম্বা রেখে বাকী দাড়ি কাটতেন ও কাটার অনুমতি দিতেন। তার চেয়ে কম কেউ রাখেননি এবং কাটার অনুমতিও দেননি।

সুতরাং এতে প্রমাণিত হয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নির্দেশ মোতাবেক দাড়ি লম্বা রাখার অর্থ-ই ছিলো (অর্থাৎ ওয়াজিব পরিমাণ) কমপক্ষে একমুষ্টি রাখা। আর তাই মুঠোর ভিতরে দাড়ি কাটা হারাম।

একটি অনুরোধ

অনেক ভাইয়েরা প্রশ্ন করে থাকেন, হুজুর! একটি হাদীস দেখান তো, যেখানে বলা হয়েছে- লম্বা দাড়ি রাখতে হবে বা একমুষ্টি পরিমাণ রাখতে হবে। অথবা অনেক ভাইয়েরা এ ধারণা পোষণ করেন যে, লম্বা দাড়ি বা একমুষ্টি পরিমাণ দাড়ির দলীল সাহাবায়ে কেরামের আমল। এ ভাইদের প্রতি আমার একটি বিশেষ অনুরোধ, আপনারা দয়া করে কিছু পূর্বে যে পাঁচটি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে,তা সুস্থ মস্তিষ্কে ভালো করে বুঝে শুনে পাঠ করুন। যদি পাঠ করে থাকেন, দয়া করে আরেক বার পাঠ করুন। এরপর আপনি নিজেই এ কথার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবেন, আসলেই তো একটি হাদীস কেন, বরং সমস্ত হাদীসের পরিষ্কার দাবী হচ্ছে, দাড়িসমূহ আপন অবস্থায় ছেড়ে দেয়া ও

লম্বা করা। এতে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ একমুষ্টি বা তার চেয়ে কম বা বেশি নির্ধারণ করার কথা নেই। কাজেই দাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। যতটুকু লম্বা হওয়ার হবে। হ্যাঁ, উক্ত আলোচনার শেষ প্রান্তে এসে কিছু উল্লেখযোগ্য ফুকাহায়ে সাহাবা থেকে এ কথার প্রমাণ মিলে যে, তাঁরা একমুষ্টি পরিমাণ দাড়ি লম্বা রাখতেন। বাকী দাড়ি কেটে ফেলতেন। তাছাড়া সাহাবায়ে কেরাম (রা.) রাসুলুল্লাহ ﷺ এর ইচ্ছা বা উদ্দেশ্যবিরোধী কোন কাজ করতেন না এবং মানুষের কথার মর্ম সে-ই ভালোভাবে বুঝতে পারে, যার সাথে তার গভীর সম্পর্ক ও অন্তরঙ্গতা থাকে, আর যে ব্যক্তি কথার প্রেক্ষাপট অবলোকন করে। উপরন্তু যে দু'জন সাহাবী সবচেয়ে বেশি বর্ণনা করলেন, দাড়ি ছেড়ে দাও, লম্বা করো, তাঁরাই একমুষ্টি পরিমাণ রেখে বাকী দাড়ি ছেটে ফেলতেন। তাই আপনিও তাঁদের আমলকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণীসমূহের ব্যাখ্যারূপে গ্রহণ করে আপনার সিদ্ধান্তে সামান্য পরিবর্তন করে তাঁদের মত আমল করতে পারেন। অর্থাৎ একমুষ্টি পরিমাণ দাড়ি রেখে বাকি দাড়ি কর্তন করতে পারেন।

সুতরাং সাহাবায়ে কেরামের আমল লম্বা দাড়ি বা একমুষ্টি পরিমাণ লম্বা দাড়ির দলীল নয়। বরং হাদীস থেকে যে বুঝা যায়, দাড়ি লম্বা করতে হবে একমুষ্টির চেয়ে অধিক হলেও অর্থাৎ সীমারেখা ছাড়া লম্বা না করে একমুষ্টি পরিমাণ লম্বা করলে যথেষ্ট হবে বা মুঠোর অতিরিক্ত দাড়ি কাটা যাবে, তার দলীল সাহাবায়ে কেরামের আমল। কাজেই লম্বা দাড়ি বা একমুষ্টি পরিমাণ লম্বা দাড়ির দলীল সাহাবায়ে কেরামের আমল নয় বরং হাদীস। হ্যাঁ, সীমারেখা ছাড়া লম্বা না করে কতটুকু হলে যথেষ্ট হবে, তার দলীল সাহাবায়ে কেরামের আমল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আমাদের দাড়ি কাটা সাহাবায়ে কেরামের সাথে মিল থাকতে হবে কেন?

একটি জটিল প্রশ্ন

পূর্বের আলোচনার দ্বারা এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, লম্বা দাড়ি বা একমুষ্টি পরিমাণ দাড়ির দলীল সাহাবায়ে কেরামের আমল বলে যে ভাইয়েরা প্রশ্নের ধুঁয়া তুলেন এবং সে অনুযায়ী আমল করতে চান না, তাদের প্রশ্নের কোন বাস্তবতা নেই। হ্যাঁ, প্রশ্নটাকে যদি এভাবে করা হয় যে, তাঁরাও মানুষ আমরাও মানুষ। রাসূল ﷺ এর নির্দেশ দাড়ি লম্বা করো, ছেড়ে দাও ইত্যাদি। এতে কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করেননি এবং তার নির্দিষ্ট পরিমাণ সংক্রান্ত কোন হাদীস আমরা পাচ্ছি না। অতএব প্রমাণ হল, দাড়ির পরিমাণে সংক্ষিপ্ততা ও অস্পষ্টতা রয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে যদি তাঁরা এক ধরনের ব্যাখ্যা মতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করে দাড়ি কাটতে পারেন, তাহলে আমরা পারবো না কেন? আমরাও নিজেদের ব্যাখ্যা মতে একটি পরিমাণ নির্ধারণ করে কাটবো। চাই তা তাদের সাথে মিল হোক বা না হোক। অর্থাৎ আমরা তাদের অনুসরণে বাধ্য হবো কেন?

উক্ত প্রশ্নটি যদিও ছোট কিন্তু এতে রয়েছে বহুমুখি দিক। সর্বোপরি এতে কথা রয়েছে জান্নাতী মুসলমানের আকীদা নিয়ে। তাই সবদিক নিয়ে আলোচনা করা এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব নয়, বরং তার জন্য স্বতন্ত্র পুস্তিকার প্রয়োজন। কাজেই এখানে যে দিকটি বেশি প্রয়োজন এবং যার মধ্যে আকীদার বিষয়টিও বজায় থাকবে, সে দিকটি আলোচনার প্রয়াস পাবো।

উত্তরঃ মুসলিম হিসাবে আমাদের অন্তরে এ নিষ্কম্প বিশ্বাস অবশ্যই থাকতে হবে যে, পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের মাধ্যমে লা-শরীক আল্লাহর একক ও নিরঙ্কুশ আনুগত্যই হলো ইসলামের মূলকথা তথা তাওহীদের সারনির্যাস। এমনকি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আনুগত্যও এজন্য অপরিহার্য যে, আসমানী ওহীর তিনি সর্বশেষ অবতরণক্ষেত্র এবং তাঁর জীবনের প্রতিটি 'আচরণ ও উচ্চারণ' শরীয়তে ইলাহিয়ারই প্রতিবিম্ব।

সুতরাং দীন ও শরীয়তের ক্ষেত্রে আমাদেরকে আল্লাহ ও রাসূলেরই আনুগত্য করে যেতে হবে সমর্পিতচিত্তে, এখলাস ও একনিষ্ঠার সাথে। তৃতীয় কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে এ আনুগত্যের সামান্যতম হকদার মনে করারই অপর নাম হল শিরক। অন্যকথায় হালাল-হারামসহ শরীয়তের যাবতীয় আহকাম ও বিধি বিধানের ক্ষেত্রে কোরআন ও সুন্নাহই হলো মাপকাঠি। আর এদু'য়ের একক আনুগত্যই হলো ঈমান ও তাওহীদের দাবি। এ বিষয়ে ভিন্নমতের কোনও অবকাশ নেই। তবে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, কোরআন ও সুন্নায় বর্ণিত আহকাম দু'ধরনের। কিছু আহকাম যাবতীয় বাহ্যাবিরোধ, অস্পষ্টতা ও সংক্ষিপ্ততামুক্ত এবং সেগুলোর উদ্দেশ্য ও মর্ম এতই স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট যে, বিশিষ্ট, সাধারণ সকলের পক্ষেই নির্ঝন্‌ঝাটে তা অনুধাবন করা সম্ভব।

যেমন- আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন- وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا

অর্থ: তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে।[২০৮]

এভাবে বিবাহ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে-

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

অর্থ: মেয়েদের মধ্যে যাকে যাকে ভালো লাগে তাদের বিয়ে করে নাও। দুই, তিন, কিংবা চারটা পর্যন্ত।[২০৯]

আরবীজানা যে কেউ অনায়াসে এ আয়াতদ্বয়ের মর্ম অনুধাবন করতে পারে। কেননা এখানে কোন অস্পষ্টতা ও সংক্ষিপ্ততা নেই।

অনুরূপভাবে হাদীসে রাসূলের ইরশাদ- مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ أَشْرَكَ

অর্থ: যে ব্যক্তি গায়রুল্লার নামে শপথ করল, নিশ্চিত সে শিরিক করল। অস্পষ্টতা ও জটিলতা মুক্ত এ হাদীসেরও বাণী ও মর্ম অনুধাবন করা আরবীজানা যে কারো জন্যই সহজসাধ্য।

পক্ষান্তরে কোরআন ও সুন্নায় এমন এক বিশাল ভাণ্ডার আপনি পাবেন, যেগুলোর মধ্যে অস্পষ্টতা ও সংক্ষিপ্ততা রয়েছে। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়া সেগুলোর সঠিক অর্থ ও মর্ম অনুধাবন করা সম্ভব নয়। যেমন- কালামে পাকে বর্ণিত-

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

---

[২০৮] সূরা হুজরাত, আয়াত নং-১২

[২০৯] সূরা নিসা, আয়াত নং-২

অর্থ: যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে জুলুমের সাথে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্যই শান্তি এবং তারাই সুপথগামী।[২১০]

এ আয়াত সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে-

عَنْ عَبْد اللَّه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذه الْآيَةُ { الَّذينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ } شَقَّ ذَلكَ عَلَى أَصْحَاب النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَقَالُوا أَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيْسَ بِذَاكَ أَلَا تَسْمَعُونَ إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ { إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظيمٌ } وفى رواية وَقَالُوا أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَيْسَ كَمَا تَظُنُّونَ إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لابْنه. (صحيح البخاري ৬৪০৭ . ৬৪২৪)

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন- উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হলে সাহাবায়ে কেরাম চমকে উঠেন এবং আরয করেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে পাপের মাধ্যমে নিজের উপর কোন জুলুম করেনি? মহানবী ﷺ উত্তরে বললেন- তোমরা আয়াতের প্রকৃত অর্থ বুঝতে সক্ষম হওনি। আয়াতে জুলুম বলে শিরিককে বুঝানো হয়েছে। পরে এ অর্থের নযীর পেশ করেছেন অন্য আয়াত দ্বারা যে, তোমরা কি শুননি, লুকমান (আ.) স্বীয় পুত্রকে কী বলেছেন? হে বৎস! আল্লাহর সত্তা ও গুনাবলীতে কাউকে অংশীদার স্থির করোনা। নিশ্চিত শিরিক বিরাট জুলুম।[২১১]

আমরা বুঝতে পারলাম যে, অত্র আয়াতের প্রকৃত অর্থ সাহাবায়ে কেরাম (রা.) বুঝতে সক্ষম হননি। পরে মহানবী ﷺ এর ব্যাখ্যা প্রদান করায় তারা সঠিক ও প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন।

আরেকটি উদাহরণ হলো, আল্লাহ তাআলার ইরশাদ- أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

অর্থ: নামাজ কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো। কিন্তু কীভাবে নামাজ কায়েম করবে এবং কী পরিমাণ সম্পদ থেকে কতটুকু প্রদান করবে, তার কোন ব্যাখ্যা কোরআনে নেই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় আমল ও বাণীর মাধ্যমে উভয়ের ব্যাখ্যা প্রদান করলেন। এ থেকে বুঝা গেলো, মহানবী ﷺ এর অন্যতম মহান দায়িত্ব ছিলো আমল ও বাণীর দ্বারা

---

[২১০] সূরা আনআম-৮২

[২১১] বুখারী, হাদীস নং-৬৪০৭, ৬৪২৪

কোরআনে কারীমের ব্যাখ্যা প্রদান করা। যেমন- মহানবী ﷺ এর অন্যান্য দায়িত্বের সাথে এ দায়িত্ব সম্পর্কে কালামে পাকে ইরশাদ হয়েছে-

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

অর্থ: তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাঁদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাঁদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত।[২১২]

হিকমত বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত উক্তিগত ও কর্মগত শিক্ষাসমূহ (আমল ও বাণী) বুঝানো হয়েছে, যেগুলোকে একশব্দে হাদীস বা সুন্নাহ বলা হয়।[২১৩] আর এ হাদীস বা সুন্নাহর মধ্যে এক বিশাল ভাণ্ডার হলো কোরআনে কারীমের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। এ কারণেই বুখারী-মুসলিমসহ প্রায় হাদীসের কিতাবে كتاب التفسير নামে একটি অংশ রয়েছে।

অন্যত্র সুস্পষ্টভাবে মহানবী ﷺ-কে ব্যাখ্যাদানের দায়িত্ব অর্পণ করে আল্লাহ পাক বলেন- وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

অর্থ: আপনার কাছে আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি লোকদের সামনে ঐসব বিষয় বিবৃত করেন, যেগুলো তাদের প্রতি (আপনার মাধ্যমে) নাযিল করা হয়েছে। যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।

সুতরাং আয়াতদ্বয়ের সারমর্ম দাঁড়ালো যে, পবিত্র কোরআনের সংক্ষিপ্ত বাণীসমূহের ব্যাখ্যা হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ এর তৎসংশ্লিষ্ট আমল ও বাণী।

এ পর্যন্ত আলোচনা ছিলো কোরআনে কারীমের অস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত বাণীসমূহের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে। এখন আলোকপাত করা যাক হাদীস বা সুন্নাহ প্রসঙ্গে।

প্রিয় পাঠকগণ! আমরা জানতে পেরেছি যে, কোরআনের সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট ইরশাদসমূহের ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ এর ব্যাখ্যা গ্রাহ্য হয়। এখন আমরা যদি শরীয়তের বিধি বিধান সম্পর্কীয় এমন কোন হাদীস পাই, যার মধ্যে রয়েছে অস্পষ্টতা ও সংক্ষিপ্ততা, তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী? প্রত্যেকে কি নিজেদের মত ব্যাখ্যা করে তদানুযায়ী আমল করব বা নিজেদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উপর ভরসা করে নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ কিংবা কারো পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা গ্রহণ করে তাদের অনুসরণ করবো? আবার যাদের অনুসরণ করবো, তাদের

---

[২১২] সূরা জুমুআ' আয়াত নং-২

[২১৩] তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/৪৪৪, তাফসীরে তাবারী ৩/৮৬, তাফসীরে কবীর ২/৩৫৭, আদ্দুররুল মনছুর ১/২৬৮

অনুসরণ আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য কতটুকু? তাদের অনুসরণ না করলে অসুবিধা কী? না কি এমন হাদীসের উপর আমলই করব না?

এটা যাহির কথা যে, আমল না করার কোন সুযোগ নেই। সুতরাং আমাদের সামনে দু'টি পথ। (১) হয়তো নিজেদের ব্যাখ্যা মতে আমল করবো। (২) নয়তো কারো ব্যাখ্যা মেনে নিয়ে তাদের অনুসরণ করবো। প্রথম ছুরত নিয়ে আলোচনা পরে করব ইনশাআল্লাহ। এখন শেষ ছুরত (অর্থাৎ কারো ব্যাখ্যা মেনে) নিয়ে আলোচনা করা যাক। পূর্বে একথা উল্লেখ হয়েছে যে, পবিত্র কোরআনে কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই প্রত্যেক মুসলিমের উপর কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের-ই অনুসরণ করা ফরয। অন্য কারো নয়। তবে পবিত্র কোরআনে এমনও আয়াত পাওয়া যায়, যার মধ্যে সুস্পষ্ট ভাষায় একটি দলের অনুসরণের উপর আল্লাহ পাক দু'টি সুসংবাদ দান করেছেন- (এক) আল্লাহ পাকের রেযামন্দি। (দুই) জান্নাতপ্রাপ্তি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

অর্থ: অগ্রগামী মুহাজির ও আনসার সাহাবাগণ এবং যে সমস্ত মুসলমান নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কাননকুঞ্জ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হল মহান কৃতকার্যতা।[২১৪]

উক্ত আয়াতে মুহাজির ও আনসার সাহাবায়ে কেরামের পূর্ণরূপে অনুসরণকারীদের দু'টি সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। (১) খোদার রেযামন্দি। (২) জান্নাত প্রাপ্তি ।

পক্ষান্তরে সাহাবায়ে কেরামের তরীকার অনুসরণ না করে ভিন্ন পথ অবলম্বনকারীকে পরকালে জাহান্নামী হওয়ার হুশিয়ারি উচ্চারণ করে আল্লাহ পাক বলেন- وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.

অর্থ: যে কেউ রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং মুমিনদের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ঐ

[২১৪] সূরা তাওবা, আয়াত নং-১০০

দিকেই ফেরাবো, যে দিক সে অবলম্বন করেছে, এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থল।[২১৫]

এ আয়াতে কারীমায় মুমিনদের থেকে উদ্দেশ্য সাহাবায়ে কেরাম (রা.)।[২১৬]

এখন প্রশ্ন হলো, উক্ত আয়াতে কারীমায় "রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে" এতটুকু বলাই যথেষ্ট ছিলো। এর সাথে "মুমিনদের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে" বাক্যটি যোগ করার কী প্রয়োজন দেখা দিলো? কেননা ইসলামী শরীয়ত তা-ই, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল ﷺ এর কাছে এসেছে। কাজেই দীন-ইসলাম তা-ই, যা রাসূল ﷺ করেছেন বা বলেছেন। সুতরাং তার বিরুদ্ধাচরণ করলে জাহান্নামী হওয়ার কারণ হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ যে বললেন মুমিনদের পথের উল্টা পথে চললে জাহান্নামী হতে হবে। কেন এমন বললেন? তার কারণসমূহের মধ্যে একটি কারণ হলো- উভয় বাক্যর মাঝে ব্যাখ্যাবাচক যোগসূত্র রয়েছে। অর্থাৎ কোরআন-হাদীসে এমন কিছু বিধি-বিধান পাওয়া যাবে, যার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কওলী হাদীসেও থাকবে না, ফে'লী হাদীসেও পাওয়া যাবে না। কিন্তু মুমিনদের এক জামা'আতের কথা ও কাজের মধ্যে, সেগুলোর রাসূলপ্রদত্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে। এ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ায় এবং কেউ যেন এটাকে ভ্রান্ত বা অগ্রহণযোগ্য মনে না করে, সে জন্য আল্লাহ পাক দ্বিতীয় বাক্যটি সংযোগ করে দিয়েছেন। আর রাসূলপ্রদত্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ একমাত্র জামা'আতে সাহাবার পক্ষে সম্ভব। কারণ তারা নবীজীকে এমন বলতে শুনেছেন বা করতে দেখেছেন অথবা এমন করার উপর রাসূলের পক্ষ থেকে সম্মতি পেয়েছেন। যার ফলে তাঁরা এমন বলেছেন বা করেছেন। সুতরাং, এ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পরিহার করার অর্থ হলো রাসূল ﷺ এর আনীত রাস্তা থেকে বিচ্যুত হওয়া। যা জাহান্নামে নিক্ষেপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

আয়াতদ্বয় থেকে প্রমাণিত হয়, সাহাবাদের পথের পথিক হলে আমরা কামিয়াব। অন্যথায় জাহান্নামী হওয়ার ঘোষণা। কাজেই মুঠোর ভিতরে দাড়ি কর্তন যেহেতু কোন সাহাবীর পথ নয় এবং তা করলে জাহান্নামে যেতে হবে, সেহেতু মুঠোর মধ্যে দাড়ি কর্তন হারাম প্রমাণিত হয়।

---

[২১৫] সূরা নিসা, আয়াত নং-১১৫

[২১৬] تفسير المظهري ২৩৬/২، روح المعانى ২০২/৩، بهجة النفوس شرح صحيح البخارى لأبي جمرة الأندلسي المالكي المتوفي ৬৯৯ هـ ৪/১، مقدمة الجرح والتعديل لأبي حاتم الرازي المتوفي ৩২৯هـ ৯/১، اختلاف امت اور صراط مستقيم ১৫/১، شرح العقيدة الطحاوية لصالح بن عبد العزيز ৩৪৮/১، فتنة التكفير للألباني ৩/১

উল্লেখ্য যে, আয়াতে কারীমায় 'মুমিনীন' শব্দকে যদি সাহাবাদের সাথে খাছ না করে ব্যাপক রাখা হয়, তখনও মুঠোর ভিতরে দাড়ি কর্তন হারাম প্রমাণিত হয়। কেননা তখন দু'টি অর্থ হতে পারে:

(এক) মুমিনীন থেকে উদ্দেশ্য ইজমা'য়ে উম্মত, যা অনেক মুফাসসির ও ওলামায়ে কেরাম বলেছেন। তখন আয়াতের মর্ম দাঁড়াবে, কোন বিষয়ে যদি উম্মতের ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে তা অনুসরণ না করে ভিন্ন পথ অবলম্বনকারী জাহান্নামী হবে। কেউ যদি এ অর্থ মুরাদ নেয়, তখনও দাড়ি কাটা হারাম হবে। কারণ ইবনুল হুমাম ও ইবনে আবেদীন শামী (রহ.)-সহ অনেকে বলেছেন- মুঠোর ভিতরে দাড়ি কর্তন হারাম হওয়ার উপর উম্মতের ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা পূর্বেও উল্লেখ হয়েছে এবং সামনেও আসবে।

অতএব মুঠোর ভিতরে দাড়ি কর্তনকারী মুমিনদের অনুসৃত পথ তথা উম্মতের ইজমা'র বিরুদ্ধাচরণকারী।

(দুই) মুমিনীন এর অর্থ: যে ব্যক্তি যে যুগের হবে, সে যুগে যারা মুমিন হবে। তখন আয়াতের মর্ম হবে, যে তার যুগের মুমিনদের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফেরাবো, যে দিক সে অবলম্বন করেছে, এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থল।

এ অর্থে মুমিনীন থেকে উদ্দেশ্য, প্রকৃতপক্ষে যারা মুমিন হবে। অন্যথায় সুদখোর, ঘুষখোর, বেনামায এবং নামধারী আলেম-সহ অনেকে দাখিল হয়ে যাবে। আর তাদের বিরুদ্ধাচরণ করলে কি জাহান্নামী হতে হবে?! কাজেই প্রকৃতপক্ষে যারা মুমিন হবে, তাদের বিরুদ্ধাচরণ করলে জাহান্নামী হতে হবে। এ অর্থ নিলেও দাড়ি কাটা হারাম হবে। কেননা বর্তমানেও যারা প্রকৃতপক্ষে মুমিন, তাদের মতেও মুঠোর ভিতরে দাড়ি কর্তন হারাম। অতএব মুঠোর ভিতরে দাড়ি কর্তনকারী প্রকৃতপক্ষে মুমিনদের অনুসৃত পথের বিরোধিতাকারী, যার দরুন হতে হবে তাকে জাহান্নামী।

পাঠকবৃন্দ! মনে রাখবেন, প্রথম আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁদের অনুসরণের উপর সুসংবাদ এবং দ্বিতীয় আয়াতে তাদের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলার উপর হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। তার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বাদ দিয়ে তাদের অনুসরণ করবো, বরং তার অর্থ হচ্ছে এই, যে সমস্ত হুকুম-আহকামের ক্ষেত্রে আল্লাহ বা রাসূলের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে, সেখানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের-ই অনুসরণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোন ছাড় নেই। হ্যাঁ, যে সমস্ত হুকুম-আহকামে রাসূলের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, সেক্ষেত্রে নিজেদের ব্যাখ্যা মতে আমল না করে

তাঁদের অনুসরণ করলে উক্ত সুসংবাদদ্বয়ের হকদার হওয়া যাবে এবং যাওয়া যাবে জান্নাতে। এ অর্থই এখানে উদ্দেশ্য।

এ পর্যায়ে এসে সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণের ব্যাপারে আরো দু'টি আয়াত পেশ করছি। সূরা বাকারার ১৩ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কেরামকে সুস্পষ্টভাবে ঈমানের কষ্টিপাথর হিসেবে পেশ করে ইরশাদ করেন-

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ

অর্থ: তোমরা ঈমান আনয়ন করো, যেভাবে লোকেরা ঈমান এনেছে।[২১৭]

অন্যত্র বলেন- فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا

অর্থ: তারা যদি ঈমান আনয়ন করে তোমাদের ঈমানের মত, তাহলে অবশ্যই তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে।[২১৮]

মুফাসসিরগণ এ ব্যাপারে একমত যে, প্রথম আয়াতে "লোকেরা" থেকে এবং দ্বিতীয় আয়াতে "তোমাদের" থেকে উদ্দেশ্য সাহাবায়ে কেরাম (রা.)। সুতরাং আয়াতদ্বয় থেকে এটা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়, উম্মতের জন্য সাহাবায়ে কেরামের ঈমান-ই মানদণ্ড ও মাপকাঠি এবং তাদের অনুসরণে-ই হেদায়াতপ্রাপ্তি। মানুষের জন্য ঈমান হল সর্বাধিক জরুরী বিষয় এবং তা আমলের ভিত্তি। অধিক জরুরী ও ভিত্তির ক্ষেত্রে যদি সাহাবায়ে কেরামকে মানদণ্ডের স্থান দেওয়া আবশ্যক হয়, তাহলে আমলের ক্ষেত্রে কি অনাবশ্যক? বিচারের ভার পাঠকের হাতে ছেড়ে দিলাম।

অনুরূপভাবে মুহাম্মদ আরবী ﷺ সাহাবাদের অনুসরণ প্রসঙ্গে বলেন-

عَنْ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَة رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ..... مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا ، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ .

(أخرجه أبو داود حديث (৪৬০৯) وسكت عنه المنذري والترمذي (২৬০০) وابن ماجة (৪২) والآجري في "الشريعة" ص (৪৬) والطحاوي في "مشكل الآثار" (৯৯৮) والحاكم (১/ ৯৫) والبغوي في "شرح السنة" (৯৭/১). وقال الترمذي : حديث حسن صحيح. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح ليس له علة. وقال البغوي : حديث حسن. وقال الحافظ : قَالَ الْبَزَّارُ : هُوَ أَصَحُّ

[২১৭] সূরা বাকারা, আয়াত নং-১৩

[২১৮] সূরা বাকারা, আয়াত নং-১৩৭

سَنَدًا مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ، قَالَ ابْنُ عَبْدُ الْبَرِّ: هُوَ كَمَا قال، وطرقه الْحَاكِمِ فِي الْعِلْمِ مِنْ "مُسْتَدْرَكِه"،
وَقَالَ : قَدْ اسْتَقْصَيْت فِي تَصْحِيحِ هَذَا الْحَدِيث بَعْضَ الاسْتِقْصَاء. (التلخيص الحبير 8/৪৬১)

অর্থ: যে ব্যক্তি আমার পরে জীবিত থাকবে, সে অনেক মতভেদ দেখতে পাবে। তখন তোমাদের জন্য জরুরী হলো, তোমরা আমার সুন্নাত ও আমার হেদায়াতপ্রাপ্ত চার খলীফার সুন্নাতকে মজবুত করে ধরবে। আর নিত্য-নতুন কাজ থেকে দূরে থাকবে। কারণ (ইবাদতের ক্ষেত্রে) নতুন কাজ বিদআত। বিদআত হল গোমরাহী।

অন্য হাদীসে জান্নাতী আর জাহান্নামী লোকের পরিচয় তুলে ধরে বলেন-

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ قَامَ فِينَا فَقَالَ : أَلَا إِنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِينَا فَقَالَ : أَلَا إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَإِنَّ هَذِه الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ.

(أخرجه أبو داود (৪৫৯৭) والدارمي (২৫৯৩) كل منهما في السنن له وأحمد في المسند (১৬৩২৯) والمروزي في السنة له (৫১-৫০) والآجري في الشريعة (১৮) والطبراني في المعجم الكبير (১৬২৪৯) وفي مسند الشاميين (৯৯৯) والحاكم في المستدرك (৪০৯) و قد صحّحه الحاكم في المستدرك والإمام الذهبي في التلخيص. (تلخيص المستدرك مع المستدرك ১/১৯৯). قال ابن تيمية : هذا حديث محفوظ (اقتضاء الصراط ১/১৩০) قال ابن كثير : إسناده حسن (النهاية فى الفتن والملاحم لابن كثير ১/২১) وجوّده العراقى فى تخريج الإحياء (৩/২৩০) قال ابن حجر: وعن معاوية رضــ أخرجه أبو داؤد وأحمد والحاكم وإسناده حسن (الكافى الشاف فى تخريج الكشاف ৬৩) قال الألبانى : صحيح (شرح العقدية الطحاوية ১/২৯০)

* عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : تَفَرَّقَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ عَلَى إِحْدى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، وَتَفَرَّقَتْ النَّصَارَى عَلَى إِثْنَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً ، وَأُمَّتِيْ تَزِيْدُ عَلَيْهِمْ فِرْقَةً ، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلاَّ السَّوَادُ الْأَعْظَمُ.

(المعجم الأوسط للطبراني (৭৪৫৬) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه وفيه أبو غالب وثقه ابن معين وغيره ، وبقية رجال الأوسط ثقات وكذلك أحد اسنادي الكبير.

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ৩০১\৬)

* عَنْ عبد الله بن سفيان المدني ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : تَفْتَرِقُ هَذِه الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاث وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِيْ النَّـ ِ إِلاَّ وَاحِدَةٌ ، قَالُوْا : وَمَا هِيَ تِلْكَ الْفِرْقَةُ؟ قَالَ : مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِيْ.

(رواه الطبراني فى المعجم الصغير والاوسط ৭২৫، ৫০৪৩، ৮০৬৪ وقال الهيثمى : رواه الطبراني في

الصغير وفيه عبد الله بن سفيان قال العقيلي لا يتابع على حديثه هذا وقد ذكره ابن حبان في الثقات

.(مجمع الزوائد১\১১৪)

* عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ الْأَفْرِيقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...... وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي. قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مُفَسَّرٌ.

(أخرجه الترمذي (২৫৬৫) والحاكم (১/১২৮-১২৯) وابن وضاح القرطبي في"البدع والنهي عنها" (২৯০) والآجري في"الشريعة"(ص১৮) وفي"الأربعين" (১৩) وقوّام السنة الأصبهاني في الحجة"(১/১০৯) وابن نصر في "السنة" (২৮) وابن بطة في"الإبانة الكبرى"(১/২৬৫)[২১১]

---

[২১১] وقال المباركفوري : فِي سَنَدِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ الْإِفْرِيقِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، فَتَحْسِينُ التِّرْمِذِيِّ لَهُ لِاعْتِضَادِهِ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ.(تحفة الأحوذي৭\৪৪০) وقال الزيلعي : وَأما حَدِيث عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ فَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْرَكه فِي كتاب الْعلم من حَدِيث الإفْرِيقِي بِهِ عَنهُ نَحوه وَقَالَ لَا تقوم بِهِ حجَّة وَإِنَّمَا ذكره شَاهدا وَرَوَاهُ الْبَزَّار فِي مُسْنده وَسكت عَنهُ (تخريج الكشاف১\৪৪৯) وفي تفسيرالقرطبي (৪\১৬০) قال أبو عمر: والإفريقي ثقة وثقه قومه وأثنوا عليه، وضعفه آخرون. وفي مرعاة المفاتيح (১\৪৪৮) وقد ضعفه الدارقطني وغيره. وقال الحافظ : ضعيف في حفظه ، ووثقه يحى القطان ، وقال البخاري : هو مقارب الحديث.انتهى ولكن نقل ابن الجوزي والعراقي وابن القيم تحسين الترمذي له، ولم يتعقبوه. (تلبيس ابليس১\৯، المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج الإحياء ৫\৩৯، حاشيته على سنن أبي داود ২\১৩১) وقال ابن كثير: الفرقة الناجية، كماجاء في الحديث المروي في المسانيد والسنن، من طرق يشد بعضها بعضا: "إن اليهود افترقت..."ما أنا عليه وأصحابي".رواه الحاكم في مستدركه بهذه الزياد.(تفسير ابن كثير৪\২৮৬) وكذا حسنه الألباني بعد ماضعفه أولا فقال : وإسنادها حسن لغيره ، رواه الترمذي وحسنه عن ابن عمرو، و الطبراني وغيره عن أنس (صلاة العيدين ১\৪৫، تنبيه القاري لتقوية ما ضعفه الألباني ১\১০৫) وقال ابن حجر: " والمحفوظ في المتن تفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة قالوا وما تلك الفرقة قال ما انا عليه اليوم واصحابي " (لا، كلهم في الجنة إلا فرقة واحدة) وهذا من مثله مقلوب المتن والله أعلم. (لسان الميزان ২০৮ – معاذ بن ياسين الزيات ৩\২৮) وأيضا احتج به : العلماء والمحدثون ، منهم متشدد أيضا قديما وحديثا مثلا الإمام الآجري المتوفى৩৬০ ف"الشريعة"১\১২ والأصبهاني৪৩০ ف الحلية৪\১৬৫ والبيهقي৪৫৮ ف الإعتقاد১\২৩৪ والسمعاني৪৮৯ ف الإنتصار১\৪২ وابن العربي ৫৪৩ في أحكام القران৬\৪৪১ وابن الجوزي৫৯৭ في تلبيس১\৯ وابن تيمية৭২৮ ف منهاج السنة৩\২২২ وابن القيم৭৫১ ف مختصر الصواعق৫\৪৩২ وابن كثير৭৭৪ ف تفسيره ف مواضع عديدة والشاطبي৭৯০ ف الإعتصام২\২২৮ وملا علي১০১৪ في المرقاة والمباركفوري১৪১৪ في المرعاة২\২৫০ والألباني১৪২০ ف كتبه. قلت : فلا يلتفت الى ما قال ابن حزم والشوكاني وغيره في هذه =

সারাংশ: বনী ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিলো। আর আমার উম্মত তেহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। কিন্তু সব দলই জাহান্নামী। শুধু একদল হবে জান্নাতী। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ জান্নাতী দল কোন্‌টি? মুহাম্মদ ﷺ উত্তর দিলেন- যারা আমার এবং আমার সাহাবাদের পথে সুপ্রতিষ্ঠিত ও অবিচল থাকবে।

মুফতী রশীদ আহমদ লুধিয়ানভী (রহ.) বলেন- উল্লিখিত হাদীসে আমার পথ বা আদর্শ বলাই যথেষ্ট ছিলো। কিন্তু রাসূলে কারীম ﷺ আমার পথাদর্শ বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার সাহাবার সুপ্রতিষ্ঠিত আদর্শের কথা সংশ্লিষ্ট করে দিয়েছেন। যেন ভবিষ্যতে কেউ নবী কারীম ﷺ এর সাহাবা থেকে আলাদা হয়ে ইসলামী শরীয়তের রাস্তা নির্ধারণ করতে না পারে। কারণ আল্লাহর দেয়া শরীয়তে তা অগ্রাহ্য। এ বক্তব্যের মাধ্যমে নবীজী ﷺ নিজের রাস্তার প্রকৃত ব্যাখ্যা এভাবে প্রদান করলেন যে, নির্দ্বিধায় আমার রাস্তা তা-ই, যা আমার সাহাবাগণ বর্ণনা করবেন বা যার উপর আমল করবেন।[২২০]

বলাবাহুল্য, এই হাদীস দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আয়াতে কারীমায় মুমিনদের অনুসৃত পথ থেকে সাহাবাদের পথার্দশ তথা বর্ণনা ও আমলকে বুঝানো হয়েছে। কারণ আয়াত ও হাদীসের সারমর্ম এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ রাসূল ﷺ ও সাহাবাদের বিরুদ্ধাচরণ করলে জাহান্নামী হওয়া।

যুক্তির আলোকে সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণ

আয়াতে কারীমায় "নবীর বিরুদ্ধাচরণ করলে" এবং হাদীস শরীফে "আমার পথ বললে" যথেষ্ট হতো। যথেষ্ট হতো অন্যকিছু না বললেও, তাঁর সাথে অন্য কাউকে সংশ্লিষ্ট না করলেও। কারণ- শরীয়ত তো তাঁর উপর-ই নাযিল হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের উপর তো নয়। এসেছেন জিবরাঈল (আ.) তাঁর কাছে, তাঁদের কাছে তো আসেনি। এতদসত্ত্বেও জান্নাত-জাহান্নামের মাপকাঠির মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বর্ণনায় সাহাবায়ে কেরামকে যোগ করতে হলো কেন? প্রকৃতপক্ষে ইনসাফের দৃষ্টিতে যদি চিন্তা করা হয়, তবে এতে কোন সংশয় থাকবে না যে, কোরআন-হাদীসে যে সমস্ত হুকুম-আহকামে

=الأحاديث الصحيحة المحتجة بها. انظر : درء الإرتياب عن حديث ما أنا عليه والأصحاب لسليم الهلالى ودفع الشقاق عن حديث الإفتراق وافتراق الأمة إلي نيف وسبعين فرقة للأمير الصنعاني.

[২২০] মওদূদী সাহেব ও ইসলাম, পৃ. ১৫ কিছুটা পরিবর্তনের সাথে

অস্পষ্টতা ও সংক্ষিপ্ততা হয়, আর এক্ষেত্রে সাহাবাদের পক্ষ থেকে কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পাওয়া যায়, তখন আমরা নিজেদের বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের উপর নির্ভর করে আমল করাটা অত্যন্ত বিপদসংকুল এবং এতে ভ্রষ্টতার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। তা এ কারণে যে, ইলম ও হিকমত, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, মেধা ও স্মৃতি-শক্তি, ন্যায় ও ধার্মিকতা এবং তাকওয়া নৈতিকতার ক্ষেত্রে আমাদের দৈন্য ও নিঃস্বতা এতই প্রকট যে, সাহাবাদের সাথে নিজেদের তুলনা করতে যাওয়াও এক নগ্ন নির্লজ্জতা ছাড়া কিছু নয়। কেননা-

প্রথমত: তারা হলেন ওহীয়ে এলাহীর সর্বপ্রথম সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ। নবুওয়তী ক্রোড়ে প্রতিপালিত প্রথম কর্মীদল। পয়গামে এলাহীর প্রত্যক্ষদর্শী। প্রেক্ষাপটের সরাসরি অবলোকনকারী। বর্ণনা করেছেন হযরতের অমূল্য বাণী, যা শ্রবণ করেছেন সরাসরি। যার বাস্তবরূপ হিসেবে দেখেছেন নবীর কর্ম-পদ্ধতি। তাঁরই নেগরানিতে আমলের অনুশীলনকারী এবং আগন্তুক উম্মতের জন্য উন্নত মুয়াল্লিম ও কামিল মুরশিদ। একারণে কোরআন-সুন্নাহর ইরশাদসমূহের প্রেক্ষাপট ও কার্যকারণ সম্পর্কে পূর্ণরূপ অবগত হওয়া তাদের জন্য কতই না সহজলভ্য।

দ্বিতীয়ত: সকল সাহাবা আল্লাহপাক কর্তৃক নির্বাচিত। কারণ- রাসূলের সংশ্রব গ্রহণ করার সৌভাগ্য যাদের হয়েছিলো, তাঁদের এ সৌভাগ্য স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্জিত হয়েছিলো। আল্লাহ পাক স্বয়ং তাদের নির্বাচন করেছিলেন রাসূলের সাহচর্যের জন্য। স্বয়ং রাসূল ﷺ একথার বিশ্লেষণ এভাবে দিয়েছেন-

روى البزار في مسنده بسند رجاله موثقون من حديث سعيد بن المسيب، عن جابر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله اختار أصحابي على الثقلين سوى النبيين والمرسلين. وفي رواية عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين واختار لي من أصحابي أربعة يعني أبا بكر وعمروعثمان وعليا رحمهم الله فجعلهم أصحابي. وقال: في أصحابي كلهم خير واختار أمتي على الأمم واختار من أمتي أربعة قرون : القرن الأول والثاني والثالث والرابع رواه البزار ورجاله ثقات وفي بعضهم خلاف.

(الإصابة في تمييز الصحابة ١\١٤، مجمع الزوائد ٩\٤٣٧)

সারাংশ: নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সমগ্র মানবসমাজ হতে আমার সাহাবীদের নির্বাচন করেছেন। অতঃপর আমার সাহাবীদের মধ্যে চারজনকে অর্থাৎ আবু

বকর, ওমর, ওছমান ও আলী (রা.)-কে বিশেষভাবে নির্বাচন করেছেন। তাদেরকে আমার বিশেষ সঙ্গী বানিয়েছেন। এরপর মহানবী ﷺ বলেন- আমার সকল সাহাবীর মধ্যে কল্যাণ নিহিত আছে।[২২১]

এ থেকে বুঝা যায়, সাহাবিয়্যাতের সৌভাগ্য হওয়া কোন সাধারণ বিষয় নয় যে, তা যে কোন ব্যক্তির অর্জিত হতে পারে। এটা যে কত বড় নিআমত আরো একটু উপলব্ধি করুন।

একদা ওমর (রা.) মহানবীর খাছ দোস্ত, হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রা.)-কে বললেন- আপনি আমার জিন্দেগীর সমস্ত আমল নিয়ে যান। আর আপনার একটি মাত্র রাত আমাকে দিয়ে দেন। যে রাতটি কাটিয়েছেন আল্লাহর হাবীবের সাথে হিজরতের সময় গারে ছাওরে। লক্ষ্য করুন! মাত্র একটি রাতের বদলায় জীবনের সমস্ত আমল দিতে দরখাস্ত করলেন কিসের কারণে? কী রয়েছে এতে?

তৃতীয়তঃ এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, কোন মানুষের কথার মর্ম সে-ই ভালভাবে বুঝতে পারে, যার সাথে তার গভীর সর্ম্পক ও অন্তরঙ্গতা থাকে। মহানবীর সাথে সাহাবায়ে কেরামের কেমন সম্পর্ক ও ভালবাসা ছিল, তার জ্বলন্ত প্রমাণ কোরআন-হাদীস ও ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত রয়েছে। এভাবে ফিকির করলে আরো অনেক কারণ বের হবে।

এখন আলোচনা করা যাক প্রথম ছুরত নিয়ে। অর্থাৎ কারো ব্যাখ্যা গ্রহণ না করে আমরা নিজেদের ব্যাখ্যামতে আমল করবো। তাহলে শুনুন! পূর্বে একথা আমরা সবিস্তারে জেনেছি যে, হাদীসসমূহের সুস্পষ্ট দাবী হলো দাড়ি বৃদ্ধি করা, লম্বা করা। এখন প্রশ্ন হলো, কতটুকু লম্বা রাখলে চলবে। এক আঙ্গুল, না দুই আঙ্গুল, নাকি তিন আঙ্গুল পরিমাণ। আর যে পরিমাণ-ই নির্ধারিণ করা হোক না কেন, তা হতে হবে দলীলভিত্তিক। সুতরাং যদি এক আঙ্গুল, দুই আঙ্গুল বা তিন আঙ্গুলের কথা বলেন, তার দলীল কী? কোন্‌টি আমরা গ্রহণ করবো? এবং কোন্‌ দলীল বা যুক্তিতে একটি ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে অন্যটিকে প্রাধান্য দেবো? আর যদি বলেন- চার আঙ্গুল পরিমাণ হবে, তাহলে সাহাবায়ে কেরামের আমলকে মাপকাঠি মানা ব্যতিরেকে আর কী প্রমাণ আছে- যার আলোকে চার আঙ্গুল তথা একমুষ্টি পরিমাণ নির্ধারণ করা যাবে?

পরিপূর্ণ ইয়াকীনের সাথে এ কথা বলা যায়, এক আঙ্গুল, দুই বা তিন আঙ্গুলের উপর কোন গ্রহণযোগ্য দলীল নেই। হ্যাঁ, কিছু যুক্তি রয়েছে,

[২২১] মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৯/৪৩৭, 'ইসলামের দৃষ্টিতে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা' থেকে সংগৃহীত

যেগুলোর জবাব সামনে আসছে। কিন্তু এ ব্যাপারে প্রথম কথা হলো, ইসলামের কোন বিধি-বিধান তো শুধু যুক্তিনির্ভর হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত আমাদের ভেবে দেখা দরকার, যে বিষয়ে সাহাবার পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রয়েছে, সেখানে নিজেদের মত ব্যাখ্যা করে আমল করাটা আল্লাহর কাছে কতটুকু গ্রহণযোগ্য হবে? কারণ সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সনদ রয়েছে। (যেমন- ইতোপূর্বে জ্ঞাত হয়েছেন)। আর আমার-আপনার ব্যাপারে তো কোন সনদ নেই। বরং আশঙ্কা হয়, আমার-আপনার এ সমস্ত ব্যাখ্যা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিম্নোক্ত হাদীসটির মেছদাক (বাস্তবরূপ) হয়ে যায় কি না?

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا ثُمَّ قَالَ هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ هَذِهِ سُبُلٌ قَالَ يَزِيدُ مُتَفَرِّقَةٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ {إِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ}.

مسند أحمد ৪১৪২، صحيح ابن حبان ৬، سنن الدارمى ২০৮، السنن الكبرى للنسائي১১৭৪، مسند الطيالسي২৩৮، مسند الصحابة في الكتب التسعة 88. وفي مجمع الزوائد (৯\৫০) رواه أحمد والبزار وفيه عاصم بن بهدلة وهو ثقة وفيه ضعف. قال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح (المسند للإمام أحمد بتحقيقه ১৫৫/8). قال شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن (مسند أحمد بأحكام الأرناؤوط৪৩৫/১). قال الألباني : صحيح (شرح العقيدة الطحاوية১\৫৮৭).

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ আমাদের উদ্দেশ্যে একটি আঁক বা লাইন টানলেন। অতঃপর বললেন- এটা আল্লাহ তাআলার রাস্তা। এরপর তিনি তার ডানে ও বামে কিছু আঁক টেনে বললেন- এগুলো হলো ঐ সমস্ত রাস্তা, যার মধ্যে থেকে প্রত্যেকটার উপর শয়তান বসে লোকদেরকে আহবান করছে যে, এদিকে আস! পরে রাসূল ﷺ কোরআনে মাজীদের এ আয়াত পড়লেন- 'এটাই আমার সহজ-সরল পথ। সুতরাং তোমরা এ পথের অনুসরণ করো।'

ওলামায়ে কেরাম বলেছেন- ছিরাতে মুস্তাকীম বা সহজ-সরল পথের অনুসরণ হচ্ছে কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা'য়ে উম্মাহ ও খোলাফায়ে রাশিদীন এবং সাহাবায়ে কেরামের মতাদর্শের অনুসরণ করা। এর বিপরীত না করা। আর একমুষ্টির ভিতরে দাড়ি কর্তন তথা এক আঙ্গুল, দুই বা তিন আঙ্গুল পরিমাণ

দাড়ি রাখা যে উপরোল্লিখিত কোনটির অনুসরণ তো নয়-ই, বরং বিপরীত হয়, তা তো বলাই বাহুল্য।

প্রিয় পাঠকগণ! সুদীর্ঘ আলোচনার দ্বারা আশা করি এ ব্যাপারে কিছুটা হলেও বুঝতে সক্ষম হয়েছেন যে, নিজেদের ব্যাখ্যা মতে আমল করা এবং সাহাবায়ে কেরামের ব্যাখ্যা মতে আমল করার মাঝে কী তফাৎ। তাই সিদ্ধান্তের ভার পাঠকের উপর রইল। আল্লাহ তাআলা সবাইকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার তাওফীক দান করুন! আমীন!!

প্রশ্ন : রাসূল ﷺ ইন্তিকালের পূর্বে ইরশাদ করেছেন-

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رسوله.

অর্থ: আমি তোমাদের কাছে দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। আল্লাহর কিতাব (কোরআনে করীম) এবং আল্লাহর রাসূলের সুন্নাত (হাদীস শরীফ)। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এই দুই বস্তুকে মজবুত করে ধরবে, কখনো পথভ্রষ্ট হবে না।

উক্ত হাদীসে তো রাসূল ﷺ সাহাবাদের অনুসরণের কথা বলেননি, বরং কোরআন ও হাদীসকে আকড়ে ধরলে গোমরাহীর শিকার না হওয়ার সনদ দিয়েছেন।

উত্তর : উক্ত হাদীসেও রাসূল ﷺ সাহাবাদের অনুসরণের কথা বলেছেন। কারণ আমাদের কাছে সাহাবাদের অনুসরণের ব্যাপারে বস্তুদ্বয় ছাড়া ভিন্ন কোন দলীল নেই। অর্থাৎ তাঁদের অনুসরণ সম্পর্কীয় কোরআনের আয়াত ও হাদীসে রাসূল, কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলের-ই একাংশ। (যেমন- ইতোপূর্বে জ্ঞাত হয়েছেন)। সুতরাং তাঁদের অনুসরণ করা মানেও কোরআনের আয়াত ও হাদীসে রাসূল তথা কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলকে আকড়ে ধরা।

প্রশ্ন : সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি-এর অর্থটা কী? যদি বলা হয়- প্রত্যেক সাহাবীর আমল হক তথা অনুসরণীয়; তার খিলাফ বাতিল, তাহলে অনেক সাহাবীর আমল হক ও বাতিল বলে বিবেচিত হবে। কেননা অনেক মাসায়েলের মধ্যে সাহাবাদের মধ্যে মতবিরোধ ছিলো। যেমন- ইমামের পিছনে কেরাত এবং রফে' ইয়াদাইন ইত্যাদি প্রসঙ্গে। অনুরূপ অনেক সময় সাহাবাদের মধ্যে কারো কারো থেকে ভুলের মত মনে হয়, এমন কাজ প্রকাশ পেয়েছে। তাহলে সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি-এর অর্থটা কী?

উত্তর : এ ব্যাপারে সবিস্তারে আলোচনায় না গিয়ে সারমর্ম ও মূল কথাটি তুলে ধরছি, যা বাংলাদেশের সাবেক মুফতীয়ে আজম ফয়জুল্লাহ (রহ.)-এর

একটি গবেষণাধর্মী আলোচনা। তিনি বলেন- তার অর্থ হলো তিনটি বিষয় (প্রাপ্ত অনুসন্ধান হিসাবে)। (১) আকায়েদ অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের আকীদাসমূহ। সেগুলোই হক। তার খিলাফ আকীদা বাতিল। সুতরাং যে আকীদা তাঁদের আকায়েদের বিপরীত হবে, তা বাতিল হিসেবে গণ্য হবে। (২) মাসায়েলে ইজতিহাদিয়া অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের ঐ সমস্ত ইজতিহাদকৃত বিষয়সমূহ, যার উপর তাঁরা অটল ছিলেন। যা থেকে প্রত্যাবর্তন করেননি, নিঃসন্দেহ তা সত্য ও সঠিক। সুতরাং যেই ইজতিহাদ সমস্ত সাহাবার ইজতিহাদের মুখালিফ হবে, তা বাতিল। যেমন- জানোয়ার জবাই করার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ তরক করলে, ঐ পশু সমস্ত সাহাবার নিকট হারাম। সুতরাং কেউ যদি এমন পশু খাওয়া হালাল বলে, নিঃসন্দেহে তা বাতিল। যদি কোন কাজী এমন ফায়সালা করে, তা কার্যকর হবে না। কারণ সমস্ত সাহাবার মত এর বিপরীত। (যেমন- এটি হিদায়া গ্রন্থে রয়েছে।) (৩) তা'আমুলে সাহাবা অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের আমল সঠিক। সে অনুযায়ী আমাদের আমল করতে হবে। এর বিপরীত করা যাবে না। সুতরাং যে আমল তাঁদের সবার তা'আমুলের বিপরীত হবে, তা সঠিক নয় এবং তা আমলযোগ্য নয়।[২২২]

প্রকাশ থাকে যে, আমাদের আলোচ্য মাসআলাটি তৃতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই একমুষ্টির ভিতরে দাড়ি কর্তনের আমলটি সমস্ত সাহাবার তা'আমুলের বিপরীত হওয়ার কারণে, তা আমলের উপযুক্ত নয়।

প্রশ্ন : সাহাবায়ে কেরামের দাড়ির একমুষ্টি থেকে অতিরিক্ত অংশ কাটার কাজটি হজ-ওমরার সাথে নির্দিষ্ট ছিলো। যেমন- আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এর আমল। আবার ইবনে ওমর (রা.) থেকে এমন কোন স্পষ্ট উক্তি পাওয়া যায় না, যা থেকে জানা যাবে যে, তিনি একমুষ্টি দাড়িকে-ই সুন্নাত বুঝতেন। আর সুন্নাত হওয়া অবস্থায়, তাঁর নিকট কি এটি সুন্নাতের সর্বনিম্ন সীমা ছিলো? নাকি সর্বোচ্চ সীমা ছিলো? অর্থাৎ হযরত ইবনে ওমর (রা.) এর উল্লিখিত কাজটি যদি সুন্নাতের অনুসরণ হিসেবে ধরে নেয়া হয়, তাহলে তা দু'ধরনের হতে পারে। (এক) যদি তাঁর উল্লিখিত কর্মটিকে হজ-ওমরার সাথে নির্দিষ্ট ধরে নেয়া হয়, তাহলে এমনও বুঝার সুযোগ রয়েছে যে, এই পরিমাপটি তার নিকট সর্বনিম্ন সীমা ছিলো। সবসময় তিঁনি ঐ পরিমাপের চেয়ে বেশি দাড়ি রাখতেন। (দুই) আর যদি তাঁর সব সময়ের আমল এটা

---

[২২২] জাওয়াহিরুল হিকাম পৃ. ২৭ কিছুটা পরিবর্তনের সাথে

ধরে নেয়া হয় যে, তিনি একমুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কেটে ফেলতেন এবং দাড়িকে একমুষ্টি থেকে লম্বা হতে দিতেন না, তাহলে তা থেকে এমন প্রমাণ গ্রহণও সম্ভব যে, ঐ পরিমাপটি তাঁর নিকট সর্বোচ্চ সীমা ছিলো। সুতরাং সর্বনিম্ন সীমা হিসেবে একমুষ্টি থেকে ছোট করা জায়েয বুঝার মধ্যে কী অসুবিধা রয়েছে?

উত্তর : সাহাবায়ে কেরামের একমুষ্টি থেকে বেশি দাড়ি কেটে ফেলার কাজটি কোন সময়ের সাথে নির্দিষ্ট নয়। কারণ আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এর কাজটি যদিও হজ-ওমরার সাথে খাছ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু অন্যান্য সাহাবার মুঠোর অতিরিক্ত দাড়ি কাটার কর্মটি আম (ব্যাপক)। কোন বিশেষ সময়ের সাথে নির্দিষ্ট হিসেবে বর্ণিত হয়নি। যেমন- বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এর একমুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কেটে ফেলার কাজটি কোন বিশেষ সময়ের সাথে নির্দিষ্ট ছিলো না। অনুরূপ ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা.) এর নির্দেশে জনৈক ব্যক্তির মুঠোর বাহিরের দাড়ি কেটে দেওয়ার ঘটনাটি কোন বিশেষ সময়ের সাথে নির্দিষ্ট নয়। প্রসিদ্ধ তাবিঈ ও বুজুর্গ, হযরত হাসান বছরী (রহ.) যে বলেছেন- সাহাবায়ে কেরাম (রা.) একমুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কাটার অনুমতি দিতেন, সেখানে কোন সময়ের সাথে নির্দিষ্ট করেননি।

উক্ত আলোচনা দ্বারা সম্পূর্ণ প্রশ্নের উত্তর হয়ে গেছে। কারণ প্রশ্নের ভিত্তি ছিলো ইবনে ওমরের কর্ম-পদ্ধতি এবং তা হজ-ওমরার সাথে নির্দিষ্ট হওয়া। আর উত্তরে উল্লেখ হয়েছে, তা শুধু ইবনে ওমরের কর্ম নয় এবং তা বিশেষ কোন সময়ের সাথেও নির্দিষ্ট নয়। তাছাড়া একটু চিন্তা করলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সব সময় একমুষ্টির বেশি দাড়ি কেটে ফেলা তাঁর নিকট সর্বোচ্চ সীমা ছিলো না, বরং সর্বনিম্ন সীমা ছিলো। কারণ একমুষ্টির নিচে দাড়ি রাখা সর্বনিম্ন সীমা হিসেবে শুধু ইবনে ওমর নয়, বরং কোন সাহাবী থেকে প্রমাণ নেই। কাজেই প্রমাণ হলো, এটাই ছিলো সর্বনিম্ন সীমা। তারপরও যদি তর্কের খাতিরে মেনে নেওয়া হয়- তা সর্বোচ্চ সীমা ছিলো, তাহলে বলব- ঐ সর্বোচ্চ সীমার দাড়ি রাখা আমাদের জন্য জরুরী। তা একারণে যে, আল্লাহ ও তার রাসূলের ঘোষণা, সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মানদণ্ড বা মাপকাঠি। অর্থাৎ তারা যে পথ গ্রহণ করেছেন, আমাদেরকে সে পথ অনুসরণ করতে হবে। যেমন- আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- যে কেউ রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর, এবং যে ব্যক্তি মুমিনদের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফেরাব, যে দিক সে

অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থল।[২২৩]

এ আয়াতে কারীমায় "রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে"-এর সাথে "মুমিনদের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে"-এর ব্যাখ্যাবাচক যোগসূত্র রয়েছে। অর্থাৎ রাসূল ﷺ এর প্রদত্ত অবিকল রাস্তাকে মুমিনগণের এক জামা'আত তথা সাহাবায়ে কেরাম তাদের কথা ও কাজের দ্বারা নির্ধারণ করবেন। এ নির্ধারিত রাস্তাকে পরিহার করার অর্থ হলো, রাসূল ﷺ এর আনীত রাস্তা থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া। যা জাহান্নামে প্রবেশের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে এই মতভেদ (সর্বোচ্চ সীমা ছিলো, নাকি সর্বনিম্ন ছিলো) এর কথা উল্লেখ করে এবং কোন পথ অনুসরণ করবে, তার দিকনির্দেশনা দিয়ে বলেন- যে ব্যক্তি আমার পরে জীবিত থাকবে, সে অনেক মতভেদ দেখতে পাবে। তখন তোমাদের জন্য জরুরী হল, তোমরা আমার সুন্নাত ও হেদায়াতপ্রাপ্ত চার খলিফার সুন্নাতকে শক্তভাবে ধরবে।

তিরমিযী শরীফে আছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন- বনী ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিলো। আর আমার উম্মত তেহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। কিন্তু সব দলই জাহান্নামী। শুধু একদল হবে জান্নাতী। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ জান্নাতী দল কোন্‌টি? মুহাম্মদ আরবী ﷺ উত্তর দিলেন- যারা আমি এবং আমার সাহাবাদের পথে সুপ্রতিষ্ঠিত ও অবিচল রয়েছে। উল্লিখিত হাদীসে "আমার পথ বা আদর্শ" বলাই যথেষ্ট ছিলো। কিন্তু রাসূলে কারীম ﷺ আমার পথাদর্শ বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার সাহাবাগণের সুপ্রতিষ্ঠিত আদর্শের কথা সংশ্লিষ্ট করে দিয়েছেন। যেন ভবিষ্যতে কেউ নবী ﷺ এর সাহাবাগণ (রা.) থেকে আলাদা হয়ে ইসলামী শরীয়তের রাস্তা নির্ধারণ করতে না পারে। কারণ তা আল্লাহর দেয়া শরীয়তে অগ্রাহ্য। এ বক্তব্যের মাধ্যমে নবীজী ﷺ নিজের রাস্তার প্রকৃত ব্যাখ্যা এভাবে প্রদান করলেন, নির্দ্বিধায় আমার রাস্তা তা-ই, যা আমার সাহাবাগণ বর্ণনা বা আমল করবেন। সুতরাং পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এর সীমায় দাড়ি রাখতে হবে। এর চেয়ে ছোট করা যাবে না। চাই তা আপনার কথা মতে সর্বোচ্চ সীমার হোক না কেন? সর্বোপরি এটাতেই সতর্কতা। কারণ সর্বোচ্চ সীমার মধ্যে সর্বনিম্নও রয়েছে। যেমন- দুই এর মধ্যে একও রয়েছে, তবে এক এর মধ্যে দুই নেই।

---

[২২৩] সূরা নিসা ১১৫

প্রশ্ন : ইসলামী শরীয়তে কি এধরনের হুকুম আর রয়েছে? যদি থাকে তাহলে দয়া করে তার একটি নযীর পেশ করবেন কি?

উত্তর : অবশ্যই রয়েছে। তাহলে লক্ষ্য করুন! আমাদের আলোচ্য মাসআলায় তিনটি স্তর রয়েছে। (১) নবীজী ﷺ এর কওলী হাদীসে হুকুম ছিলো দাড়ি বৃদ্ধি কর ইত্যাদি। (২) ফে'লী হাদীস (কার্য-পদ্ধতি) থেকে প্রমাণিত হয়, রাসূল ﷺ একমুষ্টি বা তার চেয়েও লম্বা দাড়ি রাখতেন। (যেমন- ইতোপূর্বে জ্ঞাত হয়েছেন।) কিন্তু বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা তার নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ প্রমাণ হয় না। (৩) অতঃপর সাহাবায়ে কেরামের আমল নির্দিষ্টভাবে বুঝিয়ে দিলো যে, লম্বার পরিমাণ কমপক্ষে একমুষ্টি হতে হবে। এভাবে শরীয়তের মধ্যে অনেক বিধি-বিধান রয়েছে যে, নবীজী ﷺ এর বক্তব্যে অস্পষ্টতা থাকে, যার বর্ণনা হযরতের আমল থেকে জানা যায় বটে, তবে সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্টভাবে নয়। কিন্তু সাহাবাগণের আমল থেকে তা নির্দিষ্টভাবে বুঝা যায়। যেমন- বিশ রাকাত তারাবী। রাসূল ﷺ তারাবীর নামাজে উৎসাহ প্রদান করে বলেন- যে ব্যক্তি রমজানের রাতে নামাজ আদায় করে বিশ্বাস সহকারে ও পূণ্যের আশায়, তার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। (বুখারী ৩৬)

আর আমলী হাদীস থেকে বুঝা যায়, তিনি গভীর রাত পর্যন্ত নামায আদায় করতেন। যেমন- হযরত আবু যর (রা.) বলেন- আমরা একদা নবীজী ﷺ এর সাথে রমজানের রোজা রাখলাম। এ রমজানে হুজুর ﷺ মাত্র তিন রাত (হুজরা মোবারক থেকে) বের হয়ে জামা'আতের সাথে নামাজ পড়িয়ে ছিলেন। প্রথমত তেইশের রাতে এক তৃতিয়াংশ পর্যন্ত। দ্বিতীয়ত পঁচিশের রাতে অর্ধরাত পর্যন্ত। তখন আমি আরয করলাম- হে আল্লাহর রাসুল ﷺ! যদি আমাদেরকে নিয়ে আরও অধিক রাত নামাজ পড়তেন। তিঁনি বললেন- ইমামের সাথে সম্পূর্ণ নামাজ আদায় করলে, পুরো রাত নামাজ আদায়ের ছাওয়াব মিলে। তৃতীয়ত সাতাইশের রাতে, ঐ রাতে পরিবার-পরিজন এবং অন্যান্য লোকজনকে সমবেত করে সেহেরী পর্যন্ত নামাজ পড়লেন, তারপর আর বের হননি। (আবু দাউদ ১১৬৭, সনদ সহীহ) এভাবে আরো অনেক হাদীস থেকে প্রমাণ হয় যে, তিঁনি গভীর রাত পর্যন্ত রমজানে নামাজ আদায় করতেন। তবে কোন বিশুদ্ধ হাদীস থেকে তিঁনি বিশ রাকাত তারাবী পড়তেন প্রমাণ হয় না। হ্যাঁ, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এর আমল থেকে প্রমাণ হয়, তারাবীর নামাজ বিশ রাকাত। লক্ষ্য করুন! নবী কারীম ﷺ কওলী হাদীসে তারাবীর প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। আর আমলী হাদীস থেকে প্রমাণ হয় যে, তিঁনি বিশ রাকাআত বা তার চেয়ে বেশী তারাবী পড়তেন। তবে বিশুদ্ধ কোন

হাদীস দ্বারা তার নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ পাওয়া যায় না। অতঃপর সাহাবায়ে কেরামের আমল নির্দিষ্টভাবে বুঝিয়ে দিল যে, তারাবী বিশ রাকাআত।

লন্ডনের একটি ঘটনা

তরজুমানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত, আল্লামা নুরুল ইসলাম ওলীপুরী সাহেব (দা. বা.) বলেছেন- আমি একদিন লন্ডনের এক মসজিদে এক খতীব ও মুফতী সাহেবের সাথে বসেছিলাম। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি এসে মুফতী সাহেবের কাছে প্রশ্ন করল- তাকে একটি মাত্র হাদীসের সন্ধান দিতে, যাতে বলা হয়েছে যে, একমুষ্টি পরিমাণ দাড়ি রাখতে হবে। মুফতী সাহেব তাকে সাহাবাদের আমলের আলোকে বুঝানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু সে কোনভাবেই সাহাবাদের আমলকে মানতে রাযী না। তার দাবী হলো, হাদীসে রাসূলের আলোকে একমুষ্টি পরিমাণ দাড়ির প্রমাণ দিতে হবে। এ অবস্থা দেখে মাওলানা ওলীপুরী সাহেব বললেন- মুফতী সাহেব! যদি অনুমতি হয়, তাহলে আমি কিছু বলতে পারি। অতঃপর ওলীপুরী সাহেব তাকে বললেন- আপনার দাবি হচ্ছে, আপনি সাহাবাদের আমলকে মানতে নারায। তাই সরাসরি হাদীসের আলোকে একমুষ্টি পরিমাণ দাড়ির প্রমাণ দেখাতে হবে আপনাকে। সে বলল- হ্যাঁ। তখন ওলীপুরী সাহেব বললেন- দাড়ি সম্পর্কে যত হাদীস আছে, সব হাদীসের ভাষ্য ও দাবী হচ্ছে, দাড়িকে বৃদ্ধি করা, লম্বা করা ও ছেড়ে দেয়া। তবে সাহাবায়ে কেরামের আমল থেকে বুঝা যায়, দাড়ি সীমা-রেখা ছাড়া লম্বা না করে একমুষ্টি পরিমাণ লম্বা করলে যথেষ্ট হবে। এখন আপনি যদি তাঁদের আমলকে না মানেন, তাহলে হাদীসের ভাষ্যনুযায়ী আমল করুন। তথা দাড়ি লম্বা করুন ও ছেড়ে দিন। যতটুকু লম্বা হওয়ার, হবে। পা পর্যন্ত লম্বা হলেও হাদীসের ভাষ্যনুযায়ী কাটার সুযোগ নেই। কাজেই পথ দু'টি। সাহাবাদের আমলকে মেনে নিয়ে একমুষ্টির বেশি দাড়ি কাটতে পারবেন। অন্যথায় হাদীসের আলোকে পা পর্যন্ত লম্বা হলেও দাড়ি কাটার কোন সুযোগ নেই। তখন সেই ব্যক্তি লা-জবাব হয়ে চলে গেলো।
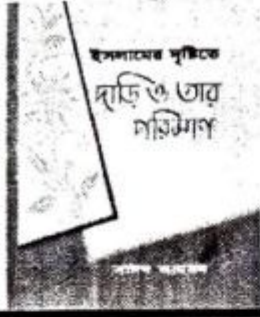
সপ্তম অধ্যায়
লম্বা দাড়ি ও একমুষ্টি দাড়ির ব্যাপারে চার মাযহাবের ইমামসহ অন্যদের মতামত ও কিছু প্রশ্ন-উত্তর

* আহলে হাদীসদের ইমাম হাফেজ ইবনে হাযম যাহিরী (রহ.) লিখেন-
وَأَمَّا فَرْضُ قَصِّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ... عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ ، أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى.
অর্থ: গোঁফ কর্তন করা এবং দাড়ি বৃদ্ধি করা ফরয। কারণ হাদীসে আছে- মুশরিকদের খিলাফ কর। গোঁফ খাটো কর এবং দাড়ি বৃদ্ধি কর। [২২৪]
* সৌদি হুকুমতের সাবেক মুফতী আজম, শাইখ বিন বায (রহ.) লিখেন-
الواجب : إعفاء اللحية وتوفيرها وإرخاؤها ، وعدم التعرض لها بشيء؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : وأعفوا اللحى متفق على صحته، عن ابن عمر رضي الله عنهما، وروى البخاري وفروا اللحى وروى مسلم عن أبي هريرة رضـ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : وأرخوا اللحى. وهذه الأحاديث كلها تدل على وجوب إعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها. هذا هو المشروع، وهذا هو الواجب الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به، وأما ما رواه الترمذي رحمه الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها فهو خبر باطل عند أهل العلم لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تشبث به بعض الناس، وهو خبر لا يصح؛ لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي وهو متهم بالكذب.
অর্থাৎ দাড়ি বৃদ্ধি করা ও লটকানো ওয়াজিব। কেননা রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন- গোঁফ কর্তন কর, দাড়ি বৃদ্ধি কর। আর মুশরিকদের খিলাফ কর। মুসলিম শরীফের মধ্যে আবু হুরায়রা (রা.) থেকে হুজুর ﷺ এর এই ইরশাদ বর্ণিত যে, গোঁফ কেটে ফেলো। দাড়িসমূহ লটকাও এবং অগ্নিপূজকদের বিরুদ্ধাচরণ কর। উক্ত হাদীসসমূহ দাড়ি বৃদ্ধি করা ও লটকানো ওয়াজিব এবং মোচ কর্তন করা ওয়াজিব হওয়ার উপর প্রতীয়মান

---

[২২৪] المحلي بالآثار شرح المجلى للأندلسي২\২২০

করছে। এটাই হল শরীয়ত এবং এটাই হল ওয়াজিব, যে দিকে রাসূল ﷺ রাহনুমায়ী করেছেন এবং তিনি এটার হুকুম করেছেন।[২২৫]

* কাযী শওকানী (রহ. মৃত্যু ১২৫৫ হি.) লিখেন-

وَكَانَ مِنْ عَادَةِ الْفُرْسِ قَصُّ اللِّحْيَةِ فَنَهَى الشَّارِعُ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَ بِإِعْفَائِهَا.

অগ্নিপূজকদের অভ্যাস ছিল দাড়ি কাটা। তাই মহানবী ﷺ তা থেকে নিষেধ করেছেন এবং দাড়ি বৃদ্ধি করার হুকুম করেছেন।[২২৬]

* হিদায়ার ভাষ্যকার প্রখ্যাত মুহাক্কিক ও প্রসিদ্ধ ফকীহ ইবনুল হুমাম হানাফী (রহ. মৃত্যু ৮৬১ হি.) লিখেন-

وَأَمَّا الْأَخْذُ مِنْهَا وَهِيَ دُونَ ذَلِكَ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ، وَمُخَنَّثَةُ الرِّجَالِ فَلَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ.

এবং দাড়ি কাটা যখন একমুষ্টির চেয়ে কম হবে, যেমন অনেক পশ্চিমা এবং মহিলারূপি পুরুষরা করে থাকে; এটাকে কেউ জায়েয বলেননি।[২২৭]

* ইমদাদুল ফাতাওয়ার মধ্যে আছে, দাড়ি রাখা ওয়াজিব এবং মুঠোর ভিতরে কাটা হারাম। কেননা নবীজী ﷺ এর পবিত্র ইরশাদ- মুশরিকদের বিরোধিতা করে দাড়ি বৃদ্ধি কর।[২২৮]

* শাইখ আব্দুল হক দেহলভী হানাফী (রহ. মৃত্যু ১০৫২ হি.) বলেন-
দাড়ি মুণ্ডানো হারাম এবং একমুষ্টি পরিমাণ লম্বা করা ওয়াজিব।[২২৯]
অন্য স্থানে বলেন- মোটামুটি কথা হল, দাড়ি একমুষ্টি থেকে ছোট করা জায়েয নয়। হ্যাঁ, একমুষ্টির চেয়ে লম্বা দাড়ি সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়াত ও মত রয়েছে।[২৩০]

* জলীলুল কদর মুহাদ্দিস ও মুফাস্‌সির কাজী ছানাউল্লা পানিপথী হানাফী (রহ. ১২২৫ হি.) বলেন- একমুষ্টির ভিতরে দাড়ি কাটা হারাম।[২৩১]

* পাকিস্তানের সাবেক মুফতী আজম, মুফতী শফী হানাফী (রহ.) বলেন- রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবিয়ীনের জামা'আতের মধ্যে কোন এক জন থেকে, কোন এক সময়ের মধ্যেও একথার প্রমাণ নাই যে, চার আঙ্গুলের নিচে দাড়িকে কেটেছেন। কিছুদূর এগিয়ে বলেন- সহীহ হাদীস

---

[২২৫] মাজমু' ফাতাওয়া লিশ শাইখ বিন আব্দুল আজীজ ৪/৪৪৩
[২২৬] নাইলুল আওতার ১/১০৭
[২২৭] ফাতহুল কাদীর ২/২৭০
[২২৮] ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪/২২৩
[২২৯] আশ'আতুল লুম'আত ১/২৮৮
[২৩০] আশ'আতুল লুম'আত ১/৪৮৩
[২৩১] মালাবুদ্দা মিনহু ১৭৮

থেকে তো এটাই প্রমাণিত হয় যে, দাড়ি একটুও কাটা যাবে না, কিন্তু তা'আমুলে সাহাবা দ্বারা প্রমাণ হয়, তার উদ্দেশ্য হল এই, একমুষ্টির কমে কাটা যাবে না। যদি তার চেয়ে বেশি হয়, তাহলে কাটা যাবে।[২৩২]

* যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী হানাফী (রহ.) বলেন-

وأما تقصير اللحية بحيث تصير قصيرة من القبضة فغير جائز في المذاهب الأربعة .

দাড়ি একমুষ্টি থেকে ছোট করা চার মাযহাব মতে বৈধ নয়।[২৩৩]

* প্রসিদ্ধ শাফিয়ী ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইমাম নববী (রহ.) লিখেন-

وَكَانَ مِنْ عَادَةِ الْفُرْسِ قَصُّ اللِّحْيَةِ فَنَهَى الشَّارِعُ عَنْ ذَلِكَ.

অগ্নিপূজকদের অভ্যাস ছিল দাড়ি কর্তন করা। তাই শরীয়ত তা থেকে নিষেধ করেছে।

অন্যস্থানে লিখেন- উত্তম পন্থা হল দাড়িকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া এবং না কাটা।[২৩৪]

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী শাফিয়ী (রহ.) বলেন-

وكأن مراده بذلك في غير النسك لأن الشافعي نص على استحبابه فيه.

অর্থাৎ তিনি বলেন- সম্ভবত ইমাম নববীর না কাটা থেকে উদ্দেশ্য, হজ-ওমরার সময় ছাড়া। কারণ ইমাম শাফিয়ী (রহ.) (১৫০-২০৪) উক্ত সময়ে কাটাকে মুস্তাহাব বলেছেন।[২৩৫]

* আল্লামা মানছুর বিন ইদরীস হাম্বলী লিখেন-

(وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ) بِأَنْ لَا يَأْخُذ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ فِي الْمَذْهَبِ مَا لَمْ يُسْتَهْجَنْ طُولُهَا

(وَلَا يُكْرَهُ أَخْذُ مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ) وَنَصُّهُ لَا بَأْسَ بِأَخْذِه .

দাড়ি ছেড়ে দেওয়া অর্থাৎ তা থেকে কিছুই কাটবে না। হ্যাঁ, বেশি লম্বা হওয়ার দরুন যদি বিদঘুটে দেখায়, তাহলে কাটবে এবং মুঠোর অতিরিক্ত দাড়ি কাটা মাকরুহ নয়।[২৩৬]

মালিকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গায়ছী মালিকী (রহ.) "المنح الوافيه" গ্রন্থে লিখেন-

---

[২৩২] জাওয়াহিরুল ফিকাহ ২/৪৩৫

[২৩৩] আল-আরফুশ শাযী ৩/৩১৪

[২৩৪] শরহে মুসলিম ১/১২৮

[২৩৫] ফাতহুল বারী ১০/৩৯৫

[২৩৬] كشاف القناع عن متن الإقناع ১/১৯৬

إنَّ ترك الأخذ من اللحية من الفطرة ، ولا حرج علي من طالت لحيته بأن يأخذ منها إذا زادت علي القبضة.

দাড়ি ছেড়ে দেয়া ফিতরতের অর্ন্তভুক্ত। কিন্তু যার দাড়ি একমুষ্টি থেকে লম্বা হবে, তার জন্য মুঠোর অতিরিক্ত দাড়ি কাটতে কোন অসুবিধা নেই।[২৩৭]

আল্লামা বাজী মালিকী (রহ.) বলেন-

وَقَالَ الْبَاجِيُّ : يُقَصُّ مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَة ، وَيَدُلُّ عَلَيْه فعْلُ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنَّهُمَا كَانَا يَأْخُذَان منْ لحْيَتهمَا مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَة ، وَالْمُرَادُ بطُولهَا طُولُ شَعْرهَا فَيَشْمَلُ جَوَانبَهَا فَلَا بَأْسَ بالْأَخْذ منْهَا أَيْضًا ،

লম্বা ও পাশ উভয় দিক থেকে মুঠোর অতিরিক্ত দাড়ি কাটা যাবে।[২৩৮]

প্রশ্ন : কাযী ইয়ায মালিকী (রহ.) লিখেছেন-

وكره مالك طولها جدًا ، هكذا قال الإمام النووى

অর্থাৎ ইমাম মালিক (রহ.) দাড়ি অধিক লম্বা হওয়াকে মাকরুহ বুঝতেন এবং "ফাতহুল বারী" শরহে বুখারীতে রয়েছে- يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش দাড়ি লম্বা ও পাশ থেকে কাটা যাবে। শর্ত হলো যেন বেশি কাটা না হয়। আর "আওজাযুল মাসালিক ইলা মুআত্তা মালিক" গ্রন্থে রয়েছে যে, এটি ইমাম মালিক (রহ.) এর পছন্দনীয় মত এবং এ মতকে কাযী ইয়ায প্রাধান্য দিয়েছেন। এ থেকে বুঝা যায়, দাড়ি একমুষ্টি থেকে ছোট করা যাবে।

উত্তর : আওজাযুল মাসালিকের ভূমিকায় রয়েছে-

كان الإمام مالك أشم عظيم اللحية تامها تبلغ صدرها.

ইমাম মালিক (রহ.)-এর নাক উচু ছিলো এবং দাড়ি এই পরিমাণ বেশি ও ভরপুর ছিল যে, সিনা পর্যন্ত পৌঁছত।[২৩৯]

লক্ষ করুন! অধিক লম্বা হওয়া থেকে উদ্দেশ্য যদি মুঠোর ভিতরের দাড়ি হত, তাহলে তাঁর দাড়ি বক্ষ পর্যন্ত পৌঁছত না। দ্বিতীয়ত তিনি طولها جداً তথা অত্যন্ত লম্বা বলেছেন, শুধু طولها লম্বা বলেননি। এ থেকেও বুঝা যায়, মুঠোর

---

[২৩৭] দাড়ি কী ইসলামী হাইছিয়াত ৮৫, দাড়ি আওর ইসলাম ৬৬

[২৩৮] الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ٨/١٨٨

[২৩৯] আওজাযুল মাসালিক খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৯

ভিতরের দাড়ি উদ্দেশ্য নয়। ফাতহুল বারীতে বর্ণিত প্রশ্নের উত্তর আল্লামা ইউসুফ লুধিয়ানভী (রহ.) এভাবে দিয়েছেন যে, ঐ বাক্যের উদ্দেশ্য মুঠোর ভিতরের দাড়ি কাটা যাবে বুঝা সহীহ নয়। তার দু'টি বড় কারণ রয়েছে। প্রথম বড় কারণ, এ মতের সিদ্ধান্ত দিয়েছেন হযরত আতা ও হাসান বছরী (রহ.) এবং ইমাম তাবারী (রহ.) এ মতকে গ্রহণ করেছেন। আর তিনি এ মতকে গ্রহণ করতে গিয়ে দু'টি দলীল পেশ করেছেন।

প্রথম দলীলঃ যদি কেউ স্বীয় দাড়ি একেবারে না কাটে এবং বৃদ্ধি হওয়ার জন্য ছেড়ে দেয়, তাহলে দাড়ি বেশি বড় হয়ে যাবে এবং সে পরিহাসের পাত্রে পরিণত হবে। বুঝা গেল হাসান বছরী ও আতার (রহ.) কথার উদ্দেশ্যও এটা, দাড়িকে এ পরিমাণ বৃদ্ধি হতে দিবে না যে, তাকে নিয়ে লোকেরা পরিহাস করবে। আর এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দাড়ি একমুষ্টি থেকে বেশি বড় হলেই পরিহাসের পাত্র হবে।

দ্বিতীয় দলীলঃ ইমাম তাবারী (রহ.) তিরমিযীর হাদীস পেশ করেছেন- রাসূল ﷺ দাড়ি থেকে কিছু কিছু কাটতেন। এ হাদীসটি এ কথার জন্য আরও বেশি মজবুত দলীল যে, তাদের কথার উদ্দেশ্য একমুষ্টি থেকে ছোট দাড়ি যে জায়েয নাই। কারণ- রাসূল ﷺ স্বীয় দাড়ি মোবারক এই পরিমাণ ছোট করতেন না যে, একমুষ্টি থেকে ছোট হয়, যা তাঁর দাড়ি মোবারকের বর্ণনা থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়। ইউসুফ লুধিয়ানভী (রহ.) বলেন- আমার নিকট দ্বিতীয় বড় কারণ হচ্ছে, তাদের কথার উদ্দেশ্য যদি এমন হয়, তাহলে তা خـالفوا المجـوس তথা অগ্নিপূজকদের বিরুদ্ধাচারণ কর- হুকুমের বিপরীত হবে। তাছাড়া নবী কারীম ﷺ এবং খোলাফায়ে রাশিদীন ও অন্য সাহাবায়ে কেরামের আমলী হাদীসেরও খিলাফ হবে। এরপর তিনি বলেন- তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে, তারা দাড়ির লম্বার পরিমাণকে মুঠোর মধ্যে সীমাবদ্ধ করাকে সঠিক মনে করেন না। তাদের রায় হলো, একমুষ্টি থেকেও বেশি দাড়ি রাখা যাবে। শর্ত হলো এই পরিমাণ যেন বৃদ্ধি না হয় যে, তাকে নিয়ে পরিহাস করে। (ইখতিলাফে উম্মত আওর ছিরাতে মুস্তাকীম ১/২১০)

তাই তো শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) আওজাযুল মাসালিকে লিখেছেন-

يستحب أخذ ما فحش طولها جدا بدون التحديد بالقبضة ، هُو مختار الإمام مالك ، ورجحه القاضي عياض.

অর্থাৎ অত্যন্ত লম্বা দাড়ি কেটে ফেলা মুস্তাহাব। তবে তা মুঠোর মধ্যে সীমাবদ্ধ

করবে না। এটা ইমাম মালিক (রহ.) এর পছন্দনীয় মত। আর এটাকে কাযী ইয়ায প্রাধান্য দিয়েছেন।

প্রশ্ন : "ওমদাতুল কারী" শরহে বুখারী গ্রন্থে রয়েছে-

وقال آخرون: يأخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش ولم يحدوا في ذلك حدا ، غير أن معنى ذلك عندي ما لم يخرج من عرف الناس.

অর্থাৎ এক জামা'আতের মত হলো, বেশি ছোট না হওয়া পর্যন্ত দাড়ি থেকে কাটতে পারবে। তারা এক্ষেত্রে কোন সীমা নির্ধারণ করেননি। অতঃপর বলেন- আমার কাছে এর অর্থ ও উদ্দেশ্য এই, দাড়ি কাটা জায়েয, যদি তা ওরফে আম (সাধারণ রীতি-নীতি) থেকে খারিজ না হয়। এখন প্রশ্ন হলো, মাওলানা মওদূদী সাহেবও তো এমনই মত ব্যক্ত করেছেন। কেননা তিনি বলেছেন- যদি আপনার দাড়ি ফাসেকদের কালচার (মুণ্ডানো) থেকে পরহেয হয় এবং এই পরিমাণ দাড়ি রাখেন, যা ওরফে আমে দাড়ি রাখা বলা হয়, (যা দেখে কেউ এমন সন্দেহ পোষণ না করে যে, আপনি হয়তো কিছু দিন থেকে দাড়ি কামাননি।) তাহলে মহানবী ﷺ-এর মানশা পূর্ণ হবে। চাই তা ফুকাহায়ে কেরামের ইসতিমবাতকৃত শর্ত (একমুষ্টি পরিমাণ দাড়ি) অনুযায়ী হোক বা না হোক। তো মওদূদী সাহেব ও আল্লামা আইনীর কথার মাঝে কি পার্থক্য রয়েছে? এক জনেরটা গ্রহণ করা হবে আর দ্বিতীয় জনের বিপক্ষে ক্ষুরদার কলম চালানো হবে; এটা কেমন ইনসাফ?

উত্তর: আল্লামা ইউসুফ লুধিয়ানভী (রহ.) সংক্ষিপ্তভাবে তার উত্তর এভাবে প্রদান করেছেন- উক্ত বাক্যের মধ্য عرف الناس বলে আমাদের যুগের লোকদের ওরফ (রীতি-নীতি) বর্ণনা করা হয়নি বরং ঐ যামানার ওরফ বর্ণনা করা হয়েছে, যখন বিশেষভাবে ওলামায়ে কেরাম এবং ব্যাপকভাবে সাধারণ মুসলমানগণ দাড়ির পরিমাণের ক্ষেত্রেও উসওয়ায়ে নবীর অনুসরণ করতেন। আর যেমনিভাবে ইবনুল হুমামের বরাতে পূর্বে উল্লেখ হয়েছে যে, হিজরী নয়শত শতাব্দী পর্যন্ত একমুষ্টির ভিতরে দাড়ি কাটা শুধু ওরফে আমের খিলাফ ছিলো তা নয়, বরং এটাকে জায়েয-ই মনে করা হতো না। তাই ওমদাতুল কারীতে উল্লিখিত عرف الناس এবং মাওলানা মওদূদী সাহেবের বর্ণনাকৃত ওরফে আমের মাঝে আকাশ-পাতাল পার্থক্য।[২৪০]

---

[২৪০] ইখতিলাফে উম্মত..... ১/২২১

আল্লামা ইউসুফ লুধিয়ানভী (রহ.)-এর উত্তরটিকে একটু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা ভাল মনে হচ্ছে। এখানে আমাদের প্রথমে জানা দরকার "ওমদাতুল কারী" গ্রন্থে বর্ণিত عرف الناس এর বক্তা কে? উক্ত কিতাবের গ্রন্থকার আল্লামা আইনী (রহ. মৃত্যু ৮৫৫ হি.) যেহেতু কথাটি ইমাম তাবারী (রহ.)-এর বরাতে নকল করেছেন, তাই এর বক্তা তাবারী (রহ.)। এবার জানতে হবে তিনি কোন যুগের লোক? যাতে তিনি عرف النـــاس বলে কোন যুগের লোকদের ওরফ বা রীতি-নীতি বুঝাতে চেয়েছেন, তা জানা যায়। তাঁর মৃত্যু ৩১০ হিজরী মুতাবিক ৯২৩ ঈসায়ী সনে। পূর্ণ নাম- আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারীর আত-তাবারী। তাহলে তিনি عرف الناس বলে তার যামানা তথা ৩০০ হিজরী বা ৯০০ ঈসায়ী-এর লোকদের ওরফ বুঝাতে চেয়েছেন। এখন আমাদের জানতে হবে ঐ যুগের লোকদের ওরফ কী ছিল? এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইউসুফ লুধিয়ানভী (রহ.) প্রখ্যাত মুহাক্কিক ইবনুল হুমাম (রহ.)-এর একটি বাণী উলেখ করেছেন। তা হলো- একমুষ্টির ভিতরে দাড়ি কাটা, যেমন- কতক পশ্চিমা ও মহিলাসুলভ পুরুষরা করে থাকে; এটাকে কেউ জায়েয বলেননি। (ফাতহুল কাদীর ২/২৭০) অর্থাৎ তাঁর যুগ পর্যন্ত এটাকে কেউ জায়েয বলেননি। আর ইবনুল হুমামের মৃত্যু ৮৬১ হি. মুতাবিক ১৪৫৭ ঈ. সনে। তাহলে ইবনুল হুমামের মৃত্যু ইমাম তাবারীর ৫৫১ বৎসর পরে। এখন একটু ভেবে দেখুন! যেখানে ইবনুল হুমাম (রহ.) তার সাড়ে ৫০০ বৎসর পরে এসে এ দাবী করেছেন যে, একমুষ্টির ভিতরে দাড়ি কাটা কারো মতেই জায়েয নেই, সেখানে সাড়ে ৫০০ বৎসর পূর্বে ইমাম তাবারী (রহ.)-এর যামানার লোকদের ওরফ কেমন ছিল?! সত্যিই ইউসুফ লুধিয়ানভী (রহ.) যথার্থই বলেছেন যে, عرف النـــاس বলে ঐই যামানার ওরফ বর্ণনা করা হয়েছে, যখন বিশেষ থেকে নিয়ে সাধারণ পর্যন্ত, ওলামা থেকে নিয়ে আওয়াম পর্যন্ত দাড়ির পরিমাণের ক্ষেত্রেও উসওয়ায়ে নবীর অনুসরণ করতেন। আর মওদুদী সাহেবের ওরফে আম তো এমন নয়।

আমার মনে হয়, এখানে একটি বিষয় সম্পর্কে অবগত না থাকার কারণে উক্ত প্রশ্নের সৃষ্টি। আর তা হচ্ছে, স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে শব্দের অর্থ, মর্ম ও উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন- ইলমে হাদীসের ছাত্র যারা, তারা জানেন যে, মুতাকাদ্দিমীন তথা পূর্ববর্তীদের হাদীস সম্পর্কে সহীহ-যয়ীফ আর মুতাআখখিরীন তথা পরবর্তীদের সহীহ-যয়ীফ বলা এক নয়। কারণ

পূর্ববর্তীদের যয়ীফ শব্দের মধ্যে পরবর্তীদের হাসান হাদীসও অন্তর্ভুক্ত।[২৪১] এখন কেউ যদি পূর্ববর্তীর কোন হাদীস সম্পর্কে যয়ীফ বলেছেন তা দেখে পরবর্তীদের যয়ীফ বলার মত বুঝেন, তখন হবে ভুল বুঝাবুঝি এবং সৃষ্টি হবে প্রশ্নের। এভাবে উছূলে ফিকাহর উপর যাদের ভালো জ্ঞান আছে, তারা জানেন যে, মুতাকাদ্দিমীনগণ মাকরূহ শব্দটি হারামের ক্ষেত্রে আর মুতাআখ্খিরীনরা তানযীহীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। আর এ নিয়ে কিছু বলারও সুযোগ নেই।[২৪২]

কেননা পরিভাষা পরিবর্তন হয়। একেক সময় একেক রকম হয়। একেক স্থানের একেক রকম হয়। যে কারণে বলা হয়, এক দেশের বুলি, আরেক দেশের গালি। তবে কথা হচ্ছে, যদিও একথা সর্বজনবিদিত যে, কারো পরিভাষা অন্য কারো জন্য সমস্যার কারণ হতে পারে না, কিন্তু সমস্যা তখনই হয়, যখন এক পরিভাষায় ব্যবহৃত একটি শব্দ, অন্য পরিভাষায় বুঝার চেষ্টা করা হয়। কেননা তখন তিলকে তাল হিসেবে দেখা যাবে। আর প্রতিফল কী হবে, তা তো বুঝাই যাচ্ছে। উদাহরণত পূর্ববর্তীদের পরিভাষায় মাকরূহ হারাম অর্থে এস্তেমা'কৃত। এখন যদি আমরা তাঁদের রচনায় মাকরূহ শব্দটি দেখে পরবর্তীদের পরিভাষায় অর্থাৎ তানযীহী অর্থে বুঝার চেষ্টা করি, তাহলে প্রতিফল দাঁড়াবে, তাঁরা এ কাজটি মাকরূহ অর্থাৎ হারাম, করাই যাবে না বললেন; আর আমরা বুঝলাম তানযীহী তথা না করাটা ভাল, করলে তেমন কোন অসুবিধা নেই। তাহলে অবস্থা কী যে দাঁড়াবে!

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম হাম্বলী (রহ. ৭৫১ হি.) "إعلام المـــوقعين" গ্রন্থে বলেন-

قد يطلق لفظ الكراهة على المحرم. قلت: وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة ، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة ، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة

[২৪১] কাওয়ায়িদ ফী উলূমিল হাদীস পৃ. ১০০

[২৪২] قال الفتوحي : وَهُوَ أَيْ الْمَكْرُوهُ فِي عُرْفِ الْمُتَأَخِّرِينَ : لِلتَّنْزِيهِ يَعْنِي أَنَّ الْمُتَأَخِّرِينَ اصْطَلَحُوا عَلَى أَنَّهُمْ إذَا أَطْلَقُوا الْكَرَاهَةَ ، فَمُرَادُهُمْ التَّنْزِيهُ ، لَا التَّحْرِيمُ ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يُطْلَقَ عَلَى الْحَرَامِ ، لَكِنْ قَدْ جَرَتْ عَادَتُهُمْ وَعُرْفُهُمْ : أَنَّهُمْ إذَا أَطْلَقُوهُ أَرَادُوا التَّنْزِيهَ لَا التَّحْرِيمَ . وَهَذَا مُصْطَلَحٌ لَا مُشَاحَةَ فِيهِ .وَيُطْلَقُ الْمَكْرُوهُ عَلَى الْحَرَامِ وَهُوَ كَثِيرٌ فِي كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ . (شرح الكوكب المنير ٢٢٨/١)

وخفت مؤنته عليهم فحمله بعضهم على التنزيه ، وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى ، وهذا كثير جدا في تصرفاتهم فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة.

পরবর্তীদের অনেকে এ কারণে ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন যে, পূর্ববতী ইমামগণ হারামের স্থানে মাকরূহ শব্দে বলেছেন, আর পরবর্তীরা তা থেকে মাকরূহে তানযীহী বুঝেছেন। যে কারণে শরীয়ত ও ইমামদের উপর বড় ধরনের ভুল ধারণা দেখা দিলো।[২৪৩]

তেমনিভাবে এমন ভুল যে শুধু শরীয়ত ও ইসলামের ক্ষেত্রে হয়, তা নয়; বরং সাহিত্যের ক্ষেত্রেও হয়। যেমন- মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ সাহেব (দা. বা.) বলেন- শব্দপ্রয়োগের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় নিজস্ব পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হই, অর্থাৎ যে স্থান, কাল ও পাত্র সম্পর্কে লিখছি, সেগুলোর উপযোগী শব্দ ব্যবহার করার পরিবর্তে আমরা নিজেদের স্থান, কাল ও পরিমণ্ডলের পরিচিত শব্দ ব্যবহার করি। বলাবাহুল্য, সাহিত্যের মানদণ্ডে এটা বড় ধরনের ত্রুটি, যা লেখার সৌন্দর্যকে ক্ষুণ্ন করে। যেমন-

(ক) এক লেখক লিখেছেন- "ঐ সাহাবী কাকডাকা ভোরে মসজিদে নববীতে হাজির হলেন।" বলাবাহুল্য, কাকডাকা ভোর হচ্ছে বাঙ্গালী লেখকের নিজস্ব পরিবেশের শব্দ, মদীনার নয়। এখানে "খুব ভোরে" বলাই ঠিক ছিলো।

(গ) আব্দুলাহ ইবনে উবাই এর মুনাফেকী সম্পর্কে জনৈক লেখক লিখেছেন- "সে সর্বদা শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করতো।" এটা লেখকের নিজস্ব পরিবেশের শব্দ ও বাগ্‌ধারা, মদীনার-মুনাফেক সরদারের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার ঠিক হয়নি। বেচারা যদিও বা মাছ পায়, সেই মাছ ঢাকার জন্য শাক পাবে কোথায়?! যদিও বা শাক পায়, শাক দিয়ে মাছ ঢাকার বাঙ্গালী-বুদ্ধিটা তার মাথায় আসবে কোত্থেকে?![২৪৪]

উক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, কোন শব্দ ও কথাকে তার স্থান, কাল ও পরিবেশ অনুযায়ী বুঝতে হবে এবং লিখতে হবে। অন্যথায় ভ্রান্তির শিকার হতে হবে। কাজেই ইমাম তাবারী (রহ.) এর عرف الناس শব্দকে তার যুগ তথা ৩০০ হিজরী লোকদের আমল ও পরিবেশ অনুযায়ী এবং মওদূদী সাহেবের عرف عام শব্দকে তার যুগ তথা ১৩০০ হিজরীর লোকদের রীতি-নীতি ও পরিবেশ অনুযায়ী বুঝতে হবে। যেমনটি বুঝতে হবে

---

[২৪৩] إعلام الموقعين عن رب العالمين ১/৩৯

[২৪৪] এসো কলম মেরামত করি ১৩০

পূর্ববর্তীদের মাকরূহ শব্দকে হারাম আর পরবর্তীদের মাকরূহকে তানযীহী অর্থে এবং মদীনার ক্ষেত্রে কাকডাকা ভোর না লিখে লিখতে হবে খুব ভোর। সুতরাং ইমাম তাবারীর ওরফ ও মওদূদী সাহেবের ওরফকে এক বুঝা ভুল। অধিকন্তু আগের যুগের লোকদের উরফ কী ছিল? তা ভালোভাবে সুস্পষ্টভাবে জানতে যাদের আগ্রহ হয়, তাদের প্রতি অনুরোধ রইল- আপনারা দয়া করে "আল মুনজিদ ফিল লুগাতি ওয়াল আ'লাম" অভিধানে পূর্বের লোকদের ছবি দেখুন। সেখানে যাদের চেহারায় দাড়ি দেখতে পাবেন, তন্মধ্যে অধিকাংশ লোকের মুখে দাড়ি দেখবেন একমুষ্টি বা তার চেয়ে বেশি। হোক সে মুসলিম বা ইহুদী, খ্রিস্টান বা হিন্দু-বৌদ্ধ কিংবা অন্য কোন ধর্মাবলম্বী। আমার আশ্চর্য বোধ হয়, মুসলমানদের ক্ষেত্রে উসওয়ায়ে নবীর লাগাম রয়েছে বিধায়, তাঁরা এতো লম্বা দাড়ি রাখতে বাধ্য বা রাখাটা স্বাভাবিক। কিন্তু বিধর্মী-অমুসলিমদের ক্ষেত্রে কীসের লাগাম রয়েছে যে, তারাও এত লম্বা পরিমাণ দাড়ি রাখতেন? এর পিছনে কী কারণ রয়েছে? কোন্ বস্তু বাধ্য করল তাদেরকে এত লম্বা পরিমাণ দাড়ি রাখতে? একটু চিন্তা করুন! যুগের বা লোকদের ওরফ ছাড়া অন্য কিছু পাবেন না।

উক্ত আলোচনার দ্বারা স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে যে, তাহলে কোন্ যুগে সর্বপ্রথম দাড়ি কাটা বা একমুষ্টির ভিতরে দাড়ি কাটার আমল শুরু হলো? এবং কে মুঠোর ভিতরে দাড়ি কাটা জায়েয বলে 'থিওরী' প্রদান করলো?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরঃ ইতিহাস থেকে জানা যায়, দাড়ি কাটার আমল সর্বপ্রথম লূত (আ.) এর কওমরা করেছিলো, যা একটি মুরসাল হাদীস থেকে বুঝা যায়। যেমন- ইরশাদ হয়েছে- দশটি খাছলত হযরত লূত (আ.) এর কওমের মধ্যে ছিল। যেগুলোর কারণে তারা হালাক হয়েছিল। তন্মধ্যে দাড়ি কাটা ও মোচ লম্বা করা অন্যতম।[২৪৫] এভাবে রাসূল ﷺ এর যুগে অগ্নিপুজকদের দাড়ি কাটার কথা হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহে রয়েছে, যা সবিস্তারে আলোচনা হয়েছে। আর উক্ত ব্যাধি এ পর্যন্ত কীভাবে ছড়ালো, সে ব্যাপারে পূর্ণরূপে জ্ঞাত হওয়া সম্ভব হয়নি।

দ্বিতীয়টির উত্তর হলোঃ আপনারা ইতোপূর্বে জ্ঞাত হয়েছেন যে, আল্লামা ইবনুল হুমামের দাবী অনুযায়ী ৮৬১ হিজরী মুতাবিক ১৪৫৭ ঈসায়ী পর্যন্ত মুঠোর ভিতরে দাড়ি কাটা কেউ জায়েয বলেননি।

---

[২৪৫] তারীখে দামেশক ইবনে আসাকিরকৃত ৫০/৩২২, তবে হাদীসটিকে শাইখ আলবানী (রহ.) মওযু' বলেছেন। (সিলসিলায়ে যয়ীফা ৩/৩৭৮)

১৪৫৭ বা সাড়ে ১৪০০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে নিয়ে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আমি অধমের অনুসন্ধান মতে (বিশেষত ভারত উপমহাদেশে) কোন মুহাদ্দিস, কোন ফকীহ-মুফতী বা কোন মুফাক্কিরে ইসলাম একমুষ্টির ভিতরে দাড়ি কাটা জায়েয বলে ফতওয়া দেননি। কিন্তু ১৯০৩ সালে জন্ম গ্রহণকারী বিশিষ্ট কলামিস্ট, উর্দু সাহিত্যিক, মুফাক্কিরে ইসলাম ও জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মওদূদী সাহেব (অধমের অনুসন্ধান মতে) সর্বপ্রথম মুঠোর ভিতরে দাড়ি কাটা সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বেশ কয়েক জায়গায় এ সম্পর্কে বলেছেন-

১। দাড়ি সম্পর্কে নবী করীম ﷺ কোন পরিমাণ নির্ধারণ করেননি। শুধু এই হিদায়াত দিয়েছেন যে, দাড়ি রাখ।[২৪৬]

২। আমার নিকট কারও দাড়ি ছোট অথবা বড় হওয়ার দ্বারা কোন বিশেষ পার্থক্য হয় না।

৩। যদি কারও দীর্ঘ সময় আল্লাহর রাস্তায় কুরবানী হয়, তাহলে তেমন কোন বড় ক্ষতি হবে না, যদি তার দাড়ি ছোট হয়।

৪। মোটকথা, দাড়ির পরিমাণ নির্ধারণ ওলামাদের আবিস্কৃত একটি বস্তু।

৫। সলফের যুগে দাড়ির মাসআলা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। আসমায়ে রিজাল ও ইতিহাসের কিতাবসমূহে শুধু দুই-তিন সাহাবীর দাড়ির পরিমাণ উল্লেখ রয়েছে।

এভাবে তিনি রাসায়েল ও মাসায়েলের আরো অনেক স্থানে বিভিন্নভাবে এ ব্যাপারে মত ব্যক্ত করেছেন। অবশ্যই পরে তিনি তার এ মতামতকে ভুল বলে স্বীকার করেছেন, যা পূর্বে সবিস্তারে আলোচনা হয়েছে। তবে দুঃখের বিষয় হচ্ছে, এখনো অনেক ভাইয়েরা বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামীর মধ্যম সারীর কিছু নেতা ও শিবির কর্মী ভাইয়েরা মওদূদী সাহেবের ভুল স্বীকারের পরও তার অনুকরণ করে যাচ্ছেন। আমরা আশা করব- অতি শীঘ্রই আপনারাও ভুল স্বীকার করে হাদীসের আলোকে দাড়ি রাখবেন। যেভাবে আপনাদের নেতা ভুল স্বীকারের পর দাড়ি রেখেছিলেন। তাই তো ভুল স্বীকারের নয়-দশ মাস পরে অর্থাৎ ১৯৪২ সালে মওদূদী সাহেবের দাড়ি মনজুর নোমানী সাহেবের ভাষ্য মতে হিন্দুস্থানের উলামাদের ন্যায় বেশ চমৎকার হয়ে গিয়েছিলো।[২৪৭]

---

[২৪৬] রাসায়েল ও মাসায়েল ১/১৪০, ১/১৪৫, ১/১৫৩

[২৪৭] মাওলানা মওদূদী কে সাথ মে-রী রেফাকত কী সার গুযশত আওর আব মে-রা মাওকাফ বা মাওলানা মওদূদীর সাথে আমার সাহচর্যের ইতিবৃত্ত ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

প্রিয় পাঠকগণ! সুদীর্ঘ আলোচনার দ্বারা আমরা জানতে পারলাম যে, এ পর্যন্ত কোন আলেম, মুহাদ্দিস, ফকীহ-মুফতী বা মুফাক্কিরে ইসলাম একমুষ্টির ভিতরে দাড়ি কাটা জায়েয বলেননি। যে একজন মুফাক্কিরে ইসলাম জায়েয বলেছিলেন, তিনি পরে তা ভুল বলে স্বীকার করেছেন। সুতরাং একমুষ্টি পরিমাণ লম্বা দাড়ি রাখা সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব। এতে কারও দ্বিমত নেই। বলাবাহুল্য, ইমাম ও মুহাদ্দিসগণের মধ্যে দাড়ি কাটার ব্যাপারে যে মতবিরোধ হয়েছে, তা একমুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ির ব্যাপারে। একমুষ্টির ভিতরের দাড়ি নিয়ে কোন মতবিরোধ নেই। সবাই এ কথার উপর একমত যে, একমুষ্টি পরিমাণ দাড়ি রাখা ওয়াজিব, যা বিস্তারিতভাবে জানতে পেরেছেন।

প্রশ্ন : আমরা যে সবার মুখে বরং অনেক সময় আলেমের মুখেও শুনতে পাই, একমুষ্টি পরিমাণ দাড়ি রাখা সুন্নাত। আর এখানে জানতে পারলাম ওয়াজিব। তাহলে কি তারা ভুল বলে থাকেন?

উত্তর : না, না, উভয়ের কথা সঠিক। কারণ একমুষ্টি পরিমাণ দাড়ির মধ্যে দু'টি দিক রয়েছে। (১) একমুষ্টি দাড়ির বাহিরের অংশ (অতিরিক্ত দাড়ি)। (২) মুঠোর ভিতরের অংশ। যারা বলেন- ওয়াজিব, তারা ভিতরের অংশের দিকে লক্ষ্য করে বলে থাকেন। অর্থাৎ দাড়িকে থুতনির নিচ থেকে নিয়ে মুঠো পরিমাণ লম্বা করা ওয়াজিব, যা মুঠোর ভিতরেরই অংশ। আর যারা বলেন- সুন্নাত, তারা মুঠোর বাহিরের অংশের দিকে লক্ষ্য করে বলে থাকেন। অর্থাৎ দাড়িকে মুঠো করে বাকী দাড়ি কর্তন করা সুন্নাত, যা মুঠোর বাহিরের অংশ। সুতরাং সুন্নাতের অর্থ হল মুঠোর অতিরিক্ত দড়ি কর্তন করা। আর ওয়াজিবের অর্থ হল থুতনির নিচ থেকে নিয়ে মুঠো পরিমাণ লম্বা করা। যেমন- ফাতাওয়ায়ে রাহীমিয়্যার বরাতে আল ইখতিয়ার শরহুল মুখতার খ. ৪ পৃ. ১৬৭ এর মধ্যে একটি প্রশ্নোত্তর থেকে এমনই বুঝা যায়।

যুক্তির আলোকে একমুষ্টি দাড়ি

আমরা যদি একটু ভেবে দেখি, তাহলে আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, দাড়ি কাটলে বা ছোট ছোট করে রাখলে যেভাবে সমস্যা হয়, তেমনিভাবে কোন সীমারেখা ছাড়া লম্বা রাখলেও সমস্যা হয়। কারণ প্রথম অবস্থায় হাদীসের উদ্দেশ্য ও দাবী মানা হয় না। দ্বিতীয় অবস্থায় অনেককে খানা-পিনায়, অজু-ইস্তিঞ্জায় সমস্যায় পড়তে হয়। আবার কারো কারো ক্ষেত্রে

তা সুন্দরও দেখায় না। অথচ ইসলাম হলো একটি সুন্দর ধর্ম। সুতরাং এমন একটি উপায় দরকার, যা উভয় সমস্যা থেকে পরিত্রাণ দেয়। আর সে উপায় আমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন সাহাবায়ে কেরাম। যাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার অনন্ত কালের ঘোষণা 'রাযিয়াল্লাহু আনহুম'। অর্থাৎ কমপক্ষে একমুষ্টি পরিমাণ লম্বা দাড়ি। সত্যিই আমাদের প্রতি তাদের বড়ই ইহসান। উল্লেখ্য যে, চার আঙ্গুল তথা একমুষ্টি থুতনি ব্যতীত হতে হবে।

তাদের যুক্তিসমূহ ও তার জবাব

১। রাসূল ﷺ দাড়ি রাখতে বলেছেন। কিন্তু কতটুকু রাখতে হবে, তার পরিমাণ নির্ধারণ করেননি। অতএব যতটুকু রাখলে দাড়ি আছে বলে বুঝা যায়, অতটুকু রাখলেই যথেষ্ট। তাদের প্রতি প্রথম কথা হলো, রাসূল ﷺ কোন একটি হাদীসেও দাড়ি রাখতে বলেননি, বরং বৃদ্ধি করার নির্দেশ দিয়েছেন। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, রাসুল ﷺ যেহেতু পরিমাণ নির্ধারণ করেননি, তো আপনারা নির্ধারণ করলেন কেন?

২। রাসুল ﷺ দাড়ি লম্বা রাখতে বলেছেন। অতএব যার যেমন ইচ্ছা, যে পরিমাণ লম্বা রাখার ইচ্ছা, তা-ই রাখবে। তাদের প্রতি প্রশ্ন রইল, যেহেতু লম্বা রাখতে বলেছেন, তো আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী কেন? বরং আল্লাহ পাকের ইচ্ছা অনুযায়ী রাখেন। অর্থাৎ যার দাড়ি যে পরিমাণ লম্বা হবে, তাই আল্লাহ পাকের ইচ্ছা।

৩। তারা যুক্তি দিয়ে বলে- এক ইঞ্চির তুলনায় তো দুই ইঞ্চি লম্বা। তদ্রুপ দুই ইঞ্চির তুলনায় তো তিন ইঞ্চি লম্বা। কাজেই এক বা দুই ইঞ্চি পরিমাণ দাড়ি লম্বা হলে যথেষ্ট হবে। তাদের প্রতি প্রশ্ন রইলো- (১) হাদীসে যেভাবে দাড়ি লম্বা করার হুকুম হয়েছে, অনুরূপ মোচ খাটো করার হুকুমও হয়েছে। যেহেতু চার ইঞ্চির তুলনায় তিন ইঞ্চি ছোট, তো মোচকেও সে পরিমাণ করুন। (২) দাড়ি লম্বা করার পাশাপাশি মোচ খাটো করার হুকুম দিয়েছেন। এখন যদি দাড়ি একমুষ্টির চেয়ে ছোট করে এক ইঞ্চি বা দুই ইঞ্চি করে রাখা হয়, তাহলে দাড়ি আর মোচ এক সমান হয়ে গেলো। তো দাড়ি লম্বা করা ও মোচকে খাটো করার উপর আমল কীভাবে হলো?

আসলে এ সমস্ত যুক্তি উদয় হওয়ার কারণ সাহাবায়ে কেরামের আমল না মানার কারণে বা তাদেরকে সত্যের মাপকাঠিরূপে গ্রহণ না করার কারণে। আমি আপনাদের সমীপে আরয করতে চাই-

১। যদি তাঁদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও আমলের উপর আস্থা না হয়, তাহলে তাঁদের থেকে বর্ণিত হাদীসের উপর আস্থা রাখেন কীভাবে?

২। যদি কোরআন বুঝার জন্য তাদের বাণী ও আমল গ্রহণযোগ্য হয়, তবে হাদীস বুঝার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য কেন নয়?

৩। সমস্ত হাদীসের কিতাবে হাদীসে রাসুলের পর সাহাবাদের কথা ও আমলের আলোচনা কেন? এরপরও যদি কেউ সাহাবায়ে কেরামকে সত্যের মাপকাঠি না মানেন, তাহলে কাউকে না মেনে সরাসরি হাদীসের অনুসরণ করুন। কাজেই হাদীসের ভাষ্য ও ব্যাখ্যা মতে দাড়িকে ছেড়ে দিতে হবে। ধরা যাবে না যদিও পা পর্যন্ত লম্বা হয়।

সুতরাং পথ দু'টি, হয়তো হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী পা পর্যন্ত লম্বা হলেও দাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। অন্যথায় সাহাবাগণ (রা.)-কে সত্যের মাপকাঠি মেনে নিয়ে একমুষ্টি পরিমাণ লম্বা দাড়ি রেখে বাকী দাড়ি কাটা যাবে। কাজেই চিন্তা করা দরকার, আমরা কোন পথের পথিক হবো।

আল্লাহ পাক সবাইকে সঠিক পথের পথিক হওয়ার তাওফীক এনায়েত করুন! আমীন!!

হিশাম বিন কালবী বলেন- আমি মুখস্থ করেছি তো এমনভাবে করেছি, যা কেউ করতে পারেনি এবং ভুল করেছি তো এমন ভুল করেছি, যা কেউ করেনি। আমি কোরআন শরীফ মুখস্থ করেছি মাত্র তিন দিনে, আর একমুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কাটার জন্য দাড়ি মুঠো করে ধরে কাঁচি নিচের দিকে না চালিয়ে উপরে চালিয়ে দিয়েছি। (ফাতাওয়া শামী ৫/২৮৮)

অষ্টম অধ্যায়
দাড়ির গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু আলোচনা ও জরুরী মাসআলা

দাড়ি মুসলমানদের ইউনিফর্ম ও ইসলামের নিদর্শন

শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) এক প্রশ্নের উত্তরে লিখেন-

(ক) যে কোন রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের জন্য পৃথক পৃথক ইউনিফর্ম নির্ধারিত থাকে। পুলিশ বাহিনী, সেনাবাহিনী, পোস্টমাস্টার, পিয়ন, নৌবাহিনী, স্থলবাহিনী, রেল কর্মচারী, তার উপর আবার অফিসার আর কর্মচারী প্রত্যেকের পৃথক পৃথক ইউনিফর্ম রয়েছে। আবার এই ইউনিফর্ম ব্যবহারের ব্যাপারে কোন শিথিলতা নেই। ডিউটির সময় কেউ তার বিশেষ ইউনিফর্ম ব্যবহার না করলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হয়। এছাড়া এক বিভাগের লোক যদি অন্য বিভাগের ইউনিফর্ম ব্যবহার করে ডিউটিতে আসে আর অফিসার তা জানতে পারে, তাহলে সেও চরম অপরাধী বলে সাব্যস্ত হয়।

বলাবাহুল্য যে, এই নিয়ম শুধু রাষ্ট্র বা দেশের জন্যই নয় বরং প্রতিটি জাতি বা ধর্মের জন্যও এই নিয়ম রয়েছে। সন্ধান করে দেখুন! ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মান, ইটালী, অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা ইত্যাদি দেশগুলোর প্রত্যেকেরই পৃথক পৃথক জাতীয় ইউনিফর্ম রয়েছে। একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই শুধু ইউনিফর্ম দেখে বুঝতে পারবে, কে কোন দেশের সৈনিক। রাজনৈতিক মহলে বা রণাঙ্গনে এই ইউনিফর্ম দেখেই তারতম্য বুঝা যায়। প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক ধর্ম নিজ নিজ ইউনিফর্মের ঐতিহ্য রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরী মনে করে।

কোনো দেশের জাতীয় পতাকা ভূলুণ্ঠিত করে বা পতাকার অপমান করে দেখুন মজাটা কেমন হয়। এই ইউনিফর্ম শুধু পোশাকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং কোন কোন মানুষ তাদের শরীরের সাথেও বিশেষ চিহ্ন বা প্রতীক রাখে। কোন কোন সম্প্রদায় হাতে বা দেহের অন্য কোন স্থানে চিহ্ন লাগায়। কেউ

বা নাক বা কানে ছিদ্র করে অলংকার ব্যবহার করে। আবার কেউ মাথার চুল রেখে দেয়। কেউ মাথার উপর টিকি রাখে।

মোটকথা প্রত্যেক গোত্র, সম্প্রদায় দেশ বা ধর্মের বিশেষ প্রতীক বা চিহ্ন থাকে। বিশেষ কোথাও এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না। অন্যথায় সব একাকার হয়ে এক মহাবিপদ সৃষ্টি হতো। কে পুলিশ, কে সৈনিক, কে নৌবাহিনী, কে স্থলবাহিনী, কে পোস্টমাস্টার, কে ডাকপিয়ন, কে আমেরিকান, কে আফ্রিকান, কে মুসলিম, কে হিন্দু, কে অফিসার, কে কর্মচারী ইত্যাদি কিছুই বুঝার উপায় ছিল না। তাই প্রতিটি যুগে প্রতিটি দেশে এই ইউনিফর্মের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়ে আসছে।

(খ) যে জাতি বা দেশ নিজস্ব ইউনিফর্ম বা প্রতীক অক্ষুণ্ন রাখতে পারেনি, তারা দ্রুত অন্য জাতির সাথে একাকার হয়ে গেছে। এমনকি তাদের নাম নিশানাও কালের চক্রে বিলীন হয়ে গেছে। এই উপমহাদেশে ইউনানীরা এসেছিল, আফগানীরা এসেছিল, তাতারীরা এসেছিল, তুর্কিরা এসেছিল, মিসরী সুদানীসহ আরো অনেকে এসেছিল। কিন্তু মুসলমানদের আগে যারাই এসেছিল, আজ তাদের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় কি? তারা সকলেই হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে একাকার হয়ে গেছে।

কারণ তারা সংখ্যাগরিষ্ঠদের ইউনিফর্ম গ্রহণ করে নিয়েছিল। ধুতি, শাড়ী, টিকি প্রথা-প্রচলন ইত্যাদিতে তারা হিন্দুদের অনুসারী হয়ে গিয়েছিল। এজন্য তাদের অস্তিত্বই বিলীন হয়ে গেছে। ভিন্নমতাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও সকলেই হিন্দু নামে পরিচিত হয়ে গিয়েছে।

তবে যারা নিজেদের ইউনিফর্ম অক্ষুণ্ন রেখেছিল, তারা আজও পৃথক জাতি হিসেবে পরিচিত। শিখ সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য বিশেষ পোশাক ত্যাগ করেনি, মাথার চুল এবং দাড়ি সংরক্ষণ করেছে। তাই তাদেরকে আজ একটি 'জীবন্ত জাতি' রূপে গণ্য করা হয়। ষোলশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইংরেজরা এদেশে এসে দীর্ঘ দু'শ বছর এদেশ শাসন করে। তারা শীতপ্রধান দেশের লোক। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই দু'শ বছরে একদিনের জন্যও তারা তাদের ইউনিফর্ম; কোট, হ্যাট, টাই ও নেকটাই ইত্যাদি এই গরমের দেশেও একদিনের জন্য ত্যাগ করেনি। তাদের রয়েছে নিজস্ব জাতীয়তা ও স্বকীয়তা। দুনিয়াতে তাদের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। মুসলমানরা এদেশে আগমন করার পর প্রায় এক হাজার বছর পেরিয়ে গেল। কিন্তু প্রথম থেকেই যদি তারা তাদের নিজস্ব ইউনিফর্ম ও ঐতিহ্য বজায় না রাখত, তাহলে তারাও আজ হিন্দুদের মধ্যে হারিয়ে যেত।

মুসলমানরা যে শুধু নিজস্ব ইউনিফর্ম বজায় রেখেছে, তা নয় বরং সংখ্যাগরিষ্ঠদের ইউনিফর্ম বিলুপ্ত করে তাদেরকে নিজেদের ইউনিফর্মের আওতায় নিয়ে আসার চেষ্টাও করেছে। ফলে যেখানে ছিল তারা মাত্র কয়েক হাজার, সেখানে তাদের সংখ্যা কয়েক কোটি। তারা শুধু পাজামা, কোর্তা, আবা-কাবা ও পাগড়ীই সংরক্ষণ করেনি, বরং সাথে সাথে মাযহাব, নাম, তাহযীব-তামাদ্দুন, প্রথা-প্রচলন ভাষা ইত্যাদি সব কিছুই তারা অক্ষুণ্ন রেখেছে। তাই তারা আজ উপমহাদেশের একটি শ্রেষ্ঠ জাতি। এভাবে যতদিন তারা এই স্বকীয়তা বজায় রাখবে, ততদিন তারা আপন মহিমায় টিকে থাকবে। আর যদি কোনদিন তা হারিয়ে ফেলে, তখন তাদের অস্তিত্বও বিলীন হয়ে যাবে।

(গ) যখন কোন জাতি উন্নতি লাভ করে, তখন তারা চেষ্টা করে, যেন তাদের ইউনিফর্ম, তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি, তাদের ধর্ম এবং তাদের ভাষা অন্যদের উপর বিস্তার লাভ করে এবং অন্যান্য দেশেও তা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আর্য ও ফার্সিয়ানদের ইতিহাস পড়ে দেখুন, ইহুদী ও খ্রিস্টানদের উত্থান-পতনের ইতিহাস অধ্যয়ন করে দেখুন। অতদূরে যেতে হবে না। আরব জাতি আর মুসলমানদের সুমহান আদর্শ তো আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে। আরবী ছিল শুধু আরবের ভাষা। ইরাক, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, মিশর, সুদান, আলজিরিয়া, তিউনিস, মারাকেশ, পারস্য, লিবিয়া ও সেনেগাল ইত্যাদি দেশগুলোতে কেউ জানত না আরবী, ইসলামের সাথে ছিল না কারো পরিচয়, ইসলামী আদর্শ বলতে তারা কিছুই বুঝত না।

কিন্তু আরবীরা এ সব দেশে তাদের ভাষা, কালচার এবং সভ্যতা এমনভাবে চালু করে দিয়েছিল যে, তথাকার অমুসলিম সম্প্রদায়গুলো আজও ইসলামী ইউনিফর্ম, ইসলমী কালচার আরবী ভাষা ইত্যাদি নিজেদের বলেই মনে করে। তারা প্রত্যেকেই নিজেদেরকে আরবীয় বলে দাবী করে। আবার দেখুন- কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, নিউজিল্যান্ড, সাউথ আফ্রিকাসহ অন্যরা নিজেদের ভাষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার জন্য সর্বশক্তি ব্যয় করছে। যারা তাদের ধর্মের অনুসারী নয়; তারা তাদের সভ্যতা ও ফ্যাশনে একাকার হয়ে যাচ্ছে। ভারতবর্ষের অবস্থাও ঠিক তাই।

এমতাবস্থায় নিরুপায় হয়ে হিন্দুরা তাদের মৃতপ্রায় সাংস্কৃতিক ভাষাকে (যা ভারতের জাতীয় ভাষা কিংবা অন্ততপক্ষে আর্যদের ভাষা হওয়ার ব্যাপারে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই) চাঙ্গা করে তোলার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

তারা ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে পঞ্চাশ শতাংশ কিংবা ততোধিক সাংস্কৃতিক শব্দ ব্যবহার করে বক্তব্যকে দুর্বোধ্য করে তুলে। বিশেষত তাদের ধর্মীয় বক্তারা প্রায় আশি থেকে নব্বই ভাগ সাংস্কৃতিক শব্দ ব্যবহার করে। অথচ পৃথিবীর কোথাও সংস্কৃতিক ভাষা-ভাষী একজন লোকও খুঁজে পাওয়া যাবে না। সম্ভবত অতীতেও কোথাও কেউ এই ভাষায় কথা বলেনি। তারা ভারতের প্রাচীন হস্তাক্ষর আর ধুতি যাতে বিলুপ্ত হতে না পারে, সেজন্য তারা মরণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের এম. এন. এ, এম. পি. এ, প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রীবর্গ ধুতি বেঁধে, পাঞ্জাবী পরে, খোলা মাথায় বৈঠক বসে। অথচ ধুতিতে পাজামার চেয়ে কাপড় বেশী ব্যয় হয়। এতে পর্দাও পুরোপুরি রক্ষিত হয় না এবং শীত-গরমের জন্যও তা উপযোগী নয়। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও তারা ধুতি ত্যাগ করে পাজামা ব্যবহার করে না। মাথার টিকি রাখা তো তাদের বিশেষ নিদর্শন। এগুলো জাতীয় প্রতীক বা জাতীয় ইউনিফর্ম নয় কি? এভাবে কি তারা তাদের অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা করছে না?

মাথার চুল এবং দাড়ি না কাটা এবং লোহার কড়া ব্যবহার করা শিখদের ইউনিফর্ম। এই গরমের দেশে শত কষ্ট স্বীকার করতে তারা প্রস্তুত। কিন্তু মাথার চুল মুণ্ডন বা কর্তনের কল্পনাও তারা করে না। যদি তারা তাদের এই ইউনিফর্ম ত্যাগ করে বসে, তাহলে ভূ-পৃষ্ঠ হতে তাদের বৈশিষ্ট্য আর জাতীয় অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে নিঃসন্দেহে।

উক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে, কোন জাতি বা ধর্মের নিজস্ব অস্তিত্ব আর ঐতিহ্য বজায় রাখতে হলে, প্রয়োজন নিজস্ব রীতি-নীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, কৃষ্টি-কালচার ও নিজস্ব ভাষা। সুতরাং ইসলামের ন্যায় ধর্মের জন্য, যা আকীদা-বিশ্বাসে ও আখলাক-চরিত্রে দুনিয়ার অন্যান্য জাতি ও ধর্ম থেকে শ্রেষ্ঠ, সে ইসলামের জন্য নিজস্ব ইউনিফর্ম থাকা অত্যাবশ্যক। যাকে তারা জীবন দিয়ে হলেও রক্ষা করবে। আর তা হতে হবে আল্লাহওয়ালাদের ইউনিফর্মের অনুরূপ, যদ্দারা তাদেরকে খোদাদ্রোহী ও আল্লাহর শত্রুদের থেকে পৃথক করা যাবে। এ প্রসঙ্গে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- من تشبه بقوم فهو منهم অর্থাৎ কেউ অন্য জাতির বেশ ধারণ করলে, সে সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।

এজন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর অনুসারীদের জন্য পৃথক ইউনিফর্ম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে এক জায়গায় তিনি বলেন-

فرق ما بيننا وبين المشركين العمـــائم علـــي القلانـــس অর্থাৎ আমাদের মাঝে ও মুশরিকদের মাঝে পার্থক্য হলো, আমরা টুপির উপর পাগড়ী পরি। (আর তারা টুপি ছাড়াই পাগড়ী পরে।)

এরই ভিত্তিতে আহলে কিতাবদের বিরোধিতার জন্য মাথায় সিঁথি কাটতে অহংকারীদের বিরোধিতার জন্য গোড়ালীর নীচে লুঙ্গি বা পাজামা পরতে নিষেধ করা হয়েছে। ....।

মোটকথা, দাড়ি রাখা আর গোঁফ ছাটা এমন একটি ইউনিফর্ম আর চিহ্ন, যা আবহমান কাল ধরে আল্লাহ তাআলার প্রিয় ব্যক্তিবর্গের ইউনিফর্ম হিসেবে স্বীকৃত হয়ে আসছে। অন্যান্য জাতির ইউনিফর্ম হলো এর বিপরীত। সুতরাং উল্লিখিত দু'টি কারণে ইসলামের ইউনিফর্ম অবলম্বন করতে হয়।

এছাড়া স্বভাব ও বিবেকের দাবী অনুযায়ী একজন উম্মতে মুহাম্মদীর চালচলন, সীরত-চরিত, ফ্যাশন-কালচার ইত্যাদি তার মনিবের ন্যায় হওয়া এবং প্রিয় মনিবের শত্রুপক্ষের ফ্যাশন-কালচার পরিত্যাগ করা আবশ্যক। প্রতিটি জাতি ও দেশে এ নিয়মই পালিত হয়ে আসছে। বলুন তো আজ ইউরোপের চেয়ে উম্মতে মুহাম্মদীর শত্রু আর কে? তাই তাদের যে কোন সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ফ্যাশন-কালচারকে ঘৃণার সাথে পরিত্যাগ করা আমাদের উচিত নয় কি? চালচলন, লেবাস-পোশাক, ভাষা-সাহিত্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি ইত্যাদি যেটাই হোক, তাদেরটা আমাদের পরিহার করে চলা দরকার।

বন্ধুর সব কিছুকে ভালবাসা এবং শত্রুর সব কিছুকে ঘৃণা করা প্রতিটি জাতির প্রতিটি দেশের স্বাভাবিক রীতি। বিশেষত যদি তা শত্রুপক্ষের ঐতিহ্যে পরিণত হয়, তাহলে তো কথাই নেই। এজন্য আমাদের কর্তব্য হলো ফ্রান্স, আমেরিকা, ইউরোপ ইত্যাদির গোলাম না হয়ে মুহাম্মদ ﷺ এর গোলাম হওয়ার জন্য সর্বশক্তি ব্যয় করা। (যুক্তির কষ্টি পাথরে দাড়ি, কিছুটা পরিবর্তনের সাথে)

একটি প্রবন্ধ

নজরুল ইসলাম টিপু

দাড়ি সমাচার! যেমনি বাহার, তেমনি চমৎকার

পৃথিবীর অনেক মানুষ আছেন, যারা তাদের দাড়ি-মোচ রাখতে পছন্দ করেন, যাতে তাকে আকর্ষণীয় লাগে। আবার পৃথিবীর অনেক মানুষ এমনও আছেন যারা তাদের দাড়ি-মোচ ছেটে মুখখানা তেলতেলে করে রাখেন, যাতে তাদেরও আকর্ষণীয় লাগে। মানুষ দাড়ি-মোচ রাখতে চাইল কি চাইল না, এটা সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করে না। সময় হলেই দাড়ি নিজে নিজেই

জন্মানো শুরু করে। মানুষ শুধু সিদ্ধান্ত নিতে পারে, সেটা রাখবে কি রাখবে না?

আজকাল দাড়ি-গোঁফ-জুলফি ফ্যাশনের একটি বিষয় বস্তু হয়ে গেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ধরনের মানুষ, তাদের নিজ ইচ্ছানুযায়ী দাড়ির ডিজাইন করে থাকে। তবে উৎকৃষ্ট ডিজাইন করার জন্য চাই গালভরা দাড়ি। গালে যদি দাড়িই না থাকে, ডিজাইন করবে কী দিয়ে? তাছাড়া দাড়িতো হাওলাত করে লাগিয়ে ডিজাইন করা যায় না। মানুষ ছাড়াও সৃষ্টিকুলের কিছু প্রাণীরও দাড়ি গজাতে দেখা যায়। গৃহপালিত প্রাণীর মধ্যে ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, হরিণ ও উটের কখনও দাড়ি দেখা যায়। কদাচিৎ দেশীয় মুরগীর কাছেও দাড়ি দেখতে পাওয়া যায়। ঠোঁটের থুতনীর নীচে হালকা পালকের একগুচ্ছ বাণ্ডিল দেখা যায়, এজাতীয় মুরগীগুলো খুবই ক্ষিপ্ত প্রকৃতির হয়। দাড়িযুক্ত এ প্রাণীগুলোকে আলাদাভাবে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করে। প্রাচীন কালে দাড়ি খুবই সম্মানের প্রতীক ছিল। সকল রাজা-বাদশাহ বিভিন্ন ডিজাইনের দাড়ি রাখতেন। মন্ত্রী-সেনাপতি নিজেরা নিজেদের দাড়ির জন্য আলোচিত হতেন। দাড়ি ছিল শৌর্যবীর্য ও আভিজাত্যের প্রতীক স্বরূপ। সেনাবাহিনীর প্রতিটি সৈন্য বাহাদুরীর সাথে দাড়ি রাখতেন। জনসাধারণ ইচ্ছা করলেই দাড়ি রাখতে পারতেন না। তাদের জন্য দাড়ি রাখা ছিল অন্যায় ও উর্ধ্বস্থন ব্যক্তির প্রতি অবজ্ঞার শামিল। সরকারী চাকুরিজীবী কেউ বড় কর্মকর্তা হলে কিংবা বড় ধরনের প্রমোশন পেলে, অফিসিয়ালভাবে তার দাড়ি রাখার অনুমতি মিলত। তারপও শৌখিন কেউ যদি দাড়ি রাখতে চাইত, তার জন্য একটা নির্দিষ্ট খাজনা ধরা হত। যতদিন তিনি দাড়ির খাজনা চালাবেন, ততদিন তিনি দাড়ি রেখে শহরে-বাজারে খুব অহঙ্কার করে চলতে পারতেন। দাড়ির আইন প্রাচীন গ্রীক ও পারস্যের সর্বত্র কঠোরভাবে মানা হত।

প্রাচীন রোমে ২০ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত কেউ দাড়ি কাটতে পারত না। যেদিন ২০ বছর পূর্ণ হবে, সেদিন আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দাড়ি কাটা হত। রোম সম্রাট 'নিরো' তার দাড়ি কাটার দিনটিকে জাতীয় দিবস করেছিলেন। প্রতি বছর এ দিনে জনগণ আনন্দ উল্লাস করত। রোমানেরা গ্রীকদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিবাদে দাড়ি সেভ করত অথবা দাড়িকে চামড়াছাটা করত। তখন গ্রীকবাসী শিক্ষা-শিল্পে-মর্যাদায়-শৌর্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। তাই রোমানেরা হিংসাপূর্বক দাড়িওয়ালা গ্রীকদের অসভ্য-বর্বর হিসেবে চিত্রিত করত। গ্রীকবীর আলেকজান্ডার যখন ক্ষমতায় আসেন, তখন তিনি সেনাবাহিনীকে দাড়ি কেটে ফেলার জন্য আদেশ দেন। আলেকজান্ডারের

দাড়ির উপর কোন ক্ষোভ ছিল না। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি দেখেছেন, গ্রীক সৈন্যদের লম্বা দাড়ি নিয়ে যুদ্ধ করতে সমস্যা হত। এই লম্বা দাড়ি নিয়ে যুদ্ধ করে ছোট একটি যুদ্ধেও বেশী সৈন্য হতাহত হত। ফলে যুদ্ধ জয় করার নিমিত্তে, সেনাবাহিনীর সদস্যদের তিনি দাড়ি ফেলে দিতে আদেশ দেন। আলেকজান্ডার অল্পদিনেই রোম দখল করেন। দক্ষিণে তার বড় প্রতিপক্ষ রাজা 'দারায়ূসকে' পরাজিত করেন। দারায়ূসের পরাজয়ে পারাস্য আলেকজান্ডারের পদানত হয় এবং তিনি তার মেয়ে দ্বিতীয় স্টেটেইরা-কে বিয়ে করেন। আলেকজান্ডার পারস্যেও দাড়ির আইন রহিত করেন। তখনও ভারত, চীন, জাপান ও কোরীয় উপদ্বীপে দাড়ির বিভিন্ন ব্যবহার প্রচলিত ছিল। আলেকজান্ডার বর্তমান আফগান অঞ্চলে প্রবেশ করেন। সেখানে রাজা 'পুরু'কে গ্রফতার করেন। তবে সেখানকার জনগোষ্ঠির উপর দাড়ির ফরমান তিনি জারি করতে সক্ষম হননি। এখনও সে অঞ্চলের প্রায় মানুষের মুখে দাড়ি শোভা পায়। বংশগত ও ধর্মগত ঐতিহ্য হিসেবে তারা দাড়িকে যত্ন ও সম্মান করে। প্রাচীন মিসরে ফারাও রাজারা দাড়ির প্রতি যথেষ্ট সম্মান রাখতেন। তারা দাড়িকে দামী ধাতব চুঙ্গার মধ্যে ভরে রাখতেন, পরে যখন তা বাড়তে থাকত, সেটাকে স্বর্ণ নির্মিত সূতা দ্বারা পেচানো হত। স্বামীর মৃত্যুর পর দাড়িগুচ্ছের উত্তরাধীকারী হত স্ত্রী। তারা বিশ্বাস করত পরজনমে এই দাড়ির চুঙ্গাই হবে সাফল্যের সকল চাবিকাঠি।

বর্তমানে দাড়ির যুগ বদলেছে, বাহারী দাড়িওয়ালা ব্যক্তিদের দুনিয়াতে এখন যথেষ্ঠ কদর। গত ২৩শে মে, ২০০৯ সালে আমেরিকার আলাস্কাতে হয়ে গেল "বিশ্ব দাড়ি চ্যাম্পিয়নশীপ প্রতিযোগিতা"। ১৯৯৫ সাল থেকে প্রতি দু'বছর অন্তর অন্তর বিশ্বসেরা দাড়ি প্রতিযোগিতার আয়োজন চলছে। এটার জন্য পৃথিবীর দেশে দেশে আছে 'দাড়ি ক্লাব'। বার্বাডোজ ওয়েস্ট-ইন্ডিজের একটি দ্বীপের নাম। বহু বছর এটা স্পেনীশদের দখলে ছিল। স্পেনীশ ভাষায় বার্বাডোজ শব্দের অর্থ হল দাড়িওয়ালা। ত্রয়োদশ শতাব্দীর এই নাম বার্বাডোজের অধিবাসীরা এখনও ধারণ করে আছে। কিউবার নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রোর বিপ্লবী বাহিনীর নাম ছিল 'বার্বাডোজ' অর্থাৎ 'দাড়ি বাহিনী'। দাড়ির বিভিন্ন দিক ও খ্যাতি রয়েছে।

বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা দাড়ির অধিকারী একজন ভারতীয়। 'শারওয়ান সিং' নামের এই শিখ ভদ্রলোকের দাড়ির দৈর্ঘ্য ছিল ১.৮৯৫ মিটার। তিনি ২০০৮ সালে গিনেজ বুকে নাম লিখিয়ে আগের রেকর্ড ভাঙ্গেন। 'ভিভিয়ান হুয়েলার' নামের আমেরিকান ভদ্র মহিলার দাড়ি ১১ ইঞ্চি লম্বা হয়েছিল। এ পর্যন্ত লম্বা

দাড়িযুক্ত মহিলার মধ্যে তিনিই দীর্ঘতম দাড়ির অধিকারিণী। দাড়ির অভিনব ব্যবহারের মধ্যে ভারতীয়রা অগ্রগণ্য। এক সাধু এক ধরনের দাড়ি রাখল তো, আরেক সাধু অন্য ধরনের রাখবে। এভাবে ব্যতিক্রম করতে করতে হাজারো ব্যক্তির কাছে হাজারো রকমের দাড়ি পাওয়া যায়। জটলা দাড়ি, পোটলা দাড়ি, শামুক দাড়ি, শিং দাড়ি, লতা দাড়ি ও জটা দাড়ি এসব হাজারো দাড়ির দু-একটি নাম। এক সাধুর দাড়ি লম্বায় যেমন, ঘনত্বেও তেমন। তিনি সেটা গলায় পেচিয়ে ঠাণ্ডার সময় মাফলার হিসেবে ব্যবহার করতেন। ঘুমানোর সময় বুকের উপর দাড়ি বিছিয়ে দিতেন, ফলে মশা-মাছি-ছারপোকা দাড়ি ভেদ করে কামড়াতে পারত না। দাড়িতেই সাবান মাখিয়ে গামছার বদলে মুখমণ্ডল, ঘাড় ঘষে সাফাই করতেন। গঙ্গায় পুণ্যস্নান করতে আসা সাধুদের দেখলে বুঝা যায়- কত প্রকারের দাড়ি আছে ভারতবর্ষে ও কী বিচিত্র তার ব্যবহার। দাড়ি-মোচে একাকার হলেও কেউ সুবিধা নিতে ভুলে না।

একদা রবি ঠাকুর ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল বন্ধুর এক অনুষ্ঠানে। ভারী আমিষ খাবেন না বলে খাদ্য তালিকায় সিদ্ধ ডিমের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। অর্ধেক ডিম খাওয়ার পর শরৎচন্দ্র দেখলেন, তার ডিমটি পচা, যার বেশীরভাগ ইতিমধ্যেই উদরে ঢুকেছে। শরৎবাবু কী করবেন চিন্তা করছিলেন। বন্ধুকে বলবেন? নাকি উঠে যাবেন? এই দোটানা পরিস্থিতিতে হঠাৎ দেখলেন রবী ঠাকুরের পাতের ডিমটিও পচা। তাঁকে কিছু বলার কিংবা সতর্ক করার আগেই ঠাকুর পুরো ডিমটি মুখে ভরে দিয়েছেন। অগত্যা অনেক কষ্টে শরৎবাবু খাদ্যপর্ব শেষ করলেন। খাওয়ার পরেও শরৎবাবুর পেটে কেমন জানি লাগছিল। তিনি রবী ঠাকুরকে প্রশ্ন করেন, মশাই আপনি কীভাবে একটা আস্ত পচা ডিম খেয়ে ফেললেন? রবি ঠাকুর আশ্বির্য হয়ে উল্টো প্রশ্ন করেন, আমিতো ডিম খাইনি। তুমি কি তোমারটা খেয়ে ফেলেছ? শরৎবাবু অতিশয় আশ্চর্য হয়ে বললেন, আমিতো খেয়েছি। এটাও দেখছি আপনি পুরো ডিমটি মুখে ভরে নিয়েছেন। রবি ঠাকুর বললেন, আমি সে ডিমটি মুখে ভরিনি বরং সেটাকে দাড়ির জঙ্গল দিয়ে শার্টের ভিতরে পৌঁছিয়ে দিয়েছি, দেখ এই সেই ডিম। শরৎবাবু আর বমি ধরে রাখতে পারলেন না। তিনি ভুলেও বুঝতে পারেননি, রবী ঠাকুর পচা ডিম মুখে দিয়েছেন নাকি দাড়ির জঙ্গলে ঢুকিয়েছেন? কারণ বুদ্ধিমান রবি ঠাকুরের দাড়ি-মোচের জঙ্গলে মুখের অবস্থান ঠিক কোথায় তা একমাত্র তিনি ব্যতীত কেউ বুঝতেন না। এটি কৌতুক, না সত্য ঘটনা-তা না জানলেও দাড়ির

অভিনব ব্যবহারের এটি একটি চমকপ্রদ ঘটনা। কথা প্রচলিত আছে যে, সাদা দাড়ি-মোচে একাকার বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা কখনও মসুরীর ডাল খায় না। গ্রীকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে রোম ও মিসরীয়রা দাড়ি সেভ করত। আগেই বলেছি, দাড়িওয়ালা গ্রীকদের স্থলে পুনরায় রোমানদের সাংস্কৃতিক আধিপত্যের সুযোগ আসল। দাড়ি-মোচ সেভ করা কিংবা তিন দিন সেভ করে নাই, এমন প্রকৃতির দাড়ির কিনারা পরিষ্কার করে জীবন যাপন করার প্রক্রিয়াটি রোমান সাম্রাজ্যের রাজাধীরাজেরা চালু করে। সেভ করে কিংবা দাড়ির কিয়দাংশ দেখা যাবে এমন প্রকৃতির দাড়িকে রোমান সাম্রাজ্যে আভিজাত্য ও ব্যক্তিত্বের প্রতীক মনে করত। রোমের কর্তৃত্ব খ্রিস্টান ধর্মের উপরে যথেষ্ঠ প্রভাব বিস্তার করে। ফলে পরবর্তীতে ব্রিটিশ ও ফরাসীরাও এই ফ্যাশনে অভ্যস্থ হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ ও ফরাসীদের বিভিন্ন দেশে কলোনী থাকার সুবাদে দাড়ির সে ব্যবহার কমনওয়েল্থ অধিভুক্ত দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। মূলত ব্রিটিশের অধিকারে থাকা বর্তমানে স্বাধীন, এমন দেশগুলোকেই কমনওয়েল্থ গণ্ডির মধ্যে বিবেচনা করা হয়। ব্রিটিশেরা খ্রিস্টান হলেও কমনওয়েল্থভুক্ত দেশের হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, জৈন ও যরথুষ্টসহ সকল ধর্মাবলম্বির উপর নিজেদের স্টাইল, আভিজাত্য, পছন্দ, সংস্কৃতি চাপিয়ে দিতে দারুণভাবে সক্ষম হন। ফলে বর্তমান দুনিয়ায় রোমানদের সৃষ্টি করা দাড়ির স্টাইলকে আভিজাত্যের প্রতীক মনে করে বিভিন্ন ধর্মের মানুষেরাও তা ব্যবহার করছে। আলেকজান্ডার অল্প বয়সে মারা যাওয়াতে তার সাম্রাজ্য আর টিকে থাকেনি। ফলে গ্রীকেরা দুনিয়ায় রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দেখাতে পারেনি।

এখন গ্রীকেরা দাড়ি রাখে না, দেখতে অবিকল গ্রীকদের মতো না হলেও লম্বা দাড়িযুক্ত মানুষদের সন্ত্রাসী, বদমাশ ও গুণ্ডা হিসেবে পরিচিত করার সে আদি প্রচেষ্টা এখনও বন্ধ হয়নি, বরং বেড়েছে দুনিয়ার দেশে দেশে সর্বত্র। ধর্মীয় অনুশাসনে দাড়িকে যথেষ্ঠ সম্মানের সাথে বিবেচনা করা হয়। পৃথিবীর সকল নবীই দাড়ি রেখেছেন, তাই আসমানী কিতাবে যারা বিশ্বাস করে, তাঁদের সকলেই দাড়িকে সম্মান করেন। তার মধ্যে ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমান অন্যতম। খ্রিস্টান ধর্মে দাড়িকে প্রভুর অবয়ব বলা হয়েছে। যেহেতু প্রভুর অবয়বে দাড়ি আছে, সেহেতু দাড়ি ছাটাই করা কিংবা কর্তন করা নিকৃষ্ট অপরাধের অন্তর্ভুক্ত। এটা হল তাদের চিন্তা এবং কিতাবের কথা। তবে রোমান সংস্কৃতি খ্রিস্টান ধর্মের উপর যথেষ্ঠ প্রভাব প্রতিপত্তি সৃষ্টির কারণে পৃথিবীর প্রায় সকল খ্রিস্টানই প্রভুর অবয়বের দাড়ির স্থলে রোমানদের

অনুকরণে দাড়ি রাখতে অভ্যস্থ হয়ে যায়। তাই যীশু খ্রিস্টের দাড়ি বর্তমানে সময়ের খ্রিস্টানদের মুখে আর নাই।

ইসলাম ধর্মে দাড়ির ভূমিকা অপরিসীম এবং সবার জন্য দাড়ি রাখা একটি অপরিহার্য কর্তব্য করা হয়েছে। আরব দেশের গ্রামাঞ্চলগুলোতে দাড়িবিহীন ছেলেদের বর হিসেবে পছন্দ করে না মেয়েরা। সমাজের মানুষ বিশ্বস্ত মনে করে না তাদের। গ্রামাঞ্চল বলার কারণ হল গত দশকের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ধকল আরব ভূখণ্ডেও আঘাত হানে। ফলে শহরের ছেলেরা পাশ্চাত্য পোশাকে, ফাস্ট-ফুড খাবারে অভ্যস্থ হতে চলছে। তবে যারা ইসলাম ধর্মীয় অনুশাসন মেনে জীবন চলার পথ রচনা করেন, তাদের কাছে দাড়ি একটি অপরিহার্য অঙ্গ। নিজেরা রাখেন, অন্যকে রাখতে উৎসাহ দেন। ইসলাম ধর্মে দাড়ির গুরুত্ব ও তার সুফল বহু জায়গায় বিস্তারিত দেওয়া আছে। তবে ইসলাম ধর্ম অনুসারে দাড়ি রাখতে চাইলে, তার একটি পরিমাণ দেয়া আছে, ছোট দু-একটি শর্তও আছে। কেউ ইচ্ছা করলে দাড়িকে নাভি পর্যন্ত ঝুলাতে পারবে না।

দাড়ি হল মুসলমানদের খারাপ কাজের প্রতিবন্ধক স্বরূপ। এর কারণে ব্যক্তি অন্যায়, পাপকার্য, গর্হিত ও লজ্জাজনক কাজ করতে পারবে না। দাড়ি তাকে সবক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। একদা রাসূল (সা.) একজন সঙ্গীর দিকে তাকালেন, অতঃপর মৃদু হাসলেন। উল্লেখ্য সঙ্গীর মুখমণ্ডলে মাত্র একখানা দাড়ি ছিল। তিনি ভাবলেন মনে হয় নবীজি (সা.) আমার একখানা দাড়ি দেখে হাসলেন। তিনি বাসায় গিয়ে তা ছিড়ে ফেললেন। পরদিন নবীজি (সা.) সঙ্গীর এ আচরণে খুবই পেরেশান হলেন এবং তার ব্যাখ্যা চাইলেন। সঙ্গী সব সত্য বললেন। নবীজি তাকে শুধালেন, আমি দেখেছি তোমার একটি মাত্র দাড়িতে অনেক ফেরেশতা ঝুলে আছে, আরো অনেক ফেরেশতা ঝুলতে চেষ্টা করছে, তা দেখেই আমার হাসি পেয়েছে। তাই কাজটি তুমি ভাল করনি।[২৪৮]

মানুষ যৌবনে পদার্পণের পর দাড়ির জন্ম হয়। আল্লাহ বলেছেন, আমি মানুষকে সুগঠিত-সুশোভিত করে সৃষ্টি করেছি। ফলে দাড়ি পুরুষের প্রয়োজন বলেই তিনি তা দিয়েছে। দাড়ি মুখের আকৃতিকে ভরাট করে, বৃদ্ধকালে চেহারাকে সম্মানিত ও শ্রদ্ধাভাজন করে। অনেকে মুখের বিশ্রী ভাঁজ, কাটা-ছেঁড়া লুকানোর জন্য দাড়ি রাখেন। আমাদের দেশে রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক

---

[২৪৮] উল্লেখ্য, উক্ত হাদীস আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি- লেখক।

ব্যক্তি আছেন, যারা মুখের দুর্বলতা ঢাকতে দাড়িকে বাহন বানিয়েছেন। হালুয়া-শিরনী খেতে হবে বলে শিশুদের আল্লাহ একসেট অস্থায়ী দাঁত দেন। শিশু দাঁতের যত্ন করতে পারবে না বলে, তা পরিচর্যার কোন দায়িত্ব শিশুকে দেননি। যখন সে মাংস ও শক্ত খানা চিবাতে শিখে, তখন তাকে পুরানো সেটের জায়গায় আরেক সেট মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী নতুন দাঁত দেন। এগুলোকে আমরা নতুন সভ্যতার খাতিরে ফেলে না দিয়ে বরং পরিচর্যা করি। দাড়িও সে ধরনের একটি অংশ ও অঙ্গ। যাকে ব্যক্তি জীবনের মান-সম্মান রক্ষার মানদণ্ড হিসেবে বানানো হয়েছে।

আমরা দাড়ি রাখতে পারি না, এটা আমাদের হীনমন্যতা। তাই বলে দাড়িওয়ালা কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করা, স্রষ্টা ও সৃষ্টির সাথে বিদ্রুপ করার নামান্তর। বর্তমানে সিনেমা-নাটকে খারাপ মানুষ বুঝাতে দাড়িওয়ালাদের দেখানো হয়। বাচ্চাদের মনে ধারণা তৈরি করা হয় দাড়িওয়ালা মানে খারাপ। এখন আমাদের দেশীয় সংস্কৃতিতে দাড়িবিদ্বেষী মানুষের জয়গান চলছে। এরা তারাই, যারা প্রতিষ্ঠিত একটি সামাজিক অবকাঠামো উচ্ছেদ করে বিদেশী সংস্কৃতিকে স্থায়ীভাবে গেড়ে দিতে চায় এবং তদস্থলে ভিন জাতির কৃষ্টি-কালচার বহাল করতে প্রয়াস পায়। যেভাবে খ্রিস্ট ধর্মের প্রতিষ্ঠিত একটি মৌলবিষয়কে উচ্ছেদ করেছে রোমান সংস্কৃতি। সাধারণ খ্রিস্টান তো আছেই, তার সাথে সম্মানিত পোপ পর্যন্ত মহান যীশুর চেয়ে রোমানকে করেছে শ্রেষ্ঠতর। তাই তাঁর মুখেও খ্রিস্টের অস্তিত্বের জয়গান রোমানদের অস্তিত্ব দৃশ্যমান।

এক নাপিতের রহস্যময় ঘটনা

অনেক নেক বখ্ত নাপিত এমনও আছে, যারা অভাবী হওয়া সত্ত্বেও দাড়ি কর্তন করতে অস্বীকৃতি জানায়। কারণ শরীয়তের মাসআলা তাদের জানা আছে। তাই শত প্রতিকুলতার মধ্যেও তারা নিজ প্রতিশ্রুতিতে অটল থাকে। হযরত শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) নিজ রচিত কিতাব 'দাড়ি কা উজুব' এর মধ্যে এ সম্বন্ধে সুন্দর একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তিঁনি বলেন- বেশী দিনের কথা নয়, বিহারের এক দীনদার পদব্রজে হজ আদায়ের উদ্দেশ্যে রওনা হন। প্রতি পাঁচ কদম পরপর দুই রাকাআত করে নামাজ আদায় করেন। তাঁর অনেক আত্মীয়-স্বজন সরকারী উচু পদে নিয়োজিত ছিলেন। তারা এ সংবাদ শুনে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য বিভিন্ন স্থানে অপেক্ষা করতে থাকেন। এভাবে তিনি সাহারনপুরে উপস্থিত হলে, হযরত

রায়পুরী (রহ.)-এর এক বিশিষ্ট মুরীদ জনাব রাও এয়াকুব আলী খানের মেহমান হন। এদিকে জনৈক ডিপুটি অফিসারও এই হজ যাত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন। এক সময় অফিসার মহোদয় নাপিত ডেকে গোফ-চুল কাটানো শুরু করেন। কিন্তু যখন দাড়ি কাটতে বলেন, তখন নাপিত নম্রস্বরে বললো- সাহেব! আমি জীবনে কখনও এই কাজ করিনি। তাই আমার পক্ষে দাড়ি কাটা সম্ভবও নয়। অফিসার নাপিতের মুখে এ ধরনের কথা শুনে তাকে বখশিশ দেন। যেহেতু গুনাহের সহযোগিতাও গুনাহ, তাই নাপিত কোনভাবেই এই হারাম ও নাজায়েয কাজ করতে রাজী হল না। আল্লাহ পাক তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন!

গাধার পিঠে কিতাবের বোঝা

হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেন- বড় দুঃখের বিষয় যে, মাদরাসার কিছু ছাত্র দাড়ি কাটার ব্যাধিতে আক্রান্ত। তাদের ব্যাপারে ফারসী এই প্রবাদ বাক্য ছাড়া আর কি বলতে পারি? چارپائے بروکتابے چند চতুষ্পদ জন্তুর পিঠে কিছু কিতাব। অর্থাৎ গাধার পিঠের উপর কিতাব থাকুক বা চিনির বস্তা থাকুক, তা থেকে যেমন ঐ গাধা কোন উপকৃত হতে পারে না, তার বহন করায় শুধু সার হয়। ঠিক একই অবস্থা এই ছাত্রদের। সে তো জানে অনেক কিছু। কিন্তু তা দ্বারা সে উপকৃত হচ্ছে না। তাছাড়া এরাই বেশি ক্ষতির সম্মুখীন। কারণ এদের দেখা-দেখি অনেক সাধারণ মানুষ গোমরাহ হয়। আর তাদের এই গোমরাহীর অভিশাপের বোঝা এই বে-আমল ছাত্রের ঘাড়ে নিপতিত হয়। এদের অবস্থাদৃষ্টে মনে পড়ে ডাকাতের হাতে তরবারী থাকলে ভয়াবহ পরিণতির কথা। কবির ভাষায় তা অনুধাবন করুন।

বে- আমল আলেমের হাতে এলেমের তরবারী

এক কবি বলেন-

بے ادب را علم وفن آموختن * دادن تیغ است دست راہزن

অর্থাৎ বে-আদবকে এলেম শিক্ষা দেওয়া, যেন ডাকাতের হাতে তরবারী দেওয়া। ডাকাত যেমন মানুষকে তরবারী মেরে তার মাল-সম্পদ কেড়ে নেয়। এই বে-আমল আলেম ঠিক তদ্রুপ মানুষকে বদ-আমল শিক্ষার মাধ্যমে (তাকে গুনাহর সাগরে ডুবিয়ে) তার গুনাহর বোঝা আপন মাথায় তুলে নেয়। এজন্য হাকীমুল উম্মত থানভী (রহ.) বলেন যে, এ ধরনের ছাত্রদের মাদরাসা হতে বহিষ্কার করে দেয়া কর্তব্য। কারণ এদেরকে জাতির প্রতিনিধি বানানো

মানে সমস্ত জাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে সহীহ বুঝ দান করুন! আমীন!!

কিছু মাসআলা

মাসআলাঃ মুখের দুই গণ্ড ও থুতনীর উপর যে কেশ উঠে, তাকে দাড়ি বলে।[২৪৯]

মাসআলাঃ কানপট্টি (কর্ণ ও মাথার মধ্যবর্তী স্থান) এর নীচের হাড় হতে দাড়ি শুরু। এর উপরের কেশ কর্তন করা জায়েয আছে।[২৫০]

মাসআলাঃ চেহারার উপরের অংশের কেশ কর্তন করা জায়েয আছে। তবে না করা উত্তম।[২৫১]

মাসআলাঃ গলার কেশ সম্পর্কে ফাতাওয়া শামী ও আলমগীরীতে উল্লেখ আছে যে, তা কর্তন না করা উচিত। এটা ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মাযহাব। ইমাম আবু ইউসুফের (রহ.) মতে কর্তন করতে অসুবিধা নেই।[২৫২]

মাসআলাঃ একমুষ্টির হিসাব থুতনীর 'পর থেকে শুরু হবে।

মাসআলাঃ একমুষ্টির ভিতরে দাড়ি কাটা ও ছাটা কারো মতেই বৈধ নয় অর্থাৎ কমপক্ষে একমুষ্টি পরিমাণ দাড়ি রাখা ওয়াজিব।[২৫৩]

মাসআলাঃ দাড়ি একমুষ্টির বেশি লম্বা হলে অতিরিক্ত দাড়ি কেটে ফেলা মুস্ত াহাব বা সুন্নাত। কেউ কেউ মুবাহ বলেছেন। তবে কেউ যদি শুরু হতে এভাবে রেখে দিয়েছেন যে, অতিরিক্ত দাড়ি কাটেন না। ফলে যথেষ্ট দীর্ঘ দেখায়, তবে তার না কাটাই উত্তম। (আলমগীরী) অনেক বুযুর্গ ব্যক্তির দাড়ি এজন্যই সুদীর্ঘ। [২৫৪]

মাসআলাঃ বাচ্চা দাড়ি অর্থাৎ ঠোটের নিচে এবং থুতনীর উপরে উঠা উদগত চুলসমুহও দাড়ির হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এগুলোকে মুণ্ডন বা কর্তন করা নিষেধ।

[২৫৫] وقال النفروای المالكي: وَأَمَّا شَعْرُ الْعَنْفَقَةِ فَيَحْرُمُ إِزَالَتُهُ كَحُرْمَةِ إِزَالَةِ شَعْرِ اللِّحْيَةِ

---

[২৪৯] ফয়যুল বারী ৪/৩৮০, আল-মানহাল ১/১৮৫

[২৫০] ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪/২১০

[২৫১] ফয়যুল বারী ৪/৩৮০

[২৫২] শামী ৫/২৮৮, আলমগীরী ৫/৩৫৮ দাড়ি আওর ইসলাম ১২৩

[২৫৩] ফাতহুল কাদীর, ফাতাওয়া শামী

[২৫৪] জাওয়াহিরুল ফিকাহ ২/৪২৬

[২৫৫] الفواكه الدواني ৮/১৮৯

অর্থ: ইমাম নাফরাবী (রহ. মৃত্যু ১১২৬ হি.) বলেন- দাড়ি মুণ্ডন করা যেভাবে হারাম, তেমনিভাবে বাচ্চা বা নিম দাড়িও মুণ্ডন করা হারাম।

সহীহ মুসলিমের হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ وَلَمْ يَخْتَضِبْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ الْبَيَاضُ فِي عَنْفَقَتِهِ وَفِي الصُّدْغَيْنِ وَفِي الرَّأْسِ نَبْذٌ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাচ্চা দাড়িতে কয়েকটি চুল শুভ্র হয়েছিল।[২৫৬]

অন্য হাদীসে এসেছে-

ثُوَيْرٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا مِنْ هَذَا وَدَعُوا هَذَا يَعْنِي شَارِبَهُ الْأَعْلَى يَأْخُذُ مِنْهُ يَعْنِي الْعَنْفَقَةَ.

(مسند أحمد৫০৭৪) ثنا أحمد بن علي الآبّ ثنا أبو معمر ثنا عبيدة ثنا ثوير عن مجاهد عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا من هذا وأشار أبو معمر بيده إلى شاربه ودعوا هذا يعني العنفقة. (الكامل لإبن عدي ১০৭/১) قال ابن حجر في التقريب : ثوير بن أبي فاخته ضعيف، رمي بالرفض.(১৫১/১) فهذا الحديث وإن كان ضعيفا لثوير لكن يعمل به. كما قال السيوطي : ويعمل به أي بالضعيف أيضا في الأحكام إذا كان فيه احتياط. (قواعد في علوم الحديث ৯৪) علي أنه يتقوى بفعل النبي صلي الله عليه وسلم حيث كَانَ الْبَيَاضُ فِي عَنْفَقَتِهِ.)

অর্থ: হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন- তোমরা গোঁফ কর্তন কর এবং বাচ্চা দাড়ি ছেড়ে দাও তথা কর্তন কর না।[২৫৭]

মাসআলাঃ বাচ্চা দাড়ির আশপাশের চুল কাটতে কোন ক্ষতি নেই। শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) "সীরাতে মুস্তাকীম" এর ব্যাখ্যা গ্রন্থে লিখেন- বাচ্চা দাড়ির আশপাশের চুল কর্তন করতে কোন অসুবিধা নেই।[২৫৮]

মাসআলাঃ প্রত্যেক সপ্তাহে গোঁফ ও নখ কাটা মুস্তাহাব। আর তা জুমআর দিন হওয়া উত্তম।[২৫৯]

মাসআলাঃ দাড়িসমূহ উপরের দিকে উঠিয়ে রাখা হারাম। হাদীসসমূহে أعفوا (বৃদ্ধি কর), أرخوا (লটকাও) আদেশসূচক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আর কোন ব্যাপারে আদেশ ওয়াজিব বুঝানোর জন্য হয়ে থাকে। কাজেই দাড়িসমূহ

---

[২৫৬] مسلم ৪৩২১

[২৫৭] মুসনাদে আহমদ ৫০৭৪, আল-কামেল ইবনে আদীকৃত ২/১০৭

[২৫৮] দাড়ি আওর আম্বিয়া কী সুন্নাতী পৃ. ৫৫

[২৫৯] মারাকীল ফালাহ ১/৩৪১

নিচের দিকে ছেড়ে দেওয়া ওয়াজিব। আর দাড়ি উপরের দিকে উঠিয়ে রাখা যেহেতু এর পরিপন্থী, সুতরাং তা হারাম।[২৬০]

মাসআলাঃ দাড়িতে গিঁঠ মারা (যেমন ভণ্ড পীরদের অভ্যাস) অথবা দাড়ির চুলসমূহকে ভিতরে ঢুকিয়ে রাখা হারাম। কেননা এতে "লটকাও" শব্দের হুকুমের বিরোধিতা পাওয়া যায়। তাছাড়া "নাসাঈ শরীফ" এর এক হাদীসে দাড়িতে গিঁঠ মারার উপর কঠিন ধমকি এসেছে।

عَنْ رُوَيْفِعَ بْن ثَابِتٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا رُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِي فَأَخْبِرْ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ (سنن النسائي ৫০৬৭ صحيح)

মাসআলাঃ ইসলামে যেখানে দাড়ি লম্বা করার আদেশ আছে, সেখানে দাড়িকে সম্মান করার কথাও আছে। সম্মান করার অর্থ দাড়ির যত্ন নেয়া, পরিচ্ছন্ন রাখা, ধোওয়া, তেল মাখা ও চিরুনি করা। দাড়িতে গিঁঠ মারা তার সম্মানের খিলাফ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ.[২৬১]

মাসআলাঃ গোঁফ, নখ, নাভির নিচের ও বগলের পশম চল্লিশ দিন পূর্ণ হওয়ার আগে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। চল্লিশ দিন পূর্ণ হওয়ার পরও পরিষ্কার করা থেকে বিরত থাকলে মাকরুহে তাহরীমী ও গোনাহ হবে।[২৬২]

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) বলেন- চল্লিশ দিন পূর্ণ হওয়ার পর তার নামাযও মাকরুহ হবে।[২৬৩]

মাসআলাঃ লোমনাশক চুনা বা অষুধ দ্বারা চুল পরিষ্কার করা জায়েয আছে।

মাসআলাঃ চুল কর্তনের সুন্নাত তরীকা হলো ডান দিক থেকে শুরু করা। অনুরূপভাবে মোচ, নখ কাটার সময় কর্তনকারী তার ডান দিক থেকে শুরু করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিটি কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন।

মাসআলাঃ লোমনাশক ইত্যাদি দ্বারা নাভির নীচের পশম পরিষ্কার করা পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য জায়েয।

মাসআলাঃ বিনা প্রয়োজনে অন্যের দ্বারা বগলের চুল মুণ্ডানো কেউ কেউ মাকরুহ বলেছেন। আল্লামা আইনী (রহ.)-এর অভিমত হচ্ছে, নাভির নিচের

---

[২৬০] ইছলাহুর রুসূম পৃ. ১৬ পরিচ্ছেদ ৬

[২৬১] আবু দাউদ ৩৬৩২, سنده حسن

[২৬২] ফাতাওয়া শামী ৯/৫৮৩ যাকারিয়া বুক ডিপো

[২৬৩] দাড়ি আওর আম্বিয়া কী সুন্নাতী পৃ. ৪১

চুলের মত বগলের চুলও নিজ হাতেই মুণ্ডানো উচিৎ। তবে প্রয়োজন মুহূর্তে জায়েয আছে; এতে কোন মাকরুহ হবে না।[২৬৪]

মাসআলাঃ বুক ও পিঠের পশম মুণ্ডানো জায়েয আছে, তবে আদবের খিলাফ।[২৬৫]

মাসআলাঃ কর্তনকৃত চুল পবিত্র। এ চুলকে যেখানে-সেখানে না ফেলে দাফন করা উচিত।

মাসআলাঃ শরয়ী উযর থাকলে দাড়ি মুণ্ডানো জায়েয আছে। যেমন- আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার দরুন দাড়ি মুণ্ডন করা ব্যতীত ক্ষতস্থানে অষুধ ব্যবহার করা সম্ভব নয় অথবা অপারেশন করা প্রয়োজন। এছাড়া এ ধরনের আরো অন্য কোন শরয়ী উযর থাকলে, দাড়ি মুণ্ডন করা জায়েয। এ প্রকারের কোন উযর থাকলে মহিলারাও মাথার চুল মুণ্ডন করতে পারবে।[২৬৬]

মাসআলাঃ স্বামীর নির্দেশ দেয়া মাত্র স্ত্রীর নাভির নীচের লোম পরিষ্কার করা ওয়াজিব।

মাসআলাঃ মহিলাদের দাড়ি গজালে তা দূর করা মুস্তাহাব।[২৬৭]

মাসআলাঃ দাড়ি মুণ্ডন বা মুঠোর মধ্যে কর্তনকারী ফাসেক বিধায়, তার ইমামতি মাকরুহে তাহরীমী। ফাসেকের ইমামতি যে মাকরুহে তাহরীমী, তা ফিকাহশাস্ত্রের সর্বজনবিদিত মাসআলা। সুতরাং তাকে ইমাম নিযুক্ত করা না-জায়েয ও হারাম। যদি এমন ব্যক্তি জোরপূর্বক ইমাম হয় কিংবা মসজিদ কমিটি কর্তৃক নিযুক্ত হয়, এবং তাকে সরানো সম্ভব না হয়, তবে অন্য মসজিদে উপযুক্ত ইমামের সন্ধান করবে। পাওয়া না গেলে অগত্যা ফাসেক ইমামের পিছনে নামাজ আদায় করবে, তথাপি জামাত ছাড়বে না। এই ক্ষেত্রে গুনাহের দায়-দায়িত্ব মসজিদ কর্তৃপক্ষের উপরই বর্তাবে।[২৬৮]

মাসআলাঃ উক্ত মাসআলা হতে এটাও স্পষ্ট হয় যে, যে হাফেজে কোরআন দাড়ি কাটে বা ছাটে, সেও ফাসেক। সুতরাং তাকে রমযানের তারাবীর ইমাম বানানো জায়েয নয়। তার পিছনে তারাবীর নামাজও মাকরুহে তাহরীমি। পক্ষান্তরে যে হাফেজ তারাবীর ইমামতির জন্য রমজান মাসে দাড়ি রাখে, পরে কেটে ফেলে, তাকেও ইমাম বানানো হারাম ও নিষেধ।[২৬৯]

---

[২৬৪] দাড়ি আওর আম. . পৃ. ৩৭

[২৬৫] ফাতাওয়া আলমগীরী ৫/৩৫৮

[২৬৬] ফাতাওয়া রহীমিয়্যাহ ২/২৪১

[২৬৭] মিরকাত ৪/৪৫৭, ফাতাওয়া রহীমিয়্যাহ ২/২৪৭

[২৬৮] ফাতাওয়া দারুল উলূম ৩/৮৯, আহছানুল ফাতাওয়া ৩/২৬০

[২৬৯] আহসানুল ফাতাওয়া ৩/৫১৭

মাসআলাঃ যে ব্যক্তি দাড়ি মুণ্ডন বা কর্তন হতে তাওবা করে, তার ইমামতিও দাড়ি একমুষ্টি পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত মাকরুহ হবে।[২৭০]

মাসআলাঃ যারা দাড়ি রাখা ও লম্বা করাকে দোষ মনে করে এবং দাড়িওয়ালাদের বিদ্রুপ করে, এই সমস্ত কাজে তাদের ঈমান রক্ষা করা বড় কঠিন। তাদের তওবা করত ঈমান ও নিকাহের আক্‌দ নবায়ন করা দরকার। একই সাথে আল্লাহ-রাসূলের নির্দেশ মত নিজেদের বেশ-ভূষণ ঠিক করা আবশ্যক।

মাসআলাঃ মাথা ও দাড়ির চুল সাদা হয়ে গেলে খেজাব লাগানো উচিত। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে- ইহুদী ও নাসারারা খেজাব ব্যবহার করে না। সুতরাং তোমরা তা ব্যবহার করে তাদের বিরোধিতা কর।[২৭১]

মাসআলাঃ পুরুষের জন্য শুধু দাড়ি ও মাথায় খেজাব ব্যবহার করা সুন্নাত; বিনা উযরে হাত-পায়ে খেজাব লাগানো নিষেধ। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন- একদা এক হিজড়া বা মহিলাদের সাদৃশ্য গ্রহণকারীকে রাসূলুলাহ ﷺ এর দরবারে আনা হল। সে তার হাতে-পায়ে হিন্নার (মেহেদীর মত এক ধরনের) খেজাব লাগিয়েছিল। রাসূলুলাহ ﷺ সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন- সে এমন কেন করেছে? তদুত্তরে সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন- নারীদের সাদৃশ্যতা অবলম্বনের জন্য। রাসূলুলাহ ﷺ তাকে মদীনা থেকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। সাহাবায়ে কিরাম আরজ করলেন- তাহলে তাকে হত্যা করা হোক? তদুত্তরে রাসূলুলাহ ﷺ বললেন- নামাযী ব্যক্তিকে হত্যা করা থেকে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। [২৭২]

মাসআলাঃ বিবাহিত নারীর জন্য হাত-পায়ে খেজাব লাগানো মুস্তাহাব।[২৭৩]

মাসআলাঃ স্বামীর যদি মেহেদীর গন্ধ পছন্দ না হয়, তাহলে স্ত্রীর জন্য মেহেদীর খেজাব ব্যবহার না করাই উত্তম। আর যদি খেজাব ব্যবহার করে, তবে স্বামীর পছন্দ মুতাবিক করবে।

মাসআলাঃ দাড়ি যদি এমন পাতলা হয় যে চামড়া দেখা যায়, তাহলে অজু করার সময় চুলের গোড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছানো ফরয; আর যদি অতিশয় ঘন হয় অর্থাৎ চামড়া দেখা না যায়, তখন দাড়ির যে অংশটুকু চেহারার

---

[২৭০] আহসানুল ফাতাওয়া ৩/২৬২

[২৭১] বুখারী ৩২০৩

[২৭২] আবু দাউদ ২/৩২৬, قَالَ النووي : واسناده ضعيف فيه مجهول (المجموع ١٣\٣)

[২৭৩] আল-হাবী লিল ফাতাওয়া ইমাম সুয়ূতীকৃত ১/৯৯

বৃত্তাকারের সীমার ভিতরে রয়েছে, সে অংশটুকু ধোয়া ফরয এবং বাকি বৃদ্ধি অংশটুকু মাসাহ করা সুন্নাত।[২৭৪]

মাসআলাঃ দাড়ি ঘন থাকলে (এহরামাবস্থা ছাড়া) গোসলের সময় খিলাল করা ওয়াজিব এবং ওজুর সময় সুন্নাত। খিলাল বলা হয়, এক অঞ্জলি পানি নিয়ে থুতনির নিচের দিকে নিক্ষেপ করা। অতঃপর দাড়ি ও থুতনির নিচের দিক হতে হাতের আঙ্গুলসমূহ দাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর করানো। রাসূল এ নিয়মে খিলাল করতেন।[২৭৫]

মাসআলাঃ কানপট্টির নিচে দাড়ির চুলের রেখা ও কানের মধ্যবর্তী খালি জায়গা অজু করার সময় ধোয়া ফরয। মানুষ এক্ষেত্রে সীমাহীন অবহেলা করে।[২৭৬]

[২৭৪] ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৫

[২৭৫] দাড়ি আওর আম্বিয়া কী সুন্নাতী পৃ. ৬৬

[২৭৬] দুররুল মুখতার, দাড়ি আওর আম্বিয়া. . পৃ. ৬৬

দাড়ি সম্পর্কে চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন-উত্তর যা আহলে ইলমদের সাথে সম্পৃক্ত

একটি জটিল প্রশ্ন

রাসূলুল্লাহ ﷺ একই হাদীসে আমরের ছীগা দ্বারা দাড়ি বৃদ্ধি করা ও মোচ কর্তন করার হুকুম করেছেন। আর ফুকাহায়ে কেরাম দাড়ির হুকুম বলেছেন ওয়াজিব এবং মোচের হুকুম সুন্নাত-মুস্তাহাব বলেছেন। যেমন- ইমাম নববী (রহ.) বলেন- أما قص الشارب فمتفق على أنه سنة মোচ কর্তন করা সুন্নাত হওয়ার উপর সবাই একমত।[২৭৭]

হাফেজ ইরাকী (রহ.) বলেছেন- وهو مجمع على استحبابه بخلاف بعض الظاهرية অর্থাৎ কিছু যাহিরিয়্যা ছাড়া অন্যরা সবাই মোচ কাটা মুস্তাহাব বলেছেন।[২৭৮] তাহলে প্রশ্ন হলো, হাদীসও এক এবং দুটোর ক্ষেত্রে নির্দেশসূচক শব্দও (আমরের ছীগা) এক। এতদসত্ত্বেও দুটোর হুকুম ভিন্ন কেন? বরং সহীহ হাদীসে এসেছে من لم يأخذ من شاربه فليس منا অর্থাৎ মোচ কর্তন না করার উপর কঠিন ধমকী এসেছে। অথচ দাড়ি মুণ্ডন করার উপর এমন কোন ধমকীও আসেনি। তা সত্ত্বেও দাড়ির হুকুম ওয়াজিব হল কেন? মোচের হুকুম মুস্তাহাব হল কেন? সারকথা হচ্ছে, একই হাদীসে একই আমরের ছীগা দাড়ির ক্ষেত্রে যদি ওয়াজিবের জন্য হয়, তাহলে মোচের ক্ষেত্রে কেন নয়?

উত্তর: উত্তর শুরু করার পূর্বে প্রথম কথা হচ্ছে, প্রশ্নটি একটু কঠিন ও জটিল। তদুপরি এটা মনে হয় এ যুগের নতুন সৃষ্ট প্রশ্ন। কেননা এ প্রশ্ন ও তার উত্তর বা এ সম্পর্কীয় কোন কথা পূর্বেকার কোন কিতাবে মিলেনি এবং এ যুগের কোন কিতাবে বা দাড়ি সম্পর্কে লিখিত রেসালাসমূহে পাইনি। তাছাড়া এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনেকের দ্বারস্থ হয়েছি। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, অধমের এ প্রচেষ্টা.......। তাই উক্ত প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমাকে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। তাছাড়া দাড়ি রাখা ওয়াজিব নয় বলে যে সমস্ত প্রশ্ন বা দলীল উপস্থাপন করা হয়ে থাকে, তন্মধ্যে এটি অন্যতম। যা হোক, বর্তমান যুগের কেউ কেউ এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং দিয়েছেন। কিন্তু তা প্রশ্ন থেকে খালি নয় এবং তাতে দিল এতমিনান নয়। তাই উত্তরগুলো এখানে উত্থাপন করছি না। তবে এমন একটি উত্তর উল্লেখ করছি, যা দাড়ি ও মোচ কর্তন সম্পর্কে যত হাদীস রয়েছে এবং এ সম্পর্কে হাদীস ও ফিকাহর ইমামগণের যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রয়েছে, তা থেকে উদ্ভাসিত হয় এবং এ

---

[২৭৭] আল মাজমু' ১/২৮৭

[২৭৮] তরহুত তাছরীব ২/৩৫

উত্তরের উপর (অধমের জানা মতে) কোন প্রশ্নও উত্থাপন হয় না, দিলও এতমিনান না হয়ে পারে না।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, ইমাম নববী ও হাফেজ ইরাকী (রহ.) যে মোচ কর্তন করা সকলের মতে সুন্নাত-মুস্তাহাব বলেছেন, তা থেকে (মনে হয়) উদ্দেশ্য অধিকাংশের মতে। কেননা ইবনে হাযম যাহিরী (রহ.) "আল-মুহাল্লা" গ্রন্থে লিখেছেন- وأما قص الشارب ففرض.[২৭৯]

* ইমাম আবু আওয়ানা আল-ইসফিরায়িনী (রহ.) তাঁর "মুসনাদ" এ বাব বেঁধেছেন- إيجاب جز الشارب وإحفائه.[২৮০] শিরোনামে।

* এভাবে ইবনে দকীকুল ঈদ (রহ.) মোচ কাটা ওয়াজিব বলেছেন।[২৮১]

* আল্লামা ইবনুল কাইয়্যুম জাওযী হাম্বলী (রহ.) "তুহফাতুল মাওদূদ" গ্রন্থে লিখেন- أما قص الشارب فالدليل يقتضي وجوبه إذا طال.[২৮২]

* আল্লামা আইনী হানাফী (রহ.) "ওমদাতুল কারী" গ্রন্থে বলেন-

هذا باب في بيان سنية قص الشارب بل وجوبه.[২৮৩]

তাই সকলের মতে না বলে অধিকাংশের মতে বলাটাই উত্তম হতো।

তৃতীয় কথা, যা মূলত উত্তরের ভূমিকা স্বরূপ আলোকপাত করছি। এখানে যে উত্তরটি লেখা হবে, তার ভিত্তি হচ্ছে সুরক্ষিত হাদীসের সুবিশাল ভান্ডারে দাড়ি ও মোচ সম্পর্কে প্রাপ্ত হাদীস থেকে উদ্ভাসিত হয় এমন বিষয়সমূহ, যার অনুকূলে রয়েছে হাদীস ও ফিকাহর ইমামগণের সুচিন্তিত অভিমতসমূহ। তাই প্রথমত হাদীসসমূহ উল্লেখ করে তা থেকে প্রতিভাত হওয়া বিষয়সমূহ তুলে ধরতে হবে। অতঃপর এর স্বপক্ষে চার মাযহাবসহ অন্য ইমামদের অভিমতসমূহ উল্লেখ করতে হবে।

দাড়ি সংক্রান্ত হাদীস সম্পর্কে যেহেতু সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে, তাই এ সম্পর্কে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

মোচ প্রসঙ্গঃ দাড়ির ন্যায় মোচ সম্পর্কেও রাসূল ﷺ থেকে সহীহ সনদে পাঁচটি শব্দ বর্ণিত خذوا ، قصوا ، انهكوا ، أحفوا ، جزوا কিছু শব্দের অর্থ হচ্ছে

---

[২৭৯] المحلى – ابن حزم ج ১ \ ص২১৮

[২৮০] مسند أبي عوانة ১/২৬১

[২৮১] ফাতহুল বারী ১০/৩৪৮

[২৮২] تحفة المودود بأحكام المولود ১/৭৭

[২৮৩] عمدة القارى ১৫/৮৬

ছোট করা, কর্তন করা। আর কিছুর অর্থ হল খুব ভালভাবে কর্তন করা। রাসূল ﷺ যেহেতু উক্ত শব্দগুচ্ছ আমরের ছীগা দ্বারা আদায় করেছেন, আর সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামার মতে الأصل في الأوامـــر الوجـــوب , সেহেতু মোচ ছোট করা/ভালভাবে কর্তন করা ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। বাকী কীভাবে কর্তন করা উত্তম তা ভিন্ন কথা। এ বাহাসের অবতারণা এখানে নিস্প্রয়োজন। যা হোক সারকথা হল, উছূলের ভিত্তিতে উল্লিখিত হাদীসের শব্দসমূহ থেকে মোচ কাটা ওয়াজিব প্রমাণিত হয়।

সম্মানিত আহলে ইলমগণ! উল্লিখিত শব্দসমূহ থেকে যদিও মোচ কাটা ওয়াজিব প্রমাণিত হয়, কিন্তু কী পরিমাণ বড় হলে বা কতদিন পর কিংবা কখন কাটা ওয়াজিব এ সম্পর্কে কোন দিকনির্দেশনা পাওয়া যায় না।

অন্যদিকে মোচ কর্তনের সময়-সীমা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত একটি হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করুন!

روي مسلم جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ أَنَسٌ وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. (৩৭৯)

وَقَالَ النووي : وَقَدْ جَاءَ فِي غَيْر صَحِيح مُسْلِم (وَقَّتَ لَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : قَالَ الْعُقَيْلِيّ : فِي حَدِيث جَعْفَر هَذَا نَظَر . قَالَ : وَقَالَ أَبُو عُمَر – يَعْنِي ابْن عَبْد الْبَرّ – : لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا جَعْفَر بْن سُلَيْمَان وَلَيْسَ بِحُجَّة لِسُوءِ حِفْظه وَكَثْرَة غَلَطه ، قُلْت : وَقَدْ وَثَّقَ كَثِير مِنْ الْأَئِمَّة الْمُتَقَدِّمِينَ جَعْفَر بْن سُلَيْمَان وَيَكْفِي فِي تَوْثِيقه اِحْتِجَاج مُسْلِم بِهِ ، وَقَدْ تَابَعَهُ غَيْره . (شرح النووي على مسلم১\১৩০) وَقَالَ ابن حجر: كذا وقت فيه على البناء للمجهول، وأخرجه أصحاب السنن بلفظ: "وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم" وأشار العقيلي إلى أن جعفر بن سليمان الضبعي تفرد به، وفي حفظه شيء، وصرح ابن عبد البر بذلك فقال: لم يروه غيره، وليس بحجة وتعقب بأن أبا داود والترمذي أخرجاه من رواية صدقة بن موسى عن ثابت، وصدقة بن موسى وإن كان فيه مقال لكن تبين أن جعفرا لم ينفرد به وقد أخرج ابن ماجه نحوه من طريق علي بن جدعان عن أنس، وفي علي أيضا ضعف. وأخرجه ابن عدي من وجه ثالث من جهة عبد الله بن عمران شيخ مصري عن ثابت عن أنس، لكن أتى فيه بألفاظ مستغربة. (فتح الباري ১৫\৩৪৬) وَقَالَ الألباني : وقت بالبناء للمجهول وهو في حكم المرفوع على الراجح عند العلماء ولا سيما وقد صرح في الرواية الأخرى بأن المؤقت هو النبي

صلى الله عليه وسلم وإعلال الشوكاني إياها بأن فيها صدفة من موسى ذهول عن أن النسائي رواها من غير طريقه بسند صحيح وكذلك رواها من غير طريقه أبو العباس الأصم في " حديثه " رقم ৩৪ من نسختي وابن عساكر (২/২৭৫/৩). (آداب الزفاف ১২০\১) وَقَالَ النووي في "شرح مسلم" : وَقَوْله (وقت لَنَا) هُوَ مِنْ الْأَحَادِيث الْمَرْفُوعَة مِثْل قَوْله : أَمَرَنَا بِكَذَا ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَان هَذَا فِي الْفُصُول الْمَذْكُورَة فِي أَوَّل الْكِتَاب ، وَقَالَ في "المجموع" قوله وقت لنا كقول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا وهو مرفوع كقوله قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المذهب الصحيح الذى عليه الجمهور من أهل الحديث وأصول الفقه (المجموع১\২৮৬) وَقَالَ ابن عابدين الشامي : وَفِي أَبِي السُّعُودِ عَنْ شَرْحِ الْمَشَارِقِ لِابْنِ مَلَكٍ رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وُقِّتَ لَنَا ... وَهُوَ مِنْ الْمُقَدَّرَاتِ الَّتِي لَيْسَ لِلرَّأْيِ فِيهَا مَدْخَلٌ فَيَكُونُ كَالْمَرْفُوعِ. (رد المحتار...) ومنها: خصال الفطرة وأعني قص الشارب وتقليم الأظافر وحلق العانة ونتف الإبط، فإن لها سبب وجوب وشرط وجوب، فأما سبب وجوبها فظهورها وأما شرط وجوبها فمرور أربعين ليلة عليها وبناءً عليه فيجوز بل يسن فعلها فيما دون الأربعين، وأما إذا مرت الأربعون فإنه يجب فعلها، قال النسائي في سننه: أخبرنا قتيبة قال حدثنا جعفر- هو ابن سليمان- عن أبي عمران الجوني عن أنس ابن مالك قال وقت لنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط أن لا تترك أكثر من أربعين يوماً –وقال مرة أخرى: أربعين ليلة- "حديث صحيح ورواه مسلم وابن ماجة وغيرهم".(تعريف الطلاب بأصول الفقه في سؤال وجواب১\১৪১)

অর্থ: হযরত আনাস (রা.) বলেন- মোচ ও নখ কর্তন, বগলের পশম উপড়ান এবং নাভীর কেশ মুণ্ডানোর ক্ষেত্রে আমাদেরকে চল্লিশ দিনের সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। চল্লিশ দিনের বেশি যেন এগুলো না রাখি।

ইমাম নববী (রহ.) বলেন-فمعناه لا نترك تركا نتجاوز به أربعين لا أنهم وقت لهم الترك أربعين والله أعلم (حواله بالا).

হাদীসের অর্থ এই নয় যে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তরক করতে বলা হয়েছে। বরং অর্থ হচ্ছে, উক্ত কাজসমূহ তরক করতে করতে এমন যেন না হয়, চল্লিশ দিন পার হয়ে যায়।

সারমর্ম হল, বেশির চেয়ে বেশি চল্লিশ দিন পর্যন্ত রাখার সুযোগ আছে। এরপর পরিষ্কার করা থেকে বিরত থাকার কোন সুযোগ নেই।

এ হাদীস থেকে নিম্নোক্ত বিষয় প্রতিভাত হয় যে, কেউ যদি চল্লিশ দিন পর্যন্ত মোচ না কাটে, তাহলে গুনাহ হবে না। হ্যাঁ, চল্লিশ দিন অতিক্রম করার পরও

যদি না কাটে, তবে বড় গুনাহ হবে ও রাখা নাজায়েয হবে। কেননা হাদীসে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তরক করা যাবে বলা হয়েছে। এরপর রাখার কোন সুযোগ নেই। অত্র হাদীসের ব্যাখ্যায় এমনই মত ব্যক্ত করেছেন চার মাযহাবের ইমামগণসহ অন্যরা। যেমন-

* প্রখ্যাত ফকীহ ইবনে আবেদীন শামী হানাফী (রহ. মৃত্যু ১২৫৮ হি.) "ফাতাওয়া শামী" গ্রন্থে লিখেন-

وَكُرِهَ تَرْكُهُ أَيْ تَحْرِيمًا لِقَوْلِ الْمُجْتَبَى وَلَا عُذْرَ فِيمَا وَرَاءَ الْأَرْبَعِينَ وَيَسْتَحِقُّ الْوَعِيدَ.

অর্থাৎ চল্লিশ দিন অতিক্রম হওয়ার পর মাকরূহে তাহরীমী হবে। আর এ সময় অতিক্রম হওয়ার পর কোন প্রকার উযর-আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়। বরং শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে।[২৮৪]

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) বলেন-

فإن ترك الي أربعين يوماً فصلوته مكروهة.[২৮৫]

অর্থাৎ তার নামাযও মাকরূহ হবে।

* কাজী ইয়ায মালিকী (রহ. মৃত্যু ৫৪৪ হি.) ও ইমাম আবুল আব্বাস কুরতুবী মালিকী (রহ. মৃত্যু ৬৫৬ হি.) আপন মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখেন-

وما في الحديث إنما هو حد في أكثر ذلك والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلي الجمعة

قال الأبي : هذا حد لأكثر الترك أي لا يترك أكثر من ذلك.

অর্থাৎ মোচ কর্তন না করে থাকার শেষসীমা হচ্ছে, চল্লিশ দিন, যা হাদীসে বলা হয়েছে। আর মুস্তাহাব হচ্ছে প্রতি জুমাবার কর্তন করা।[২৮৬]

* শাইখুল ইসলাম যাকারিয়া আল-আনসারী শাফিয়ী (রহ. মৃত্যু ৯২৬ হি.) "আসনাল মাতালিব" গ্রন্থে লিখেন-

(وَيُكْرَهُ تَأْخِيرُهَا) أَيْ الْمَذْكُورَاتِ (عَنْهَا) أَيْ الْحَاجَةِ (وَ) تَأْخِيرُهَا (إلَى بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ أَشَدُّ) كَرَاهَةً لِخَبَرِ مُسْلِمٍ: أَنَّ أَنَسًا قَالَ وُقِّتَ لَنَا الخ.

"মুসলিম" এ বর্ণিত হাদীসের কারণে চল্লিশ দিনের পর বিলম্ব করা কঠিন পর্যায়ের মাকরূহ তথা হারাম বা এর কাছাকাছি।[২৮৭]

---

[২৮৪] ফাতাওয়া শামী ৯/৫৮৩

[২৮৫] أمالي شيخ أنور দাড়ি আওর আম্বিয়া কী সুন্নাতী ৪১

[২৮৬] إكمال المعلم ٢/٣٦، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ٣/١٤١

[২৮৭] (أسني المطالب في شرح روض الطالب ٩/١٥ فصل بكل من الناس أن يدهن غبًا)

* শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া হাম্বলী (রহ. মৃত্যু ৭২৮ হি.) বলেন-

وإن تركه أكثر من ذلك فلا بأس مالم يجاوز أربعين يوماً لما روي أنس ....

وأيضا قال وفي صحيح مسلم عن أنس قال وقت لنا...فهذا غاية ما يترك الشعر (الشارب وغيره) والظفر المامور بإزالته.

অর্থাৎ মোচ ইত্যাদি কর্তন না করে চল্লিশ দিন পর্যন্ত রাখা যাবে। এরপরে গুনাহ হবে। কেননা এটাই তার শেষ সীমা, যা হাদীসে বলা হয়েছে। [২৮৮]

* আবু দাউদের ব্যাখ্যাগ্রন্থ "আউনুল মা'বুদ" এ অত্র হাদীসের ব্যাখ্যায় রয়েছে- فَلَا يَجُوزُ التَّأْخِيرُ عَنْ هَذِهِ الْمُدَّةِ [২৮৯]

* মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী যাহিরী (রহ. মৃত্যু ১৩৫৩ হি.) তিরমিযীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ "তুহফাতুল আহওয়াযী"তে লিখেন-

فَلَا يَجُوزُ التَّأْخِيرُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ عَنْ هَذِهِ الْمُدَّةِ .

অর্থাৎ মোচ, নখ, নাভী ও বগলের কেশ পরিষ্কারের ক্ষেত্রে চল্লিশ দিনের পর দেরী করা নাজায়েয। [২৯০]

সারকথা হচ্ছে, চার মাযহাবের ইমামসহ অন্যদের অভিমত হল- উক্ত হাদীসের কারণে মোচ ইত্যাদি না কেটে চল্লিশ দিন পর্যন্ত থাকতে পারবে, থাকাটা জায়েয হবে। এ সময়-সীমা অতিক্রম করলে নাজায়েয হবে। তাই চল্লিশ দিনের পর মোচ কর্তন করা ওয়াজিব হয়ে যায়। তাহলে এ হাদীস থেকে দুইটি সময়-সীমা জানা গেল। একটি হল- জায়েযের সময়-সীমা। আরেকটি হল- মোচ কর্তন না করে থাকার নাজায়েয সময় বা কর্তন করার ওয়াজিব সময়। আর তা হচ্ছে, চল্লিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর। কাজেই এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হল যে, চল্লিশ দিন পার হয়ে গেলে মোচ কাটা ওয়াজিব হয়ে যায়।

এবার লক্ষ্য করি মোচ কাটার মুস্তাহাব সময় সংক্রান্ত হাদীসসমূহের প্রতি

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة.رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه إبراهيم بن

---

[২৮৮] شرح عمدة الفقه ১/১১৬، مجموع الفتاوي لابن تيمية ৪৬১/৪

[২৮৯] عون المعبود شرح أبي داؤد ২৪৫/৯ في أخذ الشارب.

[২৯০] تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي ৬৯/৯، باب في التوقيت في تقليم الأظفار

قدامة قال البزار ليس بحجة إذا تفرد بحديث وقد تفرد بهذا، قلت ذكره ابن حبان في الثقات.(مجمع الزوائد ٥\٣٥٣،باب الاخذ من الشعر والظفر يوم الجمعة)

رَوَى الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قُدَامَةَ الْجُمَحِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَيَقُصُّ شَارِبَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ .قَالَ الْبَزَّارُ : لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ بِالْمَشْهُورِ، وَإِذَا انْفَرَدَ لَمْ يَكُنْ بِحُجَّةٍ.وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي كَامِلِ ابْنِ عَدِيٍّ. (التلخيص الحبير ٢\٢٥٢ كِتَابُ الْجُمُعَةِ) وَقَالَ ابن حجر: وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ مُرسلِ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستحب أن يَأْخُذ مِنْ أَظْفَارِهِ وَشَارِبِه يَوْمَ الْجُمُعَة وَلَهُ شَاهِدٌ مَوْصُولٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لَكِنَّ سَنَدَهُ ضَعِيفٌ ، أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ أيضا في "الشعب". (فتح الباري ١٥\٣٤٦)

قَالَ الزَّرْقَانِيُّ : قال الحافظ: وأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ مُرسلِ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ... قَبْلَ أَنْ يَرُوحَ إِلَى الصَّلَاةِ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ. وَقَالَ عُقْبَةُ قَالَ أَحْمَدُ : فِي هَذَا الْإِسْنَادِ مَنْ يُجْهَلُ انتهى. وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية حيث يذكرون استحباب تحسين الهيئة يوم الجمعة كقلم ظفر وقص شارب إن احتاج إلى ذلك لهذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة فبعضها يقوّي بعضاً. قَالَ السُّيُوطِيّ : وَبِالْجُمْلَة فَأَرْجَحُهَا أَيْ الْأَقْوَال دَلِيلًا وَنَقْلًا يَوْمُ الْجُمُعَة وَالْأَخْبَارُ الْوَارِدَةُ فيه لَيْسَتْ بِوَاهِيَة جدًّا بل فيها متمسك خصوصاً الأوّل وقد اعتضد بشواهد مَعَ أَنَّ الضَّعِيفَ يُعْمَلُ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ. (شرح الزرقانى على موطأمالك٤\٣٦٧ ما جاء في السنة في الفطرة) قال ابن رجب الحنبلي : وروي البيهقى من طريق ابن وهب ، بإسناد صحيح ، عن نافع ، أن ابن عمر كان يقلم أظفاره ويقص شاربه في كل جمعة .قال : وروينا عن أبي جعفر –مرسلاً– ، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن ياخذ من شاربه وأظفاره يوم الجمعة .وروى بإسناده ، عن معاوية بن قرة : قال : كان لي عمان قد شهدا الشجرة ، يأخذان من شواربهما وأظفارهما كل جمعة .وخرّج البزار في (مسنده) والطبراني من رواية إبراهيم بن قدامه ، عن الأغر ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلم أظفاره ويقص

شاربه يوم الجمعة ، قبل أن يخرج إلى الصلاة .قال البزار : لم يتابع إبراهيم بن قدامة عليه ، وهو إذا انفرد بحديثٍ لم يكن حجةً ؛ لأنه ليس بمشهورٍ. قلت : وقد روي عنه عن عبد الله بن عمروٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم .قال ابن أبي عاصمٍ : أحسب هذا – يعني : عبد الله بن عمروٍ –رجلاً من بني جمحٍ ، أدخله يعقوب بن حميد بن كاسبٍ في (مسند قريش) في الجمحيين . يشير إلى أنه ليس ابن العاص. وكذا ذكر ابن عبد البر ، وزاد أن في صحبته نظرا . وفي الباب أيضاً من حديث ابن عباسٍ وعائشة وأنسٍ ، أحاديث مرفوعة ، ولا تصح أسانيدها . وكان الإمام أحمد يفعله . واستحبه أصحاب الشافعي وغيرهم ؛ فإنه من كمال التنظف والتطهر المشروع في يوم الجمعة ، فيكون مستحبا فيه ، كالطيب والدهن ، والمحرم بخلاف ذلك .ويشهد لذلك : ما خرَّجه ابن حبان في (صحيحه) من حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من فطرة الإسلام : الغسل يوم الجمعة ، والاستنان ، وأخذ الشارب ، وإعفاء اللحى ؛ فإن المجوس تحفى شواربها وتحفى لحاها ، فخالفوهم ، خذوا شواربكم وأعفوا لحاكم .فقرن أخذ الشارب بغسل يوم الجمعة والاستنان ، وقد صح الأمر بالاستنان في يوم الجمعة أيضاً. (فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن رجب الحنبلي ٦\١٥٩ باب 8–فضل الجمعة) .

উল্লিখিত হাদীসমূহ থেকে একথা প্রতিভাত হয় যে, জুমআর দিন রাসূলুল্লাহ মোচ কাটতেন এবং এ দিনে মোচ কাটা মুস্তাহাব এবং আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) প্রতি জুমআয় মোচ কাটতেন।

উক্ত হাদীসসমূহের প্রতিটি হাদীসে যদিও কিছু কিছু দুর্বলতা রয়েছে, কিন্তু সবগুলো সমষ্টিগতভাবে গ্রহণযোগ্য, যা হাফেজ ইবনে রজব হাম্বলী (রহ. মৃত্যু ৭৯৫ হি.), জালালুদ্দীন সুয়ূতী শাফিয়ী (রহ. মৃত্যু ৯১১ হি.) ও আল্লামা যুরকানী মালিকী (রহ. মৃত্যু ১১২২ হি.)সহ অনেকের ভাষ্য থেকে প্রতীয়মান হয়। তাছাড়া সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে, ইবনে ওমর (রা.)-এর প্রতি জুমআয় মোচ কাটার আমল এবং ফাযায়েলে আ'মালের ক্ষেত্রে কিছুটা দুর্বল হাদীসও গ্রহণযোগ্য হয়। সাথে সাথে এর অনুকূলে রয়েছে চার মাযহাবের সম্মানিত ইমামগণের সুচিন্তিত অভিমত (যার বিস্তারিত বর্ণনা সামনে আসছে) এবং আমাদের সাধারণত জুমআর দিন মোচ কর্তনের আমল।

* "আল-ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবাআ" গ্রন্থে রয়েছে -

وأما مندوبات الجمعة فمنها تحسين الهيئة بأن يقلم أظفاره ويقص شاربه وينتف إبطه ونحو ذلك .[২৯১]

* "আল মাওসূআ"তে রয়েছে-

ثالثاً : الأخذ من الشّارب يوم الجمعة : ذهب الفقهاء إلى أنّه يستحبّ لمن يريد حضور الجمعة تحسين هيئته بقصّ الشّارب وغير ذلك من الأمور المندوبة في ذلك اليوم ، لحديث ولأنّ الجمعة من أعظم شعائر الإسلام فاستحبّ أن يكون المقيم لها على أحسن وصف ، وإظهاراً لفضيلة يوم الجمعة فإنّه كما جاء في الحديث «سيّد الأيّام».[২৯২]

* আল্লামা তাহ্তাবী হানাফী (রহ. মৃত্যু ১২৩১ হি.) "আল-মারাকীর" টীকায় লিখেন-

وفي استحسان القهستاني عن الزاهدي يستحب أن يقلم أظفاره ويقص شاربه ويحلق عانته وينظف بدنه في كل أسبوع مرة ويوم الجمعة أفضل ثم في خمسة عشر يوما والزائد على الأربعين آثم.[২৯৩]

* কাযী ইয়ায মালিকী (রহ.) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে,

عِيَاضٌ : مِنْ مُسْتَحَبَّاتِ الْجُمُعَةِ اسْتِعْمَالُ خِصَالِ الْفِطْرَةِ مِنْ قَصِّ الشَّارِبِ.[২৯৪]

* ইমাম মুহাম্মদ বিন খলীফা উবাই মালিকী (রহ. মৃত্যু ৮২৮হি.) "ইকমাল" এ লিখেন-

ولا حد لأقله عند العلماء والمستحب من الجمعة إلي الجمعة[২৯৫]

* "আল মাজমু' শরহুল মুহায্যাব" এ রয়েছে-

وقد نص الشافعي والأصحاب رحمهم الله على أنه يستحب تقليم الأظفار والأخذ من هذه الشعور يوم الجمعة والله اعلم.[২৯৬]

---

[২৯১] الفقه علي المذاهب الاربعة১\৬৩০

[২৯২] الموسوعة الفقهية الكويتية ২৬\২৯১

[২৯৩] حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح১\৩৪১ باب الجمعة

[২৯৪] التاج والإكليل لمختصر خليل২\২৪৮

[২৯৫] إكمال إكمال المعلم ২/৬৫ مع مكمل إكمال الإكمال باب الفطرة

[২৯৬] المجمو ع شرح المهذب১\২৮৭

* ইবনে হাজার আসকালানী শাফিয়ী (রহ. মৃত্যু ৮৫২ হি.) "ফাতহুল বারী" তে লিখেন- قَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي "الْمُفْهِم" ذِكْر الْأَرْبَعِينَ تَحْدِيد لِأَكْثَر الْمُدَّة، وَلَا يَمْنَع تَفَقُّد ذَلِكَ مِنْ الْجُمُعَة إِلَى الْجُمُعَة ، وَالضَّابِط فِي ذَلِكَ الِاحْتِيَاج. وَكَذَا قَالَ النَّوَوِيّ : الْمُخْتَار أَنَّ ذَلِكَ كُلّه يُضْبَط بِالْحَاجَةِ. وَقَالَ فِي " شَرْح الْمُهَذَّب " يَنْبَغِي أَنْ يَخْتَلِف ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَال وَالْأَشْخَاص ، وَالضَّابِط الْحَاجَة فِي هَذَا وَفِي جَمِيع الْخِصَال الْمَذْكُورَة . قُلْت : لَكِنْ لَا يَمْنَع مِنْ التَّفَقُّد يَوْم الْجُمُعَة، فإن المبالغة في التنظف فيه مشروع والله أعلم.[২৯৭]

* হাম্বলী মাযহাবের অভিমত হচ্ছে,

وأما الشارب، ففي كل جمعة لأنه يصير وحشاً، وقيل: عشرين، وقيل: للمقيم. (المبدع شرح المقنع لابن مفلح المقدسى ১\৮২ باب السواك) (وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ فَوْقَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا) قِيلَ لَهُ فِي رِوَايَةِ سِنْدِيٍّ : حَلْقُ الْعَانَةِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ كَمْ يُتْرَكُ؟ قَالَ أَرْبَعِينَ لِلْحَدِيثِ ، فَأَمَّا الشَّارِبُ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ لِأَنَّهُ يَصِيرُ وَحْشًا.[২৯৮]

বলাবাহুল্য, কারো কারো ভাষ্য থেকে প্রতীয়মান হয়, প্রতি সপ্তাহে একবার মোচ কাটা মুস্তাহাব। বাকী তা জুমআর দিন হওয়া ভালো ও উত্তম। আমার মনে হয় এমন অভিমতের কারণ হচ্ছে, জুমআর দিন মোচ কাটার যে হাদীস রয়েছে, তার ব্যখ্যা দু'ভাবে হতে পারে। (এক) জুমআর দিন থেকে উদ্দেশ্য ঐ বিশেষ দিন নয়, বরং সপ্তাহের কোন একদিন। আর তাই সপ্তাহে একবার মুস্তাহাব। বাকী হাদীসে যেহেতু স্পষ্টত জুমআর দিনের কথা উল্লেখ হয়েছে, তাই সে দিন হওয়া উত্তম। সাথে সাথে এতে সপ্তাহে একবার ও জুমাআর দিন দুটোই আদায় হয়। (দুই) জুমআর বিশেষ দিন তথা শুক্রবার উদ্দেশ্য। তাই সে দিনে-ই কাটা মুস্তাহাব। والله أعلم بالصواب

সুতরাং প্রমাণিত হল- চার মাযহাব মতেই সপ্তাহে একবার বা জুমআর দিন মোচ কাটা উত্তম বা মুস্তাহাব।

উল্লেখ্য যে, জুমআর দিন সংক্রান্ত হাদীসসমূহ থেকে মুস্তাহাব বা উত্তম না বুঝে ওয়াজিব বুঝার কোন উপায় নেই। কেননা وقـت لنـا হাদীসে তো

---

[২৯৭] فتح الباري ১০\৩৪৬

[২৯৮] كشاف القناع للشيخ البهوتي عن متن الإقناع ১\২০৩

ওয়াজিব সময় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এখন যদি জুমআর দিনের হাদীসকেও ওয়াজিবের জন্য ধরা হয়, তাহলে উভয়ের মাঝে তা'আরুজ বা বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হবে। কারণ وقت لنا হাদীসের দাবী চল্লিশ দিন পূর্ণ হলে ওয়াজিব। আর জুমআর দিনের হাদীসের দাবী হচ্ছে, প্রতি জুমআয় মোচ কাটা ওয়াজিব। তাছাড়া এতে ওয়াজিব হওয়ার উপর প্রতীয়মান করে এমন কোন শব্দও উচ্চারিত হয়নি, যেমনটি হয়েছে وقت لنا হাদীসে।

এখন আসুন! তিন ধরনের হাদীসের মাঝে ফিকির করুন, অর্থাৎ মোচ কাটার জন্য আমরের ছীগা সম্বলিত হাদীসসমূহ, মোচ কাটার জায়েয-ওয়াজিব সময় নির্ধারণের জন্য বর্ণিত হাদীস এবং মুস্তাহাব সময়ের প্রতি আলোকপাতকৃত হাদীস। ফিকিরের পর আপনার কাছে এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হবে যে, শেষ দুই ধরনের হাদীসের হুকুম সম্পর্কে পূর্ণভাবে অবগত হওয়া গেলেও প্রথম ধরনের হাদীস থেকে শাব্দিক অর্থ ছাড়া আর কিছুই বুঝা যায় না। কেননা শেষের হাদীস থেকে জানা যায়, সপ্তাহে একবার বা জুমআর দিন মোচ কাটা মুস্তাহাব। আর দ্বিতীয় হাদীস থেকে বুঝা যায়, চল্লিশ দিন পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত মোচ কাটা জায়েয পর্যায়ের থাকে, এরপর ওয়াজিব হয়ে যায়। কিন্তু প্রথম প্রকারের হাদীস থেকে শুধু শাব্দিক অর্থ তথা মোচ কাটা, ছোট করা বা ভালভাবে খাটো করা ওয়াজিব এতটুকু জানা যায়। এর চেয়ে বেশি কিছু জানা যায় না। কেননা এ ওয়াজিবের রূপরেখা কেমন হবে বা কখন থেকে কার্যকর হবে অর্থাৎ মোচ কী পরিমাণ লম্বা হলে বা কতদিন পর কিংবা কখন কাটা ওয়াজিব এ সম্পর্কে কোন কিছুই জানা যায় না।

উক্ত কথাকে ইলমে মানতেকের পরিভাষায় এভাবে বলা যায় যে, প্রথম প্রকারের হাদীস থেকে كيفيت তথা قص ও إحفاء জানা যায়, কিন্তু كميت তথা কতদিন পর বা কী পরিমাণ লম্বা হলে কাটা ওয়াজিব, তা জানা যায় না। আর পরিমাণ সংক্রান্ত কোন বিষয় যদি হাদীস-কোরআনে অস্পষ্ট থাকে, তখন উক্ত হাদীস বা আয়াতকে উছূলে ফিকাহর পরিভাষায় "মুজমাল" বলা হয়। (যেমন- وامسحوا برؤسكم আয়াতে মিকদারে মাসাহ বা কী পরিমাণ মাসাহ করা ফরয, তা অস্পষ্ট তথা মুজমাল। যার বয়ান ও তাফসীর হচ্ছে, রাসূল ﷺ এর আমল ومسح علي الناصية চার ভাগের একভাগ মাথা মাসাহ করা ফরয।) কাজেই প্রথম প্রকারের হাদীসসমূহ كميت এর দিক থেকে মুজমাল। আমরা সবাই জানি যখন কোন আয়াত বা হাদীস মুজমাল হয়, তখন এর

জন্য বয়ান ও তাফসীরের প্রয়োজন হয়। আর তা হতে হয় শরীয়ত-প্রণেতার পক্ষ থেকে। যেহেতু শারে'র পক্ষ থেকে নিতে হবে, সেহেতু আমাদের সামনে এর বয়ান হিসেবে নেয়ার জন্য শেষ দুই প্রকারের হাদীস রয়েছে। কিন্তু উভয় প্রকারকে এক সাথে নেয়া যাবে না। কেননা একটির সম্পর্ক জায়েয-ওয়াজিবের সাথে। আরেকটির সম্পর্ক মুস্তাহাব বা উত্তমের সাথে। আর "মুজমাল" এর বয়ান হিসেবে যেহেতু উভয় প্রকার হাদীসকে নেয়া যাবে, তবে একসাথে নয়, তাই মুজমাল আর বয়ানের মাঝে দু'ধরনের ব্যাখ্যা হবে। আর ব্যাখ্যা দু'ধরনের হওয়ার কারণে মূল প্রশ্নের উত্তরও দু'ধরনের/দু'ভাবে হবে। কারণ উত্তরের বুনিয়াদ ব্যাখ্যার উপর।

প্রথম ব্যাখ্যা ও সে মতে উত্তর : মুজমাল আর বয়ানের মাঝে প্রথম ব্যাখ্যার জন্য নেয়া যাক দ্বিতীয় প্রকারের হাদীসকে অর্থাৎ মোচ ইত্যাদি কর্তনের ও পরিষ্কারের জন্য চল্লিশ দিনের সময় বেঁধে দেয়ার হাদীস। তাহলে মুজমাল হাদীসসমূহ থেকে বুঝা যায়, মোচ কর্তন করা, ছোট করা ওয়াজিব। বাকী কতদিন পর ওয়াজিব, সে হিসেবে হাদীস মুজমাল। যার বয়ান হচ্ছে চল্লিশ দিনের সময় সংক্রান্ত হাদীস। যাতে বলা হয়েছে চল্লিশ দিন পর্যন্ত না কাটা জায়েয। এ সময় অতিক্রম করলে ওয়াজিব। কাজেই বুঝা গেল, হাদীসে যে মোচ কাটা, ছোট করা ওয়াজিব বলা হয়েছে, তার অর্থ হচ্ছে চল্লিশ দিন পার হওয়ার পর ওয়াজিব। অর্থাৎ মুজমাল হাদীসে যে মোচ কর্তন করার ওয়াজিব হুকুম করা হয়েছে, সে ওয়াজিবের সময় ও কার্যকারিতা আরম্ভ হবে চল্লিশ দিন পার হওয়ার পর, এর আগে নয়। কেননা তখন কাটা জায়েয বা মুস্ত াহাব, যা এ হাদীসকে তাফসীর ও বয়ান হিসেবে নেয়ার দ্বারা স্পষ্ট হয়।

উল্লেখ্য, গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে যে, মোচের হুকুমের এ ব্যাখ্যা ও দাড়ির হুকুমের মাঝে সুন্দর এক সাদৃশ্য ও মিল রয়েছে। আর তা এভাবে- দাড়ি লম্বা করা, ছেড়ে দেওয়া ও বিলকুল না কাটার ওয়াজিব হুকুম হওয়ার পরও সাহাবায়ে কেরাম বিশেষত হাদীসের বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ও আবু হুরায়রা (রা.)-এর মুঠোর অতিরিক্ত দাড়ি কর্তনের আমলের কারণে দাড়ির পূর্বের হুকুমে আংশিক পরিবর্তন হয়ে দাড়ির হুকুমে দু'টি স্তর সৃষ্টি হয় (১) একমুষ্টি পরিমাণ দাড়ি রাখা ওয়াজিব। (২) মুঠোর অতিরিক্ত দাড়ি ওয়াজিব নয়, বরং জায়েয বা মুস্তাহাব। তদ্রুপ মুজমাল এর বয়ান হিসেবে চল্লিশ দিনের হাদীসকে নিলে মোচের পূর্বের হুকুমে আংশিক পরিবর্তন হয়ে মোচের হুকুমেও দু'টি স্তর সৃষ্টি হয়। (১) চল্লিশ দিনের মধ্যে মোচ কর্তন করা জায়েয বা মুস্তাহাব পর্যায়ের। (২) চল্লিশ দিন পার হয়ে গেলে মোচ কাটা

ওয়াজিব। সুতরাং দাড়ির হুকুমের ন্যায় মোচ কর্তনের হুকুমেও দু'টি স্তর প্রমাণিত হলো। আর এটাই হচ্ছে উভয়ের মাঝে সুন্দর মিল ও সাদৃশ্য।

বলাবাহুল্য, আমি দাড়ি ও মোচ উভয়ের হুকুমে আংশিক পরিবর্তনের কথা বলেছি। কারণ দাড়ির ক্ষেত্রে أعفوا ، أوفوا ইত্যাদি শব্দ দ্বারা হুকুম করায় দাড়ি যতদূর লম্বা হোক না কেন ছেড়ে দেওয়া, কোনক্রমেই না কাটা ওয়াজিব প্রমাণিত হয়েছে। যার পরিধিতে মুঠোর ভিতরের দাড়িও রয়েছে এবং মুঠোর বাহিরের অংশের দাড়িও রয়েছে। পরে যখন সাহাবায়ে কেরাম বিশেষত বর্ণনাকারী সাহাবাদ্বয়ের একমুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কেটে ফেলার আমল পাওয়া গেল, তখন মুঠোর বাহিরের দাড়ির হুকুমে এ পরিবর্তন আসল যে, তা রাখা ওয়াজিব পর্যায়ের নয় বরং জায়েয কিংবা মুস্তাহাব পর্যায়ের। আর এটাই হচ্ছে আংশিক পরিবর্তন। আগে ছিলো ওয়াজিব, এখন পরিবর্তন হয়ে জায়েয বা মুস্তাহাব হলো। কিন্তু মুঠোর ভিতরের দাড়ির হুকুমে কোন পরিবর্তন আসেনি। তা রাখা আগের হুকুমেও ছিলো ওয়াজিব। সাহাবায়ে কেরামের আমল প্রাপ্তির পরও ওয়াজিব রয়েছে। কাজেই মুঠোর ভিতরের দাড়ির হুকুমে কোন ধরনের পরিবর্তন হয়নি। পরিবর্তন হয়েছে মুঠোর বাহিরের দাড়ির হুকুমে। এটাকেই বলা হয়েছে দাড়ির পূর্বের হুকুমে আংশিক পরিবর্তন।

তদ্রূপ মোচের ক্ষেত্রেও রাসূল ﷺ قصوا ، أحفوا ইত্যাদি শব্দ দ্বারা হুকুম করায় মোচ কর্তন করা ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। আর তা চল্লিশ দিনের পূর্বেও হতে পারে, চল্লিশের পরেও হতে পারে। কিন্তু যখন রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে এ সুযোগের ঘোষণা এলো- মোচ কর্তন না করে সর্বোচ্চ চল্লিশ দিন পর্যন্ত রাখতে পারবে, তখন চল্লিশ দিনের পূর্বের হুকুমে এ পরিবর্তন এলো- উক্ত সময়ের মধ্যে মোচ কর্তন করা ওয়াজিব নয়, বরং জায়েয বা মুস্তাহাব। আর এটাই হচ্ছে, আংশিক পরিবর্তন। কারণ উক্ত ঘোষণা আসার পূর্বে চল্লিশ দিনের পূর্বেও মোচ কর্তন করা ওয়াজিব পর্যায়ের হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো। হ্যাঁ, যখন চল্লিশের পূর্বে পর্যন্ত তরক করা যাবে বলে সুযোগ দেওয়া হলো, তো ওয়াজিবের সম্ভাবনা দূর হয়ে নিশ্চিত হলো যে, চল্লিশ দিনের পূর্বের সময়টা ওয়াজিব পর্যায়ের নয়। তাহলে ওয়াজিবের সম্ভাবনা দূরীভূত হওয়া এবং তাতে জায়েয ও মুস্তাহাব নিশ্চিত হওয়াই হচ্ছে আংশিক পরিবর্তন। কিন্তু চল্লিশ দিনের পরবর্তী সময়ে কোন পরিবর্তন আসেনি। আগের হুকুমেও ছিলো ওয়াজিব, এখনো রয়েছে ওয়াজিব। কাজেই চল্লিশ দিনের পরের হুকুমে

কোন পরিবর্তন হয়নি। পরিবর্তন হয়েছে চল্লিশের পূর্বের হুকুমে। এটাকেই বলা হয়েছে মোচের পূর্বের হুকুমে আংশিক পরিবর্তন।

প্রথম ব্যাখ্যা মতে উত্তর: এ ব্যাখ্যা মতে উত্তরের সারাংশ হচ্ছে, দাড়ি ও মোচ সম্পর্কীয় হাদীসসমূহে দাড়ির ক্ষেত্রে যেভাবে আমরের ছীগা ওয়াজিব অর্থে এস্তেমাল হওয়ার পরও তা'আমুলে সাহাবার কারণে দাড়িতে ওয়াজিবের সীমা নির্ধারিত হয়ে দাড়ির হুকুমে দু'টি স্তর প্রমাণিত হয়, তেমনিভাবে মোচের ক্ষেত্রেও আমরের ছীগা মুজমাল ওয়াজিব অর্থে এস্তেমাল হয়ে وقت لنا বা চল্লিশ দিনের মুফাস্সার ও মুবায়্যান হাদীসের কারণে মোচ কাটার ওয়াজিব সময় কখন থেকে শুরু হবে তা নির্ধারিত হয়ে মোচের হুকুমেও দু'টি স্তর প্রমাণিত হয়। তাহলে বুঝা গেল, দাড়ির মত মোচের হাদীসেও আমরের ছীগা ওয়াজিব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে হ্যাঁ, হাদীস মুজমাল বিধায়, وقت لنا হাদীসটি তাফসীর ও বয়ান করে স্পষ্ট করে দিল যে, উক্ত ওয়াজিবের স্তর শুরু হবে চল্লিশ দিন পূর্ণ হওয়ার পর। এর পূর্বে হচ্ছে জায়েয ও মুস্তাহাবের স্তর। এখন মূল যে প্রশ্ন ছিলো- জুমহুর ইমামগণ মোচ কাটা মুস্তাহাব বললেন কেন? তার উত্তর হচ্ছে, হয়তো তাঁরা চল্লিশ দিন পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত মোচ কাটার যে জায়েয ও মুস্তাহাব স্তর রয়েছে, সেদিকে লক্ষ্য করে বলেছেন। আর মুষ্টিময় যারা ওয়াজিব বলেছেন, তারা হয়তো চল্লিশ দিনের পরবর্তী সময়ের প্রতি লক্ষ্য করে বলেছেন। জুমহুরদের অভিমতকে উক্ত ব্যাখ্যার সাথে যেভাবে সামঞ্জস্য করা হয়েছে এর স্বপক্ষে আমার কাছে কোন দলীল নেই। তবে মুষ্টিময়ের ওয়াজিবের অভিমতকে এ ব্যাখ্যার সাথে মিলানোর স্বপক্ষে তাঁদের ভাষ্য অনেকটা ইঙ্গিত বহন করে। যেমন-লক্ষ্য করুন!

* আল্লামা ইবনে দাকীকুল ঈদ (রহ. মৃত্যু ৭০২ হি.) বলেছেন-

لا أعلم أحدا قال بوجوب قص الشارب من حيث هو هو، قال ابن حجر: واحترز بذلكِ من وجوبه بعارض حيث يتعين كما تقدمت الإشارة إليه من كلام ابن العربي، يعنى وأغرب القاضي أبو بكر بن العربي فقال: عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة، فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين فكيف من جملة المسلمين، كذا قال في "شرح الموطأ".

অর্থাৎ "মোচ স্বাভাবিক থাকা অবস্থায় কর্তন করা ওয়াজিব" এমন কথা কেউ বলেছেন কি না আমার জানা নেই।[২৯৯] এখানে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে, مــن حيث هــو هــو অর্থাৎ অস্বাভাবিক হলে, তিনি কাটা ওয়াজিব বলেন। আর চল্লিশ দিন পূর্ণ হলে যে অস্বাভাবিক হবে, তা তো বলার অপেক্ষা রাখে না।

* আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম হাম্বলী (রহ. মৃত্যু ৭৫১ হি.) "তুহফাতুল মাওদূদ" গ্রন্থে লিখেন-

أما قص الشارب فالدليل يقتضي وجوبه إذا طال وهذا الذي يتعين القول به لأمر رسول الله صلي الله عليه وسلم

অর্থাৎ রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে হুকুম হওয়ার কারণে মোচ লম্বা হলে কাটা ওয়াজিব।[৩০০]

আর চল্লিশ দিনের পর যে মোচ লম্বা হবে, তা বলাবাহুল্য।

* এভাবে আল্লামা আইনী হানাফী (রহ. মৃত্যু ৮৫৫ হি.) هذا في بيان سنية قص الشارب بل وجوبه বলেছেন। হয়তো তিনি بل وجوبه বলে চল্লিশ দিনের পরে যে মোচ কাটা ওয়াজিব, সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন।

উল্লেখ্য, জুমহুর ইমামগণের মুস্তাহাবের অভিমতকে এ ব্যাখ্যার সাথে মিলানোর ওপর প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, জুমহুর ইমামগণ যে মোচ কাটা মুস্তাহাব বা সুন্নাত বলেছেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ একথাও বলেছেন- মোচ সংক্রান্ত হাদীসসমূহে আমরের ছীগা ওয়াজিব অর্থে এস্তেমাল হয়নি।

যেমন- মালিকী মাযহাবের (حاشية العدوي৮\৮০) নামক গ্রন্থে রয়েছে-

قَوْلُهُ : قَصُّ الشَّارِبِ هِيَ قُصَّةٌ خَفِيفَةٌ فَلَيْسَ الْأَمْرُ فِي الْحَدِيثِ لِلْوُجُوبِ

অর্থাৎ মোচ সংক্রান্ত হাদীসে আমরের ছীগা ওয়াজিবের জন্য নয়।

* এভাবে হাফেজ ইরাকী (রহ. মৃত্যু ৮০৪ হি.) "তরহুত তাছরীব" গ্রন্থে মোচ কাটা মুস্তাহাব হওয়ার উপর ইজমা' নিয়ে যে আলোচনা করেছেন, তা থেকেও প্রতীয়মান হয় হাদীসে আমরের ছীগা ওয়াজিবের জন্য নয়। অথচ এ ব্যাখ্যায় আমরা আমরের ছীগা ওয়াজিবের জন্য বলে স্থির করেছি।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, وقّت لنا হাদীস সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম ও ইমামগণ যে ব্যাখ্যা করেছেন তা থেকে বুঝা যায়, তাঁরা একমাত্র উক্ত হাদীসের কারণেই

---

[২৯৯] ফাতহুল বারী-১০/৩৪৮

[৩০০] تحفة المودود بأحكام المولود ١/١٧٧

চল্লিশ দিনের আগ পর্যন্ত জায়েয এবং এরপরে ওয়াজিব বলেছেন। (কেননা তারা মোচের ক্ষেত্রে যেভাবে চল্লিশ দিনের পর কাটা ওয়াজিব বলেছেন, তেমনিভাবে উক্ত হাদীসে বর্ণিত বগলের কেশ, নাভীর লোম ও নখের ক্ষেত্রেও চল্লিশের পর ওয়াজিব বলেছেন। অথচ উক্ত তিন বিষয় সম্পর্কে কোন সহীহ হাদীসে তো আমরের ছীগা দ্বারা হুকুম করা হয়নি। যেভাবে করা হয়েছে মোচ সম্পর্কে। এতদসত্ত্বেও চারটার হুকুম এক। চল্লিশ দিন পর্যন্ত জায়েয, এরপর ওয়াজিব।) অথচ এ ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, হাদীসে আমরের ছীগা مجملا ওয়াজিবের জন্য হয়েছে। আর وقت لنا হাদীস ব্যাখ্যা করে স্পষ্ট করে দিল যে, চল্লিশ দিনের পর উক্ত ওয়াজিবের সময় শুরু হবে। তাহলে সারমর্ম দাঁড়াল, ইমামগণের ব্যাখ্যার দাবী মতে وقت لنا হাদীসের কারণেই চল্লিশের পর কেটে ফেলা ওয়াজিব হয়েছে। আর এ ব্যাখ্যার দাবী অনুসারে হাদীসে আমরের ছীগা এস্তেমাল হওয়ার কারণেই কেটে ফেলা ওয়াজিব হয়েছে। বাকী وقت لنا হাদীসটি উক্ত ওয়াজিব কখন থেকে কার্যকর হবে, তার ব্যাখ্যা দিয়েছে বা তা নির্ধারণ করেছে।

সুতরাং প্রশ্নদ্বয়ের কারণে এ ব্যাখ্যা ও উত্তরের সাথে জুমহুরের অভিমতকে মিলানো যথার্থ নয়। والله أعلم بالصواب

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা ও সে মতে উত্তর : পূর্বে একথা উল্লেখ হয়েছে যে, মোচ সংক্রান্ত প্রথম প্রকার হাদীস তথা আমরের ছীগা সম্বলিত হাদীস كميت হিসেবে মুজমাল। যার তাফসীর ও বয়ান হিসেবে প্রথম ব্যাখ্যা ও উত্তরে নেয়া হয়েছিল দ্বিতীয় প্রকার তথা وقت لنا হাদীসকে। এবার নেয়া যাক "মুজমাল" এর বয়ান হিসেবে তৃতীয় প্রকার হাদীসকে। আর তা হচ্ছে, জুমআর দিন মোচ কাটা মুস্তাহাব বা উত্তম হওয়া সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস। যদি তৃতীয় প্রকার হাদীসকে বয়ান হিসেবে ধরা হয়, তাহলে আমরের ছীগা সম্বলিত হাদীসসমূহে আমর ওয়াজিবের জন্য না হয়ে ইসতিহবাবের জন্য হবে। অন্যথায় মুজমালের দাবী হবে ওয়াজিব হওয়া, যা করা অপরিহার্য। আর বয়ানের দাবী হবে মুস্তাহাব বা উত্তম, যা করলে ভাল, না করলে তেমন কোন অসুবিধা নেই। তাহলে বুঝা গেল, উভয়টা একত্র হওয়া অসম্ভব। আর বয়ান তথা তৃতীয় প্রকার হাদীস থেকে মুস্তাহাব না বুঝে ওয়াজিব বুঝারও কোন ছুরত নেই, যার বর্ণনা উপরে হয়েছে। উপরন্তু وقت لنا হাদীসে যেভাবে মোচের কথা এসেছে, তেমনিভাবে নখ, বগল ও নাভীর পশমের কথাও

এসেছে। আর একই হাদীস থেকে শেষ তিন বিষয়ের মত মোচও যেহেতু চল্লিশ দিন পূর্ণ হলে কর্তন করা, পরিষ্কার করা ওয়াজিব এবং মোচের ক্ষেত্রে উক্ত তিন বিষয়ের চেয়ে বেশি কোন হুকুমও নেই, সেহেতু আমরের ছীগা সম্বলিত হাদীস থেকে আর ওয়াজিব বলার কোন ফায়দা বা অর্থ হয় না। কেননা যদি বলেন- চল্লিশ দিনের পরের ওয়াজিব বিষয়টি-ই আমরের ছীগা সম্বলিত হাদীসের সাথে وقت لنا হাদিসকে মিলানোর দ্বারা প্রমাণিত হয়, তাহলে বলব- মানলাম আপনার কথা। এখন বলুন وقت لنا হাদীসে বর্ণিত মোচ ছাড়া অন্য তিন বিষয়ের ক্ষেত্রেও তো একই হুকুম। চল্লিশ দিনের পর ওয়াজিব। অথচ এগুলোর ক্ষেত্রে তো আমরের ছীগা সম্বলিত কোন হাদীস নেই। এরপরও كميت হিসেবে মোচের মতই এগুলোর হুকুম কেন? উত্তরে নিশ্চই বলবেন- وقت لنا হাদীস-ই তার একমাত্র কারণ। যদি একমাত্র وقت لنا থেকে ঐ তিন বিষয়ের ক্ষেত্রে ওয়াজিব প্রমাণিত হয়, তাহলে মোচের ক্ষেত্রে কেন নয়? কাজেই মোচের ক্ষেত্রেও যেহেতু وقت لنا থেকেই প্রমাণিত হলো, তবে আমরকে ওয়াজিবের জন্য বলার কী অর্থ রইল? সুতরাং প্রমাণিত হলো, তৃতীয় প্রকার হাদীসকে বয়ান হিসেবে ধরা হলে মুজমালে আমর ইসতিহবাবের জন্য হবে। তখন মর্ম দাঁড়াবে এই, রাসূলুল্লাহ ﷺ মোচ কাটা, ছোট করা মুস্তাহাব বলেছেন। বাকী এই মুস্তাহাব কীভাবে আদায় করতে হবে, সে হিসেবে হাদীস মুজমাল। যার বয়ান হচ্ছে সপ্তাহে একবার বা জুমআর দিন মোচ কাটা মুস্তাহাব। আর কেউ যদি এ মুস্তাহাব পালন না করে তথা সপ্তাহে বা জুমআর দিন মোচ না কাটে, তাহলে وقت لنا হাদীস থেকে বুঝা যায়, সে না কেটে চল্লিশ দিন পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত থাকতে পারবে, থাকাটা জায়েয হবে। চল্লিশ দিন পূর্ণ হয়ে গেলে নাজায়েয হবে। তখন কেটে ফেলা ওয়াজিব।

পাঠক মহোদয়গণ! উক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, দ্বিতীয় ব্যাখ্যা মতে আমরের ছীগা ওয়াজিবের জন্য নয়, বরং ইসতিহবাবের জন্য এবং একথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, কী কারণে আমর ইসতিহবাবের জন্য হয়েছে। অর্থাৎ কায়দা হচ্ছে, আমর প্রথমত ওয়াজিবের জন্য হয়। তবে হ্যাঁ, ওয়াজিবের জন্য না হওয়ার উপর কোন করীনা বা দলীল পাওয়া গেলে, তখন ওয়াজিবের জন্য নয়। এখানেও قصوا ، أحفوا

ইত্যাদি হাদীসে আমর প্রথমত ওয়াজিবের জন্য হয়েছিল। হ্যাঁ, পরে যখন ওয়াজিবের জন্য না হওয়ার উপর করীনা পাওয়া গেল, তখন আর ওয়াজিবের জন্য রইল না, বরং ইসতিহবাবের জন্য হয়ে গেল। আর সেই করীনা হচ্ছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারের হাদীস। কেননা মোচের ক্ষেত্রে যে ওয়াজিব বিষয়টি জড়িত, তা হচ্ছে চল্লিশ দিনের পর কেটে ফেলা ওয়াজিব। আর তা وقـــت لنـــا হাদীস থেকে-ই প্রমাণিত হয়। যেভাবে তা প্রমাণিত হয় একই হাদীস থেকে নখ, বগল ও নাভীর পশমের ক্ষেত্রে। আর মোচের সাথে ওয়াজিব বিষয়টি যেহেতু وقت لنا হাদীস থেকে-ই প্রমাণিত হয় এবং এছাড়া (ওয়াজিব বিষয় তথা চল্লিশ দিনের পর ছাড়া) মোচের ক্ষেত্রে আর কোন কিছু ওয়াজিব নেই, কাজেই أحفـــوا ، قصوا ইত্যাদি হাদীসে আমরকে ওয়াজিবের জন্য বলার কোন ফায়দা ও যৌক্তিকতা নেই। সম্ভবত এ কারণেই চার মাযহাবের ইমামগণসহ অন্যরা أحفوا ، قصوا ইত্যাদি হাদীসের ব্যাখ্যায় মোচ কাটার ওয়াজিব সময়-সীমা সম্পর্কে কথা না বলে وقَت لنا হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন। এদিকে قــصوا ইত্যাদি আমরের ছীগা সম্বলিত হাদীস যেহেতু মুজমাল, আর বয়ান ও তাফসীর হচ্ছে সপ্তাহে একদিন বা জুমআর দিন মোচ কাটা মুস্তাহাব, যার দাবী হলো তার মুজমালও মুস্তাহাব হুকুমের হওয়া, তাই আমর ইসতিহবাবের জন্য হলো। সুতরাং একথা প্রমাণিত হলো, আমর ওয়াজিবের জন্য না হওয়ার উপর করীনা হচ্ছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারের হাদীস। এ কারণেই জুমহুর ইমামগণ মোচ কাটার হুকুমকে ওয়াজিব না বলে মুস্তাহাব বলেছেন।

আলোচনার সারকথা : আমর মুজমাল, যার বয়ান হচ্ছে তৃতীয় প্রকার হাদীস এবং আমর ওয়াজিবের জন্য নয়, বরং ইসতিহবাবের জন্য, যার করীনা দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারের হাদীস। والله أعلم بالصواب

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা মতে উত্তর : এটাই আসল ও সঠিক উত্তর

পূর্বের আলোচনা দ্বারা যদিও উত্তর কী হবে অনেকটা স্পষ্ট হয়ে গেছে, তার পরও ভালভাবে স্পষ্ট হওয়ার জন্য স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করছি।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা তথা قــصوا ইত্যাদি মুজমাল হাদীস-এর তাফসীর ও বয়ান হিসেবে যদি প্রতি সপ্তাহে বা জুমআর দিন মোচ কাটা মুস্তাহাব হাদীসকে নেয়া হয়, তখন মূল প্রশ্ন (মোচের জন্য আমরের ছীগা ব্যবহৃত হলেও মোচের

হুকুম দাড়ির ন্যায় ওয়াজিব কেন নয়) এর উত্তর হচ্ছে, قصوا ইত্যাদি শব্দ থেকে الأصل في الأوامر الوجوب কায়দা হিসেবে প্রথমত মোচ কাটা ওয়াজিব প্রমাণিত হলেও পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার হাদীসের কারণে إلا أن يوجد صارف عن الوجوب কায়দা হিসেবে আমরের ছীগা ওয়াজিবের জন্য না হয়ে ইসতিহবাবের জন্য হয়। ফলে জুমহুর ইমামগণের নিকট মোচ কাটা ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব। যার রূপরেখা হচ্ছে, সপ্তাহে একবার বা জুমআর দিন মোচ কাটা মুস্তাহাব। আর তাই চার মাযহাব মতে সপ্তাহে একবার বা জুমআর দিন মোচ কাটা মুস্তাহাব, যার বিস্তারিত বর্ণনা উপরে হয়েছে। যদিও তাঁরা দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার হাদীসের কারণেই যে মোচ কর্তনের আদেশকে হুকমে ইসতিহবাবী রূপে গ্রহণ করেছেন-এ কথা আমি কোথাও পাইনি। তারপরও আমি পূর্ণ ইয়াকীন ও দৃঢ়তার সাথে এ কথা বলতে পারি যে, তাঁরা উক্ত কারণেই মুস্তাহাব বলেছেন। কেননা-

(ক) হাদীস ও ফিকাহর ইমামগণ মোচের ওয়াজিব বিষয় নিয়ে قصوا ، أحفوا ইত্যাদি হাদীসের ব্যাখ্যায় আলোচনা না করে وقت لنا হাদীসের ব্যাখ্যায় আলোচনা করেছেন।

(খ) كميت হিসেবে মোচের ক্ষেত্রে যা ওয়াজিব, وقت لنا হাদীসে বর্ণিত অন্য তিন বিষয়ের ক্ষেত্রেও তা ওয়াজিব। এক বরাবর, কোন ফরক নেই। মোচের ক্ষেত্রেও চল্লিশ দিনের পর কেটে ফেলা ওয়াজিব। অন্য তিন বিষয়ের ক্ষেত্রেও একই হুকুম। আর মোচের ক্ষেত্রে যেভাবে আমরের ছীগা দ্বারা হুকুম করা হয়েছে, এমন কোন আমর অন্য তিন বিষয়ের ক্ষেত্রে নেই। কাজেই এতে প্রমাণিত হয়, মোচ কাটার ওয়াজিব বিষয়টি আমর থেকে নয়, বরং ঐ তিন বিষয়ের মত وقت لنا হাদীস থেকে-ই ইসতিমবাতকৃত।

(গ) চার মাযহাব মতে সপ্তাহে একবার বা জুমআর দিন মোচ কাটা মুস্তাহাব। আর তা তৃতীয় প্রকার হাদীস থেকে ইসতিমবাতকৃত। যেমন- আল্লামা যুরকানী মালিকী (রহ. মৃত্যু ১১২২ হি.), ইবনে রজব হাম্বলী (রহ. মৃত্যু ৭৯৫ হি.) ও জালালুদ্দীন সুয়ূতী শাফিয়ী (রহ. মৃত্যু ৯১১ হি.)-সহ অনেকের কথা থেকে তা স্পষ্টত বুঝা যায়।

(ঘ) قصوا ، أحفوا ইত্যাদি হাদীস كيفيت তথা শাব্দিক অর্থ হিসেবে মুজমাল না হলেও كميت হিসেবে মুজমাল, যার জন্য দরকার বয়ানের। আর মুজমাল ও বয়ানের হুকুম এক হয়।

(ঙ) ইমাম আদবী মালিকী, হাফেজ ইরাকী ও শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.)-এর ভাষ্য থেকে প্রতিভাত হয়, অধিকাংশের মতে মোচের জন্য ব্যবহৃত আমর ইসতিহবাবের জন্য তথা মোচ কাটার হুকুম মুস্তাহাব পর্যায়ের।

সম্মানিত আহলে ইলমগণ! উক্ত পাঁচ কারণের মাঝে যখন পরস্পর সম্পর্ক নিয়ে ফিকির করবেন, তখন আপনারাও নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবেন যে, আসলেই মোচের ক্ষেত্রে যা ওয়াজিব, তার জন্য অন্য তিন বিষয়ের মত وقت لنا হাদীস-ই যথেষ্ট। তাহলে আমরের ছীগাকে ওয়াজিবের জন্য বলার কোন অর্থ নেই। তদুপরি আমরের ছীগা সম্বলিত হাদীস كميت হিসেবে মুজমাল, যার বয়ান হিসেবে নেয়া যাবে তৃতীয় প্রকার (জুমার দিন বা সপ্তাহে একবার) হাদীসকে। আর তা যেহেতু মুস্তাহাব, তাই মুজমালেও হুকুম মুস্ত াহাব, তথা আমর ইসতিহবাবের জন্য। এ কারণেই ইমামগণ وقت لنا হাদীসের ব্যাখ্যায় ওয়াজিব বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। দাড়ির ওয়াজিব আমরের সাথে মিলিত মোচের আমরকে ওয়াজিবের জন্য নয় বলে ইসতিহবাবের জন্য বলেছেন এবং সপ্তাহে একবার বা জুমআর দিন মোচ কাটা মুস্তাহাব বলেছেন। আর এমন কোন দলীল বা হাদীস নেই, যা মোচের মুস্তাহাব আমরের সাথে মিলিত দাড়ির জন্য ব্যবহৃত আমরকে ওয়াজিবের জন্য নয় বলে ইসতিহবাবের জন্য বলা যাবে। ফলে দাড়ি মুণ্ডন বা মুঠোর ভিতরে কর্তন হারাম না হয়ে মাকরুহ বলা যাবে। হ্যাঁ একমুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কাটা যেহেতু হারাম না হওয়ার উপর দলীল তথা তা'আমুলে সাহাবা রয়েছে, সেহেতু তা কাটা যাবে, বরং কাটা মুস্তাহাব, যার বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে হয়েছে। তাহলে বুঝা গেল, মোচের ক্ষেত্রে ভিন্ন দলীল থাকার কারণে মোচের হুকুম মুস্তাহাব হয়েছে, আর দাড়ির ক্ষেত্রে এমন দলীল না থাকায় দাড়ির হুকুম ওয়াজিব রয়েছে।

সুতরাং একই হাদীসে বর্ণিত দাড়ি ও মোচের হুকুমের মাঝে ফরক হওয়া দলীলের দাবী। এক আমর ওয়াজিব এবং অপরটা মুস্তাহাবের জন্য হওয়াতে থাকে না কোন অসুবিধা বাকী।

ইলমদার মহোদয়গণ! দাড়ি ও মোচের হুকুমে তফাৎ কেন? দাড়ির হুকুম ওয়াজিব আর মোচের হুকুম মুস্তাহাব কেন বা একটিতে আমর ওয়াজিব ও অন্যটিতে আমর ইসতিহবাবের জন্য কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে যে দু'টি উত্তর লিখা হয়েছে, তা আমি কোথাও পাইনি। অধমের অত্যন্ত সীমিত জ্ঞান ও এ বিষয়ে তাতাব্বু'-তালাশ অনুসারে অধমের পক্ষ থেকে উত্তরদ্বয় তুলে ধরা হয়েছে। তবে প্রথম উত্তরটি প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার কারণে নিজের কাছেও অগ্রহণযোগ্য হওয়ায় এবং দ্বিতীয় উত্তরটির উপর অধমের জানা মতে কোন ধরনের গ্রহণযোগ্য প্রশ্ন না থাকায় এটিকে আসল ও সঠিক উত্তর বলে আখ্যায়িত করেছি। إن كان الصواب فمن الله وإلاّ فمني ومن الشيطان.

উত্তর যদি সহীহ হয়, তাহলে.......। আর যদি সহীহ না হয় বা এ উত্তর মানতে নারায হন, তাহলে বলব- আপনি-ই বলুন কেন দুই হুকুমের মাঝে তারতম্য হলো। যদি উত্তর জানা থাকে, ঠিক আছে। সে মতে আমল করুন এবং আমাদেরকেও জানিয়ে ইহসান করুন। আর যদি বলেন- উত্তরও জানা নেই এবং দুই হুকুমের মাঝে পার্থক্যও মানতে রাযি নেই। বরং উভয়ের হুকুমকে এক ও অভিন্ন মেনে মোচের ন্যায় দাড়ির হুকুমও মুস্তাহাব মনে করব। তাহলে শুনুন! প্রথমে নিম্নোক্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর দেবেন। এরপর মুস্তাহাব মনে করে আমল করবেন।

১। মোচের ক্ষেত্রে জুমহুরের মুস্তাহাব অভিমতকে বিশ্বাস করেন। আর দাড়ির ক্ষেত্রে ইজমা'য়ে উম্মত বা কারো কারো দাবী মতে জুমহুরের ওয়াজিব অভিমতকে বিশ্বাস করা তো দূরের কথা, বরং তাদের প্রতি এই বলে প্রশ্নের তীর ছুড়ে দেন কেন যে, মোচের হুকুম মুস্তাহাব হলে দাড়ির হুকুম ওয়াজিব কেন? অর্থাৎ এক ক্ষেত্রে জুমহুরের মতকে বিশ্বাস করতে পারলে, অন্য ক্ষেত্রে পারেন না কেন?

২। আপনার এ বিশ্বাস, এর উল্টো দিকে করতে পারেন না কেন? অর্থাৎ মোচের ক্ষেত্রে জুমহুরের মুস্তাহাব অভিমতের প্রতি যে ধরনের বিশ্বাস জন্মানোর কারণে আপনি দাড়ির ক্ষেত্রে জুমহুরের ওয়াজিব মতামত পর্যন্ত মোচের ন্যায় মুস্তাহাব বানাতে প্রস্তুত। এ ধরনের বিশ্বাস জুমহুরের দাড়ি রাখা ওয়াজিব অভিমতের প্রতি স্থাপন করে জুমহুরের মোচ কর্তন মুস্তাহাব মতকে দাড়ির ন্যায় ওয়াজিব বানাতে প্রস্তুত হতে পারেন না কেন?

৩। বড়ই আশ্চর্য্য যে, মোচের ব্যাপারে মুস্তাহাব হুকুম হওয়া সত্ত্বেও আমল করেন অর্থাৎ মোচ কর্তন করেন। আর দাড়ির ব্যাপারে ওয়াজিব হুকুম হওয়া সত্ত্বেও আমল করতে চান না কেন?

৪। না হয় মেনে নিলাম, মোচের ন্যায় দাড়ির হুকুমও মুস্তাহাব। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, মোচের হুকুমকে মুস্তাহাব মনে করে তো আর লঙ্ঘন করেন না। অর্থাৎ মোচ না কেটে থাকেন না। অথচ দাড়ির ক্ষেত্রে মুস্তাহাব মনে করে লঙ্ঘন করেন কেন? অর্থাৎ দাড়ি মুণ্ডন ও কর্তন করেন কেন?

৫। যদি বলেন- মোচ কর্তন না করে তো আর থাকা যায় না। কেননা এটা তো ফিতরত তথা সুস্থ প্রকৃতির চাহিদা। তাহলে বলব, মোচ কাটাকে ফিতরত হিসেবে গ্রহণ করতে পারলে, দাড়ি লম্বা করাকে ফিতরত হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন না কেন? কেননা হাদীস শরীফে মোচ কর্তনের মত দাড়ি লম্বা করাকেও ফিতরত বলা হয়েছে। عشر من الفطرة منها إعفاء اللحية (مسلم)

যারা এ সমস্ত কথা বলেন, তাদের দুই ঠোঁটের উপরে আর নিচে লক্ষ্য করবেন। দেখবেন একটির পালনে (মোচের ক্ষেত্রে) যথেষ্ট সচেষ্ট। আর অন্যটির ব্যাপারে (দাড়ির ক্ষেত্রে) যথেষ্ট....।

আমার মনে হয়, দাড়ি লম্বা করা যে মোচ কর্তনের মত ফিতরত তথা সুস্থ প্রকৃতির চাহিদা- এ কথা কিছু লোকের বুঝে আসবেনা বিধায়, আল্লাহ পাক দাড়ি ও মোচকে পাশাপাশি ও উপরে-নিচে করে স্থাপন করেছেন। আর রাসূল এর মারফতে এ কথা অবহিত করিয়ে দিয়েছেন যে, মোচ কর্তন করা ও দাড়ি লম্বা করা উভয়টা ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত (যেমনটি মুসলিম শরীফের হাদীসে এসেছে)। তাছাড়া অন্য হাদীসে মোচ কর্তন ও দাড়ি লম্বা করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। এখন যদি মোচ কর্তন করা না হয়, যেভাবে বেড়ে উঠবে সেভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে একটু ভেবে দেখুন! কেমন দেখাবে, লোকালয়ে আসতে কেমন মনে হবে? অনুরূপ অবস্থা দাড়ির ক্ষেত্রেও। অর্থাৎ দাড়ি মুণ্ডন করলে তেমনই দেখায়, যেমন মোচ কর্তন না করলে দেখায়। কিন্তু সবাই তা অনুধাবন করতে পারে না, বরং সুস্থ প্রকৃতির ব্যক্তিবর্গ-ই পারেন।

৬। কোনটা ওয়াজিব আর কোনটা মুস্তাহাব এগুলো তো পরের কথা। আল্লাহর রাসূলের যুগে তো এ সমস্ত কথা ছিল না। ছিল শুধু হাদীস। তাই হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করি। اعفوا اللحى وأحفوا الشوارب (صحيحين)

অর্থাৎ মোচের ব্যাপারে আদেশ হয়েছে খাটো কর বা কর্তন করো। আর দাড়ির ব্যাপারে হুকুম হয়েছে, লম্বা করো। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ওয়াজিব-মুস্তাহাব তো পরের কথা। হাদীসে তো উভয়ের ব্যাপারে আদেশ এসেছে। তো একই হাদীস থেকে একটি অংশ মানেন, আরেকটি অংশ মানেন না কেন?

অর্থাৎ মোচ কর্তন করেন, দাড়ি রাখেন না কেন ও লম্বা করেন না কেন? মানলে উভয় অংশ মানেন। অর্থাৎ মোচও কর্তন করেন, দাড়িও লম্বা করেন। আর না মানলে এক অংশও মানবেন না। অর্থাৎ দাড়ি যেমন রাখেন না, তেমনিভাবে মোচ থেকে বিন্দুমাত্রও কাটবেন না। যতদূর লম্বা হওয়ার, হবে। কোনক্রমেই কাটবেন না। এতে কোন আপত্তি থাকবে না। কিন্তু আপত্তি হলো তখনই, যখন একটি অংশ মানবেন, আরেকটি অংশ মানবেন না। কেননা এ তো আত্ম প্রবৃত্তিপূজা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

এ ছয়টি প্রশ্ন রইল- তাদের প্রতি, যারা দাড়ি ও মোচের হুকুমের মাঝে ওয়াজিব-মুস্তাহাবের ফরক মানতে নারায এবং দাড়ির ওয়াজিব হুকুমকে মোচের হুকুমের ন্যায় মুস্তাহাব বানাতে প্রস্তুত।

প্রশ্ন : উছূলে ফিকাহর কিতাবসমূহে একটি বহছ রয়েছে, যার নাম دلالــة الإستــدلال بــالقران অথবা القران في النظم বা الإقتران। এর অর্থ হচ্ছে, দু'টি বিষয় বা শব্দ একসাথে মিলে এলে, একটির হুকুম যা হবে, অপরটির হুকুমও তা মনে করা। যেমন- ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর প্রতি এ কথার নিসবত করা হয়েছে যে, তিঁনি হজের ন্যায় ওমরাকেও ওয়াজিব বলেন। তার দলীল হিসেবে বলা হয়েছে, কোরআনে কারীমে এসেছে- أتموا الحج والعمرة لله অর্থাৎ হজ-ওমরার কথা একসাথে এসেছে। কাজেই হজের যে হুকুম, ওমরারও সেই হুকুম। আর এভাবে প্রমাণ গ্রহণ করাকে উছূলিয়্যীনদের পরিভাষায় دلالــة الإقتــران বলা হয়। এভাবে ইমাম মালিক (রহ.) থেকে এ কথা নকল করা হয়েছে যে, তিঁনি নাবালেগ ছেলের উপর যাকাত ওয়াজিব নয় বলেছেন। আর তা একারণে যে, أقيموا الصلوة وآتوا الزكوة এখানে সালাত ও যাকাতের কথা একসাথে এসেছে। আর নাবালেগের উপর সালাত যেহেতু ওয়াজিব নয়, সেহেতু যাকাতও তার উপর ওয়াজিব নয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই دلالــة الإقتــران এর ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, গোঁফের ন্যায় দাড়ির হুকুমও ওয়াজিব নয়। কেননা হাদীসে أعفــوا اللحــي وأحفوا الشوارب দাড়ি ও মোচের কথা একসাথে এসেছে। আর মোচ সম্পর্কে ইমাম নববী (রহ.) বলেছেন- فمتفق علي أنــه ســنة। হাফেজ ইরাকী (রহ.)

বলেছেন- مجمع علي استحبابه بخلاف بعض الظاهرية অর্থাৎ কিছু যাহিরিয়্যা ছাড়া গোঁফের হুকুম যে ওয়াজিব নয়- এ কথার উপর সবাই একমত। সুতরাং একথা যখন প্রমাণিত হলো যে, মোচের হুকুম ওয়াজিব নয়। আর হাদীসে গোঁফ ও দাড়ির কথা একসাথে এসেছে, তো دلالة الإقتران কায়েদার আলোকে নির্দ্বিধায় একথা বলা যায়, গোঁফের ন্যায় দাড়ির হুকুমও ওয়াজিব নয়।

উত্তর : "দালালাতুল ইকতিরান" নিয়ে বিস্তর আলোচনার প্রয়োজন। অর্থাৎ তা কোথায় গ্রহণযোগ্য হবে, কোথায় হবে না, কাদের নিকট গ্রহণযোগ্য ও কাদের নিকট নয়। আবার এর জন্য শর্ত কী? এবং তার গ্রহণযোগ্যতা ও কার্যকারিতা কতটুকু? তা নিয়ে বিশদ আলোচনার দরকার। তবে আমি এ বিশদ আলোচনায় যাব না বরং এ সম্পর্কে ইমাম ও উছূলীগণের কিছু বক্তব্য তুলে ধরব, যদ্দারা এ কথার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবেন যে, গোঁফের ন্যায় দাড়ির হুকুমকে কোনভাবেই ওয়াজিব নয় বলা যাবে না।

প্রথমত: ইমাম নববী (রহ.) "শরহুল মুহাযযাব" গ্রন্থে ওয়াজিব আর ওয়াজিব নয়-এমন বিষয় যে একসাথে মিলে আসতে পারে পবিত্র কোরআন থেকে এর দলীল দিয়ে বলেন-

وأما ذكر الختان. في جملتها وهو واجب وباقيها سنة فغير ممتنع فقد يقرن المختلفان كقول الله تعالي (كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه) والأكل مباح والإيتاء واجب وقوله تعالى (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم) والإيتاء واجب والكتابة سنة ونظائره في الكتاب والسنة كثيرة مشهورة.

অর্থাৎ তিনি কালামে পাক থেকে দু'টি আয়াত তুলে ধরে বলেছেন- ওয়াজিব আর সুন্নাত বা মুবাহ একসাথে মিলিত হয়। এতে কোন বাধা নেই।[৩০১]

* এভাবে আল্লামা ইবনুল জাওযী হাম্বলী (রহ. মৃত্যু ৫৯৭ হি.) বলেন-

إنه لا يمتنع عطف ما ليس بواجب علي الواجب.[৩০২]

দ্বিতীয়ত: دلالة الإقتران এর মাধ্যমে কোনো বিষয়ে প্রমাণ গ্রহণ করাটা হল, ফাসিদ, পরিত্যাজ্য ও অবৈধ পন্থা।

---

[৩০১] المجموع شرح المهذب ১/২৮৫

[৩০২] نيل الأوطار ১/২৫৮ باب غسل الجمعة

* ইমাম আবু ইসহাক শিরাযী শাফিয়ী (রহ. মৃত্যু ৪৭৬ হি.) "আত-তাবছিরা" গ্রন্থে লিখেন- الاستدلال بالقران لا يجوز ومن أصحابنا من قال يجوز وهو قول المزنى.لنا هو أن كل واحد من اللفظين المقترنين يقتضي غير ما يقتضيه الآخر فلا يحمل أحدهما على ما يحمل عليه الآخر من جهة اللفظ كما لو وردا غير مقترنين ويدل عليه هو أنه إذا جمعت بين شيئين علة في حكم لم يجب أن يستويا في جميع الأحكام فكذلك إذا جمعهما لفظ صاحب الشرع لم يجب أن يستويا في جميع الأحكام.[৩০৩]

* কাজী আবুল ওয়ালীদ বাজী মালিকী (রহ. মৃত্যু ৪৭৪ হি.) "আল-ইশারা" গ্রন্থে লিখেন- لا يجوز الإستدلال بالقران عند أكثر أصحابنا وقال أبو محمد بن نصر يجوز ذلك وبه قال المزنى .[৩০৪]

তিনি "ইহকামুল ফুছূল" এ বলেন-

لا يجوز الإستدلال بالقران وهذا قول أكثر أصحابنا وذهب بعض أصحابنا إلي صحة الإستدلال بها، وروي ابن المواز عن مالك الإستدلال به فى قوله : وقد جعل الله سبحانه الفساد قرين القتل فى قوله تعالي من قتل نفساً بغير نفس أو فساد فى الأرض وقرنهما فى المحاربة فأباح دمه بالفساد فللإمام أن يقتل المحارب وإن لم يقتل وهذا الإستدلال بالقرائن.[৩০৫]

* আল্লামা আইনী হানাফী (রহ. মৃত্যু ৮৫৫ হি.) বলেন-

وقد يقرن الشيء بالشيء وحكمهما مختلف ونظائر هذا كثيرة وقد ذكر أهل التحقيق من الأصوليين أن من العمل بالوجوه الفاسدة ما قال بعضهم أن القران في النظم يوجب القران في الحكم.[৩০৬]

* আল্লামা মাহমুদ আলুসী বাগদাদী হানাফী (রহ. মৃত্যু ১২৭০ হি.) তাঁর বিশ্বনন্দিত তাফসীর "রুহুল মা'আনীতে লিখেন-

---

[৩০৩] التبصرة فى أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي ٢/৯৮ مسألة ৪

[৩০৪] الإشارة فى أصول الفقه ৩২১، فصل فى دلالة الإقتران.

[৩০৫] إحكام الفصول فى أحكام الأصول ٢/৬৮১، فصل فى عدم جواز الإستدلال بالقرائن.

[৩০৬] عمدة القارى১৮ /৬১، باب بيع الثمرة علي رءوس النخل

ولهذا قال الأصوليون : القران في النظم لا يوجب القران في الحكم ، وعدوا هذا النوع من الاستدلال من المسالك المردودة.[৩০৭]

তৃতীয়ত: অধিকাংশ ওলামা ও উছূলীগণের নিকট "দালালাতুল ইকতিরান" যয়ীফ তথা দুর্বল একটি পন্থা।

* ইমাম আব্দুর রঊফ আল-মানাবী (রহ. মৃত্যু ১০৩১ হি.) "ফয়যুল কাদীর" গ্রন্থে লিখেন- دلالة الاقتران ضعيفة عند الجمهور[৩০৮]

* শামসুদ্দীন তিবরীযী (রহ.) বলেন-

دلالة الإقتران غير معمول عند الجمهور خلافاً للمزنى.[৩০৯]

* আল্লামা যুরকানী মালিকী (রহ. মৃত্যু ১১২২ হি.) বলেন-

دلالة الاقتران ضعيفة عند أهل الأصول. وفى موضع آخر دلالة الاقتران ليست بحجة عند غير المزني وأبي يوسف. وفى موضع لا يلزم من الاقتران بالحج وجوب العمرة فهو استدلال ضعيف لضعف دلالة الاقتران.[৩১০]

* কাযী শওকানী যাহিরী (রহ. মৃত্যু ১২৫৫ হি.) "নায়লুল আওতার" গ্রন্থে লিখেন-

فَلَا يَخْفَى ضَعْفُ دَلَالَةِ الاقْتِرَانِ وَسُقُوطِهَا عَنْ الاعْتِبَارِ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْأُصُولِ. وفى موضع فَقَدْ تَقَرَّرَ ضَعْفُ دَلَالَةِ الاقْتِرَانِ.[৩১১]

* আরব বিশ্বের একজন মুহাক্কিক ছালেহ আল-ফাওযান বলেন-

الوجه الرابع: أن الاستدلال بعطف الحمير والبغال على الخيل فتأخذ الخيل حكم ما عطف عليها من تحريم الأكل ــ الاستدلال بذلك استدلال بدلالة الاقتران وهو استدلال ضعيف عند أكثر العلماء من الأصوليين.[৩১২]

চতুর্থত: "দালালাতুল ইকতিরান" ওয়াজিবের দলীলসমূহের সাথে মুকাবেলা করার শক্তি রাখে না।

---

[৩০৭] روح المعانى فى السبع المثانى ১৯০/৬ تحت إنما وليكم الله المائدة ৫৪

[৩০৮] فيض القدير شرح الجامع الصغير ৪৯০/১ تحت إذا سمعتم النداء

[৩০৯] مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ৩২৬/৪

[৩১০] شرح الزرقانى علي موطا مالك ৩৬১/২، ৪১০২، ৩৬০/২

[৩১১] نيل الأوطار شرح منتقي الأخبار ২১৫/১ باب الوضوء من النوم ২৫৮/১ باب غسل الجمعة

[৩১২] كتاب الأطعمة لصالح الفوزان ২৩/১

* আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম আল-জাওযিয়্যা হাম্বলী (রহ. মৃত্যু ৭৫১ হি.) "তুহফাতুল মাওদূদ" গ্রন্থে লিখেন-

وأما قولكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرنه (أي الختان) بالمسنونات فدلالة الإقتران لا تقوى على معارضة أدلة الوجوب.[৩১৩]

পঞ্চমত: "দালালাতুল ইকতিরান" কারো কারো নিকট শর্ত সাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়। আর সেই শর্ত সমূহ পাওয়া না যাওয়ার কারণে দাড়িতে তা গ্রহণযোগ্য নয়। বিস্তারিত জানতে দেখুন-

أصول السرخسي للإمام السرخسي الحنفي المتوفى ৪৯০هـ ج১ ص ২৮৪.

بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية الحنبلي المتوفى ৭৫১هـ ج ২ ص ৩৫৬.

البحر المحيط للإمام الزركشي الشافعي المتوفى ৭৯৪هـ ج ৭ ص ৩৭৯.

شرح الكوكب المنير للفتوحي الحنبلي المتوفى ৯৭২هـ ج ২ ص ৫১৯.

إرشاد الفحول للشوكاني الظاهرى المتوفى ১২৫৫هـ ج ২ ص ১৯৭.

الفائدة الخامسة دلالة الإقتران.

প্রশ্ন : ড. ইউসুফ কারযাভী "আল-হালাল ওয়াল হারাম ফীল ইসলাম" গ্রন্থে লিখেছেন- حلق اللحية مكروه فإن الأمر لا يدل علي الوجوب جزما وإن علّل بمخالفة الكفار ، وأقرب مثل علي ذلك هو الأمر بصبغ الشيب مخلافة لليهود والنصاري ، فإن بعض الصحابة لم يصبغوا ، فدلّ علي أن الأمر للإستحباب.

দাড়ি মুণ্ডন মাকরুহে তানযীহী, হারাম নয়। কেননা রাসূলে কারীম ﷺ এর যে কোন আদেশ-ই নিরংকুশভাবে ওয়াজিব হয়ে যায় না, যদিও কাফির-মুশরিকদের বিরোধিতা করার কারণ ভিত্তি হিসেবে উদ্ধৃত হয়। তার অতি স্পষ্ট দৃষ্টান্ত হচ্ছে, ইহুদী ও খ্রিস্টানদের বিরোধিতা করার জন্য খেজাব লাগিয়ে বার্ধক্যের শ্বেতবর্ণ পাল্টে দিতে আদেশ করেছেন। কিন্তু কোন কোন

---

[৩১৩] تحفة المودود بأحكام المولود ১৯৭/১ الباب التاسع فى ختان المولود وأحكامه

সাহাবী এ আদেশ পালন করেননি। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে, এ পর্যায়ের আদেশ মুস্তাহাব।[৩১৪]

* মিসরের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতী শাইখ আলী তানতাভী এক আরবী প্রবন্ধে লিখেছেন- حلق اللحية ليس بحرام দাড়ি মুণ্ডন হারাম নয়। তিনি উক্ত দাবীর উপর কতিপয় দলীল পেশ করেছেন। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ ইহুদি-খ্রিস্টানদের বিরোধিতা করার জন্য যেভাবে দাড়ি লম্বা করার নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনিভাবে জোতা পরিহিতাবস্থায় সালাত আদায়ের এবং খেজাব লাগানোরও নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ জোতা পরে নামায আদায় করা এবং খেজাব লাগিয়ে শ্বেতবর্ণ পাল্টে দেওয়া কোনটাই ওয়াজিব নয়। কাজেই দাড়ি রাখাও ওয়াজিব নয়।[৩১৫]

অর্থাৎ তাদের দৃষ্টিতে দাড়ির হুকুমের একমাত্র কারণ হচ্ছে, বিধর্মীদের বিরুদ্ধাচরণ করা। আর এ কারণ উল্লিখিত হুকুমদ্বয়ে পাওয়া যাওয়া সত্ত্বেও যদি তা ওয়াজিব না হয়, তবে দাড়ির হুকুম ওয়াজিব হবে কেন? সুতরাং দাড়ি মুণ্ডন বা কর্তন হারাম হবে না। এভাবে আরো যারা দাড়ি রাখা ওয়াজিব নয় বরং দাড়ি মুণ্ডন করা জায়েয বা মাকরূহে তানযীহী বলে থাকেন, তাদের বড় যুক্তি ও দলীলসমূহ থেকে উক্ত যুক্তি অন্যতম। তাই সুস্পষ্ট ও গ্রহণযোগ্য দলীলসহকারে এর উত্তর হওয়া দরকার।

উত্তর : উত্তরটি দু'ভাগে বিভক্ত (এক) উক্ত হুকুমদ্বয় ও দাড়ির হুকুমের মাঝে পার্থক্য নিয়ে। (দুই) দাড়ি সম্পর্কীয় হাদীসে "বিধর্মীদের বিরোধিতা কর" এ বাক্যটির স্থান কী বা এটিকে কী বলা হবে "ইল্লত", না অন্য কিছু?

প্রথম ভাগঃ হাদীস বিষয়ক বিভিন্ন কিতাব ও হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ অধ্যায়নের পর এ কথা বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ -এর বিধর্মী তথা মুশরিক-অগ্নিপূজক ও ইহুদী-খ্রিস্টানদের বিরোধিতা করার জন্য দাড়ি লম্বা করার আদেশ এবং ইহুদি-খ্রিস্টানদের বিরোধিতা করার জন্য খেজাব লাগানো ও ইহুদীদের বিরুদ্ধাচরণের জন্য জোতা পরে সালাত আদায়ের নির্দেশ, যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে একই মনে হয়, কিন্তু দাড়ি ও শেষ দুই বিষয়ের হুকুমের মাঝে এমন কিছু পার্থক্য রয়েছে, যা দাড়ি ও শেষ দু'বিষয়ের হুকুম এক না হয়ে ভিন্ন ভিন্ন হতে বাধ্য করে। যে কারণে দাড়ির

---

[৩১৪] আল-হালাল ওয়াল হারাম ফীল ইসলাম বা আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভীর ইসলামে হালাল-হারামের বিধান পৃ. ১৩৭

[৩১৫] ثلاث شعائر ৩৪ بحوالہ ڈاڑھی اور اسلام ১০৯

হুকুমকে শেষ দুই হুকুমের উপর কিয়াস করা কখনো সহীহ ও যৌক্তিক নয়। আমি এখানে এমন দু'টি পার্থক্য তুলে ধরছি, যে পার্থক্যের কারণে শরীয়তের হুকুমসমূহের মাঝে তারতম্য ও ভিন্নতা সৃষ্টি হয়।

প্রথম পার্থক্য: দাড়ি ও শেষ হুকুমদ্বয়ের মাঝে প্রথম পার্থক্য হচ্ছে, যদিও তিন হুকুমের ক্ষেত্রে বিধর্মীদের বিরুদ্ধাচরণের জন্য বলা হয়েছে, কিন্তু শেষ দুই হুকুমের ক্ষেত্রে দেখা যায়, খেজাব লাগানো ও জোতা পরে নামাযের পক্ষে যেভাবে সহীহ হাদীস, নবীজীর আমল ও সাহাবায়ে কেরামের তা'আমুল রয়েছে, তেমনিভাবে এর বিপক্ষেও সহীহ হাদীস, আমল ও তা'আমুলে সাহাবা রয়েছে। যেমন- সংক্ষিপ্তাকারে লক্ষ্য করুন।

খেজাব লাগানোর পক্ষে হাদীসসমূহ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ (صحيح البخاري ৩২০৩) وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غَيِّرُوا شَيْبَكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى (مسند أحمد ৮৩১৮ سنده حسن) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ (سنن النسائي৪৯৯১ حديث صحيح)

নবীজীর আমলী হাদীস

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَعَرًا مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْضُوبًا وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا نُصَيْرُ بْنُ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ ابْنِ مَوْهَبٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَرَتْهُ شَعَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْمَرَ. (البخاري৫৪৪৭)

সাহাবায়ে কেরামের তা'আমুল

وَقَدْ اخْتَضَبَ أَبُو بَكْرٍ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ وَاخْتَضَبَ عُمَرُ بِالْحِنَّاءِ بَحْتًا (صحيح مسلم৪৩২০، مصنف عبد الرزاق ২০১৭৮) وَخَضَّبَ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدهمْ فَكَانَ أَكْثَرهمْ يُخَضِّب بِالصُّفْرَةِ مِنْهُمْ ابْن عُمَر وَأَبُو هُرَيْرَة وَآخَرُونَ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيّ ، وَخَضَّبَ جَمَاعَة مِنْهُمْ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَم ، وَبَعْضهمْ بِالزَّعْفَرَانِ (شرح النووي على مسلم১৯৯\২) وممن كان يخضب بالصفرة علي بن أبي طالب، وابن عمر، والمغيرة بن شعبة، وجرير البجلى، وأبو هريرة، وأنس بن مالك، ومن التابعين عطاء، وأبو وائل، والحسن، وطاوس، وسعيد بن المسيب. (شرح صحيح البخاري لابن بطال ১৭\১৮১)

খেজাব লাগানোর বিপক্ষে হাদীসসমূহ

عن ابن مسعود رضي الله عنه : أن نبي الله صلى الله عليه و سلم كان يكره عشرة خــصال : منها تغيير الشيب (هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه تعليــق الــذهبي في التلخــيص : صحيح. المستدرك على الصحيحين للحاكم৯৪১৮، صحيح ابن حبان ৫৯৯৫) أَخْبَرَنَا سُــوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدِّمَشْقِيُّ ، عَنْ ثَابِت بْن عَجْلاَنَ عَنْ مُجَاهد ، قَالَ : إنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، كَانَ لاَ يُغَيِّرُ شَيْبَهُ ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ : لِمَا لاَ تُغَيِّرُ ، وَقَدْ كَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُغَيِّرُ ؟ فَقَالَ : إِنِّي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، يَقُولُ : مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَا أَنَا بِمُغَيِّرٍ شَيْبَتِي. (المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانيــة ২২৬৩، مسند الشاميين للطبراني২২৪০) عن عمرو بن عنبسة السلمي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من شاب شيبة في الإسلام أو قال : في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة ما لم يخضبها أو ينتفها (مسند الطيالسي ১২৬৫، شعب الإيمان للبيهقي৮১১৬) وروى الطــبري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا من شاب شيبة في الإسلام فهي له نــور إلا أن ينتفها أو يخضبها لكن قال العسقلاني أخرجه الترمذي وحسنه ولم أر في شيء من طرقه الاستثناء المذكور (مرقاة المفاتيح১৩\১৫১)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ خِضَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَخْضِبْ (سنن أبي داود৩৬৯৬ هذا حديث صحيح) وأخرج الطبري من حديث ابن مسعود أن النبي كان يكره تغيير الشيب قال ميرك ولهذا لم يخضب علي وسلمة بن الأكوع وأبي بن كعب وجمع من كبار الصحابة (مرقاة المفاتيح ১৩\১৫২) وَقَدْ قَالَ : مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي غَيْرِ الْمُوَطَّأِ لَمْ يَصْبُغْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَلَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَلَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَلَا السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ وَلَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَلَا ابْنُ شِهَابٍ (المنتقى شرح الموطأ 8\৩৯৪) اختلف الاثار هل خضب النبي أم لا؟ فقال أنس: لم يبلغ النبى عليه السلام من الشيب مايخضب وهو قول مالك، وأكثر العلماء أنه عليه السلام لم يخضب. (شرح البخاري لابن بطال৯\১৯৫) قَالَ الْقَاضِي : قَالَ الطَّبَرَانِيُّ : الصَّوَاب أَنَّ الْآثَار الْمَرْوِيَّة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَغْيِيرِ الشَّيْب ، وَبِالنَّهْيِ عَنْهُ ، كُلّهَا صَحِيحَة ، وَلَيْسَ فِيهَا تَنَاقُض ، بَلْ الْأَمْر بِالتَّغْيِيرِ لِمَنْ شَيْبه كَشَيْبِ أَبِي قُحَافَة وَالنَّهْي لِمَنْ لَهُ شَمَط فَقَطْ قَالَ وَاخْتِلَاف السَّلَف فِي فِعْل الْأَمْرَيْنِ بِحَسَبِ اخْتِلَاف أَحْوَالهمْ فِي ذَلِكَ ، مَعَ أَنَّ الْأَمْر وَالنَّهْي فِي ذَلِكَ لَيْسَ لِلْوُجُوبِ بِالْإِجْمَاعِ ، وَلِهَذَا لَمْ يُنْكِر بَعْضهمْ عَلَى بَعْض خِلَافه فِي ذَلِكَ . قَالَ : وَلَا يَجُوز أَنْ يُقَال : فِيهِمَا نَاسِخ وَمَنْسُوخ . (شرح النووي على مسلم২\১৫৫).

وفي عمدة القاري للعيني(১৫\৯৬) فمن غيره من الصحابة فمحمول على الأول ومن لم يغيره فعلى الثاني مع أن تغييره ندب لا فرض أو كان النهي نهي كراهة لا تحريم لإجماع سلف الأمة وخلفها على ذلك وكذلك الأمر فيما أمر به على وجه الندب والطحاوي رحمه الله مال إلى النسخ بحديث الباب.

উক্ত হাদীস ও তৎসংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা থেকে প্রতিভাত হয়, খেজাব লাগানোর পক্ষে-বিপক্ষে সহীহ হাদীস রয়েছে এবং রয়েছে নবীজীর আমল ও তা'আমুলে সাহাবা। আর তাই মুতাকাদ্দিমীন ও মুতাআখ্খিরীন ওলামায়ে কেরাম একথার উপর একমত হয়েছেন যে, খেজাব লাগিয়ে শ্বেতবর্ণ পাল্টে দেওয়ার নববী হুকুম ওয়াজিব পর্যায়ের নয়।

জোতা পরিহিতাবস্থায় নামায আদায়ের পক্ষে হাদীসসমূহ

عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ. (ابوداؤد ৫৫৬، المستدرك ৯৫৬ هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه الذهبي في التلخيص : صحيح.) وفي رواية قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"صَلُّوا فِي نِعَالِكُمْ ، وَلا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ". (رواه الطبراني كما في الجامع الصغير رامزا لصحته فتح الملهم৪\৯৮)

سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَزْدِيُّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ قَالَ نَعَمْ (صحيح البخاري ৩৭৩، مسلم ৮৬২.) قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ : وَمِمَّنْ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَعْنِي لُبْسَ النَّعْلِ فِي الصَّلَاةِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعُوَيْمِرُ بْنُ سَاعِدَةَ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَسَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ وَأَوْسٌ الثَّقَفِيُّ .وَمِنْ التَّابِعِينَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَالْقَاسِمُ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَمُجَاهِدٌ وَطَاوُسٌ وَشُرَيْحٌ الْقَاضِي وَأَبُو مِجْلَزٍ وَأَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ وَالْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيّ وَإِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَابْنُهُ أَبُو جَعْفَرٍ. (نيل الاوطار৩\১৪৭)

জোতা পরে নামায আদায়ের বিপক্ষে হাদীসসমূহ

عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه و لا عن يساره إلا أن لا يكون عن يساره أحد و ليضعهما بين رجليه (صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه المستدرك ৯৫৪ تعليق الذهبي في التلخيص : على شرطهما، صحيح ابن خزيمة ৯৬৫) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلًا (أبوداؤد ৫৫৭ صحيح) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي يَوْمَ الْفَتْحِ وَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ (مسند أحمد ১৫৪২৯، تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ، أبوداؤد ৫৫৩) أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا لِيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا وَهُوَ كَمَا قَالَ الْعِرَاقِيُّ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ. وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَعْلَيْهِ فَصَلَّى النَّاسُ فِي نِعَالِهِمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَخَلَعُوا فَلَمَّا صَلَّى قَالَ : مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي نَعْلَيْهِ فَلْيُصَلِّ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَخْلَعَ فَلْيَخْلَعْ قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَهَذَا مُرْسَلٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَمِمَّنْ كَانَ لَا يُصَلِّي فِيهِمَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ ، قال الشوكاني : وَيُجْمَعُ بَيْنَ أَحَادِيثِ الْبَابِ بِجَعْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمَا بَعْدَهُ صَارِفًا لِلْأَوَامِرِ الْمَذْكُورَةِ الْمُعَلَّلَةِ بِالْمُخَالَفَةِ لِأَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ الْوُجُوبِ إِلَى النَّدْبِ لِأَنَّ التَّخْيِيرَ وَالتَّفْوِيضَ إِلَى الْمَشِيئَةِ بَعْدَ تِلْكَ الْأَوَامِرِ لَا يُنَافِي الِاسْتِحْبَابَ كَمَا فِي حَدِيثِ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ وَهَذَا أَعْدَلُ الْمَذَاهِبِ وَأَقْوَاهَا عِنْدِي .(نيل الاوطار৩\১৪৮)

দ্বিতীয় বিষয় তথা জোতা পরে নামায আদায়ের ব্যাপারেও আমরা জানতে পারলাম যে, পক্ষে-বিপক্ষে রাসূল ﷺ এর বাণী রয়েছে এবং উভয় দিকে রয়েছে নবীজীর আমল ও সাহাবায়ে কেরামের তা'আমুল। শুধু তাই নয়, বরং খোদ রাসূলুল্লাহ ﷺ জোতা পরে নামায আদায় এবং জোতা ছাড়া নামায আদায়, উভয় দিকে আমাদেরকে এখতিয়ার দিয়েছেন। যেমন তা বর্ণিত হাদীসে লক্ষ্য করেছেন। কাজেই জোতা পরে নামায আদায়ের হুকুম কখনো ওয়াজিব পর্যায়ের হতে পারে না। এ কারণেই বিধর্মীদের বিরুদ্ধাচরণের জন্য জোতা পরে নামায আদায়ের নির্দেশকে কেউ ওয়াজিব বলেননি।

এবার লক্ষ্য করি, বিধর্মীদের বিরোধিতার জন্য দাড়ি লম্বা করার হাদীস সমূহের প্রতি। যাতে পার্থক্যটা পরিষ্কার হয়ে যায়।

বইয়ের শুরু থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে দাড়ি সম্পর্কে قولاً وفعلاً যত হাদীস استدلالاً বর্ণনা করা হয়েছে তন্মধ্যে প্রায় হাদীসে বিধর্মীদের বিরোধিতা করে দাড়ি লম্বা করার কথা বলা হয়েছে। আর কিছু হাদীসে তাদের বিরুদ্ধাচরণের কথা উল্লেখ না থাকলেও হুকুম কিন্তু একই অর্থাৎ দাড়ি লম্বা করার কথা বলা হয়েছে। কাজেই সব হাদীস حكماً বিরোধিতার স্বপক্ষে হাদীস। এভাবে সাহাবায়ে কেরামের একমুষ্টি পরিমাণ দাড়ি রেখে বাকী দাড়ি কেটে ফেলার আমলও বিধর্মীদের বিরুদ্ধাচরণের জন্য দাড়ি লম্বা করার

হুকুমের স্বপক্ষে। (বিপক্ষে কেন নয় এ সম্পর্কে পূর্বে সবিস্তারে আলোচনা হয়েছে।) আর তাই সাহাবাদের উক্ত আমলের কারণে কেউ "দাড়ির হুকুমকে ওয়াজিব পর্যায়ের নয়" একথা বলেননি। এ কারণেই ইমামগণ যেভাবে মুঠোর অতিরিক্ত দাড়ি কাটা হারাম নয় বলেছেন, তেমনিভাবে মুঠোর ভিতরে দাড়ি কাটা জায়েয নয় বলেছেন।

বাকী রইল বিপক্ষের হাদীস নিয়ে আলোচনা। এ পর্যন্ত কেউ এর বিপক্ষে তথা দাড়ি মুণ্ডন বা মুঠোর ভিতরে কর্তন জায়েয অথবা দাড়ির হুকুম ওয়াজিব পর্যায়ের নয় এর উপর কোন সহীহ ও গ্রহণযোগ্য হাদীস বা দলীল দেখাতে সক্ষম হয়নি। হ্যাঁ, কিছু হাদীস রয়েছে, তবে তা গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন- পূর্বে উল্লেখ হয়েছে, "শু'আবুল ঈমানে" বর্ণিত خذ مــن لحيتــك ورأســك এবং "তিরমিযীতে" বর্ণিত- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته ومن عرضها وطولهـا হাদীসদ্বয় ضعيف جداً বরং শেষ হাদীসটিকে কেউ কেউ موضــوع বলেছেন। এভাবে আরো কিছু হাদীস রয়েছে যা সবই গ্রহণযোগ্য নয়। একারণেই দাড়ি মুণ্ডন বা মুঠোর ভিতরে কর্তনের উপর কোন সাহাবীর আমল পাওয়া যায়নি। যেভাবে পাওয়া গেছে খেজাব না লাগানোর উপর এবং জোতা পরে নামায না পড়ার উপর এবং কোন ইমাম দাড়ির হুকুম ওয়াজিব পর্যায়ের নয় এ কথা বলেননি। কাজেই দাড়ির হুকুমকে উক্ত দুই হুকমের উপর কিয়াস করা সহীহ ও যৌক্তিক নয়।

প্রশ্ন : ফকীহ ইবনে হাজার হায়তামী শাফিয়ী (রহ. মৃত্যু ৯৪৭ হি.) "তুহফাতুল মুহতাজ" গ্রন্থে লিখেছেন-

وَصَحَّ عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ كَانَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ مِنْ طُولِ لِحْيَتِه وَعَرْضِهَا وَكَأَنَّهُ مُسْتَنَدُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فِي كَوْنِه كَانَ يَقْبِضُ لِحْيَتَهُ وَيُزِيلُ مَا زَادَ لَكِنْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ الْأَمْرُ بِتَوْفِيرِ اللِّحْيَةِ أَيْ بِعَدَمِ أَخْذِ شَيْءٍ مِنْهَا وَهَذَا مُقَدَّمٌ لِأَنَّهُ أَصَحُّ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى أَنَّهُ لِبَيَانِ أَنَّ الْأَمْرَ بِالتَّوْفِيرِ لِلنَّدْبِ وَهَذَا أَقْرَبُ مِنْ حَمْلِه عَلَى مَا إِذَا زَادَ انْتِشَارُهَا وَكِبَرُهَا عَلَى الْمَعْهُودِ ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ أَئِمَّتِنَا كَرَاهَةُ الْأَخْذِ مِنْهَا مُطْلَقًا وَادِّعَاءُ أَنَّهُ حِينَئِذٍ يُشَوِّهُ الْخِلْقَةَ مَمْنُوعٌ وَإِنَّمَا الْمُشَوِّهُ تَرْكُهُ تَعَهُّدَهَا بِالْغَسْلِ وَالدَّهْنِ .

অর্থাৎ তিনি বলেছেন- ইবনে হাইয়ানের নিকট নবী করীম ﷺ এর দাড়ি কর্তনের ফে'লী হাদীসটি সহীহ। আর এটিকে তিনি ইবনে ওমর (রা.)-এর মুঠোর অতিরিক্ত দাড়ি কর্তনের দলীল ও কারণ হিসেবে বুঝাতে চেয়েছেন। অতঃপর বলেন- তবে বুখারী-মুসলিমের হাদীসে হুকুম হয়েছে দাড়ি থেকে

বিলকুল না কাটার জন্য। আর এ হুকুমই প্রাধান্য পাবে। কেননা তা সবচেয়ে বেশি সহীহ সূত্রে প্রমাণিত। তবে হ্যাঁ, নবীজীর দাড়ি কাটার আমল থেকে এ কথা বুঝা যেতে পারে যে, দাড়ি লম্বা করার ও দাড়ি থেকে বিলকুল না কাটার হুকুম মুস্তাহাব পর্যায়ের। অর্থাৎ সহীহাইনের হাদীসে বিলকুল না কাটার কথা বলা হয়েছে। আর আবু হাইয়ানের নিকট সহীহ হাদীসে নবীজী ﷺ নিজে দাড়ি কাটতেন উল্লেখ হয়েছে। কাজেই দুই হাদীসে বৈপরীত্য দেখা দিলো। আর এ বৈপরীত্য নিরসনে প্রথম পন্থা দেখালেন- প্রথম হাদীস প্রাধান্য পাবে। কারণ তা দ্বিতীয়টার চেয়ে বেশি সহীহ সূত্রে প্রমাণিত। দ্বিতীয় পন্থা বললেন- প্রথম হাদীসে বিলকুল না কাটার হুকুমটি যে ওয়াজিব হুকুম নয়, বরং মুস্তাহাব; এটা জানান দেয়ার জন্য রাসূল ﷺ স্বীয় দাড়ি মোবারক থেকে কেটেছেন।[৩১৬]

কাজেই প্রমাণিত হলো, দাড়ির হুকুম ওয়াজিব পর্যায়ের নয় এবং দাড়ির হুকুমকে উল্লিখিত হুকুমদ্বয়ের উপর কিয়াস করা যথাযথ ও যুক্তিযুক্ত।

উত্তর : ইবনে হাজার হায়তামী (রহ.) যে দাড়ির হুকুমকে ওয়াজিব নয়, বরং মুস্তাহাব বলেছেন, তার ভিত্তি হচ্ছে রাসূল ﷺ এর দাড়ি কর্তনের ফে'লী হাদীস, যা তিনি وصح عند ابن حيان বলে উল্লেখ করেছেন।

এখানে প্রথম কথা হচ্ছে, তিনি ইবনে হাইয়ানের বরাতে যে হাদীস উল্লেখ করেছেন, তা কোন কিতাবে আছে এবং হাদীসটির সনদ কী? হাদীসটি أخلاق النبي صلي الله عليه وسلم وآدابه নামক কিতাবে রয়েছে। মুছান্নিফের পূর্ণ নাম- হাফেজ আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন জাফর বিন হাইয়ান ওরফে আবু শাইখ (মৃত্যু ৩৬৯ হি.)। সনদ-

قَالَ عَبْدَانُ : نَا أَبُو كَامِلٍ ، نَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ....وَعَرْضِهَا.[৩১৭]

বলাবাহুল্য, উক্ত হাদীস তিরমিযীতে বর্ণিত হওয়ার পরও তার যে রাবী অর্থাৎ ওমর বিন হারুন এর কারণে তা অগ্রহণযোগ্য হয়েছিলো, সে রাবী এখানেও বিদ্যমান।

---

[৩১৬] تحفة المحتاج في شرح المنهاج ২০২\৪১ فصل في العقيقة

[৩১৭] أخلاق النبي صلي الله عليه وسلم وآدابه الرقم ৮৩৩

দ্বিতীয় কথা হলো, وصح عند ابن حبان এর অর্থ কী? উক্ত বাক্যর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক অর্থ হচ্ছে, হাদীসটি ইবনে হাইয়ানের নিকট সহীহ। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, উক্ত হাদীস সহীহ সনদে আবু হাইয়ানের নিকট অর্থাৎ তাঁর কিতাবে রয়েছে। বাকী তা তাঁর নিকট সহীহ, না গায়রে সহীহ, তা অজানা। হ্যাঁ, ইবনে হাজার হায়তামী (রহ.) যেহেতু সহীহ সনদের কথা বলেছেন, তাহলে বুঝা গেল, তা তাঁর (হায়তামীর) নিকট সহীহ। কাজেই প্রথম অর্থে ইবনে হাইয়ানের নিকট উক্ত হাদীস সহীহ। দ্বিতীয় অর্থে ইবনে হাজারের নিকট সহীহ। এখানে প্রথম অর্থ মুরাদ নেয়া অনেকটা দুষ্কর। কেননা ইবনে হাইয়ান (রহ.) তাতে শুধু সনদসহ হাদীস জমা করেছেন। কোন হাদীসের ব্যাপারে হুকুম প্রয়োগ করেননি এবং উক্ত কিতাবের শুরুতে বা কোথাও তিনি এ দাবী করেননি যে, তাঁর উক্ত কিতাবে সব হাদীস সহীহ বা গ্রহণযোগ্য। যে কারণে তাতে সহীহ, হাসান, যয়ীফ, অত্যন্ত যয়ীফ এবং দু'একটি মওযু' হাদীসও পাওয়া যায়, যা ইছামুদ্দীন সায়্যিদ-এর তাহকীকে কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত এবং সায়্যিদ আল-জমীলীর তাহকীকে প্রকাশিত উক্ত কিতাব থেকে প্রতিভাত হয়। তাছাড়া কেউ যদি কেবল সনদসহ হাদীস উল্লেখ করে, আর তাতে মওযু' হাদীসও থাকে, এটা যেভাবে লেখকের অগ্রহণযোগ্যতার উপর প্রতীয়মান করে না, তেমনিভাবে উক্ত হাদীসসমূহ তার নিকট গ্রহণযোগ হওয়ারও প্রমাণ বহন করে না। (এ নিয়ে বিস্তারিত কথা সামনে আসবে।) কাজেই প্রথম অর্থ মুরাদ নেয়ার কোন ছুরত আছে বলে মনে হয় না।

এবার দেখা যাক দ্বিতীয় অর্থ। এ অর্থ মুরাদ নিলে বাক্যটির সারঅর্থ হবে, ইবনে হাইয়ানের উক্ত কিতাবে বর্ণিত এ হাদীসটি ইবনে হাজার হায়তামীর নিকট সহীহ। এখন দেখা যাক হাদীসটির সনদ কেমন। আমি পূর্বে ইঙ্গিত দিয়ে এসেছি যে, এ হাদীস তিরমিযীতে বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও যে রাবীর কারণে অগ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছিলো, সে রাবী এখানেও বিদ্যমান। সে রাবী হচ্ছে ওমর বিন হারুন। তার সম্পর্কে ও তার থেকে তিরমিযীতে বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে কিছু মুহাদ্দিস ও ইমামগণের এ অভিমত উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে "মাতরুক"। আর তার উক্ত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। আর সে একই রাবী এখানেও যেহেতু বিদ্যমান, কাজেই এ হাদীসের ব্যাপারেও একই সিদ্ধান্ত।

আরো বেশি এতমিনান হওয়ার জন্য নিম্নে তার সম্পর্কে ও তার উক্ত হাদীস সম্পর্কে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মুহাদ্দিসগণের আরো কিছু অভিমত তুলে ধরছি, যা থেকে প্রতীয়মান হবে, প্রায় মুহাদ্দিস "মাতরুক" হওয়ার সিদ্ধান্ত

দিয়েছেন। আর কেউ কেউ যে তার প্রসংশা করেছেন, তা কেন করেছেন সে রহস্য শাইখ আওয়ামা (দা.বা.) "আল-কাশেফ"-এর টীকায় উদঘাটন করে দিয়েছেন।

قال الزيلعي : عُمَر بْن هَارُونَ ، وَهُوَ مَجْرُوحٌ ، تَكَلَّمَ فِيه غَيْرُ وَاحِد مِنْ الْأَئِمَّة ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : لَا أَرْوِي عَنْهُ شَيْئًا ، وَقَالَ ابْنُ مَعِين : لَيْسَ بِشَيْء ، وَكَذَّبَهُ ابْنُ الْمُبَارَك ، وَقَالَ : قَدِمَ عُمَرُ بْنُ هَارُونَ مَكَّةَ بَعْدَ مَوْت جَعْفَر بْن مُحَمَّد ، فَزَعَمَ أَنَّهُ رَآهُ وَحَدَّثَ عَنْهُ .وَقَالَ النَّسَائِيّ : مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ صَالِحٌ جَزَرَةُ : كَانَ كَذَّابًا ، وَسُئِلَ عَنْهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ، فَضَعَّفَهُ جِدًّا.

(نصب الراية২\২৬১)

وفى (مجمع الزوائد ১০/২৮৬) رواه أبو يعلى وفيه عمر بن هرون البلخى وهو متروك.

قال السيوطي : عمر بن هارون بن يزيد بن جابر الثقفي مولاهم البلخي. روى عن الثوري وشعبة والأوزاعي وعدة وعنه أحمد وقتيبة وعفان وخلق. كذبه ابن معين وتركه أحمد وغيره مات سنة أربع وتسعين ومائة. (طبقات الحفاظ ১\২৬)

قال علي المتقي : عن ابن عباس قال : لما جاء نعي جعفر... اللهم اخلف جعفرا في ولده (طب) وأبو نعيم (كر) وفيه : عمر بن هارون متروك (كنز العمال ৩৬৯১১ ، ১৩\৩২২ علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي المتوفى سنه ৯৭৫)

قال الألباني : تفرد به عمر بن هارون البلخي . قلت : و هو متروك كما قال الحافظ في " التقريب " فقول الحافظ العراقي فيما نقله المناوي : " سنده جيد " ليس بجيد ، كيف و البلخي هذا قد كذبه ابن معين و غيره كما تقدم في الحديث (২৮৮) ؟ ! قلت : فلشدة ضعفه لا يصلح أن يستشهد بحديثه.والله الموفق. (سلسلة الأحاديث الضعيفة ৩\২৫০)

قال الذهبى فى (الكاشف) واه اتهمه بعضهم ؛ قال الشيخ عوامة حفظه الله تعالى في حاشيته بعد التحقيق والتفتيش : والذي ينبغي أن يقال في حق الرجل يعني عمر بن هارون : إنه كان صاحب عقيدة سنية ؛ شديداً علي المرجئة فى بلده ؛ فمدحه من مدحه من أجل هذا؛ أما من حيث الرواية والصدق فمتهم ؛ وقول الحاكم عنه (أصل في السنة) يريد : سنية العقيدة ؛ لا السنة بمعنى الحديث الشريف وروايته. (الكاشف بتحقيق عوامة ২/৯০ الرقم ৪১১৮).

قال الترمذي : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ و سَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَعِيلَ يَقُولُ عُمَرُ بْنُ هَارُونَ مُقَارِبُ الْحَدِيث لَا أَعْرِفُ لَهُ حَدِيثًا لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ أَوْ قَالَ يَنْفَرِدُ بِه إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَته مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيث عُمَرَ بْنِ هَارُون (২৬৮৬) قال العقيلي : كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها ولا يعرف إلا به.

(ضعفاء العقيلي ٣\١٩٥) وفي شعب الإيمان للبيهقي (٦١٦٩) كان يأخذ من عرض لحيته وطولها بالسوية. قال البيهقي: عمر بن هارون البلخي غير قوي ولا أدري من رواه عن أسامة غيره. لكن قال ابن عدي في (الكامل ٥\٣١) و قد روى هذا عن أسامة غير عمر بن هارون. قلت: الذى ذكره ابن عدي علي ضد ما اتفق عليه النقاد الأربعة البخاري والترمذي والعقيلي والبيهقي من تفرد عمر بهذا الحديث ، وكأنه لهذا تساءل البيهقي عمن رواه عن أسامة غير عمر؟ والله أعلم بالصواب.

পাঠকমণ্ডলী! মুহাদ্দিসগণের উক্ত অভিমতসমূহের আলোকে নির্দ্বিধায় এ কথা বলা যায় যে, "ওমর বিন হারুন" একজন 'মাতরুক' (পরিত্যাজ্য) ও 'মুত্তাহাম' (অভিযুক্ত) বর্ণনাকারী। অধিকন্তু সে উক্ত হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে 'মুতাফাররিদ' (একক), যা ইমাম বুখারী, ইমাম বায়হাকী ও ওকাইলী (রহ.) বলেছেন। আর এ ধরনের রাবীর এমন রেওয়ায়ত নিঃসন্দেহে ضعيف جـــداً তথা অত্যন্ত দুর্বল বর্ণনা। বরং কেউ কেউ তো মওযু' পযর্ন্ত বলেছেন।

"উলূমুল হাদীসের" ছাত্র বা এ সম্পর্কে যাদের জ্ঞান আছে তারা জানেন যে, এমন রাবী ও হাদীসের "মুতাবা'আত" ও "ইসতিশহাদ"ও অকার্যকর এবং অগ্রহণযোগ্য। যেমনটি ইঙ্গিত করেছেন তার সম্পর্কে শাইখ আলবানী (রহ.)। সুতরাং এ কথা যখন প্রমাণিত হল যে, উক্ত হাদীস কোনভাবেই সহীহ ও প্রমাণযোগ্য নয়, আর ইবনে হাজার হায়তামী (রহ.)-এর দাড়ির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত আমর ওয়াজিবের জন্য নয় বরং মুস্তাহাবের জন্য বলার ভিত্তি ছিলো উক্ত হাদীস, কাজেই তাঁর উক্ত মন্তব্য কাবেলে কবুল ও গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া অধমের জানা মতে হায়তামী-ই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি উক্ত হাদীসকে সহীহ বলেছেন এবং أن الأمر بـــالتوفير للنـــدب তথা দাড়ির ক্ষেত্রে আমর মুস্তাহাব পর্যায়ের বলেছেন। আর কেউ এ কথা বলেননি।

হতে পারে, ওমর বিন হারুন যেমন উক্ত হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে মুতাফাররিদ, হায়তামী (রহ.)ও উক্ত মন্তব্যর ক্ষেত্রে মুতাফাররিদ।

উক্ত আলোচনা থেকে এ কথা পরিষ্কার হলো যে, দাড়ি ও বাকী দুই হুকুমের মাঝে এমন পার্থক্য রয়েছে, যা উভয়ের হুকুম এক না হয়ে ভিন্ন হতে বাধ্য করে এবং দাড়ির হুকুমকে বাকী হুকুমদ্বয়ের উপর কিয়াস করা থেকে নিষেধ করে।

একটি কথা না বললে না শুকর গুযারী হবে। তা হচ্ছে, হায়তামী (রহ.)-এর "তুহফার" যে নুসখা আমার কাছে ছিল, তাতে লেখা ছিলো وصح عند ابـــن

حبان অর্থাৎ ইবনে হিব্বান লেখা ছিলো। ফলে আমি ইবনে হিব্বানের "সহীহ" ও "আছ-ছিকাত"-সহ অনেক কিতাবে তালাশ করলাম কিন্তু ফলপ্রসূ হলাম না। যে কারণে অনেক পেরেশানী হল। পরে আল্লাহর রহমত শামিলে হাল হলো যে, হযরত মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব হুজুর (দা. বা.)-এর কাছে বিষয়টি জানালে, তিনি বললেন- অনেক সময় ভুলক্রমে ي এর স্থানে ب লেখা হয়। তাই ইবনে হাইয়ানের উক্ত কিতাবে দেখা যেতে পারে। অতঃপর যখন মুরাজা'আত করলাম, বাস্তবে তা পেলাম। جزاهم الله خيراً

দ্বিতীয় পার্থক্য:

প্রথম দুই বিরোধিতার হুকুমের মাঝে আর বিধর্মীদের বিরোধিতা করে দাড়ি লম্বা করার হুকুমের মাঝে দ্বিতীয় পার্থক্য হচ্ছে, প্রথম দুই বিষয় অর্থাৎ খেজাব লাগানোর হুকুম এবং জোতা পরে সালাত আদায় করার হুকুমের কারণ হিসেবে হাদীসসমূহে শুধু একটি কারণের কথা উল্লেখ রয়েছে। আর তা হচ্ছে, বিধর্মীদের বিরুদ্ধাচরণ করা। যেমন- ইতোপূর্বে এ সম্পর্কীয় হাদীসে তা প্রত্যক্ষ করেছেন।

কিন্তু দাড়ি সংক্রান্ত হাদীসে উক্ত কারণ ছাড়া আরো কিছু কারণের কথাও উল্লেখ রয়েছে। যেমন-

(ক) عشر من الفطرة منها إعفاء اللحيـــة দশটি কাজ ফিতরত তথা সকল নবী-রাসূলের সুন্নাত। তন্মধ্যে একটি দাড়ি বৃদ্ধি করা। (মুসলিম ১/১২৮)

(খ) ইবনে হিব্বানে বর্ণিত সহীহ হাদীসে এসেছে إن فطرة الإسلام إعفاء اللحية অর্থাৎ ইসলামী কৃষ্টি-কালচার হচ্ছে, দাড়ি বৃদ্ধি করা। (ইবনে হিব্বান ১২৩৮)

(গ) أمرني ربي بإعفاء لحيتي রাসূল ﷺ বলেন- আমাকে আমার প্রভু দাড়ি বৃদ্ধি করার হুকুম করেছেন। (তারীখে তাবারী ২/২৯৫, হাদীসটি হাসান) অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- عن ابن عمر رضـــ أن النبي صلي الله عليه وسلم أنه أمر بإعفاء اللحيـــة. ইবনে ওমর (রা.) বলেন- রাসূল ﷺ (আমাদেরকে) দাড়ি বৃদ্ধি করার হুকুম করেছেন। (মুসলিম ১/২৮) ইবনে আবী শায়বাতে সহীহ মুরসাল হাদীসে এসেছে- في ديننا أن نجز الشارب وأن نعفي اللحية রাসূল ﷺ বলেন- আমাদের ধর্ম হচ্ছে, গোঁফ খাটো করা আর দাড়ি বৃদ্ধি করা। (ইবনে আবী শায়বাহ ৮/৩৭৯) এতো হচ্ছে, হাদীসে বর্ণিত কারণসমূহ। এছাড়া মুফাস্‌সিরীনে কেরাম বলেছেন- দাড়ি দ্বারা আল্লাহ তাআলা পুরুষদেরকে

সম্মান দান করেছেন, যা বইয়ের শুরুতে বলা হয়েছে। আর ফুকাহায়ে কেরাম ও ইমামগণ বলেছেন- দাড়ি মুণ্ডন মহিলাদের সাদৃশ্য স্থাপন, চেহারাকে মুছলা করণ ও আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতির বিকৃতকরণ।

তাহলে বুঝা গেল, দাড়ির হুকুমের অনেকগুলো কারণ রয়েছে, কিন্তু বাকী দুই হুকুমের একটাই মাত্র কারণ। আর যে হুকুমের অনেকগুলো কারণ থাকে এবং যে হুকুমের একটাই মাত্র কারণ হয়- উভয় হুকুম যে এক হবে না, তা তো বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রশ্ন : হাফেজ জালালুদ্দীন সুয়ূতী শাফিয়ী (রহ. মৃত্যু ৯১১ হি.) الدر المنثور في التفسير المأثور গ্রন্থে خذوا زينتكم عند كل مسجد আয়াতের ব্যাখ্যায় হাদীস নকল করেছেন- وأخرج ابن عدي وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا زينة الصلاة قالوا : وما زينة الصلاة؟ قال : البسوا نعالكم فصلوا فيها.

রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত, তোমরা নামাজে সৌন্দর্য গ্রহণ করো। সাহাবারা বললেন- নামাজের সৌন্দর্য কী? তিনি বললেন- জোতা পরে নামায আদায় করা।

উক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায়, জোতা পরে নামাজ পড়ার হুকুম শুধু বিধর্মীদের বিরুদ্ধাচরণের জন্য নয় বরং নামাজের সৌন্দর্য্যেও তার একটি কারণ। তাহলে পার্থক্য বাকী থাকল কোথায়?

উত্তর : হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ. মৃত্যু ৮৫২ হি.) বলেন-

وَرَدَ فِي كَوْنِ الصَّلَاة فِي النِّعَال مِنْ الزِّينَة الْمَأْمُور بِأَخْذِهَا فِي الْآيَة حَدِيث ضَعِيف جِدًّا أَوْرَدَهَا ابْن عَدِيّ فِي الْكَامِل وَابْن مَرْدَوَيْهِ فِي تَفْسِيره مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَالْعُقَيْلِيّ مِنْ حَدِيث أَنَس اه قال الشيخ البنوري : ولا شأن لمثل هذا الضعيف في باب الأحكام.

অর্থাৎ হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল সূত্রে প্রমাণিত।[৩১৮]

কাযী শওকানী (রহ.) উক্ত হাদীসকে الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة গ্রন্থে ইবনে আদী, ওকাইলী, ইবনে হিব্বান ও খতীব বাগদাদীর বরাতে নকল করে বলেছেন- ইবনে হিব্বান ও ইবনে আদীর সনদে মিথ্যাবাদী রয়েছে। কাজেই তা দ্বারা দলীল গ্রহণ বৈধ নয়।[৩১৯]

---

[৩১৮] মা'আরিফুস সুনান শরহে তিরমিযী ৪/৭

[৩১৯] দরসে তিরমিযী ২/১৬৬

আল্লামা সুয়ূতী (রহ.) তাতে উক্ত হাদীস ব্যতীত হযরত আলী, ইবনে মাসউদ (রা.)-এর রেওয়ায়াতও বিভিন্ন হাদীসের কিতাবের বরাতে নকল করেছেন। কিন্তু ঐ সকল রেওয়ায়াত সহীহ কি না এ ব্যাপারে কথা রয়েছে, বরং তন্মধ্যে অধিকাংশ রেওয়ায়ত অত্যন্ত দুর্বল।[৩২০]

কাজেই জোতা পরে নামাজের হুকুমের একটাই মাত্র কারণ। আর তা হচ্ছে, বিধর্মী তথা ইহুদীদের বিরুদ্ধাচরণ।

জেনে রাখা ভাল, দাড়ি সংক্রান্ত কিছু গ্রন্থে দাড়ির হুকুমের একটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, اللحية زينة الرجـــال অর্থাৎ দাড়ি পুরুষদের জন্য সুন্দরের বস্তু। কথাটি বাস্তব ও সত্য হওয়ার ক্ষেত্রে কোন সন্দেহ নেই। তবে কথা হচ্ছে, এর ভিত্তি স্বরূপ কোন হাদীস আছে কি না? কিছু গ্রন্থে এর ভিত্তি ও দলীল স্বরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। سبحان من زين الرجال باللحي পবিত্রতা বয়ান করছি ঐ সত্তার যিনি পুরুষকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন দাড়ি দ্বারা। কিন্তু আমি যতটুকু তাহকীক করেছি, উক্ত বাক্যকে হাদীস হিসেবে উল্লেখ করা ঠিক হবে না। উস্তাদে মুহতারাম, হযরত মাওলানা জুনাইদ শওক সাহেব (দা. বা.) একটি কথা বলেন- কথা সত্য ও বাস্তব হওয়া এক কথা। আর তা হাদীস হওয়া আরেক কথা। কারণ সব সত্য কথা হাদীস নয় এবং কথা সত্য হওয়ার জন্য তা হাদীস হওয়া অপরিহার্য নয়।

আহলে ইলমের উদ্দেশ্যে উক্ত বাক্যটি হাদীস কি না, এ সম্পর্কে কিছু তথ্য তুলে ধরছি।

سُبْحَانَ مَنْ زَيَّنَ الرِّجَالَ بِاللُّحَى ، وَالنِّسَاءَ بِالذَّوَائِبَ.

روي الحديث مرفوعاً وموقوفاً: أما المرفوع : فأخرجه الديلمي في "مسند الفردوس" (৬৬/৩ مخطوط) من طريق الحاكم وقال الحاكم : أخبرنا بن عصمة ، حدثنا الحسين بن داود بن معاذ ، حدثنا النضر بن شميل ، حدثنا عوف ، عن الحسن ، عن عائشة –رضي الله عنها– ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ملائكة السماء يستغفرون لذوائب النساء ولحى الرجال ، يقولون : سبحان الله الذي زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب " .

وأما الموقوف : فرواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (৩৪৩/৬৬) من طريق الخليل بن أحمد بن محمد بن الخليل نا أبو عبد الله محمد بن معاذ بن فهد النهاوندي –وسمعته يقول لي مائة وعشرون سنة وقد كتبت الحديث ولحقت أبا الوليد الطيالسي والقعنبي وجماعة من نظرائهم ثم ذكر أنه

---

[৩২০] দরসে তিরমিযী ২/১৬৫ টী. ২

تصوف ودفن الحديث الذي كتبه أول مرة ثم كتب الحديث بعد ذلك وذكر أنه حفظ من الحديث الأول حديثا واحدا وهو ما حدثنا به -: نا محمد بن المنهال الضرير نا يزيد بن زريع نا روح بن القاسم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال إن يمين ملائكة السماء والذي زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب.

الحكم عليه مرفوعاً وموقوفاً : أما المرفوع فآفته الحسين بن داود بن معاذ البلخي ، قال الخطيب البغدادي : ولم يكن الحسين بن داود ثقة فإنه روى نسخة عن يزيد بن هارون عن حميد عن أنس أكثرها موضوع (تاريخ بغداد ٨\٤٤) قال الذهبي : الحسين بن داود، أبو على البلخى.عن الفضيل بن عياض وعبد الرزاق. قال الخطيب: ليس بثقة، حديثه موضوع.

(ميزان الاعتدال١\٥٣٤)

قال العسقلاني : قال الخطيب: ليس بثقة حديثه موضوع.....قلت : ولفظ الخطيب لم يكن ثقة نه روى نسخة عن يزيد بن حميد عن أنس أكثرها موضوع وقال الحاكم في التاريخ: روى عن اعة لا يحتمل سنه السماع منهم كمثل ابن المبارك وأبي بكر بن عياش وغيرهما. وله عندنا عجائب يستدل بها على حاله. (لسان الميزان١\٥٢٢). من قضى حاجة المسلم في الله كتب الله له عمر الدنيا سبعة آلاف سنة صيام نهاره وقيام ليله. (ابن عساكر عن أنس وفيه الحسين بن داود البلخي قال الخطيب : ليس بثقة حديثه موضوع). (كنز العمال\٦ 888)

الحسين بن داود البلخى عن عبد الرزاق والكبار ليس بثقه ولا مأمون متهم (المغني في الضعفاء للإمام الذهبي١\١٩٥) وتابعه كذاب آخر وهو الحسين بن داود البلخي عن شقيق (المنار المنيف في الصحيح والضعيف للإمام ابن قيم الجوزية ١\١٦) عائشة رفعته " ملائكة السماء... بالذوائب " فيه ابن داود ليس بثقة. (تذكرة الموضوعات للعلامة محمد طاهر بن علي الهندي الفتني المتوفي سنة ٩٨٦ هـ.١\١٦٥)

وقد ذكره المناوي في فيض القدير(٦/١8) : موقوفاً على عائشة -رضي الله عنه- بلا إسناد بلفظ : "كانت عائشة تقسم فتقول: والذي زين الرجال باللحى". ولا أعلم له أصلاً موقوفاً على عائشة -رضي الله عنها- .والله أعلم

وأما الموقوف فآفته محمد بن معاذ النهاوندي ، قال الحافظ ابن عساكر بعد الرواية : "هذا حديث منكر جداً وإن كان موقوفاً، وليت النهاوندي نسيه فيما نسي، فإنه لا أصل له من حديث محمد بن المنهال والله اعلم" . (تاريخ دمشق لعلي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله الشافعي المعروف بابن عساكر المتوفى ٥٩١ هـــ٦٦\٥٨٥)

(١٥) أثر أبي هريرة إن يمين ملائكة السماء والذي زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب

(كر) وقال منكرا لا أصل له

(১৪) حديث ملائكة السماء يستغفرون لذوائب النساء ولحى الرجال يقولون سبحان الذي زين الرجل باللحى والنساء بالذوائب (حا) من حديث عائشة وفيه الحسين بن داود ابن معاذ البلخي (تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لأبي الحسن علي بن محمد بن عرّاق الكناني১\২৪৯)

قال الألباني : ৬০২৫- (ملائكة السماء... بالذوائب) . موضوع .أخرجه الديلمي في "مسند الفردوس" (৩/৬৬) من طريق الحاكم ... عن عائشة مرفوعا. قلت : وهذا موضوع ؛ آفته الحسين هذا – وهو : البلخي – : قال الخطيب(৮/88) : "لم يكن ثقة ؛ فإنه روى نسخة عن يزيد بن هارون عن حميد عن أنس ؛ أكثرها موضوع " . ثم ساق له الحديث المتقدم برقم (৮০৮) ، وقال : "وهو موضوع ؛ ورجاله كلهم ثقات ؛ سوى الحسين " وتقدم له حديث آخر برقم (৯৮০) ، وأن ابن الجوزي قال فيه : "وضاع ".وله حديث رابع مضى برقم (12) وقد روي حديث الترجمة موقوفا بلفظ : "إن يمين.. بالذوائب ! " .أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق " (১৫/৩৮৯ – المدينة) من طريق الخليل ابن أحمد.. عن أبي هريرة قال : ... فذكره موقوفا . وقال ابن عساكر : "هذا حديث منكر جدا ، وإن كان موقوفا ، وليت النهاوندي نسيه فيما نسي ؛ فإنه لا أصل له من حديث محمد بن المنهال . والله أعلم " . قلت : والنهاوندي هذا واه عند الذهبي ، كما تقدم في الحديث الذي قبله . والله أعلم .

(تنبيه) : لقد عزا الشيخ العجلوني في "كشف الخفاء" الحديث للحاكم عن عائشة! فأوهم أنه في "المستدرك " ؛ لأنه المعني عند أهل العلم إذا أطلق العزو إليه ، وليس فيه! والظاهر أنه في كتابه الآخر : "تاريخ نيسابور" ؛ لأنه ترجم له فيه ؛ كما في "لسان الحافظ " . ثم إن هذا العزو مع السكوت عن بيان حال الحديث مما يدلنا على أن العجلوني علمه في الحديث ؛ إنما هو النقل دون النظر في الأسانيد والمتون والتحقيق فيها .ونحوه عبدالرؤوف المناوي ؛ فقد سبقه إلى عزو الحديث في كتابه "كنوز الحقائق " (ص ১৪২ ج ১ – هامش "الجامع الصغير") إلى الحاكم مطلقا لم يقيده ، وساكتا عليه كما هي عادته!! ولم يذكر إلا الشطر الثاني منه .وقلده في ذلك آخرون ؛ منهم الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي في رسالة "وجوب إعفاء اللحية" (ص ৩২ – توزيع إدارة البحوث العلمية) ؛ فإنه جزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ! وعلقت عليه الإدارة بما تقدم عن المناوي! دون أي تعقيب عليه! واغتر بعضهم بالمفهوم من إطلاق المناوي عزوه إلى الحاكم ، فعزاه إلى الحاكم في "المستدرك " ؛ كما فعل الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي فيما نقله الأخ محمد إسماعيل الإسكندراني في آخر كتابه "أدلة تحريم حلق اللحية" ، وأقره! فالله

المستعان على غربة هذا العلم في هذا الزمان ، وتساهل أهله في نسبة ما لم يصح من الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم .(سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ١٣\٥٢-٥٣) ولقد ذكره بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى "ولقد كرمنا بني آدم" لكن أحداً منهم لم يسنده انظر القرطبي (١٠/٢٥٤) وفتح القدير (٣/٣٥٠) والبغوي (١/١٥٨)

তানবীহ: শাইখ আজলুনী (রহ. মৃত্যু ১১৬২ হি.) كشف الخفاء নামক কিতাবে বলেছেন-

(سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب) رواه الحاكم عن عائشة وذكره في تخريج أحاديث مسند الفردوس للحافظ ابن حجر في أثناء حديث بلفظ ملائكة السماء يستغفرون لذوائب النساء ولحى الرجال ويقولون سبحان الذي زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب – أسنده عن عائشة . (كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس للمحدث الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي ١\888)

এখানে কথা হচ্ছে, আজলুনী (রহ.) যদিও বলেছেন ইবনে হাজার (রহ.) উক্ত হাদীস "মুসনাদুল ফেরদৌসের" তাখরীজে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ইবনে হাজার এটার ব্যাপারে কোন কালাম করেছেন কি না তা উল্লেখ করেননি। তদুপরি তিনিও কিছু বলেননি।

আমি অধম অনেক কষ্টে ইবনে হাজারের উক্ত তাখরীজের মাখতূত (হস্ত লিখিত) কপি সংগ্রহ করেছি। যার নাম تسديد القوس مختصر مسند الفردوس অথবা الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس مما ليس في الكتب المشهورة তাতে দেখলাম তিনি বলেছেন- وقال الحاكم : أخبرنا ابن عصمة الخ হাদীসটি উল্লেখ করার পর তিনি কিছুই বলেননি। অথচ এই হাদীসের পূর্বের কিছু হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করেছি। তো দেখলাম কোন হাদীসের রাবী সম্পর্কে বলেছেন, كذاب কারো ক্ষেত্রে متروك কারো ক্ষেত্রে ضعيف আবার কারো ক্ষেত্রে ضعيف جدا বলেছেন। তাছাড়া আরো লক্ষ্য করলাম এমন কিছু হাদীসের প্রতি, যা সহীহ হওয়ার উপর যথেষ্ট কালাম রয়েছে, কিন্তু তা উল্লেখ করার পর তিনি কিছুই বলেননি। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, তিনি প্রত্যেক হাদীসের ব্যাপারে কালাম করার ইলতিযাম করেননি। যা হোক এখন কথা হচ্ছে, এ হাদীসের ব্যাপারে কী ফায়সালা? অধমের মতে ইবনে হাজার (রহ.) যেহেতু এ হাদীস উল্লেখ করার পর কিছুই বলেননি এবং তার মুকাদ্দিমাতে তিনি একথাও বলেননি যে, যে হাদীসের উপর আমি কোন কালাম করব না, তা সহীহ বা

হাসান। যেমনটি বলেছেন "ফাতহুল বারীর" মুকাদ্দিমায়। তাছাড়া তিনি হাদীসটি সনদসহ উল্লেখ করেছেন। والقاعدة : أن من أسند فقد أحالــك যাতে রয়েছে হুসাইন বিন দাউদ বিন মু'আয আল-বলখীর মত রাবী, যার সম্পর্কে অনেক মুহাদ্দিস বরং খোদ ইবনে হাজার (রহ.)ও "লিসানুল মীযান" এ খতীব বাগদাদীর বরাতে বলেছেন ليس بثقة ، حديثــه موضــوع এবং তার এ হাদীসকে "মাজমাউ বিহারিল আনওয়ার" এর লেখক আল্লামা তাহের পাটনী (রহ. মৃত্যু ৯৮৬ হি.) تــذكرة الموضــوعات গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, তাই এ হাদীসকে সহীহ বা গ্রহণযোগ্য বলার কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না।[৩২১] والله أعلم بالصواب

সারকথা: দাড়ির হুকুমের সাথে এবং খেজাব লাগানো ও জোতা পরে সালাত আদায়ের হুকুমের সাথে যদিও বিধর্মীদের বিরুদ্ধাচরণের নির্দেশনা রয়েছে এবং এ দৃষ্টিকোণ থেকে হুকুমত্রয় এক। কিন্তু দাড়ি ও বাকী দুই হুকুমের মাঝে এমন কিছু পার্থক্য রয়েছে, যা দুই হুকুমের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে এবং হুকুমদ্বয় এক রকম হতে নিষেধ করে। সুতরাং দাড়ির হুকুমকে বাকী হুকুমদ্বয়ের উপর কিয়াস করা কোনক্রমেই সহীহ ও যৌক্তিক নয়।

দ্বিতীয় ভাগ: প্রিয় পাঠক! একটি প্রশ্ন থেকে যায়, উক্ত আলোচনা থেকে বুঝতে পারলাম, হুকুমদ্বয়ের ক্ষেত্রে "বিধর্মীদের বিরুদ্ধাচরণ কর" বাক্যটি হুকুমদ্বয়ের একমাত্র কারণ হিসেবে উল্লেখ হয়েছে, তাহলে দাড়ির ক্ষেত্রে

---

[৩২১] উল্লেখ্য, আমাদের অনেকের ভুল ধারণা যে, কেউ যদি সনদসহ হাদীস উল্লেখ করে/কিতাবে লিপিবদ্ধ করে আর তিনি একথার ঘোষণা না দেন যে, এখানে বর্ণিত হাদীসসমূহ আমার নিকট সহীহ বা আমি সহীহ হাদীস লিপিবদ্ধ করার ইলতিযাম করেছি এবং লেখক হাদীসের উপর প্রমাণও গ্রহণ করেননি। এরপরও আমরা ঐ সমস্ত হাদীসকে সহীহ মনে করি। এটা ঠিক না বরং এতে করণীয় হচ্ছে, হাদীসের সনদ নিয়ে তাহকীক করে হুকুম নির্ণয় করা। এভাবে কোন মুছান্নিফ সনদসহ হাদীস উল্লেখ করে আর এতে যদি অনেক বা অধিকাংশ হাদীস যয়ীফ-মওযু' থাকে তখন মুছান্নিফ সম্পর্কে খারাপ ধারণা করাও ভুল। যেমন- مسند الفــردوس এটি মূলত আবু শুজা' শীরুয়াহ ইবনে শহরদার (রহ. মৃত্যু ৫০৯হি.)-এর কিতাব। যার নাম زهر الفردوس بمأثور الخطــاب যাতে তিনি দশ হাজার হাদীস সনদ ছাড়া লিপিবদ্ধ করেছেন। অতঃপর তাঁর ছেলে আবু মানছুর শহরদার বিন শীরুয়াহ বিন শহরদার দায়লামী (রহ. মৃত্যু ৫৫৮ হি.) ঐ দশ হাজারের সনদ উল্লেখ করে তার সাথে আরো সাত হাজার, মোট সতের হাজার হাদীস সনদসহ লিপিবদ্ধ করেছেন। যার নাম "মুসনাদুল ফেরদৌস"। এর লিখক একজন ছিকাহ ও বুজুর্গ ব্যক্তি। তার সম্পর্কে খারাপ ধারণা করা অজ্ঞতা ছাড়া কিছুই নয়। তাহলে তিনি এত জাল হাদীস লিপিবদ্ধ করলেন কেন? উত্তর أن مــن أســند فقــد أحالــك যে সনদসহ হাদীস বর্ণনা করল, সে তাহকীকের ভার তোমার উপর ছেড়ে দিল।

বাক্যটি কি হিসেবে উল্লেখ হয়েছে? রাসূল ﷺ দাড়ির হুকুমের সাথে বাক্যটি কেন উচ্চারণ করেছেন? বা শরীয়তের আহকামের দৃষ্টিতে বাক্যটির স্থান কী এবং দাড়ির হুকুমের সাথে বাক্যটির কী ধরণের সম্পর্ক রয়েছে?

উত্তর : উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর বুঝার জন্য প্রথমে আমাদের কিছু পরিভাষা বুঝতে হবে।

হুকুম (حكم), ইল্লত (علت) ও হিকমত (حكمت)। হুকুম বলা হয় কোন আদেশ বা নিষেধকে। ইল্লতের অর্থ হচ্ছে কারণ। শরীয়তের পরিভাষায় ইল্লত বলা হয়, যা কোন হুকুম (আদেশ হোক বা নিষেধ) পালন করা আবশ্যকীয় হওয়ার (واجب التعميل) অনিবার্য কারণ (لازمى علت) হয়। অর্থাৎ তা এমন একটি আলামত বা চিহ্ন, যা দেখা মাত্রই আদেশ পালনকারী মনে করে যে, আমার জন্য উক্ত হুকুম পালন করা অত্যাবশ্যাক। হিকমতের অর্থ হচ্ছে ফায়দা, উপকারিতা। পরিভাষায় বলা হয় ঐ ফায়দা বা উপকারিতাকে যা কোন হুকুম প্রণয়নের সময় আইন প্রণেতার দৃষ্টিতে থাকে।

হিকমত এবং ইল্লত

সর্বকালেই বিদগ্ধ ওলামায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, শরয়ী বিধানের নির্ভরতা ও স্থিতি তার হিকমতের উপর নয়; বরং তার ইল্লত বা কার্যকারণের উপর স্থিত। বর্তমানে অনেকেই এ 'হিকমত' ও 'কার্যকারণের' পার্থক্য বুঝে উঠেন না। মূল আলোচনার পূর্বে এ দু'টি বিষয়ের পার্থক্য-জ্ঞান হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কোন আইনের অবশ্য পালনীয় হওয়ার অনিবার্য উপকরণকে ইল্লত বা কার্যকারণ বলা হয়। এর মর্যাদা এমন একটি অপরিহার্য চিহ্নের ন্যায়, যা দেখার সাথে সাথে আইনের প্রতি অনুগতদের উপর সে নির্দেশ পালন করা আবশ্যিক হয়ে পড়ে। এবং আইন প্রণয়নের সময় যেসব ফায়দা ও কল্যাণের প্রতি আইন প্রণেতার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে, সেগুলোকে বলা হয় হিকমত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কোরআনে কারীমে মদ নিষিদ্ধ হওয়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে এবং নেশাকে মদ নিষিদ্ধ হওয়ার অনিবার্য চিহ্নরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অতএব, যে জিনিসে নেশা পাওয়া যাবে, তা-ই পান করা নিষিদ্ধ হবে। এটাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার মধ্যে বহু কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তার মধ্যে একটি হল, মদ্য পান করার ফলে মানুষ স্বাভাবিক হুশ-জ্ঞান হারিয়ে এমন সব কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে, যা মানবীয় সম্মান ও গাম্ভীর্য পরিপন্থী। এ দৃষ্টান্তে কুরআনে কারীমের নির্দেশ হল, "তোমরা মদ্যপান

থেকে বেঁচে থাক।”[৩২২] এটা একটা হুকুম। নেশা এই হুকুমের ইল্লত বা কার্যকারণ। আর মানুষের হুশ-জ্ঞান লুপ্ত হওয়ার ফলে অপকর্মে লিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচানো এর হিকমত। সুতরাং নিষিদ্ধতার হুকুমের স্থিতি তার কার্যকারণ অর্থাৎ নেশার সাথে হবে। তাই যে কোন জিনিসে নেশা পাওয়া যাবে, তাকেই নিষিদ্ধ বলা হবে। এ হুকুমের হিকমতের উপর হুকুমের স্থিতি হবে না। কেউ যদি বলে- আমি মদ্যপান করা সত্ত্বেও বিপদগামী হই না বা আমার হুশ-জ্ঞান লোপ পায় না, অতএব মদ্যপান আমার জন্য বৈধ হওয়া উচিত। অথবা কেউ যদি বলে- বর্তমানে মদ তৈরীর উন্নত উপকরণ আবিস্কৃত হয়েছে। এগুলো মদের ক্ষতিকর বিষয়গুলোকে হ্রাস করে দিয়েছে। বিপুল সংখ্যক মদ্যপায়ী মদপান করা সত্ত্বেও সুস্থ জ্ঞানের সাথে নিজের কাজ চালিয়ে যায়। তাই বর্তমানে মদ্যপান বৈধ হওয়া উচিত। উল্লেখ্য যে, যুক্তির অবতরণা করে কথা বললেও তাদের এসব কথা ও আপত্তি কর্ণপাতযোগ্য হবে না। অনুরূপভাবে কোরআন ও হাদিস স্বীয় অনুসারীদের কষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য ‘সফর’ অবস্থায় পূর্ণ নামায আদায়ের পরিবর্তে ‘কছর’ অর্থাৎ অর্ধেক নামাজ আদায়ের হুকুম দিয়েছে। এ উদাহরণে ‘কছর’ একটি হুকুম। ‘সফর’ তার কার্যকারণ। কষ্ট থেকে বাঁচানো এর হিকমত। তাই হুকুমের স্থিতি এর কার্যকারণ অর্থাৎ সফর এর সাথে হবে। হিকমতের উপর হুকুমের স্থিতি হবে না। এখন কেউ যদি বলে, বর্তমানে বিমান ও ট্রেনের বিলাসবহুল কামরা সফর সহজ করে দিয়েছে। এখন আর পূর্বের ন্যায় কষ্টকর অবস্থা নেই। তাই বর্তমানে কছরের হুকুমও অবশিষ্ট থাকেনি। তার এ যুক্তি প্রদর্শনও সঠিক হবে না। কেননা আল্লাহর বান্দা হিসেবে আমাদের করণীয় হল, হুকুমের কার্যকারণ দেখে তার উপর আমল করা। হুকুমের হিকমত ও কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে হুকুম মান্য করা আমাদের কর্ম নয়।

এ নিয়ম শুধু ইসলামী শরীয়তেই আছে, এমন নয়। বরং বর্তমান সময়ে প্রচলিত আইনেও এ নিয়ম চালু রয়েছে। যেমন দুর্ঘটনা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে সরকার ট্রাফিক আইন তৈরি করেছে। যখন কোন মোড়ে লাল সিগন্যাল জ্বলে উঠবে, তখন যে কোন যানবাহন ও গাড়ি থেমে যাওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। এখানে গাড়ি ও যানবাহনের জন্য ‘থামা’ একটি আইন। ‘লাল সিগন্যাল’ এ আইনের ইল্লত বা কার্যকারণ। দুর্ঘটনার বিপদজনক অবস্থা থেকে রক্ষা করা এর হিকমত। তাই এই হুকুমের স্থিতি এর “কার্যকারণ” অর্থাৎ লাল

---

[৩২২] সুরা মায়িদা ৯০

সিগন্যাল-এর সাথে হবে। এর হিকমত অর্থাৎ দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করার সাথে হুকুমের স্থিতি হবে না। অতএব কোন সময় যদি দুর্ঘটনার কোন আশঙ্কা না থাকে, তবুও সিগন্যাল দেখে থামা অপরিহার্য। কোন চালক যদি এই ভেবে রাস্তা অতিক্রম করে যায় যে, এখন দুর্ঘটনার কোন আশঙ্কা নেই। তবে আইনের দৃষ্টিতে সে অপরাধী সাব্যস্ত হবে। মোটকথা, প্রচলিত আইনেও হুকুমের স্থিতি সর্বদা তার কার্যকারণের সাথেই হয়, হিকমতের সাথে নয়। দুনিয়ার সাধারণ আইনের ব্যাপারেই যখন এরূপ অবস্থা, তাহলে আল্লাহর তৈরী আইনে এ নিয়ম আরো অধিক মেনে চলা দরকার। এর এক কারণ তো এই যে, আমরা প্রতিটি শরয়ী হুকুমের সকল হিকমত ও উপযোগিতা অনুধাবন করতে পারি না। এজন্যই যদি হুকুমের স্থিতি হিকমতের উপর রাখা হয়, তবে হতে পারে আমরা কোন একটি উপকারকেই হুকুমের একমাত্র হিকমত মনে করে সে অনুযায়ী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে ফেলব। অথচ তার অন্যান্য আরো বহু হিকমত রয়ে গেছে। দ্বিতীয় কারণ হল, হিকমত বা উপযোগিতা সাধারণত কোন বাধাধরা, নিয়ন্ত্রিত ও সুস্পষ্ট বিষয় হয় না, যা দেখে যে কেউ সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে, এখানে এ হিকমত অর্জিত হচ্ছে কি না? অতএব হুকুমের স্থিতি যদি এর হিকমতের উপর রাখা হত, তাহলে শরীয়তের কোন আহকাম ও আইন কানুন কার্যকর হত না। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তিরই বলার সুযোগ থাকত যে, আমি অমুক হুকুমের উপর আমল করিনি। কারণ তখন এর হিকমত পাওয়া যাচ্ছিল না। যেমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে যদি এ স্বাধীনতা দেওয়া হয় যে, রাস্তার মোড় অতিক্রম করার সময় সে নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এখন দুর্ঘটনার আশঙ্কা আছে কি না। যদি আশঙ্কা থাকে, তবে থামবে। আর আশঙ্কা না হলে সিগন্যাল পার হয়ে চলে যাবে। এমতাবস্থায় মারাত্মক বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংশালীলা ব্যতীত আর কী হবে? এমনিভাবে যদি মদ্যপানের নিষিদ্ধতাকে তার ইল্লত অর্থাৎ নেশার পরিবর্তে এর হিকমতের উপর নির্ভরশীল করে দেওয়া হয়, তাহলে সকলেই বলতে পারবে যে, মদ্যপানে আমার এমন নেশা হয় না, যদ্দারা হুশ-জ্ঞান লুপ্ত হয়ে আমার কাজে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। এমতাবস্থায় মদ্যপানের নিষিদ্ধতার হুকুমটি পুতুলের ভূমিকা ছাড়া আর কী প্রকাশ করবে? অপরপক্ষে হুকুমের ইল্লত এমন সম্বন্ধযুক্ত ও নিয়ন্ত্রিত হয় যে, যে কেউ তা দেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে যে, এখানে ইল্লত বা কার্যকারণ পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং এর দ্বারা হুকুম অমান্য করায় সহজে পাকড়াও করা যাবে। তদুপরি ইল্লতের উপর

হুকুম স্থিত ঘোষণা দ্বারাই পৃথিবীতে শৃংখলা ও নিয়ন্ত্রণ, শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত করা যায়। সৃষ্টি করা যায় আইনের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাবোধ।[৩২৩]

এ আলোচনার সারকথা হচ্ছে, যে কোন আইনে বা হুকুমে ইল্লত আর হিকমত থাকে। তবে দু'টির মাঝে পার্থক্য হল, ইল্লতের পরিবর্তনে হুকুমের পরিবর্তন হয়, হিকমতের পরিবর্তনে হুকুমের পরিবর্তন হয় না।

এবার মূল উত্তর

"বিধর্মীদের বিরুদ্বাচরণ কর" বাক্যটির স্থান কী? বা দাড়ির হুকুমের সাথে কোন ধরণের সম্পর্ক? ইল্লতের না হিকমতের অর্থাৎ এটা কি দাড়ির হুকুমের ইল্লত না হিকমত? এ ব্যাপারে ফুকাহা ও ওলামায়ে কেরামের কেউ বলেন ইল্লত, কেউ বলেন- ইল্লত নয় বরং হিকমত।

হিকমতের আলোচনা ঃ

হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ. মৃত্যু ১৩৬২ হি.) বলেন- শরীয়তের হুকুমের সাথে যদি কোন মাছলাহাত বা উপকারিতা উল্লেখ হয়, তা দু'ধরনের হয়। কখনো ইল্লত হয়, আবার কখনো হিকমত হয়। আর কোন বিধান বহাল থাকা না থাকা নির্ভর করে ইল্লত-এর উপর, হিকমতের উপর নয়। প্রকৃতপক্ষে এ দু'টির মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারা বিজ্ঞ আলেমদের বৈশিষ্ট্য। এরপর বলেন- দাড়ির হুকুমের সাথে "বিধর্মীদের বিরুদ্ধাচরণ কর" বাক্যটি হিকমত হিসেবে উল্লেখ হয়েছে, ইল্লত হিসেবে নয়। আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতির বিকৃতকরণ (تغـيير خلـق الله) দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম হওয়ার ইল্লত ও কারণ। তাদের বিরোধিতা করা ইল্লত নয়। এর প্রমাণ স্বরূপ তিনি বলেন- দাড়ি সম্পর্কে কিছু হাদীস রয়েছে, যা মুতলাক তথা উক্ত বাক্যটির উল্লেখ নেই। যেমন- احفوا الشوارب واعفوا اللحي (বুখারী) অতঃপর যারা বলেন- বর্তমান যুগে অনেক অমুসলিম দাড়ি রাখে, তাই আমরা তাদের বিরোধিতা করতে গিয়ে দাড়ি মুণ্ডন করি, তাদের উদ্দেশ্যে একটি উপমা পেশ করে বলেন- মনে করেন একজন বাদশাহ বা প্রধানমন্ত্রী তার প্রজাদেরকে বলল- দেখ আইন-কানুন মেনে চল, অমুক জাতির মত বিশৃংখলা ও শোর-গোল করো না। এখন যদি ঘটনাক্রমে (প্রধানমন্ত্রী হুকুমের সাথে যে বাক্যটি বলেছিলেন, "ওদের মত বিশৃংখলা করো না" বাকী না

---

[৩২৩] উলূমুল কোরআন বা আল-কোরআনের জ্ঞান বিজ্ঞান: আল্লামা তাকী উসমানী রচিত ২/২৯৮-৩০০ পৃষ্ঠা, তাছাড়া এ ব্যাপারে সুন্দর আলোচনা রয়েছে দারুল উলূম দেওবন্দের সাবেক মুহতামিম কারী তৈয়্যব সাহেব (রহ.) এর 'খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম' এর দশম খন্ডের ১৩৪-১৪৬ ও ৩৩৮ নং পৃষ্ঠায়।

থাকে অর্থাৎ) ঐ জাতি বিশৃংখলা ছেড়ে দেয়, তাহলে কি প্রজাদের ঐ সময় তাদের বিরোধিতা করতে গিয়ে বিশৃংখলা আরম্ভ করতে হবে? এ কথার উপর ভিত্তি করে যে, আমাদেরকে তো প্রথমে তাদের বিরোধিতা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল? [৩২৪]

দারুল উলূম দেওবন্দের শাইখুল হাদীস মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী (দা. বা.) "দাড়ি আওর আম্বিয়া কী সুন্নাতী" নামক রেসালায় থানভী (রহ.)-এর উক্ত আলোচনা নকল করার পর হিকমত বাকী না থাকা সত্ত্বেও যে হুকুম পরিবর্তন হয়নি, তার একটি দৃষ্টান্ত শরীয়তের আহকাম থেকে পেশ করেছেন। আর তা হচ্ছে, তাওয়াফের মধ্যে রমল। রমলের নির্দেশ তখন দেয়া হয়েছিল, যখন কাফিররা মুসলমানদের জীর্ণ-শির্ণতা ও দুর্বলতা অবলোকনের জন্য পাহাড়ের টিলায় একত্রিত হতো। কিন্তু বর্তমানে সেখানে কোন কাফির নেই। এতদসত্ত্বেও এখন পর্যন্ত রমলের হুকুম পূর্বের মতই বহাল আছে। তাই একবার হযরত ফারুকে আজম (রা.) বলেছিলেন- রমলের শুরু যেভাবেই হয়ে থাকুক, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাত মনে করে তা বরাবর আমল করতে থাকব। [৩২৫]

* আরবের জনৈক আলেম এক প্রশ্নের উত্তরে লিখেন-

وأما مخالفة المشركين فهي الحكمة من إعفاء اللحية وليست هي العلة التى علق الحكم عليها وجودا وعدما ، فالعلة هي محل الحكم وهو شعر اللحية فاذا وجد الشعر وجد الحكم وهو وجوب الإعفاء واذا لم يكن الرجل ذالحية أي لم تنبت له فلا وجوب عليه سواء كان ف إعفائها مخالفة للمشركين أم لا. وهذا يتضح بمسألة القصر ف السفر فعِلّته هي السفر، والحكمة رفع المشقة، فلو سافر المسلم سفرا لا مشقة فيه كما هو ف الطائرة اليوم فله القصر ، لأن الحكم معلق بالعلة التى هي السفر ، ولا يقال بأنه لا يجوز له القصر لأن سفره لا مشقة فيه فرفع المشقة هي الحكمة ، ولما كان السفر مظنة المشقة علق الحكم به فإذا وجد السفر سن القصر سواء وجدت مشقة أم لا.

সারাংশ হচ্ছে, বিধর্মীদের বিরোধিতা করা ইল্লত নয় বরং হিকমত। ইল্লত হচ্ছে মুখে দাড়ি গজানো। যেমন- 'কছর' এর ইল্লত 'সফর'। কষ্ট-মুশাক্কাত ইল্লত নয় বরং হিকমত। কাজেই 'সফর' ইল্লত পাওয়া যাওয়ার কারণে যেভাবে নামাযে 'কছর' করা ওয়াজিব, (কষ্ট-মুশাক্কাত পাওয়া যাক বা না

---

[৩২৪] ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪/২২২, দাড়ি আওর ইসলাম ৯৯

[৩২৫] দাড়ি আওর আম্বিয়া কী সুন্নতী পৃ. ৮৭

যাক) তেমনিভাবে মুখে দাড়ি গজালেও দাড়ি রাখা ওয়াজিব। বিধর্মীদের বিরুদ্ধাচরণ হোক বা না হোক।[৩২৬]

উল্লেখ্য, কছরের হুকুম আর দাড়ির হুকুমের মাঝে একটু পার্থক্য রয়েছে। তা হচ্ছে, প্রথমটির ইল্লত তথা সফর বান্দার ইচ্ছাধীন, আর দ্বিতীয়টির ইল্লত আল্লাহর ইচ্ছাধীন। কাজেই একটাকে আরেকটার উপর কিয়াস করা এবং দাড়ির হুকুমের ইল্লত দাড়ি গজানো বলা কতটুকু যথার্থ, তা ভেবে দেখার বিষয়।

আলোচনার সারমর্ম হচ্ছে, দাড়ির হুকুমের সাথে "বিধর্মীদের বিরোধিতা কর" বাক্যটি হিকমত হিসেবে উল্লেখ হয়েছে, ইল্লত হিসেবে নয়। আর হিকমতের পরিবর্তনে যেহেতু হুকুমের মধ্যে কোন পরিবর্তন আসে না, তাই দাড়ির হুকুম পূর্বের মতই বহাল আছে। কাজেই বর্তমানেও দাড়ি লম্বা করা ওয়াজিব এবং মুণ্ডন বা মুঠোর ভিতরে কর্তন করা হারাম।

ইল্লতের আলোচনা:

ফুকাহা ও ওলামায়ে কেরামের মধ্যে কেউ কেউ বলেন- দাড়ির হুকুমের সাথে "বিধর্মীদের বিরুদ্ধাচরণ কর" বাক্যটি দাড়ির হুকুমের ইল্লত। তবে বহছ হচ্ছে, এটাই কি দাড়ির হুকুমের একমাত্র ইল্লত, না তার আরও ইল্লত রয়েছে? কেউ কেউ বলেছেন- এটাই একমাত্র ইল্লত। এ নিয়ে আলোচনা সামনে করব ইনশাআল্লাহ। এখন আলোচনা করছি একাধিক ইল্লত নিয়ে অর্থাৎ দাড়ির হুকুমের একাধিক ইল্লত রয়েছে। তন্মধ্যে বিধর্মীদের বিরুদ্ধাচরণ করা অন্যতম।

তাফসীর, হাদীসশাস্ত্র ও ফিকহে ইসলামীর বিভিন্ন কিতাবে দাড়ি লম্বা করা ওয়াজিব ও দাড়ি মুণ্ডন বা মুঠোর মধ্যে কর্তন হারাম হওয়ার বিভিন্ন ইল্লত উল্লেখ করা হয়েছে, যার বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে হয়েছে। তবে সংক্ষিপ্তাকারে এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি।

(ক) দাড়ি রাখা ও লম্বা করা ওয়াজিব ও মুণ্ডন হারাম হওয়ার ইল্লত হচ্ছে, এর প্রতি আদেশসূচক শব্দ (আমরের ছীগা) দ্বারা হুকুম করা হয়েছে।

(খ) মহিলাদের সাদৃশ্য স্থাপন।

(গ) আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতির বিকৃতকরণ।

(ঘ) মুছলাকরণ তথা চেহারাকে বিকৃতকরণ ও বিশ্রী বানানো।

---

[৩২৬] المحجة সূত্র ইন্টারনেট

(ঙ) কেউ বলেন- দাড়ি বৃদ্ধি করা সকল নবী-রাসূলের তরীকা ও সুন্নাত। তাই দাড়ি রাখা জরুরী এবং মুণ্ডানো হারাম।

(চ) কেউ বলেন- দাড়ি বৃদ্ধি করা ফিতরত। তাই দাড়ি রাখা জরুরী।

(ছ) কারো মতে ইল্লত হচ্ছে, দাড়ি "শি'আরে ইসলাম" তথা ইসলামের নিদর্শন। তাও আবার এমন একমাত্র নিদর্শন, যা প্রতিনিয়ত এ কথার উপর প্রতীয়মান করে যে, উক্ত ব্যক্তি মুসলিম। কেননা ইসলামের অন্য নিদর্শনগুলো প্রত্যক্ষ হলে সাময়িক আর যদি সর্বদা হয়, তাহলে হয় পরোক্ষ।

(জ) কেউ আবার তার উল্টো বলেন। অর্থাৎ দাড়ি না রাখাটা বিজাতী ও বিধর্মীদের "শি'আর" হওয়ার কারণে মুসলমানদের জন্য দাড়ি রাখা অত্যাবশ্যাক।

উল্লেখ্য যে, শেষ চারটি ইল্লত কোন হুকুম ওয়াজিব হওয়ার অনিবার্য চিহ্ন বা ইল্লত নয়। কাজেই উক্ত চার ইল্লতের কারণে দাড়ির হুকুমকে ওয়াজিব ও দাড়ি মুণ্ডন হারাম বলা যথাযথ নয়।

এখন দেখা যাক "বিধর্মীদের বিরুদ্ধাচরণ কর" বাক্যটির ইল্লত প্রসঙ্গ

ওলামায়ে কেরামের মধ্যে কেউ কেউ বলেন- দাড়ির হুকুমের একাধিক ইল্লত রয়েছে। তন্মধ্যে বিধর্মীদের বিরুদ্ধাচরণ করা অন্যতম।

* শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া হাম্বলী (রহ. মৃত্যু ৭২৮ হি.) বলেন-

وهو العلة في هذا الحكم ، أو علة أخرى، أو بعض علة ، وإن كان الأظهر عند الإطلاق : أنه علة تامة ؛[৩২৭].

* প্রখ্যাত মুহাক্কিক ইবনুল হুমাম হানাফী (রহ. মৃত্যু ৮৬১ হি.) বলেন-

جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللُّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ فَهَذِهِ الْجُمْلَةُ وَاقِعَةٌ مَوْقِعَ التَّعْلِيلِ[৩২৮]

* আরবের প্রসিদ্ধ আলেম ছালেহ আল-উছাইমীন (রহ. মৃত্যু ১৪২১হি.) বলেন-

إن المخالفة لهؤلاء ليست وحدها هي العلة؛ بل هناك علة أخرى أو أكثر مثل موافقة هدي الرسل عليهم الصلاة والسلام في إبقائها ، ولزوم مقتضى الفطرة ، وعدم تغيير خلق الله فيما لم يأذن به الله . فكل هذه علل موجبات لإبقائها وإعفائها مع مخالفة أعداء الله من المشركين والمجوس واليهود. ثم إن ادعاء انتفائها غير مسلم ، فإن أكثر أعداء الله اليوم من اليهود وغيرهم، يحلقون لحاهم، كما يعرف ذلك من له خبرة بأحوال الأمم وأعمالهم ، ثم

---

[৩২৭] إقتضاء صراط المستقيم ১/৯৮' وجوه الأمر بمخالفة الكفار

[৩২৮] فتح القدير شرح الهداية ২/২৯০

على فرض أن يكون أكثر هؤلاء اليوم يعفون لحاهم ، فإن هذا لا يزيل مشروعية إعفائها؛ لأن تشبه أعداء الإسلام بما شرع لأهل الإسلام لا يسلبه الشرعية، بل ينبغي أن تزداد به تمسكاً حيث تشبهوا بنا فيه وصاروا تبعاً لنا، وأيدوا حسنه ورجعوا إلى مقتضى الفطرة.

অর্থাৎ দাড়ির হুকুমের ইল্লতসমূহ থেকে একটি হচ্ছে, বিধর্মীদের বিরুদ্ধাচরণ করা। উক্ত বাক্যটি একমাত্র ইল্লত নয় বরং তার আরো ইল্লত রয়েছে।[৩২৯]

বলাবাহুল্য, উক্ত বাক্যটিকে দাড়ির হুকুমের হিকমত বলা হোক বা ইল্লতসমূহের মধ্যে থেকে একটি ইল্লত বলা হোক, তা শুধু পরিভাষাগত পার্থক্য, হুকুম ও প্রতিফল এক ও অভিন্ন। কেননা যারা হিকমত বলেন, তাদের মতে দাড়ির হুকুম পরিবর্তনের প্রশ্নই আসে না। কারণ হিকমতের পরিবর্তনে হুকুম পরিবর্তন হয় না। তেমনিভাবে যারা বাক্যটিকে অন্যতম একটি ইল্লত বলেন, তাদের মতেও দাড়ির হুকুমে বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন আসবে না। কারণ যে হুকুমের পিছনে একাধিক ইল্লত থাকে, ঐ ইল্লতসমূহের যে কোন একটি বাকী থাকা পর্যন্ত হুকুম পরিবর্তন হয় না, যা আহলে ইলমের কাছে অজানা নয়। কাজেই বাক্যটিকে যদি একাধিক ইল্লতের একটি ইল্লত বলা হয়, আর এ কথা যদি মেনে নেয়া হয় যে, বিধর্মীদের বিরোধিতা করার ইল্লত এখন আর বাকী নেই, (মেনে নেয়া বলার কারণ হচ্ছে, বাস্তবতা তার বিপরীত অর্থাৎ বিরোধিতার ইল্লত এখনো বাকী রয়েছে। কেননা এখনো অধিকাংশ বিধর্মী দাড়ি মুণ্ডন বা কর্তন করে।) তারপরও অন্যান্য ইল্লত বাকী থাকার কারণে দাড়ির হুকুম পূর্বের মতই বাকী থাকবে।

সুতরাং পরিষ্কার হয়ে গেল যে, বাক্যটিকে হিকমত বলি বা অন্যতম একটি ইল্লত বলি না কেন, এই পার্থক্য শুধু পরিভাষাগত। প্রতিফল ও হুকুম এক ও অভিন্ন।

আসুন, এবার আলোচনা করি "বিধর্মীদের বিরোধিতা কর" বাক্যটি দাড়ির হুকুমের একমাত্র ইল্লত হওয়ার ব্যাপারে।

উক্ত বাক্যটিকে যারা দাড়ির হুকুমের একমাত্র ইল্লত বলেন, তারা উদ্দেশ্যার দিক থেকে দু'ভাগে বিভক্ত।

প্রথম শ্রেণীর বক্তব্য হচ্ছে, যে সমস্ত বিষয়ে শরীয়তের পক্ষ থেকে বিধর্মীদের বিরুদ্ধাচরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তাতে বিধর্মীদের অনুসরণ করা হারাম। বিরুদ্ধাচরণ করা ফরয। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন-

---

[৩২৯] مجموع فتاوي ورسائل ابن عثيمين ১৬/২৮. صلاة الجمعة

কাফির-মুশরিকদের বিরোধিতার আদেশ এবং তাদের সাথে সাদৃশ্যকরণের নিষেধ কুরআন-হাদীস ও ইজমা' দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। আর যে জিনিসে বা কাজে কোন খারাবীর কারণ নিহিত, তাকে হারাম বলা যাবে। কাফিরদের বাহ্যিক কাজ-কর্মের সাথে সাদৃশ্য, খারাপ চরিত্র ও কার্যকলাপের অনুসরণের কারণ। বরং এ সাদৃশ্যর দ্বারা আকীদা-বিশ্বাসের বলয় পর্যন্ত প্রভাবিত করতে পারে বলে আশঙ্কা করা হয়। এই যে প্রভাবিত করা, তা ধরা যায় না। কেননা তাতে যে আসল দোষের উদ্রেক হয়, তা চর্ম চোখে ধরা পড়ে না। কিন্তু তা একবার বসে গেলে দূর করা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই যা কোন খারাবীর নিমিত্ত হবে, তা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম হবে, এতে কোন সন্দেহ নাই।[৩৩০]

দাড়ি সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন- وهو العلة في هذا الحكم الخ অর্থাৎ বিরুদ্ধাচরণ করা দাড়ির হুকুমের একমাত্র ইল্লত, অথবা অন্য ইল্লত রয়েছে কিংবা এটা ইল্লতের একাংশ। যদিও এটা ইল্লতে তাম্মাহ হওয়াটা বেশি যাহির।

উল্লেখ্য, আমি ইবনে তাইমিয়ার উক্ত মন্তব্যকে 'একাধিক ইল্লত' ও 'একমাত্র ইল্লত' দু'ক্ষেত্রেই উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে, তাঁর কথা থেকে দু'দিকই বুঝা যায়। তবে একমাত্র ইল্লত হওয়ার দিকে তাঁর প্রাধান্য বেশি।

পাঠকগণ! ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর একমাত্র ইল্লত হওয়ার মন্তব্যকে যদি তাঁর পূর্বের কথা অর্থাৎ বিধর্মীদের সাদৃশ্য গ্রহণ হারাম এর সাথে মিলানো হয়, তাহলে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাঁর মতে দাড়ি মুণ্ডানো হারাম এবং দাড়ি লম্বা করা ওয়াজিব। অন্যথায় বিধর্মীদের সাদৃশ্য গ্রহণ হবে, যা তাঁর নিকট হারাম। আরবের অনেক ওলামায়ে কেরাম ইবনে তাইমিয়ার মত দাড়ির বিষয়ে উক্ত মন্তব্য ব্যক্ত করেছেন।

সারকথা: এ শ্রেণীর মূলকথা হচ্ছে, দাড়ির হুকুমের একমাত্র ইল্লত বিধর্মীদের বিরোধিতা করা। আর বিরোধিতা করা ওয়াজিব, সাদৃশ্য গ্রহণ হারাম। কাজেই দাড়ি লম্বা করা ওয়াজিব, মুণ্ডন করা হারাম। এ তো গেল এক শ্রেণীর বক্তব্য।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিরাও প্রথম শ্রেণীর ওলামাদের ন্যায় মত দিয়ে বলেন- দাড়ির হুকুমের একমাত্র ইল্লত হচ্ছে, বিধর্মীদের বিরোধিতা করা। তবে এদের উদ্দেশ্য কিন্তু ওদের মত নয় বরং ভিন্ন। কেননা এ শ্রেণীর বক্তব্য

---

[৩৩০] ইকতিযাউ ছিরাতিল মুসতাকীম, যা "ইসলামে হালাল-হারামের বিধান" ১৩৭ থেকে সংগৃহীত

হচ্ছে, বিধর্মীদের বিরুদ্ধাচরণের জন্য যে আদেশ হয়, তা মুস্তাহাব পর্যায়ের হয়, ওয়াজিবের জন্য নয়। আর এ দাবীর স্বপক্ষে দু'টি মেছালও পেশ করেন। একটি হচ্ছে, আহলে কিতাবদের বিরুদ্ধাচরণের জন্য খেজাব লাগানোর হুকুম। অপরটি হল, ইহুদীদের বিরোধিতার জন্য জোতা পরে নামায পড়ার হুকুম। আর উল্লিখিত বিষয়দ্বয়ে বিধর্মীদের বিরোধিতার জন্য আদেশ হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু হুকুমদ্বয় মুস্তাহাব, কাজেই বিষয়দ্বয় ছাড়া অন্য যে সমস্ত বিষয়ে বিধর্মীদের বিরুদ্ধাচরণের জন্য হুকুম হয়েছে তাও মুস্তাহাব। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, দাড়ি। সুতরাং দাড়ির হুকুমও মুস্তাহাব। আর মুস্ত াহাবের বিপরীত হচ্ছে মাকরুহে তানযীহী। কাজেই দাড়ি মুণ্ডন করাও মাকরুহে তানযীহী।

পূর্বেকার কোন আলেম এ মতের স্বপক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন কি না, তা আমার জানা নেই। তবে বর্তমান কালের আরবের, বিশেষত মিসরের কিছু আলেম এ মতের স্বপক্ষে বেশ জোরালো বক্তব্য দিয়েছেন এবং এখনোও দিয়ে যাচ্ছেন। বলাবাহুল্য, দ্বিতীয় শ্রেণীর আলেমরা যে হুকুমদ্বয়ের উপর কিয়াস করে দাড়ির হুকুমকে মুস্তাহাব বলেছেন, তা যে সঠিক ও যথাযথ নয়, তা তো পূর্বেই স্পষ্ট হয়েছে। যা হোক, এখন একটু আলোচনা করি "বিধর্মীদের বিরুদ্ধাচরণ কর" বাক্যটিকে দাড়ির হুকুমের একমাত্র ইল্লত বলা কেন যথার্থ নয়।

প্রথম কারণ- হাদীস ও ফিকাহর ইমামগণ তো দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম বলেছেন। তন্মধ্যে অনেকে ইল্লতও বর্ণনা করেছেন। কেউ বলেছেন- মহিলাদের সাদৃশ্য স্থাপন, কেউ বলেছেন- মুছলাকরণ ইত্যাদি। এখন যদি বিধর্মীদের বিরোধিতা করাকে একমাত্র ইল্লত বলা হয়, তাহলে তো ইমামগণের উক্ত ইল্লতগুলো ভুল প্রমাণিত হয়। তাহলে কি এতজন ইমাম আমাদেরকে ভুল তথ্য দিয়ে গেছেন?

দ্বিতীয় কারণ- হাদীসে যেভাবে উক্ত ইল্লতের কথা এসেছে, তেমনিভাবে অন্য ইল্লতের কথাও হাদীসে এসেছে। যেমন- কোন হাদীসে দাড়ি বৃদ্ধি করা ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে, কোন হাদীসে ইসলামের ফিতরত, কোনটিতে সরাসরি আল্লাহ পাকের হুকুম ইত্যাদি বলা হয়েছে, যার বর্ণনা দলীলসহ কিছু পূর্বে হয়েছে।

তৃতীয় কারণ হচ্ছে, আমরের ছীগা দ্বারা দাড়ির প্রতি হুকুমকৃত ও উক্ত বাক্যটির কয়দে কয়দযুক্ত (মুকাইয়াদ) হাদীস যেভাবে বর্ণিত হয়েছে,

তেমনিভাবে একই হাদীস উক্ত বাক্যটির কয়দ থেকে মুক্ত (মুতলাক) হিসেবেও বর্ণিত হয়েছে। যেমন- সহীহ্ বুখারীর হাদীসে এসেছে,

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم انهكوا الشوارب وأعفوا اللحي. (بخاري ٢/٨٩٥)

সুতরাং উদ্দেশ্য যাই হোক, হারাম হোক বা মাকরূহে তানযীহী হোক; বিধর্মীদের বিরুদ্ধাচরণকে দাড়ির হুকুমের একমাত্র ইল্লত বলা কোনভাবেই যথার্থ নয়। والله أعلم بالصواب

একটি সন্দেহ ও তার অপনোদন

বিধর্মীদের বিরোধিতা করাকে যারা দাড়ির হুকুমের একমাত্র ইল্লত বলার প্রবক্তা, তাদের দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ বিধর্মীদের বিরুদ্ধাচরণের জন্য যে হুকুম হয় তা মুস্তাহাব। তাদের তরফ থেকে একটি প্রশ্ন।

প্রশ্ন হচ্ছে, উক্ত আলোচনা থেকে এবং দাড়ি সংক্রান্ত হাদীস সমূহ থেকে প্রতিভাত হয়, দাড়ি সংক্রান্ত হাদীসসমূহ প্রথমত দু'প্রকার। (১) রাসূল ﷺ দাড়ি বৃদ্ধি করার জন্য আমরের ছীগা দ্বারা নির্দেশ প্রদান করেছেন। যেমন- اعفوا اللحي (২) আমরের ছীগা ব্যতীত অন্য শব্দ দ্বারা দাড়ি বৃদ্ধি করার প্রতি উৎসাহ যুগিয়েছেন। যেমন-

من فطرة الإسلام ، عشر من الفطرة ও أمرنا بإعفاء اللحية

দ্বিতীয় প্রকারের শব্দ থেকে ওয়াজিব প্রমাণিত হয় না। প্রথম দুই শব্দ থেকে ওয়াজিব কেন প্রমাণিত হয় না, তা তো যাহির। আর উক্ত হাদীসে বর্ণিত তৃতীয় শব্দের ব্যাপারে আহলে যাহিরদের অবস্থান ওয়াজিবের পক্ষে হলেও জুমহুরের মাসলাক হচ্ছে মুস্তাহাবের পক্ষে।

শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) "আওজাযুল মাসালিক" গ্রন্থে উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় এমনই মন্তব্য করেছেন-

أن رسول الله صلي الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية ، قال الزرقاني : ندبا وقيل وجوبا قلت (يعني شيخ الحديث) تقدم في حديث الفطرة أن الجمهور علي الأول والظاهرية علي الثاني.[৩৩১]

সুতরাং পরিষ্কার হয়ে গেল, দ্বিতীয় প্রকারের কোন হাদীস থেকে দাড়ির হুকুম ওয়াজিব প্রমাণ হয় না।

এবার দেখি প্রথম প্রকারের হাদীস। হাদীস বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থাদি অধ্যায়ন করলে বুঝা যায়, প্রথম প্রকারের হাদীস আবার দু'ধরনের (১) আমরের ছীগা

---

[৩৩১] أوجز المسالك ١٧/٥

দ্বারা দাড়ির হুকুমের পাশাপাশি বিধর্মীদের বিরুদ্ধাচরণেরও হুকুম হয়েছে। যেমন- أرخوا اللحي خالفوا المجوس (বুখারী) خالفوا المشركين وفروا اللحي (মুসলিম) (২) শুধু আমরের ছীগা দ্বারা দাড়ি বৃদ্ধি করার হুকুম। এছাড়া কারো বিরোধিতা করার হুকুম নেই। যেমন- انهكوا الشوارب وأعفوا اللحي (বুখারী)। উছূলে ফিকাহর পরিভাষায় প্রথম প্রকারের হাদীসকে মুকাইয়াদ (مقيد কয়দযুক্ত) বলা হবে। দ্বিতীয় প্রকারের হাদীসকে মুতলাক (مطلق কয়দমুক্ত) বলা হবে।

হাফেজ জালালুদ্দীন সুয়ূতী শাফিয়ী (রহ.) "আল-লামউ ফী আসবাবে উরুদিল হাদীস" গ্রন্থে এবং আল্লামা ইবনে হামজাহ হুসাইনী হানাফী (রহ. ১০৫৪-১০৯৩) "আল-বয়ান ওয়াত-তা'রীফ ফী আসবাবে উরুদিল হাদীস" গ্রন্থে লিখেছেন-

৭৭ ـــ حديث : أخرج مسلم والترمذي عن ابن عمر قال.قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ".

سبب : أخرج ابن النجار في تاريخه عن ابن عباس قال : قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد من العجم قد حلقوا لحاهم وتركوا شوارهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خالفوا عليهم فحفوا الشوارب واعفوا اللحى ".وأخرج ابن سعد عن عبيد الله بن عبد الله قال : جاء مجوسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعفى شاربه وأحفى لحيته فقال له : من أمرك بهذا؟ قال ربي. قال : " لكن ربي أمرني أن أحفى شاربي وأعفي لحيتي ".[৩৩২]

৯৬৯ ـــ خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفروا اللحى أخرجه الشيخان عن ابن عمر.

سببه : روى ميمون بن مهران عن ابن عمر قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنهم يوفرون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم.[৩৩৩]

অর্থাৎ তারা বিধর্মীদের বিরুদ্ধাচরণকে মুতলাক হাদীসেরও কারণ দেখিয়েছেন। এ থেকে প্রমাণ হয়, মুতলাক ও মুকাইয়াদ হাদীসের কারণ একটাই। তা হচ্ছে, বিধর্মীদের বিরুদ্ধাচরণ করা।

উছূলে ফিকাহর গ্রন্থসমূহে রয়েছে, কোন হুকুম যদি মুতলাক এস্তেমাল হয় তার হুকুমও মুতলাক হবে। আর কোন হুকুম যদি মুকাইয়াদ এস্তেমাল হয় তার হুকুমও মুকাইয়াদ হবে। তবে কোন হুকুমের অবস্থা যদি এমন হয়, এক

---

৩৩২ اللمع في أسباب ورود الحديث١\٩٥

৩৩৩ البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف١\٢٥٠

স্থানে মুতলাক এস্তেমাল হয়েছে, অন্য স্থানে মুকাইয়াদ এস্তেমাল হয়েছে। কিন্তু উভয়ের কারণ এক। যেমন- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ (المائدة ৩) আয়াতে দম তথা রক্ত মুতলাক। قُلْ لا أَجِدُ... إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا (انعام১৪৫) এখানে দম শব্দটি 'মাসফূহ' শব্দ দ্বারা. মুকাইয়াদ। তখন সিদ্ধান্ত হচ্ছে, মুতলাককে আর মুতলাক রাখা যাবে না বরং মুকাইয়াদ যে শব্দ দ্বারা কয়দ হয়েছে, তাকেও ঐ শব্দ দ্বারা কয়দ করতে হবে। সুতরাং প্রথম আয়াতেও দম থেকে উদ্দেশ্য হবে দমে মাসফূহ। এ কারণেই ফুকাহায়ে কেরাম ফাতওয়া দিয়েছেন- সব রক্ত হারাম নয় বরং যে রক্ত মাসফূহ হবে, তাই হারাম। এছাড়া অন্য রক্ত যেমন- রগ ইত্যাদির রক্ত হারাম নয়।

পাঠক মহোদয়গণ! আলোচিত আয়াতদ্বয়ের মত অবস্থা হচ্ছে, দাড়ি সংক্রান্ত প্রকারের হাদীসসমূহের। কেননা কিছু হাদীস خالفوا শব্দের কয়দ থেকে মুক্ত, যাকে বলা হবে মুতলাক। আর কিছু হাদীস خـــالفوا শব্দ দ্বারা কয়দযুক্ত এবং উভয় প্রকার হাদীসের কারণও এক যেমনটি সুয়ূতী ও ইবনে হামযাহ বলেছেন। কাজেই আয়াতদ্বয়ের ন্যায় এ উভয় প্রকারের হাদীসদ্বয়ও মুতলাক-মুকাইয়াদের কায়েদা মতে আবদ্ধ হবে। তাহলে আমরের ছীগা সম্বলিত মুতলাক হাদীসসমূহ থেকেও উদ্দেশ্য মুকাইয়াদ হাদীসসমূহ। যেমনটি হয়েছে দম তথা রক্তের ক্ষেত্রে যে, শুধু দম থেকে উদ্দেশ্য দমে মাসফুহ। তাহলে উক্ত আলোচনার সারমর্ম দাড়াল, সব আমরের ছীগা দ্বারা দাড়ির হুকুমের একমাত্র ইল্লত হচ্ছে বিধর্মীদের বিরোধিতা করা। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর ওলামাদের মতে যেহেতু বিধর্মীদের বিরোধিতা করার জন্য যে হুকুম হয়, তা মুস্তাহাব। সুতরাং দাড়ির হুকুম মুস্তাহাব।

প্রশ্নটির সারকথা হচ্ছে, দাড়ি সম্পর্কীয় মুতলাক হাদীসসমূহ থেকে তো দাড়ির হুকুম ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। কিন্তু মুতলাক আর মুকাইয়াদ হাদীসের কারণ যেহেতু এক প্রমাণিত হলো এবং মুতলাককে মুকাইয়াদ করার কায়দাও রয়েছে। তাই মুতলাক হাদীস সমূহকে মুকাইয়াদ হাদীসসমূহের কয়দ দ্বারা করা হলো। আর কয়দযুক্ত হাদীসসমূহের হুকুম তো আগে থেকেই বলা আছে যে, তার হুকুম মুস্তাহাব। কেননা বিধর্মীদের বিরুদ্ধাচরণের জন্য যে হুকুম হয় তা মুস্তাহাব হয়। সুতরাং মুতলাক হাদীসসমূহ "বিধর্মীদের বিরোধিতা কর" এ কয়দে মুকাইয়াদ হওয়ায় দাড়ির হুকুম আর ওয়াজিব রইল না বরং মুস্তাহাবই প্রমাণিত হলো।

মোটামোটি কথা হচ্ছে, কারণ এক হওয়ার অজুহাতে মুতলাক হাদীস মুকাইয়াদ হাদীসের কয়দে মুকাইয়াদ হওয়ায় তার হুকুম গ্রহণ করেছে। সুতরাং দাড়ির হুকুম মুস্তাহাব।

উত্তর : যে দু'টি প্রশ্ন আমাকে বেশ প্রভাবিত করেছিল এবং যে দু'টির কারণে দাড়ি সংক্রান্ত সুস্পষ্ট হাদীসের আলোকে দাড়ির হুকুম ওয়াজিব এ কথা প্রমাণ করতে পারব বলে আশা পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছিলাম, তন্মধ্যে এটা অন্যতম। যা হোক, এ প্রশ্ন সৃষ্টি হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে, কোন একটি কায়দাকে তার শর্তাবলীসহ না জানা। কেননা এ প্রশ্নের ভিত্তি হচ্ছে, ইল্লত এক হওয়ার কারণে মুতলাক হাদীসকে মুকাইয়াদ হাদীসের কয়দে মুকাইয়াদ করা। এখানে উভয় হাদীসের ইল্লত যে এক, তাও ঠিক আছে। যে মেছাল উল্লেখ করা হয়েছে, তাও সঠিক এবং মুতলাককে যে মুকাইয়াদের কয়দে মুকাইয়াদ করা হয়, তাও সবার কাছে সমাদৃত একটি কায়দা। কিন্তু সবার কাছে সমাদৃত এ কায়দাটি প্রয়োগ করার জন্য সবার কাছে সমাদৃত বেশ কিছু শর্তাদিও রয়েছে। আবার কারো কারো কাছে ব্যক্তিগত কিছু শর্তও রয়েছে। তবে এখানে সবার কাছে সমাদৃত একটি শর্ত পাওয়া না যাওয়ার কারণে কায়দাটির প্রয়োগ সঠিক হয়নি। আর উক্ত শর্ত সম্পর্কে ইলম না থাকার কারণে এ প্রশ্নের সৃষ্টি। যার প্রতিফল হিসেবে দাড়ি সংক্রান্ত সুস্পষ্ট হাদীসের আলোকে দাড়ির হুকুম ওয়াজিব প্রমাণিত না হয়ে মুস্তাহাব প্রমাণিত হয়ে যায়।

এবার মূল উত্তর নিয়ে আলোচনা করি। উছূলে ফিকাহর প্রায় কিতাবে যেখানে মুতলাক-মুকাইয়াদের বহছ রয়েছে, সেখানে মুতলাককে মুকাইয়াদের কয়দে মুকাইয়াদ করার জন্য কিছু শর্তও আরোপ করা হয়েছে। তবে কেউ কেউ উক্ত শর্তগুলোকে شروط حمل المطلق على المقيد এভাবে শিরোনাম দিয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন ইমাম যরকশী শাফিয়ী البحر المحيط গ্রন্থে এবং কাযী শওকানী ইরশাদুল ফুহুল গ্রন্থে এমন করেছেন। আর সংখ্যাগরিষ্ঠ উছূলীগণ মুতলাক-মুকাইয়াদ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মাসআলার সাথে বর্ণনা করেছেন। হানাফী মাযহাবের কিতাবসমূহে দ্বিতীয় পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়েছে। এ শর্ত সমূহের মধ্যে সাত বা আটটি শর্ত হানাফী ও অন্য উছূলীগণের কাছে সর্বসম্মত। (এছাড়া হানাফী উছূলীগণের নিকট আরো কিছু শর্ত রয়েছে।) আর এ ঐকমত্য বা সর্বসম্মত শর্তসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে, মুতলাক আর মুকাইয়াদের হুকুম ওয়াজিব পর্যায়ের হওয়া, যদিও উভয়ের কারণ এক হয়।

অর্থাৎ মুতলাক আর মুকাইয়াদ উভয় হুকুমের কারণ এক ও অভিন্ন হলেও যদি উভয়ের হুকুম ওয়াজিব না হয়, তখনও মুতলাককে মুকাইয়াদের কয়দে মুকাইয়াদ করা যাবে না। কেননা এ কায়দাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, শরীয়তের পক্ষ থেকে একই হুকুমের ব্যাপারে দুই ধরণের দিক নির্দেশনার কারণে যে তাআ'রুজ বা বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়, তা দূরীভূত করা। যেমন রক্ত হারাম একটি হুকুম। কিন্তু এ প্রসঙ্গে শরীয়তের পক্ষ থেকে দুই ধরনের নির্দেশনা এসেছে। একটি হচ্ছে মুতলাক, অর্থাৎ সব ধরনের রক্ত হারাম। অপরটি হচ্ছে, মুকাইয়াদ অর্থাৎ যে রক্ত মাসফূহ তথা প্রবাহিত রক্ত হবে, তা হারাম। লক্ষ্য করুন! রক্ত হারাম। এ একটি হুকুমের ব্যাপারে মুতলাক আয়াতের দাবী হচ্ছে, সব রক্তই হারাম। চাই তা মাসফূহ হোক বা না হোক। যেমন রগ ইত্যাদির রক্ত। আর মুকাইয়াদ আয়াতের দাবী হচ্ছে, শুধু যে রক্ত মাসফূহ হবে, তা হারাম হবে। এছাড়া অন্য রক্ত যেমন রগ ইত্যাদির রক্ত হারাম নয়। তাহলে যে রক্ত মাসফূহ হবে, তার হুকুম নিয়ে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু যে রক্ত মাসফূহ হবে না, তার হুকুম সম্পর্কে দুই আয়াতের মাঝে বৈপরীত্য দেখা দিল। কেননা মুতলাক আয়াত অনুসারে ঐ রক্ত হারাম বুঝা যায়। অথচ মুকাইয়াদ আয়াতের আলোকে ঐ রক্ত হারাম নয় প্রতীয়মান হয়। আর এ বৈপরীত্য দূর করার জন্যই হচ্ছে মুতলাককে মুকাইয়াদের কয়দে মুকাইয়াদ করার কায়দা। আর এ কথা বলাবাহুল্য যে, উভয়ের হুকুম যদি ওয়াজিব না হয়ে জায়েয কিংবা মুস্তাহাব হয়, তখন এ বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হবে না। কেননা উক্ত দুই ছুরতে মুতলাক ও মুকাইয়াদ উভয়টা মুবাহ হওয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই।

এ সম্পর্কে নিম্নে কিছু কিতাব থেকে উদ্ধৃতি পেশ করা হল-

(১) আল্লামা আব্দুল আলী মুহাম্মদ বিন নিজামুদ্দীন লখনভী আল-আনসারী (রহ.মৃত্যু ১১৮০ হি.) "মুসাল্লামুছ ছুবুতের" ব্যাখ্যাগ্রন্থ "ফাওয়াতিহুর রুহমুত"-এ লিখেন-

وفيه اشارة لى أن الحمل انما هو إذا كان الحكم الإيجاب دون الندب أو الإباحة إذ لا تمانع في إباحة المطلق والمقيد بخلاف الإيجاب فان إيجاب المقيد يقتضي ثبوت المؤاخذة بترك القيد وإيجاب المطلق أجزاءه مطلقا. (فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ١٨٦/٢).

(২) আল্লামা আব্দুল আজীজ বিন আহমদ বুখারী হানাফী (রহ. মৃত্যু ৭৩০ হি.) "কাশফুল আসরার আলা উছূলিল বযদভী" গ্রন্থে লিখেন-

أَنَّ الْحَادِثَةَ إِذَا كَانَتْ وَاحِدَةً وَوَرَدَ فِيهَا نَصَّانِ مُقَيَّدٌ وَمُطْلَقٌ فِي الْحُكْمِ وَهُوَ مِنْ بَابِ الْوَاجِبِ أَنَّ الْمُطْلَقَ يُقَيَّدُ إِذَا كَانَ لَا يُعْرَفُ التَّارِيخُ لِأَنَّ الشَّرْعَ مَتَى أَوْجَبَ الْحُكْمَ بِوَصْفٍ لَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ الْوَصْفِ فَيَكُونُ بَيَانًا لِلْمُطْلَقِ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ الْمُقَيَّدُ. (كشف الأسرار 8/১৫২).

(৩) কাযী শওকানী (রহ.) "ইরশাদুল ফুহুল" গ্রন্থে লিখেন-

الشرط الرابع : أن لا يكون في جانب الإباحة. قال ابن دقيق العيد : إن المطلق لا يحمل على المقيد في جانب الإباحة؛ إذ لا تعارض بينهما، وفي المطلق زيادة.

(ارشاد الفحول الي تحقيق الحق من علم الاصول ১০/২)

(৪) আরবের একজন আলেম ড. হামাদ প্রায় একশটির মত উছূলের কিতাব সামনে রেখে এ বিষয়ে একটি রেসালা রচনা করেছেন। যার নাম "আল-মুতলাক ওয়াল মুকাইয়াদ ও আছরুহুমা ফী ইখতিলাফিল ফুকাহা।" তাতে তিনি লিখেন-

لا يحمل المطلق على المقيد عند الفريقين يعني الحنفية والجمهور إلا إذا توفرت فيه شروط خاصة من أهمها الإتحاد في الحكم المثبت وكونه من باب الواجب، وفي موضع : محل الحمل كما سبق إنما يكون إذا كان الحكم الوجوب. (المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء ৯/১১، ৯/২১)

উক্ত উদ্ধৃতিসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয়, মুতলাককে মুকাইয়াদের কয়দে তখনই মুকাইয়াদ করা যাবে, যখন উভয়ের হুকুম ওয়াজিব হবে। কিন্তু এখানে মুতলাকের হুকুম ওয়াজিব হলেও মুকাইয়াদের হুকুম ওয়াজিব নয়, বরং মুস্তাহাব। কাজেই এখানে মুতলাককে মুকাইয়াদের কয়দে মুকাইয়াদ করে দাড়ির ওয়াজিব হুকুমকে মুস্তাহাব হুকুমে রূপান্তর করা সহীহ নয়।

প্রশ্ন : قالوا إنه تشبه بالنساء ومثلة وتغيير لخلق الله وهذا تغافل منهم عن قاعدة أن الحكم الواحد لا يجوز أن يعلل بعلتين عن جمهور الأصوليين الذين اشترطوا في العلة الإنعكاس كما أن الخلاف في "جواز التعليل بعلتين" محله "العلل المستنبطة" لا "العلل المنصوصة للشارع" فالعلة الوحيدة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي التشبه بالمجوس فلا يجوز أن نزيد علي ذلك من كيسنا.

অর্থাৎ আরবের জনৈক আলেম দাড়ি রাখা ওয়াজিব হওয়ার উপর প্রশ্ন রেখে বলেন- যারা দাড়ি রাখা ওয়াজিব বলেন, তাঁরা এর একাধিক ইল্লত বা কারণ বর্ণনা করেন। যেমন- মহিলাদের সাথে সাদৃশ্যস্থাপন, মুছলাকরণ ইত্যাদি। আর এটা একটি কায়দার প্রতি তারা ভ্রুক্ষেপ না করার কারণে বলেন। কায়দাটি হচ্ছে, জুমহুর উছূলীগণ, যারা ইল্লতের মধ্যে ইনইকাসকে (ইল্লত পাওয়া না গেলে হুকুম পাওয়া না যাওয়া) শর্ত হিসেবে দেখেন, তাদের নিকট

এক হুকুমের একাধিক ইল্লত বর্ণনা করা বৈধ নয়। তাছাড়া এক হুকুমের একাধিক ইল্লত বর্ণনা করা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে যে মতানৈক্য রয়েছে, তার ক্ষেত্র হচ্ছে ইলালে মুসতানবাতাহ তথা ঐ সমস্ত ইল্লত যা কোরআন-হাদীসে বর্ণিত হয়নি বরং মুজতাহিদগণ তা ইসতিমবাত করেছেন। ইলালে মানছূছাহ লিশ শারে' নয়। (তথা শারে'র পক্ষ থেকে বর্ণিত ইল্লতসমূহ।) কাজেই দাড়ির ক্ষেত্রে ইল্লত হচ্ছে মাত্র একটি, যা রাসূল ﷺ বলেছেন। তা হচ্ছে, মাজুসীদের সাথে সাদৃশ্যস্থাপন। সুতরাং আমাদের জ্ঞানের আলোকে এর উপর বৃদ্ধি করা বৈধ হবে না।

উত্তর : প্রশ্নটি ইলমী ও উছুলে ফিকাহর সাথে সম্পর্কিত। তাই একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করে বুঝতে হবে। যা হোক, সারাংশ হল, তিনি দাবী করেছেন দাড়ির হুকুমের জন্য একাধিক ইল্লত বর্ণনা করা বৈধ নয়। উক্ত দাবীর দলীলস্বরূপ তিনি একটি কায়েদার কথা বলেছেন। আর উক্ত কায়দার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি মূলত তিনটি দাবী করেছেন।

(১) জুমহুর উছূলীগণের নিকট এক হুকুমের একাধিক ইল্লত বর্ণনা করা বৈধ নয়। (২) জুমহুর উছূলীদের নিকট ইল্লতের মধ্যে ইনইকাস শর্ত। অতঃপর তার ৩ নং দাবী হচ্ছে, ইলালে মুসতানবাতাহর ক্ষেত্রেই একাধিক ইল্লত বর্ণনা করা জায়েয হওয়া নিয়ে মতভেদ রয়েছে, ইলালে মানছূছার ক্ষেত্রে নয়। আমি অধম চার মাযহাব ও লা-মাযহাবীদের উছূলে ফিকাহ সংক্রান্ত অনেক কিতাবে তার উক্ত দাবীসমূহের সমর্থন তালাশ করেছি, কিন্তু একটি কিতাবেও তার একটি দাবীর পক্ষেও সায় মিলেনি। বরং প্রথম দুই দাবীর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উল্টো তথ্য পেয়েছি। অর্থাৎ জুমহুর উছূলীগণের নিকট এক হুকুমের একাধিক ইল্লত বর্ণনা করা বৈধ এবং ইল্লতের জন্য ইনইকাস শর্ত নয়। হ্যাঁ, কিছু সংখ্যক উছূলীর নিকট একাধিক ইল্লত বৈধ নয় এবং ইল্লাতের জন্য ইন-ইকাস শর্ত। অথচ তার দাবী এর সম্পূর্ণ উল্টো, যা আপনারা ইতোপূর্বে জেনেছেন।

আর তিনি তৃতীয় যে দাবীটা করেছেন, তাও সঠিক নয়। কেননা তিনি উক্ত মতভেদের স্থান বা ক্ষেত্র বলেছেন শুধু "ইলালে মুসতানবাতাহ"। "ইলালে মানছূছাহ" এই মতভেদের ক্ষেত্র নয় বলেছেন। অথচ উছূলে ফিকাহর কিতাবসমূহে এ বিষয়ে চারটি মতামত রয়েছে, (১) জুমহুর উছূলীগণের নিকট "ইলালে মুসতানবাতাহ" ও "ইলালে মানছূছাহ" উভয়ের ক্ষেত্রে এক হুকুমের একাধিক ইল্লত বর্ণনা করা জায়েয। (২) কারো কারো নিকট উভয়ের

ক্ষেত্রে না জায়েয (৩) কারো নিকট শুধু "ইলালে মানছূছাহর" ক্ষেত্রে বৈধ। (৪) শুধু "ইলালে মুসতানবাতাহর" ক্ষেত্রে বৈধ।

নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উছূলে ফিকাহর কিতাব থেকে উদ্ধৃতি তুলে ধরছি। যাতে আমার কথা সঠিক, না তার দাবী সঠিক; তা স্বয়ং প্রত্যেক্ষ করেন। তবে এর পূর্বে দুটি কথা জেনে রাখা ভাল।

প্রথম কথা হচ্ছে, যারাই ইল্লতের জন্য ইনইকাসকে শর্ত হিসেবে দেখেন তারাই এক হুকুমের একাধিক ইল্লত বর্ণনা করা বৈধ নয় বলেন। কারণ ইনইকাসের অর্থ হচ্ছে, ইল্লত নফী হলে হুকুম নফী হওয়া। এখন যারা এমন বলবেন, তারা একাধিক ইল্লত বৈধ বলতে পারেন না। কেননা ইনইকাসের দাবী হচ্ছে ইল্লত নাই, হুকুমও নাই। কাজেই একাধিক ইল্লত বর্ণনা করা বৈধ বলার সুযোগও নাই। আর একাধিক ইল্লতের দাবী হলো, একটি হুকুমের যদি পাঁচটি ইল্লত থাকে, তাহলে একটি বা দু'টি কেন, বরং যতক্ষণ পর্যন্ত পাঁচটি ইল্লত নফী হবে না, হুকুমও নফী হবে না। কাজেই ইল্লতের জন্য ইনইকাস (তথা ইল্লত নেই, হুকুমও নেই) শর্ত হতে পারে না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, উছূলীগণের মাঝে উক্ত ইখতিলাফ তখনই পরিলক্ষিত হয়, যখন নির্দিষ্ট এক ব্যক্তি বা বস্তুর উপর একই সময়ে এক হুকুমের একাধিক ইল্লত বর্ণনা করা হয়। অন্যথায় নয়, যার ছুরত বিভিন্ন রকম হতে পারে। বিস্তারিত উছূলে ফিকাহর কিতাবে রয়েছে।

উদ্ধৃতিসমূহ

* ইমাম আব্দুল আজীজ বুখারী হানাফী (রহ. মৃত্যু ৭৩০ হি.) "উছূলে বযদভীর" অন্যতম চমৎকার ব্যাখ্যাগ্রন্থ "কাশফুল আসরার" এ লিখেন-

وَحَاصِلُهُ يَرْجِعُ إِلَى أَنَّ تَعْلِيلَ الْحُكْمِ الْوَاحِدِ بِعِلَّتَيْنِ مُسْتَقِلَّتَيْنِ أَوْ بِعِلَلٍ مُسْتَقِلَّةٍ جَائِزٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْأُصُولِيِّينَ ، وَأَنْكَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَبَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ وَعَلَيْهِ يُبْتَنَى اشْتِرَاطُ الْعَكْسِ ، وَهُوَ انْتِفَاءُ الْحُكْمِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الْعِلَّةِ لِصِحَّةِ الْعِلَّةِ فَمَنْ مَنَعَ مِنْ تَعْلِيلِ الْحُكْمِ بِعِلَّتَيْنِ لَزِمَهُ الْقَوْلُ بِانْحِصَارِ عِلَّةِ الْحُكْمِ فِي وَاحِدَةٍ ، وَلَزِمَ مِنْهُ اشْتِرَاطُ الِانْعِكَاسِ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ عِلَّةٍ فَإِذَا اتَّحَدَتْ الْعِلَّةُ انْتَفَى الْحُكْمُ بِانْتِفَائِهَا إِذْ لَوْ بَقِيَ لَكَانَ ثَابِتًا مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ .... وَعَدَمُ اشْتِرَاطِ الْعَكْسِ لِصِحَّةِ الْعِلَّةِ قَوْلُ الْجُمْهُورِ.[৩৩৪]

* শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া হাম্বলী (রহ. মৃত্যু ৭২৮)-এর "মাজমূয়ে ফাতাওয়ায়" রয়েছে-

---

[৩৩৪] كشف الأسرار ٩/٢٢١، ٢٢٣، باب وجوه دفع العلل

فَنَقُولُ : النِّزَاعُ وَإِنْ كَانَ مَشْهُورًا فِي ذَلِكَ فَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ يُجَوِّزُ تَعْلِيلَ الْحُكْمِ بِعِلَّتَيْنِ وَكَثِيرٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ والمتكلمين يَمْنَعُ ذَلِكَ.

কিছু দূর এগিয়ে বলেন- وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ وَإِنْ كَانُوا لَا يَشْتَرِطُونَ الِانْعِكَاسَ فِي الْعِلَلِ الشَّرْعِيَّةِ وَيُجَوِّزُونَ تَعْلِيلَ الْحُكْمِ الْوَاحِدِ بِعِلَّتَيْنِ ؛[৩৩৫]

* ইবনুল হুমাম রচিত التحرير কিতাবের ব্যাখ্যাকার আল্লামা শামসুদ্দীন আমীর হাজ হালবী (রহ. মৃত্যু ৮৭৯) "আত-তাকরীর ওয়াত তাহবীর" গ্রন্থে লিখেন-

(وَمِنْهَا) أَيْ شُرُوطِ الْعِلَّةِ (انْعِكَاسُهَا عِنْدَ قَوْمٍ وَهُوَ) أَيْ انْعِكَاسُهَا (انْتِفَاءُ الْحُكْمِ لِانْتِفَائِهَا لِمَنْعِ تَعَدُّدِ) الْعِلَلِ (الْمُسْتَقِلَّةِ فَيَنْتَفِي) الْحُكْمُ (لِانْتِفَاءِ خُصُوصِ هَذَا الدَّلِيلِ وَهُوَ الْعِلَّةُ) الَّتِي لَمْ تَنْعَكِسْ ...... فَقَالَ (وَالْمُخْتَارُ) كَمَا هُوَ رَأْيُ الْجُمْهُورِ مِنْهُمْ الْقَاضِي كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي التَّقْرِيبِ (جَوَازُ التَّعَدُّدِ مُطْلَقًا) أَيْ مَنْصُوصَةً كَانَتْ أَوْ مُسْتَنْبَطَةً (وَالْوُقُوعِ فَلَا يُشْتَرَطُ انْعِكَاسُهَا) لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ لِوَصْفٍ غَيْرِ الْوَصْفِ الْمَفْرُوضِ عِلَّةً وَقَالَ (الْقَاضِي) كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ بُرْهَانُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَنَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ الْحَاجِبِ يَجُوزُ التَّعَدُّدُ (فِي الْمَنْصُوصَةِ لَا الْمُسْتَنْبَطَةِ) وَهُوَ رَأْيُ ابْنِ فُورَكٍ وَاخْتَارَهُ الْإِمَامُ الرَّازِيّ وَأَتْبَاعُهُ (وَقِيلَ عَكْسُهُ) أَيْ يَجُوزُ التَّعَدُّدُ فِي الْمُسْتَنْبَطَةِ لَا الْمَنْصُوصَةِ حَكَاهُ ابْنُ الْحَاجِبِ.[৩৩৬]

* কাযী মুহিব্বুল্লাহ বিহারী (রহ.) "মুসাল্লামুছ ছুবূত" গ্রন্থে বলেন, তবে তাঁর কথা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে বুঝা যাবে না বিধায় এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ فواتح الرحموت-সহ উল্লেখ করছি-

(ومنها) أي من شرائط العلة (الانعكاس) عند البعض (وذلك مبني على منع التعليل بعلتين كل) منهما (مستقل بالاقتضاء) للحكم .... (والحق عند الجمهور جوازه) أي جواز التعليل بأكثر من علة فلا يشترط الانعكاس ولذا عد الإمام فخر الإسلام الاستدلال بالنفي على انتفاء الحكم من الوجوه الفاسدة (والقاضي) الباقلاني يجوزه (في) العلة (المنصوصة فقط دون المستنبطة (وقيل عكسه) أي يجوز تعدد المستنبطة دون المنصوصة.[৩৩৭]

* ইমাম আবু বকর বিন আব্দুর রহমান হুসাইনী শাফিয়ী (রহ.) "আত-তিরয়াকুন নাফি" গ্রন্থে লিখেন- (واختلف) فى جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين وأكثر

---

[৩৩৫] مجموع فتاوي ابن تيمية 8/২৯০ فصل في تعليل الحكم الواحد بعلتين

[৩৩৬] التقرير والتحبير بشرح التحرير لمحمد أمير حاج الحلبي 5/৩২৩

[৩৩৭] مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت 8/৯৩-৯৪

علي أقوال (احدها) وبه قال الجمهور جوازه مطلقا الخ.[৩৩৮]

* ইমাম যরকশী শাফিয়ী (রহ. মৃত্যু ৭৯৪ হি.) "আল-বাহরুল মুহীত"-এ লিখেন- وَأَمَّا الانْعِكَاسُ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الْعِلَّةِ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْأُصُولِيِّينَ مِنْ الْفُقَهَاءِ ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ.[৩৩৯]

* কাজী শওকানী (রহ. মৃত্যু ১২৫৫ হি.) "ইরশাদুল ফুহুল" গ্রন্থে লিখেন-

وأما تعدد العلل الشرعية، مع الاتحاد في الشخص، كتعليل قتل زيد بكونه قتل من يجب عليه فيه القصاص، وزنى مع الإحصان، فإن كل واحد منهما يوجب القتل بمجرده، فهل يصح تعليل إباحة دمه بهما معا أم لا؟ اختلفوا في ذلك على مذاهب.الأول : المنع مطلقًا، منصوصة كانت أو مستنبطة.حكاه القاضي عبد الوهاب عن متقدمي أصحابهم، وجزم به الصيرفي، واختاره الآمدي، ونقله القاضي، وإمام الحرمين. الثاني: الجواز مطلقًا، وإليه ذهب الجمهور، كما حكاه القاضي في "التقريب".قال: وبهذا نقول لأن العلل علامات وأمارات على الأحكام، لا موجبة لها، فلا يستحيل ذلك.قال ابن برهان في "الوجيز": إنه الذي استقر عليه رأي إمام الحرمين.الثالث:الجواز في المنصوصة دون المستنبطة، وإليه ذهب أبو بكر بن فورك، والفخر الرازي، وأتباعه.وذكر إمام الحرمين أن القاضي يميل إليه، وكلام إمام الحرمين هذا هو الذي اعتمده ابن الحاجب في نقل هذا المذهب عن القاضي، كما صرح به في "مختصر المنتهى"، ولكن النقل عن القاضي مختلف كما عرفته. الرابع:الجواز في المستنبطة دون المنصوصة، حكاه ابن الحاجب في "مختصر المنتهى"، وابن المنير في "شرحه للبرهان"، وهو قول غريب.والحق: ما ذهب إليه الجمهور من الجواز.وكما ذهبوا إلى الجواز فقد ذهبوا أيضًا إلى الوقوع، ولم يمنع من ذلك عقل ولا شرع.[৩৪০]

সম্মানিত আহলে ইলমগণ! এখানে আরো বেশ কিছু বহছ রয়েছে। এগুলো সম্পর্কে আমি আলোচনা করছি না। কারণ আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমার দাবী কতটুকু সত্য তা স্বচক্ষে দেখানো। এ বিষয়ে আরো জানার জন্য দেখা যেতে পারে আল্লামা সুবকীকৃত رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ইমাম গাযালীকৃত المستصفي ও المنخول في تعليقات الأصول আমীন বাদশাহকৃত تيسير التحرير ও মুবারক আমেরকৃত العلة عند الأصوليين ।

---

[৩৩৮] الترياق النافع بإيضاح وتكميل مسائل جمع الجوامع ৬২/২

[৩৩৯] البحر المحيط في أصول الفقه ২১৮/8، مسالك العلة

[৩৪০] إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول ১১৫/২-১১৬ القول في تعدد العلل.

তথ্যপঞ্জী

১। পবিত্র কোরআন শরীফ

তাফসীরসমূহ

২। মা'আলিমুত তানযীল (তাফসীরে বগভী) ঃ মাসউদ বগভী শাফিয়ী (মৃত্যু ৫১৬ হি.)
৩। আল-জামে' লি আহকামিল কোরআন ঃ ইমাম কুরতুবী মালিকী (৬৫৬ হি.)
৪। রুহুল মা'আনী ঃ আল্লামা মাহমুদ আলুসী হানাফী (১২৭০ হি.)
৫। যাদুল মুয়াস্সার ঃ ইবনুল জাওযী হাম্বলী (৫৯৭ হি.)
৬। বয়ানুল কোরআন ঃ হাকীমুল উম্মত থানভী (১৩৬২ হি.)
৭। আদওয়াউল বয়ান ঃ মুহাম্মদ আমীন শানকীতী (১৩৯৩ হি.)
৮। তাফসীরে ইবনে কাছীর ঃ হাফেজ ইমাদুদ্দীন শাফিয়ী (৭৭৪ হি.)
৯। তাফসীরে ফাতহুল কাদীর ঃ কাযী শওকানী যাহিরী (১২৫৫ হি.)

হাদীসগ্রন্থসমূহ

১০। সহীহ আল-বুখারী ঃ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (২৫৬ হি.)
১১। সহীহ মুসলিম ঃ ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ (২৬১ হি.)
১২। সুনানে নাসায়ী ঃ ইমাম আবু আব্দির রহমান (৩০৩)
১৩। আল-মুআত্তা (বিরিওয়াতাইন) ঃ ইমাম মালিক (১৮০ হি.)
১৪। আবু দাউদ ঃ সুলাইমান ইবনে আশআস (২৭৫ হি.)
১৫। জামে' তিরমিযী ঃ আবু ঈসা তিরমিযী (২৭৯ হি.)
১৬। ইবনে মাজাহ ঃ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ (২৭৩)
১৭। শরহু মা'আনীল আসার (তাহাবী) ইমাম আবু জাফর আহমদ বিন মুহাম্মদ তাহাবী (৩২১ হি.)
১৮। সুনানে দারেমী ঃ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান (২৫৫ হি.)
১৯। কিতাবুল আসার ঃ ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান আশ-শাইবানী (১৭৯ হি.)
২০। মুসনাদে আহমদ ঃ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (২৪১ হি.)
২১। আল-মুসতাদরাক ঃ মুহাদ্দিস হাকেম নীশাপুরী (৪০৫ হি.)
২২। আল-মু'জামুলকাবীর, আওসাত, ছগীর ঃ হাফেজ আবুল কাসেম সুলাইমান বিন আহমদ তাবারানী (৩৬০ হি.)
২৩। মুসনাদে বাযযার ঃ আবু বকর আহমদ বিন আমর (৩৯৩ হি.)
২৪। মুসনাদে আবী দাউদ আত-তায়ালিসী ঃ সুলাইমান বিন দাউদ (২০৪ হি.)
২৫। মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ ঃ ইমাম আবু বকর (৩৩৫ হি.)
২৬। শু'আবুল ঈমান ঃ ইমাম আবু বকর বায়হাকী (৪৫৮ হি.)
২৭। আস-সুনানুল কুবরা ঃ ,, ,,

২৮। সহীহ ইবনে হিব্বান ঃ ইমাম আবু হাতেম মুহাম্মদ বিন হিব্বান (৩৫৪ হি.)
২৯। সহীহ ইবনে খুযাইমাহ ঃ আবু বকর মুহাম্মদ বিন ইসহাক (৩১১ হি.)
৩০। আল-উকুফ ওয়াত-তারাজ্জুল ঃ ইমাম খল্লাল হাম্বলী (৩১১ হি.)
৩১। কানযুল ওম্মাল ঃ শাইখ আলী আল-মুতকী আল হিনদী (৯৭৫ হি.)
৩২। কিতাবুশ শরীয়া ঃ ইমাম আজুরী (৩৬০ হি.)
৩৩। মুশকিলুল আসার ঃ ইমাম তাহাবী (৩২১ হি.)

হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ

৩৪। ফাতহুল বারী শরহে বুখারী ঃ হাফেজ ইবনে হাজার (৮৫২ হি.)
৩৫। ,, ,, ঃ হাফেজ ইবনে রজব হাম্বলী (৭৯৫ হি.)
৩৬। ওমদাতুল কারী ,, ঃ বদরুদ্দীন আইনী হানাফী (৮৫৪ হি.)
৩৭। ইকমালুল মুআল্লিম শরহে মুসলিম ঃ কাযী ইয়ায মালিকী (৫৪৪ হি.)
৩৮। আল-মুফহিম লিমা ,, ঃ ইমাম কুরতুবী (৬৫৬ হি.)
৩৯। আল-মিনহাজ ,, ঃ ইমাম নববী (৬৭৬ হি.)
৪০। আল-ইসতিযকার শরহে মুআত্তা মালিক ঃ ইবনে আবদুল বার মালিকী (৪৬৩হি.)
৪১। আত-তামহীদ ,, ,,
৪২। আল-মুনতাকা ,, ঃ কাজী বাজী মালিকী (৪৭৪ হি.)
৪৩। মিরকাতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাত ঃ মোল্লা আলী কারী হানাফী (১০১৪ হি.)
৪৪। মির'আতুল মাফাতীহ ,, ঃ ওবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী (১৯৯৪ ঈ.)
৪৫। ফয়যুল কাদীর শরহে জামেউছ ছাগীর ঃ আব্দুর রউফ মানাবী (১০৩১ হি.)
৪৬। নায়লুল আওতার ঃ কাযী শওকানী যাহিরী (১২৫৫ হি.)
৪৭। বযলুল মাজহুদ শরহে আবী দাউদ ঃ খলীল আহমদ সাহারানপুরী (১৩৪৬ হি.)
৪৮। আল-মানহালুল মাওরূদ ,, ঃ মাহমুদ বিন খত্তাব সুবকী মালিকী (১৩৫২ হি.)
৪৯। মাআরিফুস সুনান শরহে তিরমিযী ঃ ইউসুফ বিন্নূরী (১৩৯৭ হি.)
৫০। তুহফাতুল আওযায়ী ,, ঃ আবদুর রহমান মুবারকপুরী (১৩৫৩ হি.)
৫১। আল-আরফুশ শাযী ,, ঃ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (১৩৫২ হি.)
৫২। আওজাযুল মাসালিক ঃ শাইখুল হাদীস যাকারিয়া (১৪০২ হি.)
৫৩। শরহুয্ যুরকানী আলা মুআত্তা মালিক ঃ ইমাম যুরকানী (১১২২ হি.)
৫৪। ফাতহুল মুগাত্তা শরহে মুআত্তা ঃ মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি.)
৫৫। আত-তা'লীকুল মুমাজ্জাদ ঃ আবদুল হাই লখনভী (১৩০৪ হি.)
৫৬। আল-ফাতহুর রাব্বানী শরহে মুসনাদে আহমদ ঃ শাইখ আব্দুর রহমান আল-বান্না
৫৭। নাছবুর রায়াহ ঃ হাফেজ জামালুদ্দীন যায়লাঈ হানাফী (৭৬২ হি.)
৫৮। আত-তালখীছুল হাবীর ঃ হাফেজ ইবনে হাজার (৮৫২ হি.)

হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীক সংক্রান্ত কিতাবসমূহ

৫৯। মাজমাউয যাওয়াইদ ঃ হাফেজ নুরুদ্দীন হাইছামী (৮০৭ হি.)
৬০। তাখরীজে ইহয়াউল উলূম ঃ হাফেজ ইরাকী (৮০৬ হি.)
৬১। তাহকীকে মুসনাদে আহমদ ঃ শাইখ আহমদ শাকের
৬২। ,, ,, ঃ শোয়াইব আল-আরনাউত
৬৩। সিলসিলায়ে সহীহা ঃ শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী (১৪২০ হি.)
৬৪। সিলসিলায়ে যয়ীফা ঃ ,, ,,
৬৫। তামামুল মিন্নাহ ঃ ,, ,,
৬৬। আল-মানারুল মুনীফ ঃ ইবনুল কাইয়ুম জাওযী (৭৫১ হি.)
৬৭। তাযকিরাতুল মাওযুআত ঃ তাহের পাটনী (৯৮৬ হি.)
৬৮। কাশফুল খিফা ঃ শাইখ আজলুনী (১২৬২ হি.)
৬৯। তারীখে তাবারী ঃ ইমাম আবু জাফর তাবারী (৩১০ হি.)
৭০। তারীখে দামেশ্ক ঃ ইবনে আসাকীর (৫৭১ হি.)
৭১। আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া ঃ ইবনে কাছীর (৭৭৪ হি.)
৭২। আন-নেহায়া ফিল ফিতানি ওয়াল মালাহিম ঃ ,,
৭৩। তারীখে বাগদাদ ঃ খতীব বাগদাদী (৪৬৩ হি.)
৭৪। মীযানুল ই'তিদাল ঃ ইমাম যাহাবী (৭৪৮ হি.)
৭৫। সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ঃ ,, ,,
৭৬। আল-কাশেফ ফী..... ঃ ,, ,,
৭৭। আল কামেল ঃ ইবনে আদী জুরজানী (৩৬৫ হি.)
৭৮। তাহযীবুল কামাল ঃ হাফেজ মিয্যী (৭৪২ হি.)
৭৯। তাহযীবুত তাহযীব ঃ ইবনে হাজার আসকালানী (৮৫২হি.)
৮০। তাকরীবুত তাহযীব ঃ ,, ,,
৮১। লিসানুল মীযান ঃ ,, ,,
৮২। আল-কাশেফের টীকা ঃ শাইখ আওয়ামাহ (দা.বা.)
৮৩। তাখরীজুল কাশশাফ ঃ হাফেজ যাইলাঈ (৭৬২ হি.)
৮৪। আল-কাফীশ শাফ ঃ ইবনে হাজার আসকালানী (৮৫২ হি.)
৮৫। আল-গারাইবুল মুলতাকাতাহ মিন মুসনাদিল ফেরদৌস বা তাসদীদুল কৌস ঃ ইবনে হাজার আসকালানী (৮৫২ হি.)

উছূলে ফিকাহ

৮৬। আল-ফুছূল ফিল উছূল ঃ ইমাম আবু বকর জাচ্ছাছ হানাফী (৩৭০ হি.)
৮৭। উছূলে বয্দভী ঃ ফখরুল ইসলাম বয্দভী (৪৮২ হি.)

৮৮। উছূলে সারাখসী ঃ ইমাম সারাখসী (৪৯০ হি.)

৮৯। কাশফুল আসরার ঃ আব্দুল আযীয বুখারী হানাফী (৭৩০ হি.)

৯০। আল-মাহছূল ঃ ফখরুদ্দীন রাযী শাফিয়ী (৬০৬ হি.)

৯১। তানকীহুল ফুছূল ঃ কররাফী মালিকী (৬৮৪ হি.)

৯২। আল-ইহকাম ঃ সাইফুদ্দীন আমেদী (৬৩১ হি.)

৯৩। ইহকামুল ফুছূল ঃ কাজী বাজী মালিকী (৪৭৪ হি.)

৯৪। আল-বাহরুল মুহীত ঃ ইমাম যরকশী শাফিঈ (৭৯৪ হি.)

৯৫। শরহুল কাওকাবিল মুনীর ঃ কাযী ফত্তুহী হাম্বলী (৯৭২ হি.)

৯৬। ফাওয়াতিহুর রুহমত ঃ আব্দুল আলী আনছারী লখনভী (১১৮০ হি.)

৯৭। ইরশাদুল ফুহুল ঃ কাযী শওকানী যাহিরী (১২৫৫ হি.)

৯৮। আত-তাহরীর ঃ ইবনুল হুমাম হানাফী (৮৬১ হি.)

৯৯। আত তাকরীর ওয়াত তাহবীর ঃ আমীর হাজ হালবী (৮৭৯ হি.)

ফিকাহর কিতাবসমূহ

১০০। আল-হিদায়া ঃ বুরহানুদ্দীনর আলী মুরগীনানী হানাফী (৫৯৩ হি.)

১০১। ফাতহুল কাদীর ঃ ইবনুল হুমাম হানাফী (৮৬২ হি.)

১০২। ফাতাওয়া আলমগীরী ঃ

১০৩। আদ্ দুররুল মুখতার ঃ আলাউদ্দীন হাছকাফী (১০৮৮ হি.)

১০৪। ফাতাওয়া শামী ঃ ইবনে আবেদীন শামী (১২৫২ হি.)

১০৫। আল-বাহরুর রায়েক ঃ ইবনে নুজাইম মিসরী (৯৭০ হি.)

১০৬। আল-জাওহারাতুন নাইয়ারাহ।

১০৭। আল-ইনায়াহ শরহে হিদায়াহ।

১০৮। আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী ঃ শাইখ নফরাবী মালিকী (১১২৬ হি.)

১০৯। হাশিয়াতুল আদবী ঃ আবুল হাসান আলী মালিকী (১১৮৯ হি.)

১১০। হাশিয়াতুত দুসূকী ঃ মুহাম্মদ বিন আরাফা মালিকী (১২৩০ হি.)

১১১। কিতাবুল উম্ম ঃ ইমাম শাফিঈ (রহ. ২০৪ হি.)

১১২। আল মাজমু' শরহুল মুহাযযাব ঃ ইমাম নববী শাফিয়ী (৬৭৬ হি.)

১১৩। তুহফাতুল মুহতাজ ঃ ইবনে হাজার হাইতামী (৯৭৪ হি.)

১১৪। আসনাল মাতালিব ঃ যাকারিয়া আল-আনছারী শাফিঈ (৯২৬ হি.)

১১৫। শরহুল উমদাহ ঃ ইবনে তাইমিয়া হাম্বলী (৭২৮ হি.)

১১৬। আল ইকনা' ঃ শাইখ মুসা হাজ্জাবী হাম্বলী (৯৬৮ হি.)

১১৭। আল-ফুরু' ঃ ইবনে মুফলিহ হাম্বলী (৭৬৩ হি.)

১১৮। গিযাউল আলবাব ঃ সাফারীনী হাম্বলী (৭৬৩ হি.)

১১৯। আল-মুহাল্লা ঃ ইবনে হাযম যাহিরী (৪৫৬ হি.)
১২০। মাজমূয়ে ফাতাওয়া ঃ শাইখ বিন বায (১৪২০ হি.)
১২১। ,, ,, ঃ ছালেহ আল-উছায়মীন (১৪২১ হি.)
১২২। আল-ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ঃ আব্দুর রহমান
১২৩। আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যা আল–কুয়েতিয়্যা

অন্যান্য কিতাব

১২৪। ইহ্য়াউ উলুমিদ্দীন ঃ ইমাম গায্যালী শাফিয়ী (৫০৫ হি.)
১২৫। আল-হিকামুল জাদীরা ঃ ইবনে রজব হাম্বলী (৭৯৫ হি.)
১২৬। হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ঃ শাহ ওয়ালিউল্লাহ (১১৭৫ হি.)
১২৭। দাড়ি কা উজুব ঃ শাইখুল হাদীস যাকারিয়া (১৪০২ হি.)
১২৮। দাড়ি আওর ইসলাম ঃ মাওলানা জুনাইদ বাবুনগরী (দা. বা.)
১২৯। দাড়ি আওর আম্বিয়া কী সুন্নাতী ঃ মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী (দা. বা.)
১৩০। আল-জামে' ফী আহকামিল লিহ্য়া ঃ আলী বিন আহমদ
১৩১। আদিল্লাতু তাহরীমি হলকিল লিহয়াহ ঃ মুহাম্মদ ইসমাইল
১৩২। ইকতিযাউ ছিরাতিল মুস্তাকীম ঃ ইবনে তাইমিয়া (৭২৮ হি.)
১৩৩। আত-তাশাব্বুহ ফীল ইসলাম বা ইসলাম বনাম বিজাতীয় অনুকরণ ঃ কারী তৈয়্যব সাহেব (১৪০৩ হি.)
১৩৪। মাহাসিনুশ শরীআহ ঃ কফ্ফাল শাশী কবীর শাফিয়ী (৩৬৫ হি.)
১৩৫। আদাবুয যুফাফ ঃ শাইখ আলবানী (১৪২০ হি.)
১৩৬। উলূমুল কোরআন ঃ আল্লামা তকী ওছমানী (দা. বা.)
১৩৭। আত-তিবয়ান ফী আকসামিল কোরআন ঃ ইবনুল কাইয়ুম জাওযী (৭৫১ হি.)
১৩৮। তুহফাতুল মওদূদ বিআহকামিল মওলূদ ঃ ,, ,, ,,
১৩৯। ইখতিলাফে উম্মত আওর ছিরাতে মুস্তাকীম ঃ ইউসুফ লুধিয়ানভী (১৪২১ হি.)
১৪০। মারাতিবুল ইজমা' ঃ ইবনে হাযম যাহিরী (৪৫৬ হি.)
১৪১। মাওলানা মওদূদীর সাথে আমার সাহচর্যের ইতিবৃত্ত ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ঃ মাওলানা মনজুর নোমানী (রহ.)
১৪২। আয-যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির ঃ ইবনে হাজার হায়তামী শাফিয়ী (৯৭৪ হি.)
১৪৩। আল-হালাল ওয়াল হারাম ফীল ইসলাম ঃ ড. ইউসুফ কারযাভী
১৪৪। লিসানুল আরব ঃ শাইখ জামালুদ্দীন আফরীকী (৭১১ হি.)
১৪৫। এসো কলম মেরামত করি ঃ মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ (দা. বা.)
ইত্যাদি

গুনাহ তো অনেক প্রকার রয়েছে। কিন্তু দাড়ি মুণ্ডন বা একমুষ্টির ভিতরে কর্তন- এমন এক শয়তানী কাজ ও শক্ত গুনাহ, যা এক দৃষ্টিকোণে অন্য গুনাহসমূহ থেকে মারাত্মক। শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) বলেন- কবীরা গুনাহ তো অনেক রয়েছে। যেমন- ব্যভিচার বা সমকামিতা, মদ্যপান ও সুদখোরী ইত্যাদি। কিন্তু এগুলো তো সাময়িক, সর্বদা নয়। কিন্তু দাড়ি মুণ্ডন বা একমুষ্টির ভিতরে কর্তনের গুনাহটি এমন, যা প্রতিনিয়ত ও প্রতিমুহূর্তে তার সঙ্গী হয়ে থাকে। শয়নে-চেতনে, এমনকি সালাত ও সালামে, রমজান ও হজে, এককথায় প্রত্যেক ইবাদতের সময় এই গুনাহ তার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে।

তিনি আরো বলেন- মৃত্যুর ঘণ্টা কখন বাজবে কেউ জানে না। যারা রাসূল ﷺ-এর সুন্নাতের বিরুদ্ধাচরণ করে দাড়ি মুণ্ডন বা কর্তন করে, আর এই অবস্থায় যদি মৃত্যু আসে, তাহলে কবরে সর্বপ্রথম দর্শন লাভ করবে রাসূল ﷺ-এর নূরানী চেহারা। তখন কোন মুখে এই নূরানী চেহারার সম্মুখীন হবে। (দাড়ি কা উজুব, পৃষ্ঠা ৩)

অপরাধ করে ফেলেছ! ভয় কিসের? দু'টি চোখ আছে তোমার; অতএব অশ্রু প্রবাহিত কর। মুখ আছে; অতএব ইসতিগফার পড়। আছে হৃদয়; অতএব অনুতপ্ত হও এবং ভবিষ্যতে আর না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও।